শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

ফাল্গুন
১৩৮৫

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ. দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No.—WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনবিংশ বর্ষ

[১৩৮৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৬ মাঘ পর্য্যন্ত]
১—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

— সম্পাদক-সঙ্ঘপতি —
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

॥ সম্পাদক ॥
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৯৩

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

উনবিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮৫
১৭ গোবিন্দ, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, বুধবার; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ { ১ম সংখ্যা

হায়নোদ্ঘাত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ইচ্ছাক্রমে প্রাপঞ্চিক নিয়তিবলে মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতেছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালের পর হইতে বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গিয়া ৪৩৪ হায়ন অতীত হইল। পুনরায় বর্ষ প্রবৃত্তি। অখণ্ড কাল যাঁহা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে এই নশ্বর ভূমিতে নশ্বর কালের সত্য ধারণা ও গণনা। এই খণ্ডকালকে মায়িক উদ্দেশে ভোগময় প্রবৃত্তিতে ব্যয়িত করিলে আত্মার নিত্যধর্ম্ম, চিন্ময়ধর্ম্ম ও অপ্রতিহত আনন্দময় ধর্ম্মের পূর্ণাভিব্যক্তি হয় না, ইহা বিবেকীমাত্রেই উপলব্ধি করেন। আবার নিত্য খণ্ডকালের বিচিত্রতা নিত্যরাজ্যে, চিদ্রাজ্যে ও আনন্দময় রাজ্যে কিরূপ হরিসেবা করিতে সমর্থ ও উপযোগী তাহা শ্রীগৌরপদাশ্রিতগণই বুঝিতে সমর্থ। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধের উপদেশ যাঁহারা শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাই জগতের পরম বরেণ্য সজ্জন। হরিসম্বন্ধি বস্তুকে জড়রাজ্যের হেয়ের সহিত সমজ্ঞানে প্রাপঞ্চিক বস্তুর অন্যতম জানিয়া যাঁহারা ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত হন এবং হরিসম্বন্ধি অপ্রাকৃত ধর্ম্মময় বস্তু বা বিচিত্রতাকে প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের হরি-বিরাগ পরমার্থ রাজ্যে হরিভজনের অপব্যবহার বলিয়া শ্রীগৌরহরি শ্রীসনাতনকে উপদেশ করিয়াছেন। আমরা সেই করুণা-রত্নাকর প্রেমময়তনু শ্রীগৌর-বিগ্রহের নিত্যাশীষ লাভ করিয়া তাঁহার নিজ জন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয়ের কৃপাবলে যুক্ত-বৈরাগ্য গ্রহণ ও বৈরাগ্যের অপব্যবহার পরিহার শিক্ষা করিয়া শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ত্রয়োবিংশ বার্ষিকী সেবায় অগ্রসর হই।

শ্রীগৌরহরি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার নিত্য সেবকবৃন্দও তাহাই। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়জাতীয় সেব্য এবং ভক্তবৃন্দ আশ্রয়জাতীয় সেবক। বিষয় বিভু। আশ্রয়ের আশ্রিত অণু। আশ্রয়ের আশ্রিতগণ অণুত্বধর্ম্মপ্রযুক্ত কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে আপনাদিগকে বিষয়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া নশ্বর ভোগে প্রবৃত্ত হয়। আত্মদর্শনের অভাবে অনাত্মবস্তুকে আত্মবস্তু জ্ঞান করে। হরিকথা শ্রবণের পরিবর্ত্তে নশ্বর ভোগময় বিষয়-কথায় দিন যাপন করে। কৃষ্ণচিন্তা ছাড়িয়া নিজ ভোগময় চিন্তায় ব্যাকুল হয়। অনাত্ম নশ্বর বস্তুকে উপাস্যজ্ঞানে হরিসেবাবিমুখ হইয়া প্রকৃতির ধর্ম্ম রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ গুণত্রয়কে নিজজ্ঞানে বহির্ম্মুখী চেষ্টা-

বিশিষ্ট হয়। ইহা জীবের বদ্ধাভিমানে দুর্গতি। সৌভাগ্যক্রমে বদ্ধাবস্থায় জীব যখন বুঝেন যে, তাঁহার চিদানন্দ সত্তা অণু হইলেও জড়ভোগরূপ বিষয়কে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিহার করিলে তাঁহার নিত্যমঙ্গল প্রকাশিত হইবে, তখন তিনি সাধুপদাশ্রয় করিয়া সজ্জন হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। সাধুর কথায় সেকালে তিনি তুষ্টি লাভ করেন। সাধুর হৃদয়ে তখন তিনি শ্রীভগবানের মন্দির দর্শন করেন। সাধুর ভজনীয় বস্তুকে তিনি তখন উপাস্যজ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হন। এইরূপ বহু জীব প্রপঞ্চে থাকিবার কালে যে হরিপরিচর্য্যার আবাহন করেন, তাহার ফলে তাঁহাদের নিত্য ভগবৎ-প্রতীতির উদয় হয়। হরিসেবাময়ী চেষ্টা লইয়া তাঁহাদের প্রপঞ্চে জীবদ্দশায় সমাজ গঠিত হয়। উহা হরিবিমুখ সমাজের সহিত এক নহে। সজ্জনের আচরণে ও ব্যবহারে ব্যভিচারী-সম্প্রদায় তুষ্টি লাভ করেন না, কিন্তু বিজ্ঞ কৃষ্ণোন্মুখ সমাজ তাহাতেই আনন্দিত হন।

সাধুর সমাজের অনুকরণে হরিবিমুখপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট কপটীগণ তদনুকরণে অপর একটি সমাজ গঠন করেন। তাহা আসল নহে, মেকি মাত্র। এই সমাজ সজ্জনগণের অনুমোদন করিলেও সাধুদিগের প্রচ্ছন্ন শত্রু। অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ সমাজে তাহারা সজ্জন বলিয়া গৃহীত হইলেও ভক্তের সহ প্রতিকূলাচরণ তাহাদিগকে কপট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কপটী সম্প্রদায় আপনাদিগকে বৈষ্ণবাভিমানে লোকের নিকট প্রচারিত করিবার ইচ্ছা করিলেও তাহারা অজ্ঞানচালিত হইয়া বহু জড়ের বিকৃত-উপাসনা দ্বারা ভ্রান্তপথ সমর্থন, সাধু ও অসাধুর সমন্বয়তা, ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মাধীনতা, ভক্তাভক্তের আচারের একতা প্রভৃতি নানা অনর্থকে সত্যজ্ঞানে জগতের জঞ্জাল উপস্থিত করে। কলিকালে শুদ্ধভক্তিমার্গ নানা কণ্টকে পরিপূর্ণ। নানা কুতর্ক জাল বিস্তার করিয়া হরিবিমুখ সমাজ হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া ভোগপর বিষয়ে প্রমত্ত হয়।

বিগতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, কতিপয় বিষয়ী, ভক্তের সজ্জায় শুদ্ধাভক্তিকে বিদ্ধা করিবার যত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সম্প্রদায়-সমূহের একটি তালিকা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১। শৌক্রবংশপরম্পরায় আচার্য্যসন্তানাভিমানী এবং তাহাদের ভক্তিবিরুদ্ধ কদর্য্যানুষ্ঠান।

২। প্রাকৃত সহজিয়া ও গৃহি বাউল কাচে 'ভক্ত'-প্রতিষ্ঠালাভোদ্দেশে অবান্তর উদ্দেশ্য বিশিষ্ট।

৩। সমন্বয়বাদী বা গোলে হরিবোল সম্প্রদায়।

৪। 'শুদ্ধভক্তি' ছলনায় বিষয়-ভোগী।

প্রথম সম্প্রদায়ের কথা এই যে, তাঁহারা বিষ্ণু বা বৈষ্ণব শৌক্র বংশোদ্ভূত, তাদৃশ শৌক্র সম্বন্ধ ব্যতীত জগতে হরিভক্তি প্রচার সম্ভবপর নহে। তাঁহারা শৌক্রবংশে জাত হইয়াছেন বলিয়া সাধু বা বিষ্ণুপাদ। তাঁহারা দীক্ষাদান ব্যবসায়, ভাগবত পাঠে অর্থ সংগ্রহ ব্যবসায়, কীর্ত্তন গান প্রচার ব্যবসায়, বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মের উপদেশদান ব্যবসায়, পরীক্ষিৎ প্রদত্ত কলির পাঁচটী স্থানকে ধর্ম্মক্ষেত্র জ্ঞান, অনুগত জনকে বিপ্রলিপ্সা বিস্তার করিয়া বঞ্চন, শালগ্রাম দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে নিজ সেবা করাইয়া লওয়া, অপ্রাকৃত নিত্য ভক্তিকে কর্ম্মজ্ঞানাবৃত করণ, অযোগ্য জনকে অর্থলোভে বহুমানন করিয়া সম্প্রদায়ের পোষণ এবং তাহাদিগের নিকট অন্যায় পূর্ব্বক অর্থশোষণ, পতিতকে অনুন্নত করিবার প্রয়াস প্রভৃতি কদর্য্যানুষ্ঠান সমূহ শাস্ত্র সঙ্গত বলেন। বহির্ম্মুখ সমাজের অন্যতম বলিয়া এই সম্প্রদায়, সজ্জন সম্প্রদায়ের আদৃত ব্যবহারগুলির প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় ত্যাগের ছলনায় অথবা সুনীতি প্রচার ছলনায় ভক্তি ধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণকারী ভোগীর দল। অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ সমাজের নিকট স্ব স্ব কপট বিরাগের ভাণ প্রদর্শন করিয়া অথবা অভদ্র বেশ ও আচার গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে বাস করিয়া ভক্তির নামে নিজ ফলভোগময় কর্ম্মবাদ বা ত্যাগের ছলনায় গোপনে কদর্য্য ভোগের আবাহন এবং ধার্ম্মিক নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সজ্জনের সহিত প্রতিকূল আচরণ করেন। ইহাদের দ্বারাও ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। যেরূপ অভিনয় স্থলে রঙ্গমঞ্চে সাধু সাজিলে নিজের বা সমাজের কোন মঙ্গল

হয় না, যেরূপ কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র পাওয়া যায় না, যেরূপ ঘোলের দ্বারা দুধের পিপাসা মেটে না, তদ্রূপ মেকি বস্তুকে আসল বস্তু বলিয়া চালাইবার প্রয়াস অবশেষে আত্মবঞ্চনায় পর্য্যবসিত হয়। শ্রীরূপ-সনাতন লুপ্তধাম জগতে প্রকাশ করিলেন, শ্রীভক্তি-রসামৃত সিন্ধু, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা ভক্ত-জীবন গঠনে প্রয়াস করিলেন, তদনুসরণে তদনুগ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুর ও শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ শ্রীগৌর-নিজজনগণ স্ব স্ব ভজন চেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে কৃষ্ণোন্মুখ শুদ্ধভক্তগণ বিদ্ধাভক্তি পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধপথে কৃষ্ণানুশীলনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। আবার, কলিকাল বলিয়া মেকি-সম্প্রদায় গৃহিবাউল সজ্জায় অথবা ত্যাগী প্রাকৃত সহজিয়া সজ্জায় সেই সকল ভক্ত্যাঙ্গগুলিকে বিকৃত-ভাবে প্রদর্শন করাইবার জন্য কেহ বা সখীভেক, কেহ বা তীর্থ ও সাধুসংস্কার, কেহ বা সত্যকথা আবৃত করিবার জন্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার জন্য যে সকল কুচেষ্টা সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সজ্জন-সম্প্রদায় কখনও আদর করেন না। ঐগুলি ভগবদ্ ভজনের সম্পূর্ণ বিপরীত জানিয়া সজ্জনগণ তাঁহাদিগের দিকে ধাবমান হইবার পরিবর্ত্তে তাদৃশ দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নাকে প্রশ্রয় দেন না। উপসম্প্রদায়িগণ অচিরেই নিজ নিজ হরিবিমুখ-চেষ্টা দ্বারাই অবশেষে ধরা পড়িবেন। তজ্জন্য আমাদের কোন-প্রয়াসের আবশ্যক নাই। আমরা সজ্জনের পদানুসরণ করিয়া দুরন্তপার তমোময় সংসার অতিক্রম করিব।

তৃতীয় সম্প্রদায় অনভিজ্ঞতাক্রমে, ন্যূনাধিক মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরহরির বিরোধী। তাঁহারা ভক্তি-মার্গের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তি-প্রতিকূলে নির্ব্বিশেষ মতবাদিগণের প্রবঞ্চনায় প্রতারিত। নির্ব্বিশেষবাদীর পাপনির্ম্মুক্ত প্রবৃত্তি দেখিয়াই তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া ভক্তাভক্ত, অপরাধি-নিরপরাধীকে সম-শ্রেণীস্থ মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভগবদ্ভক্তির বহুল প্রচার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অনর্থবিশিষ্ট বহির্ম্মুখ জীবের নিকট যে অপরাধময় বিদ্ধনাম কীর্ত্তিত হয় এবং নামাপরাধী সম্প্রদায় যে তুচ্ছ ফলপ্রদ অপরাধ-সংযুক্ত নাম গান করে, তাহাকেই শুদ্ধ নাম বলিয়া স্বীকার করিলে সমন্বয় হইবে, উহাই উদারতা, নতুবা ঠক্ বাছিতে গাঁ ওজড় হইয়া যায়। তাহা কখনও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তিপ্রচারক বলেন যে, নামাপরাধী ও নামাভাসী দলের নাম, বিদ্ধনাম বা বিদ্ধা-বিদ্ধ নাম। উহা শুদ্ধ নাম নহে। গোলে হরিবোল দিতে পারিলে অনেক হুজুগে লোক সংগ্রহ হয়, অনেক কপটাচারী, সত্ত্বাভাস প্রদর্শনকারী লোক পাওয়া যায়, কিন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারক শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ প্রভু এরূপ কপটাচারীকে নামাশ্রিত ভক্ত বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা জানি, শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন উপরি বর্ণিত মহাত্মাগণ ও তদীয় অনুগগণ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা যত জানেন, গোলে হরিবোল সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোক তাহার কণা-মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা শ্রীগৌর-হরি ও শ্রীরূপানুগজনগণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, সুতরাং গোলে হরিবোল দেওয়া নামাপরাধী গুরুর আদর করিতে পারি না। সেরূপ আদর করিলে আমরা গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধে শুদ্ধ নাম গ্রহণে বঞ্চিত হইব।

চতুর্থ সম্প্রদায় শুদ্ধ ভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া অনর্থময় অবস্থায় নির্জ্জনরস-ভজনের পক্ষপাতী। শুদ্ধভক্তিপ্রচারক বলেন যে, অনর্থযুক্ত অবস্থায় নাম-শ্রবণ এবং নাম-সংকীর্ত্তন। অনর্থমুক্ত অবস্থায় বাহ্যে নামকীর্ত্তন ও অন্তরে সম্বন্ধজ্ঞান ক্রমপন্থায় প্রস্ফুটিত হইলে স্বীয় স্বরূপানুভূতি ও নিজ রতির অভিব্যক্তিক্রমে নির্ম্মল অন্তঃকরণে ভজন-চেষ্টা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে নামে নিত্যরূপের অবস্থানরূপ শ্রবণ কীর্ত্তন এবং রূপের স্ফূর্ত্তি। জড় রূপগুণ-লীলাদি শ্রবণে যে ভজন হয়, তাহা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভজন। উহা অপ্রাকৃত সহজ ভজন নহে। তৃতীয়স্কন্ধে 'শৃণ্বতঃ স্বকথাঃ' শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তীর টীকা যাঁহারা পড়িয়াছেন এবং ষট্সন্দর্ভ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন অথবা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিনাম চিন্তামণি যাঁহারা সাবহিত চিত্তে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা

অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলেই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের রূপ-গুণ-লীলা ক্রমে ক্রমে ভক্তের আত্মেন্দ্রিয় বা সিদ্ধদেহের অপরোক্ষ বিষয়রূপে প্রাপ্য হয়। জড়-প্রতীতির অপগমে অর্থাৎ জড় কর্ত্তৃকর্ম্মব্যপদেশ নিরাকৃত হইলেই জীব শুদ্ধনামগ্রহণ-প্রভাবে হরিসান্নিধ্য লাভ করেন। তৎকালেই তাঁহার স্মরণাঙ্গের সাফল্য হয়। নতুবা ভোগতাড়নায় হরিবিমুখ দেহ ও মন নানা বিশৃঙ্খলতা আবাহন করে। নির্জ্জন ভজন বলিতে ইহাই বুঝায় যে, ভজনকারী কৃষ্ণেতরজনসঙ্গ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে জড়ভোগময় প্রতীতি নাই এবং তাদৃশ চিৎপ্রতীতিতে পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার নিকট গোলোক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে. সুতরাং জনসঙ্গ করিবার যোগ্যতার অভাবে সেই নির্ম্মল আত্মা কেবল হরিজনসঙ্গামোদে নির্জ্জনে ভজন করিতেছেন। কৃষ্ণ-রসাস্বাদনে কৃষ্ণদাস যে-কালে প্রমত্তপ্রায়, তৎকালে বাহ্যদশায় অনুষ্ঠেয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও নির্জ্জনে সম্পন্ন হইতেছে। এই কথা না বুঝিয়া যিনি কৃত্রিমভাবে পারমহংস্য প্রতীতির অহঙ্কারে নাম-কীর্ত্তন প্রচার, নাম-মহিমা প্রচার প্রভৃতি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি হইতে অপসৃত হইয়া নিজের উন্নতভাবে ভজন জাহির করিবেন, তদ্দ্বারা প্রাকৃত সহজিয়াগণ ও গৃহিবাউলগণ গুরু হইতে গুরুতর ভ্রমে পাতিত হইবেন। যে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণেতর বাহ্য প্রতীতি প্রবল, সেইকালে নির্জ্জনতার ভাণে শ্রদ্ধধান-জনরূপ অনুকূলসঙ্গ পরিহার করিলে কোন মঙ্গলোদয় হইবে না। অবশ্য দুর্ব্বল অনভিজ্ঞ অভক্ত সমাজে অপ্রাকৃত রসকথা প্রচারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া আমাদের ন্যায় হরিবিমুখজনের নিকট সাধন-ভক্তির উৎকর্ষ প্রচারিত হইবে না এরূপ নহে। যাঁহাদের মহাভাগবতাধিকার হইয়াছে, তাঁহারা যতই কেন না নির্জ্জনে ভজন করুন, তাঁহাদের নিকট হরিভজনেচ্ছু নিষ্কপট জীব করুণাপ্রার্থী হইবেন। সেইকালে তাঁহারা জীবে দয়া বাদ দিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন না।

বিগত বর্ষে এই চারি প্রকার দল নিজ নিজ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সজ্জনগণ ঐ চারি প্রকার দলের কোন একটীতেও মিশিয়া যান নাই। উপরি উক্ত চারিটী সম্প্রদায় ন্যূনাধিক কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত, তাঁহারা সজ্জনের কেহই নহেন।

এই চারিদল, শুদ্ধ ভক্তগণকে তাঁহাদিগের অন্যতম জ্ঞানে নানাপ্রকারে আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা যতই হিংসা করুক্ না কেন, শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল হিংসাপর দল স্ব স্ব হিংসাবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইবে। আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশমত তদীয় নিজ জনগণের পদানুসরণে শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া অনুজ্ঞা পালন করিব। প্রতীপজনকে সর্ব্বদাই গড়ের পারে রাখিব।

শ্রীগৌরপদাশ্রিত কীর্ত্তনকারিগণ বলেন, শৌক্র-পারম্পর্য্যক্রমেই যদি বিষ্ণুসংসার হইত, তাহা হইলে ভগবান্ বরাহদেব ধরণীর গর্ভজাত সন্তান নরকাসুরকে জগদ্গুরুপদে বরণ করিতেন। যাবতীয় বরাহশাবক-গণকে, মাছের পোনা গুলিকে, কূর্ম্মশাবকগণকে এবং ব্রহ্মার সন্তান মাত্রকেই ঈশ্বর-সন্তান বলিয়া গুরুপদে বরণ করা কখনই শাস্ত্র সঙ্গত ও মহাজনানুমোদিত নহে। অসুরকুলে সজ্জন জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, দেব ব্রাহ্মণ-কুলেও অসুর জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং নরকাসুর, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ প্রভৃতি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইতেন না। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি হরি-বিমুখ বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ, কৃমিকণ্ঠ চোল প্রভৃতি হরিবিমুখ-গণ বৈষ্ণবগণের দ্বারা শোধিত হইতেন না। মধুকৈটভ, নরকাসুর এবং প্রত্যেক মৎস্য বরাহ আপনাদিগকে বিষ্ণু-সন্তান জ্ঞানে যদি পতিত জীবগণকে শিষ্য করিতেন এবং তাহাদের নিকট ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে তাদৃশ শিষ্যগণ হরিদাস্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না। ঐ বিষ্ণুসন্তানগণ হরিসেবা ছাড়িয়া নিজ নিজ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা লোভে কতই না হরিসেবার প্রতিকূল সাধন করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের অনুগত শিষ্যগণ যাহা করিবেন তাহাই বিষ্ণুসেবা নহে। বিষ্ণু-সেবা না করিলে জীবের অমঙ্গল হয়, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি বৈষ্ণববিদ্বেষীকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট পুণ্য লাভের জন্য পুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহা-দিগের শোচ্য অবস্থা আমরা অনুমোদন করি না।

যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবদ্বিগ্রহ জ্ঞান না করিয়া তদ্দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন এবং সেই অর্থে প্রাকৃত ভোগবাসনায় মত্ত হ'ন, তাহাদিগের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য্য কখনই শুনা যায় না। এই সকল কথা প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি বিচার করিয়া তাদৃশ সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শ্রোত্রিয় গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করুন্। গুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত নিজের কল্পিত অসাধুকে সাধুজ্ঞানে তৎস্থানীয় মনে করা সুকৃতির পরিচয় নহে। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে মন্ত্রের ব্যবসায়, পাঠের ব্যবসায়, বক্তৃতার ব্যবসায় ও গোলে হরিবোল দেওয়ার ব্যবসায় এবং তাদৃশ ব্যবসার দ্বারা ব্যবসায়িগণের নিজ নিজ বিষয়ভোগ পরিত্যক্ত হইবে। গৌরভক্ত-সমাজ নামে যাহারা পরিচয় দিয়া ঘরপাগ্‌লা ও প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রয়াস ভজনের প্রতিকূল। ব্যাধির সময়ে চিকিৎসা না করিলে পরিশেষে বিষময় ফল হয়। সুতরাং সময় থাকিতে থাকিতে জীবমাত্রেই সজ্জনের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মঙ্গলের পথে অগ্রসর হউন।

—সঃ তোঃ ২৩।১ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(ভক্ত্যানুকূল্য)

প্রশ্ন—ভক্তির অনুকূল বিষয়ের প্রতি শুদ্ধভক্তের সঙ্কল্প কিরূপ ?

উত্তর—"তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥"

—শঃ

প্রঃ—ভজনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল কি ?

উঃ—"শুদ্ধ ভকত, চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি,
প্রেম-লতিকার মূল ॥"

—শঃ

প্রঃ—ভজনানুকূল বস্তুতে শুদ্ধ ভাগবতের কিরূপ দর্শন হয় ?

উঃ—"যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥"

—শঃ

প্রঃ—ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল আশ্রমের বিচার কিরূপ ?

উঃ—"নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই; কেন না, গৃহ **নামানুশীলনের অনুকূল** হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার **নামানুশীলনের প্রতিকূল** হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।"

—'নামবলে পাপবুদ্ধি', হঃ চিঃ

প্রঃ—নামভজনকারীর আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বিচার কিরূপ ?

উঃ—"নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক, —এই অনন্য ভাব আশ্রয় করিবেন।"

—'কৃষ্ণদাস্য', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—ভগবন্নিবেদিত তুলসী-চন্দনাদি ধারণ ভক্তির অনুকূল কেন ?

উঃ—"তুলস্যাদির আঘ্রাণের দ্বারা লাম্পট্য-বৃত্তির উত্তেজক রূপ অপর তীব্র গন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধদ্রব্যের লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ্ ঘটে। কর্ম্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলেপিত করত মূঢ়গণ স্ত্রী-

লাম্পট্য, আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল গন্ধযুক্ত তুলসীচন্দনকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন, উভয়ই হইতে পারে।"

—তঃ সূঃ, ৩৫ সূঃ

প্রঃ—বিষয়সমূহকে অনুকূল করিবার কৌশল কি?

উঃ—"বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না।"

—গীঃ, রঃ, রঃ ভাঃ, ৩।৩৪

প্রঃ—তত্ত্ববিচার ভক্তির দৃঢ়তা সাধনের অনুকূল কেন? তত্ত্ববিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের স্বরূপ কি হইতে পারে?

উঃ—"ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গুবৈরাগ্য ও বন্ধ্যাতর্কের পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক, **তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল অনুরাগ অর্পণ করাও সেইরূপ আবশ্যক** জানিতে হইবে। কিন্তু **যাঁহারা রাগবাহুল্য-প্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত মুক্ত, অথবা নিতান্ত বদ্ধ** বলিয়া জানিতে হইবে।

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

প্রঃ—গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার কিরূপে হয়? কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বিধানে পিতৃলোককে পিণ্ডাদিদান কি ভক্তির অনুকূল,—না প্রতিকূল?

উঃ—"শ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্ব্বক সেই প্রসাদ-পিণ্ড পিতৃলোককে দান করা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থ ভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত **স্মার্ত্তক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব গেল।**"

—জৈঃ ধঃ, ৭ম অঃ

প্রঃ—শরণাগত ভক্ত কি কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করেন? তাঁহার পক্ষে কি বিধি ভক্তির অনুকূল?

উঃ—"শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎ পূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণ-পূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

প্রঃ—বৈষ্ণব গৃহস্থের পক্ষে কি অসবর্ণ বিবাহাদি বা চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবহার ত্যাগই ভক্তির অনুকূল?

উঃ—"গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য্য হন, অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য হন, তবে বিবাহক্রিয়া তাঁহার সবর্ণের মধ্যে করাই উচিত; কেন না, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। **চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবহার-ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নয়।** বৈষ্ণবের পক্ষে **যাহা ভক্তির অনুকূল** হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ, ধঃ, ৬ষ্ঠ অঃ

প্রঃ—গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের ভক্ত্যনুকূল সদ্বৃত্তি কি?

উঃ—"গৃহত্যাগী ব্যক্তির মাধুকরী ভিক্ষা এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ব-বর্ণাশ্রম-বিধি-সম্মত বৃত্তি,—ইহাই সদ্বৃত্তি।"

—পীঃ বৃঃ ৩

প্রঃ—সাত্ত্বিক আহার কি হরিভজনের অনুকূল? কেবল সাত্ত্বিক আহারে ফলোদয় হয় না কেন?

উঃ—"আদৌ সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব' শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহারসকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। 'ব্যবহার'-শব্দ দ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্ত্রীসঙ্গ-পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা ও অহিংসা প্রভৃতি এবং যম ও নিয়মগত সমুদায়ই 'ব্যবহার'-শব্দের অন্তর্গত। **আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও মানব যে-পর্য্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে, সে পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক্ উন্নতি কিরূপে হয়?** যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে মাসাধিক **সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন** করিয়া দেখুন অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটী হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।"

—'মৎস্য-মাংস-ভোজন', সঃ তোঃ ২।৮

বর্ষারম্ভে

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর বাঙ্ময়ী-তনুস্বরূপে আবির্ভূতা 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকা তাঁহার অষ্টাদশবর্ষব্যাপী কীর্ত্তনব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক সম্প্রতি ঊনবিংশতিতম বর্ষীয় কৃষ্ণকীর্ত্তন-ব্রতের শুভারম্ভ ঘোষণা করিতেছেন। আমরা শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন অশোকাভয়ামৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণ-মুখে তাঁহার সেবায় ব্রতী হইবার শুভ সঙ্কল্প গ্রহণ করতঃ তাঁহার অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থী হইতেছি। তিনি তাঁহার সেবায় কৃপাপূর্ব্বক অধিকার প্রদান করিয়া আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অকপট স্নেহভাজন হইবার সৌভাগ্য প্রদান করুন, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে তচ্চরণে আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয় বিষয়। তিনি সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।

সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ স্বয়ম্ভু অপৌরুষেয় স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বেদশাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব শংসন-মুখে যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রসার সর্ব্ববেদার্থপূরক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া জীব-মাত্রের সকল সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ গোস্বামিবর্গ সেই শ্রীভাগবতা-নুগমনেই তাঁহাদের যাবতীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকা মাধ্যমে আমরা কেবল তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কীর্ত্তনপ্রয়াস করিয়া আমাদের সহৃদয় ও সহৃদয়া গ্রাহকগ্রাহিকা ও পাঠকপাঠিকাবর্গের আনন্দ-বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকি।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে শ্রীনচিকেতার পরব্রহ্ম-তত্ত্ববিষয়ক পরিপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ভাগবতবরেণ্য শ্রীযমরাজ বলিতেছেন—

> "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
> তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
> যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
> তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ॥"

অর্থাৎ নিখিল বেদশাস্ত্র যে বেদ্য পরব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ পুনঃ পুনঃ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সকল তপস্যা বা কর্ম্ম যাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্যই বিহিত হইয়া থাকে, স্বাধ্যায়সংরত ব্রহ্মচারিগণ যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীগুরুসমীপে বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া থাকেন, হে নচিকেতঃ, আমি তোমাকে সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই পরতত্ত্ব 'ওম্' শব্দবাচ্য, সুতরাং সেই ওঙ্কারকেই পরব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

শ্রীভগবদ্গীতায়ও 'ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' অর্থাৎ ওঁ' তৎ এবং সৎ—এই তিনটি ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর নির্দ্দেশক নামধেয় বলিয়া শিষ্টগণ কর্ত্তৃক স্মৃত বা বিচারিত হইয়াছে। 'ওমিত্যেতদ্‌ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম'—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের 'ওম্' এই নামটি প্রকাশিত, 'তত্ত্বমসি' শ্রুতিবাক্যে 'তৎ' এই দ্বিতীয় নাম এবং 'সদেব সৌম্য' এই তৃতীয় শ্রুতিবাক্যে 'সৎ' এই তৃতীয় নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞাদি প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ মহাপ্রভাব বিশিষ্ট, তৎপূর্ব্বক অর্থাৎ তাহা উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞাদির অঙ্গ-বৈগুণ্য তিরোহিত হয়, সুতরাং ফলবৈগুণ্যও থাকে না। ব্রাহ্মণ প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য অঙ্গবৈকল্যও সাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ব্রহ্মোদ্দেশক হইলেই 'সৎ' শব্দ লাভ করে, তদুদ্দেশক না হইলে সমস্তই অসৎ। কৃষ্ণের নিত্যদাস্যই জীবের স্বরূপ-পরিচয়, সুতরাং সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপবিরোধী। ঐ সকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেই উহারা পরাভক্তি উদয়ের সহায়ক হয় এবং তখনই উহারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয়।

প্রণবই সর্ব্ববেদের মূল বীজ, এই প্রণবই সম্প্রসারিত

হইয়া ব্রহ্মগায়ত্রী, ক্রমশঃ কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণগায়ত্রী বা কামগায়ত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, উঁহারই সম্প্রসারিত-স্বরূপ নাম এবং তাঁহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা-স্বরূপ ইতিহাস-পুরাণাদি এবং সেই সমুহশাস্ত্রের সার মীমাংসা গ্রন্থরূপেই প্রকটিত হইয়াছেন — শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু শ্রীমদ্ভাগবত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋগ্বেদ "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ" [অর্থাৎ হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) যন্মাত্র অবগত হইয়াই নাম উচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান (পরা-ভক্তি) প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণবব্যঞ্জিত পদার্থ সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ।]—এই মন্ত্র দ্বারা যে নামভজনের ইঙ্গিত করিয়াছেন, বেদার্থস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আদ্যন্তোপান্ত সেই নাম-ভজনের কথাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্ গীতায়ও 'সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ' ও 'কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং' প্রভৃতি বাক্যে নাম-ভজনের কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। বেদান্ত সূত্রের 'আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ' সূত্রেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যেরই সমার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার শ্রীনারদ ব্রহ্মবক্ত্র বিনিঃসৃত সমগ্র নিগম এবং শিববক্ত্র-বিনির্গত সমগ্র আগম-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" শ্লোক দ্বারাই তাহার মর্ম্মার্থ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যন্তও ঐ শ্লোকটি নিজমুখে ব্যাখ্যা করিয়া নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বগুহ্যতম — সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাহা স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচারের মহান্ আদর্শ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য শ্রীচৈতন্য-বাণীরও অশেষবিশেষে তাহাই প্রচার্য্য বিষয়। মঙ্গলময় শ্রীহরির নামই সর্ব্বজীবের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ-বিধাতা—"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

"তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এই শ্রুতিবাক্যে শ্রীভগবান্‌কে উপনিষদ্ বা বেদান্তবেদ্য পুরুষ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। একাক্ষর মহাবাক্য প্রণবই সকল বেদের মূল বা আদি বীজ। এই প্রণবই ব্রহ্মের বাচক স্বরূপ, পরব্রহ্ম ভগবান্ সেই প্রণববাচ্য। ব্রহ্মের বাচ্য-বাচক এই উভয়বিধ স্বরূপের মধ্যে বাচক-স্বরূপেরই করুণা অধিক, এইজন্য সেই সর্ব্ববেদবেদ্য বস্তুর প্রাপ্তির উপায় ঐ সর্ব্ববেদমূল একাক্ষর প্রণব উচ্চারণ বা নামোচ্চারণ। প্রণবই ব্রহ্মের নাম। প্রণবই ঈশ্বর-স্বরূপ, সর্ব্ববেদের নিদান মহাবাক্য। প্রণবই মন্ত্র ও গায়ত্রী স্বরূপে প্রকাশিত, কিন্তু সেই প্রণবের মহামন্ত্র স্বরূপে মহামন্ত্রই মন্ত্র ও গায়ত্রী উভয়াত্মক। অ, উ, ম — এই ত্র্যক্ষরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-স্বরূপ ও তদ্দাসানুদাসরূপে জীব-স্বরূপই কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ্মোত্তর খণ্ডে প্রণবব্যাখ্যানে উক্ত হইয়াছে—

"অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্।
বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্॥
অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

—ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৮ সংখ্যা

অর্থাৎ প্রণবে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কার—এই তিনটি বর্ণ বিদ্যমান। এই প্রণব ত্রিবেদাত্মক এবং ব্রহ্মপদ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'অ'-কারে বিষ্ণু, 'উ'কারে লক্ষ্মী এবং 'ম'কারে তাঁহাদের দাস পঞ্চবিংশতত্ত্ব জীবস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—

"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক নায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥"

অর্থাৎ 'অ'কারে সর্ব্বলোকের একমাত্র নায়ক কৃষ্ণ ও 'উ'কারে 'রাধা' উক্ত হইয়া থাকেন, 'ম'কার জীব-বাচক। সন্দর্ভেও উক্ত হইয়াছে—

"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে 'তার' ইতি।"

অর্থাৎ ব্রহ্মের 'ওম্' এই নামটি অতি নিকটস্থ নাম,

যেহেতু ইঁহার উচ্চারণ মাত্রই ইনি সংসার ভয় হইতে জীবকে উদ্ধার করেন। এজন্ত ইনি 'তার' নামে কথিত হইয়া থাকেন।

"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্তৈব বর্ণরূপেণাবতারোহয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

শ্রীভগবানের অন্তান্ত অবতারের ন্তায় শ্রীনাম বর্ণরূপে অবতীর্ণ, সুতরাং নাম ও নামী অভেদ।

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ॥"
—কঠ ১।২।১৬

সুতরাং এই ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণবই জ্ঞানিগণোপাস্ত প্রসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ অপরব্রহ্ম স্বরূপ, আবার ইনিই ভক্তজনোপাস্ত চিৎ সবিশেষ পরব্রহ্ম পরাৎপর বস্তু। যিনি এই ওঙ্কারকে পরব্রহ্মস্বরূপে ধ্যান করেন, তিনি যে কোনও বস্তু কামনা করিবেন, সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"
—কঠ ১।২।১৭

অর্থাৎ এই ওঙ্কারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এই প্রণবকে আশ্রয় করিয়া যে ধ্যানাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন হয়। ইঁহার উপাসনার ফলে সেই প্রণবোপাসক ব্রহ্মলোকে বা ভগবল্লোকে—গোলোক-বৈকুণ্ঠধামে পূজিত বা মহিমান্বিত হন।

এইরূপে ওঙ্কারব্যঞ্জক মহামন্ত্র শ্রীনামের আরাধনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পরব্রহ্ম শ্রীনামই তাঁহার পরম করুণাময় নাম-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক তদাশ্রিত জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই পরম তেজোময় স্বরূপ দর্শনেরও দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করেন। তিনি তদ্দর্শনযোগ্যতা প্রদান না করিলে তাঁহাকে কেহই দর্শন করিতে পারে না। তাই ঈশোপনিষৎ এবং বৃহদারণ্যক প্রভৃতি আমাদিগকে তাঁহার প্রার্থনারীতি জানাইতেছেন—

"হিরণ্ময়েনপাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্, তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ, তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্। ওম্ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥"

অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রদ্বারা সেই সত্যাখ্যাব্রহ্মের মুখ অর্থাৎ উপলব্ধিদ্বার আবৃত হইয়া রহিয়াছে। হে পূষন্ সর্ব্বজগৎপোষক স্বপ্রকাশ সূর্য্যস্বরূপ বিষ্ণো, সত্যধর্ম্মে তৎপর আমি, সত্য স্বরূপ তোমার দর্শন বা সত্য ব্রহ্মোপলব্ধি-প্রতিবন্ধক আচ্ছাদন অপসারিত কর। হে একর্ষে (অদ্বিতীয় তত্ত্বদর্শিন্), হে যম (সংযমনকারিন্), হে সূর্য্য (স্বপ্রকাশস্বরূপ), হে প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভেরও অন্তর্য্যামিন্—প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন অপত্য যাঁহার), তুমি তোমার রশ্মিসমূহ, সংকোচিত কর, আমার দৃষ্টিবিঘাতক তোমার তেজোরাশি উপসংহার কর, যাহাতে আমি তোমার যে সর্ব্বোত্তম কল্যাণময় রূপ আছে, তাহা দর্শন করিতে পারি। আমি সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমার প্রাণবায়ু অপান বায়ুতে মিলিত হউক এবং এই শরীর ভস্মীভূত হইলে দেহোপাদান পৃথিবীতে বিলীন হউক। হে মন, তুমি এক্ষণে অন্ত সকল সংকল্প-বিকল্প পরিত্যাগ করিয়া সেই বিষ্ণুর পরম পদই একাগ্রচিত্তে স্মরণ কর এবং আজীবন যাহা করিয়াছ, তজ্জন্ত অনুতাপসহকারে করুণাময় ভগবৎপাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা কর। প্রার্থনা কর—হে অগ্নে—হে করুণাময় বিষ্ণো, তুমি তোমার নিত্য দাসানুদাস আমাকে নিত্যবাস্তব কল্যাণময় সুপথ প্রদর্শন করিয়া তোমার সেই প্রেমসম্পদ্‌রাজ্যে লইয়া চল। হে প্রভো, তুমি নিখিল লোকের বুদ্ধিবৃত্তি অবগত আছ, তুমি আমাদের কুটিলস্বভাব পাপসমূহ অপনোদন কর। তোমাকে এক্ষণে কেবল প্রচুর পরিমাণে প্রণামই করিতেছি, আর কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মের সহিত প্রত্যেক জীবাত্মার

অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তিনি ব্যতীত তাহার পরমহিতকারী বান্ধব আর কেহই নাই। তাঁহার অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মই জীবের একমাত্র আশ্রয় স্থল। তাঁহাকে ভুলিয়াই জীব ত্রিগুণময়ী মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শাত্মক জাগতিক অনিত্য বিষয়ে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ে, তাই সংসার-দুঃখজলধির নানাদুঃখ-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রপীড়িত হইতে হয়। যাঁহাকে ভুলিয়া তাহার এই নিদারুণ দুর্গতি ভোগ, তাঁহার পাদপদ্মই আবার তাহার পুনরাশ্রয়ণীয় হইলেই তাহার নিষ্কৃতি। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্র তারস্বরে পুনঃপুনঃ সেই পরামর্শই আমাদিগকে দিতেছেন। তাহা শ্রবণ না করিয়া জড়াহঙ্কারোন্মত্ততাবশতঃ আপনাদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান্ সাজাইতে গেলেই 'অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি' ন্যায় অবলম্বন করিতে হয়। শ্রীভগবান্ তাই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন—হে অর্জ্জুন, যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের খেয়ালমত চলে, তাহারা কখনই সুখসিদ্ধি পরাগতি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ-ব্যাপারে শাস্ত্রের শরণাপন্ন হও। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশাসন স্মরণ করাইয়া সুপথ অর্থাৎ ব্রজের পথ প্রদর্শনের প্রয়াস করিয়া থাকেন। তাই জড়বিদ্যার মোহ ত্যাগ করিয়া আমরা যেন সর্ব্বদা সেই গুরূপদিষ্ট পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামসংকীর্ত্তনেরই নিষ্কপটে জয় গান করিতে পারি, ইহাই আমাদের চরমপরম প্রার্থনীয় বিষয় হউক। দিনে দিনে দিন ফুরাইয়া আসিল, আয়ুসূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতে চলিল, এখনও আর কিসের মোহে মুগ্ধ থাকিয়া আমরা অনিত্যবিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন থাকি! হে শ্রীচৈতন্যচরণানুচর পরদুঃখদুঃখী করুণাবারিধি ভক্তবৃন্দ, আমি আজ গললগ্নীকৃতবাসে ভবাদৃশ সকল সজ্জন-চরণ-সরোজসমীপে দণ্ডবৎ প্রণতিবিধানপূর্ব্বক আপনাদের নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইতেছি। নিতান্ত অযোগ্য নরাধম মাদৃশ দীনহীনের প্রতি আপনারা সকলেই সকরুণ দৃষ্টিপাত করুন। আমি যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের চির কিঙ্করানুকিঙ্কর থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় জীবনের অবশিষ্ট কএকটা দিন ব্রতী থাকিতে পারি। শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে আমি আমার মনকে সম্বোধন করিয়া যেন বলিতে পারি—

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাং
অয়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বিচার

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

অচিন্ত্যপ্রভাবশালী পরজগৎ জড়ীয় দেশকালাতীত এবং স্বপ্নব্যবধানবৎ* নিত্য নবনব চিদ্বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অখণ্ড। তাহা পূর্ণ হইয়াও গতিশীল। অখিলবৈচিত্র্যাধিপতি শ্রীঈশ্বরে চিদচিৎ সমুদয় জগৎ অত্যদ্ভুত ও অচিন্ত্যরূপে সমন্বিত ও শোভিত। ব্রহ্মস্তু সুখস্বরূপ হওয়ায় এবং তাঁহাতে দেশকালের কোন ব্যবধান না থাকায় তদভিনিবেশপ্রাপ্ত জীবগণই অখণ্ড সুখের অধিকারী। এই অখণ্ড সুখ-সম্পত্তি ত্রিবিধাকারে প্রকাশিত—(১) ব্রহ্মানন্দ (২) পরমাত্মা-

* স্বপ্নব্যবধানবৎ—স্বপ্নে বিবিধ বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হইলেও তন্মধ্যে যেমন দেশ ও কালের কোন ব্যবধান থাকে না। যেমন শয়ান অবস্থায় মূল শরীরের অব্যবধানেই স্বাপ্নিক-শরীরে যুগপৎ একই কালে বহু দেশ ভ্রমণ ও বহু ব্যক্তির সহিত কথোপকথন সম্ভব হয়, তদ্রূপ।

নন্দ ও (৩) শ্রীভগবৎ-সেবাসুখানন্দ। ব্রহ্মানন্দীকে জ্ঞানী, পরমাত্মানন্দীকে যোগী এবং শ্রীভগবৎ-সেবা সুখানন্দীকে ভক্ত বা বৈষ্ণব বলা হয়। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ত্রিবিধ সুখেরই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হয়। তন্মধ্যে শ্রীভগবদ্বিচারের পূর্ণতায় পূর্ণ-জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ লাভ হয়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানেরই আংশিক প্রকাশ।

"ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান যোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত' উপমা॥"

—চৈঃ চঃ ১।২।২৫-২৭

জ্ঞান ও যোগমার্গে নিত্য শ্রীভগবদ্বিগ্রহের প্রকাশ নাই, পরন্তু তাঁহারই রশ্মিজালরূপ ব্রহ্ম ও অংশরূপ পরমাত্মাই অনুভূতির বিষয় হয়। চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ শুদ্ধ ভক্তিযোগেরই মাত্র বিষয়-বস্তু। এই ভক্তিযোগ ভগবানের নিজস্ব-সম্পদ্। এই যোগ তিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে শব্দ-মাধ্যমে প্রদান করিলে ব্রহ্মা সেবোন্মুখ-হৃদয়ে তপস্যা করিয়া শ্রীভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি (ব্রহ্মা) উক্ত মন্ত্র তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রদান করেন। ক্রমশঃ মনু হইতে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং কিংপুরুষ প্রভৃতি সকলে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত বেদমন্ত্রসকল উচ্চারণকারিজীবগণের ভগবদ্বৈমুখ্যের তারতম্যে বিভিন্ন আকার ধারণ পূর্ব্বক ভোগিজীবের কামনা তৃপ্তি মূলে অবশেষে পাষণ্ড মতেরও প্রচার থাকিলে শ্রীভগবান্ নিজে অবতরণ করতঃ ঐ মন্ত্র সকলকে জীবকল্যাণার্থে তাঁহাদের যথাযথ তাৎপর্য্যে পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ও সর্ব্বদাই তাহা করিয়া থাকেন।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।৩

[শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপ-ভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।]

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমও মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছেন—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

[কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে কৃষ্ণচৈতন্য-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।]

"বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

[বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।]

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৫ ও ২৫৪

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥"

—ভাঃ ১১।২।৩৪

[ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।]

এতৎ সমুদয় শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীভগবদন্বয়ে অর্থাৎ অবরোহবাদে (Deductive method এ) যে জ্ঞান জগতে সম্প্রসারিত হন, তাঁহাকেই আম্নায় বা বেদ বলে এবং তদন্বয়কে শ্রীগুরুপরম্পরা বা শ্রীগুরুপ্রণালী অথবা সম্প্রদায় বলে। এই সদ্গুরু বা সচ্ছিষ্যপারম্পর্য্যে তত্ত্বজ্ঞানটী জগতে নিত্যকাল সংরক্ষিত রহিয়াছেন। নিষ্ঠার বিপর্য্যয়ে এই জ্ঞান উপরিলিখিত পাষণ্ডতায় পরিণত হইয়া যায়। ইহাতে তত্ত্ববোধও

সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া পড়ে। জগতে তখনই সমূহ বিপদ্ ঘনাইয়া আসে। এইজন্য সম্প্রদায় রক্ষায় জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসমুনি বিশেষ ধ্যান দিয়াছেন ও তাহাতে গুরুত্বও আরোপ করিয়াছেন। "সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ", "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

—পদ্মপুরাণ-বাক্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইলেও উক্ত চারিটী সাত্বত সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া নিজকে ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অথচ তিনি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীবিগ্রহ-নিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন বিচারই গ্রহণ করেন নাই অথবা তাহাদিগকে কৃষ্ণঅনুকূল বা স্বীকারও করেন নাই। তত্ত্ববাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়িগণের সহিত কথোপকথন কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি —

"প্রভু কহে,—কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্য বিগ্রহ করি' ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-২৭৭

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৮৯ নং পয়ারের অনুভাষ্যের লেখনীতে পাওয়া যায়,—"শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্ব্বে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্য্যন্ত একক কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্র হইতেই জগতে ঐকান্তিক শ্রীরাধাদাস্যমূলে বিপ্রলম্ভ-রসে 'কৃষ্ণপ্রেম' অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেন-না 'ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর' (চৈঃ চঃ আঃ ৯।১০)। শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত প্রিয় সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতরুচি ভক্তেরই এই কৃষ্ণপ্রেমেতে অধিকার।" তাহা হইলে গৌড়ীয়-গণের উক্ত মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকৃত হইল কেমন করিয়া? এখানে সম্প্রদায় স্বীকৃতির একটাই মাত্র লক্ষণ দেখা যায়, তাহা নিত্য ও সত্য করিয়া শ্রীবিগ্রহ-স্বীকৃতিই মাত্র। এই মহদ্ গুণটীর প্রতি আস্থাবান্ হইয়াই সম্ভবতঃ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তৎ সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহা হইলে শ্রীমাধবেন্দ্র-বাণীতে অনুরাগময়ী কান্তাভাবের কথা আসিল কি করিয়া? তদুত্তরে, শ্রীপুরীর শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্বে সুদৃঢ়-বিশ্বাস-রূপ সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠাগুণে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভজনময় নির্ম্মলহৃদয়ে ঐকান্তিক শ্রীরাধাদাস্যমূলে বিপ্রলম্ভময় কৃষ্ণ:প্রেম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ব্যতিরিক্ত অপর কিছু বলিবার ভাষা দেখা যাইতেছে না। কেননা 'ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর' বলিয়াই তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারই কৃত 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষণীয় বস্তু-তত্ত্ব বীজাকারে থাকায় তিনি তাঁহারই ধারাপ্রাপ্ত শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে তথা সাত্বত-সম্প্রদায়ী বিচারে মধ্যযুগীয় প্রভাবশালী আচার্য্য শ্রীমন্ মধ্ব-মুনিকে নিজ আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্বাচার্য্য জগদ্‌গুরু বেদব্যাস-মুনিও সম্মানিত হইয়াছেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়-মান হয় যে, সৎসম্প্রদায়ানুগত্যে নিষ্কপট শুদ্ধ ভজনশীল বিশেষ ব্যক্তিত্বে তাবদাবধি সম্প্রদায়-অপ্রকাশিত উন্নতা-ধিকারের তথ্যসমুদয় ও উৎকৃষ্ট শ্রীভগবদ্ভজনপ্রণালী অবতরণ করিতে পারেন। ইহাতে সম্প্রদায়-পার্থক্যহেতু তত্ত্বতথ্য প্রকাশনে কোন বাধা হয় না। ইহাও সাত্বত-সম্প্রদায়ের নিষ্কপট (গতানুগতিক নহে) আনুগত্যের ফল-বিশেষ বলিয়াই জানিতে হইবে।* বস্তু অখণ্ড, বিচার অখণ্ড, সমালোচনাও অখণ্ড হওয়াই বাঞ্ছিত। ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবশালী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক ভজনপ্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পরিদৃষ্ট হইলেও সম্প্রদায়ের মূল-ভাব তাহাতে পরি-বর্দ্ধিত বা পরিপুষ্টই হয়। এই ক্ষেত্রে যদি মনে করা

---

* সখ্যরসের সিদ্ধভক্ত শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর মন্ত্রশিষ্য শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু সেবোন্মুখ-হৃদয়ে শ্রীগুরুপরিচর্য্যায় রত থাকাকালীন নিজ নিত্য-সিদ্ধ মধুর-রতির পরিচয় লাভে কৃতার্থ হইয়া শ্রীরূপানুগ-ভজনপ্রণালীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমনকি তাঁহার শ্রীগুরুপ্রদত্ত তিলকেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইহাতেও তাঁহার শ্রীগুরু-প্রণালী-পরিবর্ত্তনের কোন কথাই শুনা যায় নাই।

যায়, যেখান হইতে উন্নতাধিকারের ভজনপ্রণালী পাওয়া যাইতেছে, সেখান হইতেই ত' গুরু-প্রণালী টানা যায় এবং গুরুপরম্পরার কীর্ত্তন করা যায়, তাহাতে দুষণীয় কি হইতে পারে ? দুষণীয় এই হয় যে, সম্প্রদায়ের ধারক ও বাহকরূপে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মর্য্যাদা তাহাতে লঙ্ঘিত হয়, ফলে কৃতঘ্নতা ও গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধে জীবকে হরিভজন করিতে দেয় না। ইহাও স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী করুণাময় শ্রীগৌরহরির মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকৃতির অন্যতম মুখ্য কারণ বলিয়াই জানিতে হইবে। যেমন শৌক্রবংশাবলীতেও আগত সন্নিষ্ঠপুরুষের শৌক্র-পারম্পর্য্যে সময়ে মহান্-অভ্যুদয় পরিদৃষ্ট হয়, আবার সময়ে তদ্বিপরীত আসুরিক ভাবেরও সমাবেশ দেখা যায়, তদ্রূপ মন্ত্রধারাও অখণ্ডরূপে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে নিত্য প্রবহমানাবস্থায় সময়ে তাহার বিপর্য্যয় লক্ষ্যের বিষয় হইলেও ভয়ের বা উদ্বেগের কিছুই নাই। তাহা হইতে পুনঃ মহান্ অভ্যুদয়েরও সম্ভাবনা থাকে। * শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীল সরস্বতীঠাকুর 'শ্রীভক্তিবিনোদধারা' তথা 'শ্রীরূপানুগ-ধারা' কখনও রুদ্ধ হইবে না বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যাওয়ায় বড়ই ভরসার স্থল হইয়াছে। ইহাতে ইঙ্গিত আছে যে, উক্ত পবিত্র মন্ত্রধারা, যেমন শ্রীবড়্ গোস্বামী, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্দ্ধানের পর অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মের দ্বারা কবলিত হইয়া সুদীর্ঘ সময়ের জন্য গৌরবিহিত-শুদ্ধপ্রেম-ধর্ম্মের কথা জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তদ্রূপ পুনঃ দুর্ভাগ্যের সময় আসিতেও পারে অর্থাৎ ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর নির্ম্মল প্রচার ধারা লুপ্তপ্রায় হইয়া পুনঃ অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের দ্বারা কবলিত হইতেও পারে ; কিন্তু তাহাতেও নিঃশ্রেয়সার্থীজনের কোন ভয় নাই। কেন না, 'শ্রীরূপানুগধারা' সুপ্তাবস্থায় তখনও থাকিবেন, লুপ্ত হইবেন না। তাহা কালে আবার সহস্রধারা হইয়া জগজ্জীবের কল্যাণ বিধান করিবেন। শুদ্ধ ভাগবতী ধারার বা ভাগবত পারম্পর্য্যের গতি আবহমানকাল হইতে মোটামুটী এতাদৃশই বটে। ইহাই বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধ গুরুপ্রণালী। শ্রীভগবদ্ভজনশীল সমর্থ আচার্য্যেই শ্রীগুরুপ্রণালীর শুদ্ধ-প্রকাশ অনুভূতির বিষয় হয়। তাহাতে মুখ্য মুখ্য দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুবর্গের সিদ্ধনাম সমূহের কীর্ত্তনেও শ্রীগুরুপরম্পরার কীর্ত্তন হয়। শ্রীগুরুপারম্পর্য্যের কীর্ত্তন হইতেই শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়।

---

* মহাভাগবত প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন অসুর, বিরোচনের পুত্র বলিমহারাজ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত, আবার বলির পুত্র বাণ মহা অসুর-প্রকৃতির হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-বাণী-বন্দনা

যেদিন উদিত হইলে জগতে
শ্রীচৈতন্যবাণী।
উজ্জ্বল হইল ভকতজনের
মলিন আননখানি ॥
শুদ্ধ ভকতি বাণী পরচারে
তব শত অবদান।
এনেছে অমিয়া হৃদয় মাঝারে
করায়ে অমৃতে স্নান ॥
ধার্ম্মিক বলি' পরিচিত যারা
তারা পায় পরিহাস।
ধর্ম্ম ও নীতি রহিত জনের
শংসনে অভিলাষ ॥
নরের হত্যা যেন শিশুক্রীড়া,
মহিলার অপমান।
করিতে কাহারও বিন্দুমাত্র
কুণ্ঠিত নহে প্রাণ ॥
কলির জীবে উদ্ধার লাগি'
আসিল গৌরহরি।
তাঁর করুণার পরশ পাইয়া
কতজনে গেল তরি' ॥
কহিলেন তিনি, "হে কলির জীব
অন্য ধরম ছাড়।
হরিনাম কর দিবা ও রাত্রি
মন করি অতি দৃঢ় ॥
আপাতঃ রম্য বিষয় ভোগেতে
মাতিয়া উঠ না ভাই।
পরেতে বিষম কষ্ট পাইবে
সবিনয়ে বলি তাই ॥
পাপকর্ম্মে লিপ্ত না হ'য়ে
ধর ধর্ম্মের পথ।
নতুবা নরক যন্ত্রণা পাবে
এইত শাস্ত্র মত ॥

আজি হেরি এই জগত মাঝারে
কেবল বিষয় কথা ॥
আত্মোন্নতি চেষ্টা রহিত
জনগণ সর্ব্বথা ॥
যতটুকু শুনি ধর্ম্মের কথা
তাহাও ভোগের তরে।
বিষয়ের লাগি দিবা ও রাত্রি
কেবল প্রয়াস করে ॥
পাপ দমনে হরিনাম ছাড়া
নাহিক অন্য গতি।
এই কলিকালে অন্য ধরমে
দিও নাক কভু মতি ॥
'জীব ব্রহ্ম' এই মতবাদ
যাহা আছে প্রচারিত।
চরম কল্যাণ পথ নহে ইহা,
জীব হয় প্রতারিত ॥
জীব শ্রীহরির শক্তির অংশ
অতএব তাঁর দাস।
হরিরে তুষিলে পরম কল্যাণ
পূরিবে সকল আশ ॥
তাঁহার তোষণে শুদ্ধা ভক্তি
একটি মাত্র পথ।
আর যাহা কিছু ধর্ম্মের কথা
সকলি ভ্রান্ত মত ॥
তরুরে বাঁচাতে হইলে যেমন
মূলে দিতে হয় জল।
অন্যস্থানে জল সিঞ্চনে
কিবা বল তাহে ফল ॥
মহাপ্রভুর এইসব বাণী
করিতেছ পরচার।
একোনবিংশ বর্ষারম্ভে
জানাই নমস্কার ॥

সেবকাধম—
শ্রীবিভুপদ পণ্ডা
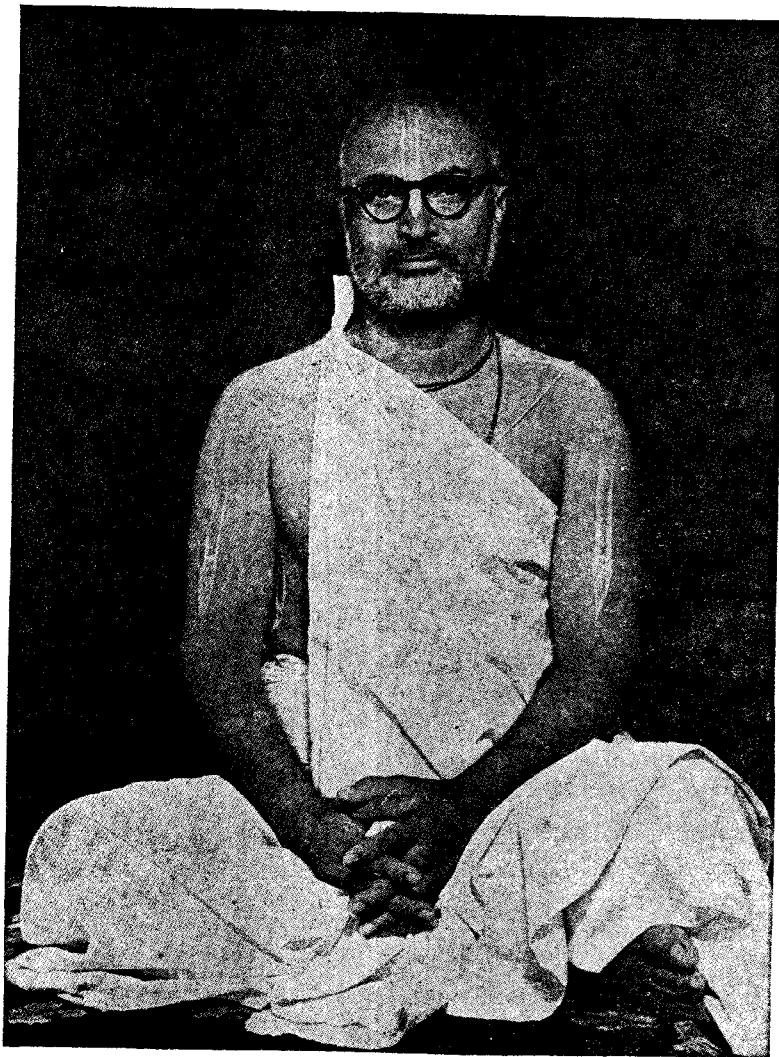
শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশ

গত ১৬ গোবিন্দ (৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ), ১৪ ফাল্গুন (১৩৮৫), ২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) মঙ্গলবার শুক্ল-প্রতিপত্তিথিতে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামি প্রভুর তিরোভাব তিথিপূজা বাসরে বেলা ৯ ঘটিকার সময় নিখিল-ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ আচার্য্য পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ দক্ষিণকলিকাতাস্থ ৩৫ নং সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে নিজভজনকক্ষে মহাসঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে ভৌমলীলা সম্বরণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন-নয়ননাথের অষ্ট-কালীয় নিত্যলীলার তৃতীয় যাম—পূর্ব্বাহ্নকালীয় লীলায় প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্যামসুন্দরসহ মিলনাকাঙ্ক্ষায় অতিব্যাকুলিতা শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসাভি-মানী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যসেবাসংরত হইয়াছেন। তদীয় প্রপঞ্চাতীত নিত্যধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে নিজনিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা লাভ পরমানন্দের বিষয় হইলেও ভৌমজগতে তাঁহার অদর্শন ও অভাব জন্য বেদনা তৎপ্রিয়জনগণপক্ষে অতীব অসহনীয়া। তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অগণিত শিষ্য-শিষ্যা, তাঁহার গুণাকৃষ্ট সজ্জন ও মহিলাবৃন্দ আজ আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় জ্ঞানে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। তাঁহার পরম কমনীয় মুখশ্রী, শান্তস্নিগ্ধসৌম্যকনকোজ্জ্বল গৌরকান্তি, কমলসুকোমল কলেবর ও তদুচিত সর্ব্বত্র সমবেদনাপূর্ণ করুণার্দ্র-হৃদয়, স্ব-পরভেদবুদ্ধিশূন্য 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' উদারচরিত্র, অকৃত্রিম স্নেহপ্রীতিভরা মধুমাখাবাণী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচারে অদম্য উৎসাহ ও তজ্জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, সতীর্থানুরাগ ও শিষ্যবাৎসল্য, ভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্ব্বক সচ্ছাস্ত্রসম্মত সুসিদ্ধান্তসংস্থাপনে অপূর্ব্বনৈপুণ্য, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার-সচ্ছাস্ত্রপ্রচার-ভক্তিসদাচার-প্রবর্ত্তন ও মঠমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকরতঃ শ্রীমূর্ত্তিসেবাপ্রকাশ, প্রত্যব্দ ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম এবং প্রতি তৃতীয় বৎসরে শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা, শাস্ত্রসিন্ধুমন্থনদ্বারা তন্মর্ম্মরত্ন আহরণ-পূর্ব্বক তৎসমুদয় স্বয়ং আচরণ-মুখে সর্ব্বত্র প্রচার-প্রচেষ্টারূপ সদাচার্য্যকার্য্য, ভগবদ্ভজনানুরাগ, সহনশীলতা, অপূর্ব্ব-দৈন্য—কুলে শীলে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে অতিহীন দীনজ্ঞান, জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-মদ-রাহিত্য, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মপ্রচারোৎসাহ, সর্ব্বজীবহিতাকাঙ্ক্ষা, জাগতিক লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাশাশূন্যতা, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবানিষ্ঠাদি অনন্তগুণগণগাথা একে একে যতই ভক্তবৃন্দের স্মৃতিপথে জাগরূক হইতেছে, ততই তাঁহার বিরহবিহ্বলতা তীব্র হইতে তীব্রতর ভাবে তাঁহাদের মর্ম্মন্তুদ হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ইং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে (১৩১০ বঙ্গাব্দে, ৩রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার উত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে) বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলান্তর্গত কাঞ্চনপাড়া গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল শ্রীহেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পিতৃদেব স্বধামগত শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার (শ্রীল আচার্য্যদেবের) মাতার নাম ছিল শ্রীযুক্তা শৈবালিনী দেবী। পিত্রালয় ঢাকা জেলান্তর্গত বরাকর গ্রাম হইলেও তাঁহার আবির্ভাব স্থান ছিল মাতৃদেবীর মাতুলালয় উপরি উক্ত ফরিদপুর জেলান্তর্গত কাঞ্চনপাড়া গ্রামে। ঐ স্থানেই তিনি বাল্যকালে পাঠাভ্যাসাদি করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীকামাখ্যা চরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় ছিলেন উকীল, প্রথমে তিনি ফরিদপুর টাউনে, পরে আলিপুর জজকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেন। মধ্যম ভ্রাতা শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি তিনি কাঞ্চনপাড়া গ্রামেই লালিত পালিত

হইতে থাকেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহাতে ধর্ম্মবিশ্বাস পরিলক্ষিত হইত। ৭ বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদিত হয়। তদবধি তিনি ভক্তিমতী মাতৃদেবীর উপদেশানুসারে নিয়মিতভাবে শ্রীমহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। এমন কি জননীদেবীর শ্রীমুখে গীতা শ্রবণ করিতে করিতেই সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা যে সম্পূর্ণ বাস্তব সত্যবস্তু, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাসও অচল অটল ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া তাঁহার প্রচুর খ্যাতি ছিল। সুদীর্ঘ গৌরকান্তি—অনিন্দ্যসুন্দর অপরূপ সুঠাম তেজোদীপ্ত শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য এবং মধুর ব্যবহার দ্বারা তিনি পাঠ্যাবস্থায় সর্ব্বক্ষেত্রেই নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। বিভিন্নপ্রকার ক্রীড়ায় এবং ধর্ম্মমূলক Amateur নাটকাদি অভিনয়েও তাঁহার যথেষ্ট যোগ্যতা ও নৈপুণ্য দৃষ্ট হইত। সমাজের বিবিধ হিতকর কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী থাকিতেন। বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন-সৌকার্য্যার্থে তিনি গ্রন্থাগারাদি স্থাপন করতঃ তাহাদিগকে বহুভাবে সহায়তা করিতেন। অধ্যয়নকালে ছাত্রজীবনে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার অধ্যাত্ম-বিষয়ে নিষ্ঠা ও পারঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। ছাত্রজীবনে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মেধা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। পরে যৌবনে বেদান্তাদি বহুশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সুসিদ্ধান্তসমূহে আকৃষ্ট হইয়া উহাকেই সর্ব্বোত্তম বিচারে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে তদনুশীলন ও প্রচারে জীবন উৎসর্গ করাকেই সমীচীন জ্ঞান করেন।

যৌবনে তাঁহার জাগতিক বিষয়বিরক্তিভাব অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকিলে তিনি সংসার পরিত্যাগ করতঃ প্রথমতঃ হরিদ্বারে, তৎপর হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যার উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন তথায় এক পর্ব্বতগহ্বরে কঠোর বৈরাগ্যের সহিত ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে একদিবস অকস্মাৎ একটি দৈব প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং অচিরেই শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎশাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ তদীয় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধপ্রেমভক্তির বাণী বিপুলভাবে অনুশীলন ও প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার একনিষ্ঠ গুরুভক্তিবলে গুরুকৃপায় অনতিবিলম্বেই তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পার্ষদগণমধ্যে একজন তেজস্বী প্রচারকরূপে খ্যাত হন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রভুপাদ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন—শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী। অনন্তর সন্ন্যাস-গ্রহণ করতঃ তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ নামে সুপরিচিত হন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পূজ্যপাদ মহারাজের অত্যদ্ভুত সুমহান্ আদর্শ-চরিত্র ও বীর্য্যবতী হরিকথায় ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত এবং উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট ও ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক ভজন সাধন করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব উত্তরাঞ্চলে শ্রীবৃন্দাবনে, পূর্ব্বাঞ্চলে গৌহাটীতে, পশ্চিমাঞ্চলে চণ্ডীগড়ে এবং দক্ষিণাঞ্চলে হায়দরাবাদে আঞ্চলিক বিরাট্ প্রচারকেন্দ্র-সমূহ (সংস্কৃত অবৈতনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিশ্বধর্ম্মের তুলনামূলক গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার, প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি সহ) এবং বিভিন্নস্থানে বহু শাখামঠ স্থাপনপূর্ব্বক একই জীবনে যেভাবে প্রচুর উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বাণী উচ্চাবচ সম্প্রদায়ে—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং যে বিপুল প্রচারের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতির অগণিত নরনারী আজ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত ও সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন,

তাহা এক অলৌকিক ও অভাবনীয় ব্যাপারই বলিতে হইবে। বিশেষ করিয়া শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে তাঁহার একটি প্রধানতম বিশেষ অবদান—শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপুরীধামস্থ আবির্ভাবস্থলীর দ্বাদশ-বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার দ্বারা উদ্ধার-সাধন। পুরীতে উক্ত আবির্ভাবস্থলীতে একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিরাট্ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান পশ্চিম-বঙ্গ-সোসাইটী য়্যাক্ট্ অনুযায়ী রেজিষ্ট্রী হইয়াছে।

আমরা আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে "শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে" বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকি। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের করুণাশক্তি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে। সেই শ্রীগৌরকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পরমপ্রিয়তম নিজজনও আজ তাঁহারই সঞ্চারিত কৃপাশক্তিপ্রভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহারই কীর্ত্তিত নামরূপগুণলীলাকথা প্রচারদ্বারা তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়া আবার তাঁহারই কৃপাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অশোকা-ভয়ামৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে চিরাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তারস্বরে বলিয়া গিয়াছেন—"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নামপ্রবর্ত্তন।" শ্রীমন্মহা-প্রভু যেরূপ তন্নিজজন মদীয় গুরুপাদপদ্মকে তাঁহার পরমোজ্জ্বল 'রূপ' ও পরম মহত্ত্ব বা ঔদার্য্য 'গুণ'দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তৎকৈঙ্কর্য্য—তন্নামমহিমা প্রচারার্থ জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও (মদীয় গুরুপাদপদ্মও) সেইরূপ তন্নিজজন শ্রীভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী প্রভুকেও তাঁহার অত্যুজ্জ্বল রূপগুণ সমৃদ্ধ করিয়া অমিত কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করতঃ জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তাই সেই গুরুকৃপাশক্তি-প্রভাবে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সকলপ্রান্তে অভ্রভেদী বিশাল বিশাল মঠমন্দির স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক শ্রীমহামন্ত্র নামমহিমা প্রচার করিয়া পুনরায় শ্রীগুরুপদান্তিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতনাদি সকলেই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, তদনুগ গুরুবর্গও তাঁহাদের গুরুবর্গের মনোঽভীষ্টপ্রচার করতঃ তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে চিরাশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীযুগলবিলাসসেবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। আমাদেরও সেইরূপ সেই সকল মহাজনপদাঙ্ক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের গলার মালা তদনুগজনগণের গলায় পরাইয়া সকলকেই আমাদের যথাসর্ব্বস্বধন কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন — "আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া। আজ্ঞা করেন গৌরহরি কৃষ্ণ গাহ গিয়া॥ বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥ আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার। কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না বলিবে আর॥" সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের স্নেহ মায়া মমতার চরম পরম নিদর্শন হইবে—তন্মনোঽভীষ্টসেবা। আবার "রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়" এইটি বৈধীভক্তির পরিচয় মাত্র, ইষ্টবস্তু শ্রীযুগলচরণে পরমাবেশময়ী স্বাভাবিকী রতির উদয়ই হইবে আমাদের চরম লক্ষ্যীভূত বিষয়। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়া রাখিয়াছেন — "'গোরার আমি' 'গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥" অতএব শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও বিচার কায়মনঃপ্রাণে অনুসরণ করিতে হইবে।

"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারানুসরণে গুরুদেবের মনোঽভীষ্টসেবায় কায়মনোবাক্যে ব্রতী হওয়াই শিষ্যের গুরুপ্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অপ্রকটকালের কিছু পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকের ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত অনুবাদ "তুঁহু দয়া সাগর" ইত্যাদি এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কৃত প্রার্থনার "শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ" এই দুইটি গীতি শ্রবণা-ভিলাষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমাদের ভাবী জীবনের সকল কর্ত্তব্যেরই সংক্ষিপ্ত সার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্টপালনে ব্রতী হইতে হইবে। তাঁহার বিরহ-বিহ্বলতা-জন্য তন্মনোঽভীষ্টসেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ কখনই গুরুপ্রীতির পরিচায়ক হইবে না।

আমাদেরই সেবাবিমুখতা জন্য পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের অসুস্থলীলা অভিনয়। অপ্রকটলীলাবিষ্কারের কএকবৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করেন। হার্টস্পেশালিষ্ট সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বিশ্রামলাভের জন্য পুনঃ পুনঃ পরামর্শ প্রদান এবং তাঁহার শিষ্যেরাও তচ্চরণে বহু অনুনয়-বিনয় করিলেও কৃষ্ণকীর্ত্তনের Volcano (আগ্নেয়গিরি) স্বরূপ তাঁহার Volcanic energy কিছুতেই কেহ রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বলিতেন—আমরা মর্ত্ত্যমানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, একদিন ত' মৃত্যুকে বরণ করিতেই হইবে, সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতেই প্রাণবায়ু বহির্গত হউক—'ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব'। তিনি ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইবার পক্ষপাতী না হইলেও শিষ্যগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না, এজন্য মধ্যে মধ্যে ডাক্তার ডাকা হইত এবং তাঁহাদের Prescription (ব্যবস্থাপত্র) অনুযায়ী ঔষধাদিও ব্যবহার করান হইত। গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডাঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় Cardiogaph দ্বারা দেখিলেন—হার্টের দুই পার্শ্বই ব্লক হইয়া গিয়াছে। হার্টে Pacemaker বসাইবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। হার্টস্পেশালিষ্ট ডাঃ সুনীল সেন মহাশয় ক্ষণমাত্রকাল বিলম্ব না করিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী তাঁহাকে ইং ৩০।১২।৭৮ তারিখে বেলিভিউ নার্সিংহোমে লইয়া যাওয়া হইল। ডাঃ শৈবাল গুপ্ত মহাশয় হার্ট অপারেশন করিয়া পেস্ মেকার বসাইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কার্য্য-ব্যপদেশে হায়দরাবাদে থাকায় তাঁহার জন্য দুইদিন অপেক্ষা করিতে হইল। পরে তিনি আসিয়া যন্ত্রপাতির সুবিধার নিমিত্ত ক্যাল্‌কাটা হস্‌পিটালে স্থানান্তরিত করিতে বলায় গত ইং ১।১।৭৯ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজকে ক্যাল্‌কাটা হাসপাতালে আনা হইল। তথায় ডাঃ শৈবাল গুপ্ত মহাশয় গত ইং ৫।১ তারিখে মহারাজের হার্ট অপারেশন করিয়া তথায় পেস্‌মেকার যন্ত্র বসাইয়া দিলেন। টেলিভিশন যন্ত্র সাহায্যে অপারেশন হয়, পেস্‌মেকার ঠিকভাবেই বসান' হইয়াছে জানা গেল। ৫।১।৭৯ হইতে ১৭।১।৭৯ তারিখ পর্য্যন্ত I. C. C. U অর্থাৎ Intensive Cardiograph Care Unit নামক অপারেশন রুমে রাখা হয়। ১৮।১।৭৯ তারিখে ঐ অপারেশন রুম হইতে তাঁহাকে ক্যাবিনে (Cabin) আনা হয়। ভক্তবৃন্দ তাঁহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। পি, জি হস্‌পিটালের ডাঃ মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহাকে শেষের দিকে কএকদিন দেখিয়াছেন, হার্ট-স্পেশালিষ্ট পাঞ্জাবী ডাক্তার চাদ্ধাও খুব যত্ন সহকারে মহারাজকে দেখিয়াছেন, কলিকাতা সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় নাম করা ডাক্তারকে দিয়া দেখান হইয়াছে, সেবা শুশ্রূষাদি ব্যাপারে জ্ঞানতঃ ও সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটী করা হয় নাই। তথাপি কোন উপকার হইতেছে না দেখিয়া ১৫।২।৭৯ তারিখে ক্যালকাটা হস্‌পিটালের ক্যাবিন হইতে পুনরায় মহারাজকে বেলভিউ নার্সিং হোমে লইয়া আসা হয়। পরে ২৬।২।৭৯ তারিখে মধ্যাহ্নে তাঁহাকে মঠে আনিয়া তাঁহার নিজকক্ষে রাখা হয়। মাসদ্বয় দিবারাত্র জাগিয়া পালাক্রমে ভক্তেরা প্রাণপণে গুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়াছেন, কিন্তু—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

২৭।২।৭৯ তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ৯ ঘটিকায় পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার ইহধামস্থ আপ্তবর্গকে শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া নিত্যধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকর্ষণে তদানুগত্যে তৎপ্রদত্ত শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নিত্যলীলাবিলাসে কোন মনোজ্ঞ নিত্যসেবায় দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করতঃ পরমানন্দে বিভোর হইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৭২

কৃষ্ণ তাঁহাকে যেমন দিয়াছিলেন—অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য, তেমনই দিয়াছিলেন—অগণিত গুণগণ। যেমন তাঁহার ছিল শিষ্যবাৎসল্য, তেমনই তাঁহার ছিল সতীর্থপ্রীতি। তাই আজ তাঁহারা সকলেই বেদনাবিহ্বল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মদন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ অক্লান্তভাবে দিবারাত্র গুরুপাদপদ্মের সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অসুস্থ লীলাভিনয়কালে শ্রীমঠে এবং হাসপাতালেও দিবারাত্র নামসংকীর্ত্তন ও গীতাভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ এবং স্তবস্তুতি পাঠাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীমঠে মধ্যে মধ্যে দিবসত্রয়ব্যাপী নিরন্তর নামসংকীর্ত্তন করা হইয়াছিল। হাসপাতাল হইতে মঠে আসা অবধি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তন চলিয়াছে। ২৭।২ তাং পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় শ্রীমঠে তাঁহার ব্রজবিজয়ের পরও এবং শ্রীধাম মায়াপুরে সমাধিপ্রদানকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত নামামৃতধারা বর্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সৌভাগ্যক্রমে নামভজনানন্দী শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ উপস্থিত থাকায় যাবতীয় কার্য্যই অত্যুচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভাগবতদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার কীর্ত্তনের দোহার করিয়াছেন।

২৭।২।৭৯ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পর পূজ্যপাদ মহারাজকে তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে খাটসহ তাঁহার বড়প্রিয় সঙ্কীর্ত্তনভবন নাটমন্দিরে লইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে তাঁহার নিত্যারাধ্য হৃদয়সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথের ঈক্ষাপথে রাখা হয়। অগণিত ভক্ত নরনারী অশ্রুবিসর্জ্জন করতঃ শ্রীগুরুদেবের জয়গান করিতে করিতে পুষ্পাঞ্জলি ও পুষ্পমাল্য প্রদান করিতে থাকেন। সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ পূজ্যপাদ মহারাজের সতীর্থবৃন্দ এবং তাঁহার সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ শিষ্যবৃন্দ সকলেই অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবরে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীভগবানের প্রসাদী নির্ম্মাল্যচন্দনাদিও দেওয়া হয়। শ্রীমুখে মহাপ্রসাদ ও চরণতুলসী অর্পণ করা হয়। একখানি বড় লরী পুষ্পমাল্য-পল্লব-পতাকাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া তদুপরি পুষ্পমাল্যমণ্ডিত খাটসহ পূজ্যপাদ মহারাজের পুষ্পমাল্যাদি মণ্ডিত দিব্য কলেবর সংস্থাপন করা হয়। সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী সেই খট্টাপার্শ্বেই বসিয়া মৃদঙ্গমন্দিরাসহ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজই প্রধান কীর্ত্তনীয়া। আর একখানি বাসে অন্যান্য ভক্ত মহারাজের অনুব্রজ্যা করেন। রাত্রি প্রায় ১১॥০ টায় লরী ও বাস শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে পৌঁছায়। তত্রত্য সেবকবৃন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে সপরিকর মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। মহারাজের অতিপ্রিয় বিশাল নাটমন্দিরে তাঁহাকে খাটসহ সংরক্ষণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করিতে থাকেন, অবিরাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে। এদিকে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণব-বৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীমঠের মূলমন্দিরের উত্তর-দিকের বকুলবৃক্ষের উত্তরে সমাধি স্থান নির্দ্দেশ করতঃ শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি দ্বারা সমাধি খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। পাদাধিকপুরুষপরিমিত ৪ হাত দৈর্ঘ্য, ৪ হাত প্রস্থ, ৭½ ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করা হয়। সমাধির তলদেশে মহারাজের আসন পূর্ব্বমুখী করিয়া রচনা করা হয়।

গর্ত্ত খনন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ২॥ টা বাজে। তখন মহারাজকে খাটের উপর রাখিয়াই সর্ব্বাঙ্গে গব্য ঘৃত ম্রক্ষণ করা হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। সেই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মহাতীর্থ গঙ্গোদক দ্বারা স্নান সম্পাদন পূর্ব্বক গাত্র সম্মার্জ্জন করতঃ নববস্ত্র পরিধান করাইয়া দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা করা হয়। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা দ্বারা বক্ষঃস্থলে সংস্কারদীপিকোক্ত সমাধিমন্ত্র লিখিয়া দেন। অতঃপর মহারাজকে নাটমন্দির হইতে সমাধি স্থানে লইয়া গিয়া বিপুল জয়ধ্বনিসহ সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে সমাধিগর্ত্তে নামাইয়া নূতন আসনের উপর পূর্ব্বমুখী করিয়া বসান হয়। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ যথাবিধি ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাপূজা সম্পাদন করতঃ ফলমূল-মিষ্টান্নাদি ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক আরাত্রিক করেন। অতঃপর উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তদনন্তর ঐ উপবিষ্ট অবস্থায়ই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নববস্ত্রমণ্ডিত করতঃ লবণ ও মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। মৃত্তিকা দিবার সময় মস্তকের উপরিভাগে একটি চিহ্ন রাখিয়া সমাধির উপর তুলসী টব বসাইয়া চতুর্দ্দিকে পুষ্পমাল্য-বিমণ্ডিত করা হয়। অনন্তর ভক্তবৃন্দ মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সমাধি প্রদক্ষিণ করেন। রাত্রি তিন ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ ঘটিকায় সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়।

২৮।২।৭৯ প্রাতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১১শ অধ্যায় হইতে শ্রীহরি-দাস-নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়। আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথি শ্রীউত্থানৈকাদশীতে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের আবির্ভাবতিথি। আবার আমাদের পরমেষ্ঠী শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন। *শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথিও ঐ দিবস।*

পূজ্যপাদ মহারাজের অপ্রকট সংবাদ টেলিগ্রাম, টেলিফোন, অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও ও দৈনিক সংবাদ-পত্র মাধ্যমে ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হইয়াছে ও হইতেছে। সকল স্থান হইতেই সমবেদনা সূচক সংবাদ আসিতেছে। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী 'যুগান্তরে' এবং ১লা মার্চ্চ 'আনন্দবাজার' ও 'বসুমতীতে' পূজ্যপাদ মহারাজের অপ্রকট-সংবাদ বাহির হইয়াছে।

আমাদের সতীর্থ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী—শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক বোধায়ন মহারাজ ২৭।২।৭৯ তারিখে এবং শ্রীমদ্ ভক্তি-সৌধ আশ্রম মহারাজ ২৮।২ তারিখে কলিকাতা মঠে এবং শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ ২৮।২ তারিখে শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের শিষ্যবৃন্দ, শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শিষ্যবৃন্দ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের শিষ্যবৃন্দ, শ্রীপাদ গোস্বামি মহারাজের শিষ্যবৃন্দ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন।

গত ১।৩।৭৯ বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উক্ত মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের বিরহমহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, এবং শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবক নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী বর্ণনমুখে ভাষণ দান করিয়াছেন। ইস্কন্ মঠের ১১ জন আচার্য্য ও উপস্থিত থাকিয়া ভাষণাদি দান করতঃ পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণে তাঁহাদের হার্দ্দী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বিরহ-ব্যঞ্জক কীর্ত্তনাদি দ্বারা বিরহ-সভায় *গাম্ভীর্য্য সম্বর্দ্ধন* করিয়াছিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—.৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত .২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

চৈত্র
১৩৮৫

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮৫ | ২য় সংখ্যা
১৬ বিষ্ণু, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার; ২৯ মার্চ, ১৯৭৯

আমার প্রভুর কথা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

আমি একটী বদ্ধজীব সুতরাং নানা প্রকারে অভাব-গ্রস্ত। আমার অভাব পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত অনেক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্ল্লভ বিষয় লাভ করিলাম, কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎ-চরিত্র ব্যক্তি পাইলাম, কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক গৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়া ছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন সুকৃতি প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী-রূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়া পরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে—আদর্শ বৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন।

আমার প্রভুর করুণায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম। আমার প্রভু ইহ জগতে শ্রীগৌরকিশোর দাস নামে পরিচিত ছিলেন। বিগত বর্ষের চাতুর্ম্মাস্যাবসানে উত্থান একাদশী দিবসে তিনি অপ্রাকৃত গৌরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইহজগতে মানবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান সমূহ হইতে মানবকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আমার প্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে আমার সম্মুখে তাঁহার অনুষ্ঠানাবলী এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আমি শুনিয়াছি, সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ গৌরহরির পরম প্রিয়তম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটী কথা আমি লিখিতেছি। এই মহা-মহোদয়ের যে সকল কথা আমার অজ্ঞাত তাহা অপরের

জানা থাকিলে, আমাকে জানাইলে আমি কৃতার্থ হইব।

সাধুগণের বাক্য ও অনুষ্ঠান হইতে আমাদের ন্যায় অভাব বিশিষ্ট জীবগণ তদনুসরণে নানা প্রকারে সমৃদ্ধ হইতে পারে। সাধুর চরিত্র ও অনুষ্ঠানাবলী শুনিলেও অনেক অসাধু হৃদয় শুদ্ধ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পরমহংস বাবাজীর কয়েকটী কথা লিখি।

আমি শুনিয়াছি, তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে অবর বৈশ্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব কাল। পিতৃদত্ত নাম বংশীদাস। এই মহাত্মা দার পরিগ্রহ করিয়া ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করেন। পত্নীবিয়োগের পর শস্যের দালালি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবত দাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থ জীবনে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেশ গ্রহণের পরে প্রায় ৩০ বর্ষকাল শ্রীব্রজমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়া ছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপ দাস বাবাজীর সহিত, কাল্‌নায় শ্রীভগবান দাস বাবাজীর সহিত, কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডলের সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয় চেষ্টা তিনি কোন দিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একল হইয়া সঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনে কালাতিপাত করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া ছিলেন। ১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়া ছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর-বিষয় বৈরাগ্য আশ্রয় স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যাচরিত অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে ন্যূনাধিক বিতৃষ্ণ হইয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে। এজন্য সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়া আমরা ধন্য হইতে ইচ্ছা করি এবং শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টান্বিত হই।

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালা পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্র-গ্রন্থি মালা, উন্মুক্ত কৌপীন নগ্নভাব, কারণ রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক-বৃদ্ধ, পণ্ডিত-মূর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের, পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য কিন্তু সেই উপদেশ গুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা কারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না। নির্ব্ব্যলীকতাই যে সত্য তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও

শাস্ত্রের মূললক্ষ্যীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভূতিবর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে পরন্তু তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয় যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্যিক অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম বিরোধি ছলধর্ম্ম পরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটীগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইত।

নিরপেক্ষ শব্দ বলিলে কি বুঝায়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। জড়াভিনিবেশ বশতঃ সাপেক্ষভাব পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব মহাত্মাগণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরিউক্ত সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।
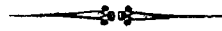
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(ভক্ত্যানুকূল্য)

প্রশ্ন—ভক্তের বর্ণাশ্রমলক্ষণ কর্ম্ম কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয়?

উত্তর—"জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে-কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া 'ভক্তি'তে পরিগণিত হয়। সে সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে **স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত** করেন। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ** কেবল **লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্ম আচরণ** করেন। **নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া স্বীকার** করেন।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ—গীতায় কিরূপ কর্ম্মের প্ররোচনা আছে?

উঃ—"কর্ম্মের নামই জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কর্ম্ম—ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে এবং যে **কর্ম্ম**—ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিবে।"

—চৈঃ শিঃ, ২।২

প্রঃ—ভক্ত ও কর্ম্মীর কর্ম্মাচরণের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—"তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তির অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই, আমরা অনুরাগী। আমরা এইমাত্র বলি যে, সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসাম্মুখ্য

স্বীকার করুক। **কর্ম্ম সকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ, তাহার দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক।** ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশেই কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, **তুমি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব।** কোন সময়ে বিরক্তিক্রমে আমার কর্ম্ম-চেষ্টা খর্ব্ব হয়। তাহাও কোন অবস্থায় তোমার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-লাভের সদৃশ। **তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ—তোমার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি-সাধন-ক্ষেত্র।** তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহির্ম্মুখ বলিয়া জানি; যেহেতু তুমি কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর না। তোমার নাম—সেশ্বরনৈতিক বা কর্ম্মী, কিন্তু আমার নাম—ভক্ত।"

—চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

প্রঃ—ক্ষমা শ্লাঘ্যা কেন?

উঃ—"ক্ষমা—ভক্তির অনুকূল।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯১

প্রঃ—ভক্ত্যনুকূল বিশ্বাস কি?

উঃ—"ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক—এই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯৩

প্রঃ—দারিদ্র্য ভক্তের নিকট হরিসেবা ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের পক্ষে অনুকূল কেন?

উঃ—"দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিয়াছেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে ক্রমে হরণ করি; কেন না, তাহা হইলে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে; তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫ ৯৯

প্রঃ—হরিব্রতাদির অনুষ্ঠানে কি হয়?

উঃ—"জয়ন্তীব্রত, একাদশী ও ঊর্জ্জার পালনাদি-অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭৪

প্রঃ—'উৎসাহ' কি?

উঃ—"আদরের সহিত অনুশীলনই 'উৎসাহ'।"

—পীঃ পঃ বৃঃ ৩

প্রঃ—উৎসাহ ভজনের অনুকূল কেন?

উঃ—"যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নাম-ভজনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং **উৎসাহই সকল ভজনের সহায়।** ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি-অল্প দিনে অনিষ্ঠতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে।"

—'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

প্রঃ—উৎসাহহীন শ্রদ্ধা কি কার্য্যকরী?

উঃ—" 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না।"

—'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

প্রঃ—বদ্ধজীবের উন্নতির উপায় কি?

উঃ—"সাধু ও মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা-জনিত জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিলাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়।"

—'নিশ্চয়', সঃ তোঃ ১১।৪

প্রঃ—বিষয়কথা কি ভক্তির আনুকূল্য করিতে পারে?

উঃ—"জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য-অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নহে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—ধৈর্য্য কাহাকে বলে? ষড়্বেগকে কি ভজনের অনুকূল করা যায়?

উঃ—"ছয়প্রকার বেগ দমন করার নামই 'ধৈর্য্য'।

শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—কিরূপ ধৈর্য্য হরিভজনের অনুকূল ?

উঃ—"সাধন সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। **কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দৃঢ়তা পূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না।** এইপ্রকার ধৈর্য্য ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—কিরূপ আহার ভজনের অনুকূল ?

উঃ—"যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

শ্রীধাম-পরিক্রমা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সাক্ষাৎ সেবানিয়ামকত্বে প্রত্যব্দ ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম এবং প্রত্যেক তৃতীয়বর্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সম্পাদিত হইত। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা শ্রীভগবদিচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় এবার তাঁহার আনুগত্যস্মরণমুখে তদ্বিরহবিহ্বল চিত্তেই আমাদিগকে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপন করিতে হইয়াছে। ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব ও তাঁহার ভক্ত শ্রীমাধব গোস্বামিপাদের অহৈতুকী কৃপাবলে — তাঁহার শুভেচ্ছায় পরিক্রমাকারিভক্তগণকে কোন বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় নাই, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। পরমারাধ্য প্রভুপাদের যেমন 'শ্রীগৌরকিশোর-কেলিভবন' শ্রীমায়াপুর জীবন-স্বরূপ ছিল, তন্নিজজন পূজ্যপাদ মহারাজও সেইরূপ মায়াপুরগত প্রাণ ছিলেন। শ্রীধামসেবার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ তিনি তাঁহার প্রিয়জনগণসহ কতই না উৎসাহে যুক্তি পরামর্শ করিতেন। শ্রীধাম পরিক্রমণেচ্ছু বা দর্শনার্থি ভক্তগণের আহার-বাসস্থানাদির কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য প্রতিবৎসরই কিছু না কিছু চেষ্টা করা হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ মহারাজ যাত্রিগণের জলকষ্ট দূরীকরণার্থ একটি বড় পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন, তাহা ছাড়া ডীপ টিউব ওয়েলের জল সরবরাহ করিবার জন্য পাম্পিং মেসিনাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে, টিউব-ওয়েলও কএকটি আছে। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে "মায়াপুর দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে। সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥ 'ঈশোদ্যান' নাম উপবন সুবিস্তার। সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥ যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন। মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্ত জন॥" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা ঈশোদ্যানকে তাঁহার অতিপ্রিয় সার্ব্বকালিক ভজনস্থান করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ-দাসানুদাসরূপে পূজ্য-পাদ মাধব মহারাজও সেই স্থানের সেবৌজ্জ্বল্য বিবিধ বিধানে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। সেই ঈশোদ্যানেই তিনি নিত্য সমাধিস্থ হইলেন। ঈশোদ্যানের অন্তরাকাশ হর্ষোজ্জ্বল হইলেও বাহ্যাকাশ আজ তাঁহার বিরহে বড়ই

বিষাদ-বিহ্বল। সতীর্থ, শিষ্য ও তদ্গুণাকৃষ্ট সজ্জনবৃন্দ—সকলেই আজ চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। একের অভাবে আজ লক্ষ লক্ষ লোক-সমাবেশ — কীর্ত্তন-কোলাহল—সবই যেন শূন্যপ্রায়—'শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং' তুল্য মনে হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজজনগণ-সহ তাঁহার ধামের উৎসবাদি অবশ্যই দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত সে আনন্দ অনুভব করিবার সামর্থ্য অপরের কিরূপে হইবে।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়-ধূলিতে।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ বলিতেন — শ্রীধাম পরিক্রমা-কালে "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরা-বাস (অর্থাৎ ধামবাস), শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥"—এই মুখ্য ভক্ত্যঙ্গপঞ্চক যুগপৎ যুক্তিত হইবার সৌভাগ্য হইয়া থাকে। তন্নিজজন পূজ্যপাদ মাধব মহারাজও তাই এই শ্রীধাম-পরিক্রমা-ভক্ত্যঙ্গকে বিশেষ আদর করিতেন।

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনাখ্য নবধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত এই শ্রীধাম পরিক্রমা।

শ্রীমদ্ ভাগবত ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভটীকায় উক্ত হইয়াছে—

"পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াঃ সাদরত্বং বিধীয়তে। অস্য শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-স্পর্শন-পরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম দ্বারকামথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানগমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ।"

অর্থাৎ পাদসেবনে পাদ শব্দে ভক্তিই নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে সেবার সমাদরই বিহিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমণ ও অনুগমনাদি এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমন, স্নান ও পূজনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীধাম তদ্রূপবৈভব তদীয় বস্তু। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভগবৎসন্দর্ভেও (১৬শ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাব তিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎ-প্রতিচ্ছবিরূপেণ। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা — অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভব-রূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম-শুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণ-শাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্।"

অর্থাৎ "সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব, স্বাভাবিক, মানব-জ্ঞানাতীত শক্তিবলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চারিপ্রকারে অবস্থিত। সূর্য্য, তদন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডলবহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি — এই চারিরূপ। দুর্ঘট-ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্ব। শক্তিও ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিপ্রভাবে পূর্ণস্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ, গোলোক প্রভৃতি স্বরূপবৈভব, তটস্থা-শক্তিপ্রভাবে কিরণস্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধ জীববিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধানরূপ — এই চারি-প্রকার।" —চৈঃ চঃ আঃ ২।৯৬ অনুভাষ্য

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে প্রথম কুড়িটী অঙ্গ ভজন-মন্দিরে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপে কথিত হইয়াছে। ঐ কুড়িটীরই সপ্তদশ অঙ্গ — পরিক্রমা। আবার উহার ষড়বিংশতিতম অঙ্গ তদীয়-সেবন। শ্রীধাম সেই তদীয় বস্তু। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"'তদীয়'—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয়—কৃষ্ণের অভিমত॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২১

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও লিখিয়াছেন—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ—এই চারি সনে॥"

জীব-ন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়।"

— চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৮১-৮২

পরমারাধ্য প্রভুপাদ উঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"বহির্বিচারে শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়াও —শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—ইঁহারা জগতের ভোগ্য বস্তু বিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃ-ভাব সম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব — চিন্ময়জ্ঞান-প্রদাতা বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন।"

সুতরাং তুলসী, গঙ্গাদিতীর্থ, মথুরাবৃন্দাবনাদি শ্রীধাম এবং গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত বৈষ্ণব—ইঁহারা তদ্-বস্তু ভগবৎসম্বন্ধীয় তদীয় বস্তু। ইঁহাদের সেবা না করিলে তদ্‌বস্তু ভগবান্ কখনই প্রীত হন না।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন—

"মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥"
"অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬।৯৮-৯৯

অতএব তদীয় শ্রীধামের সেবা অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায়রামানন্দকে প্রশ্ন করিতেছেন—

"সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?"

শ্রীরায় তদুত্তরে কহিতেছেন—

'শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলারাস'।

অবশ্য রায়মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—সর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনই জীবের প্রকৃত বাসযোগ্য মঙ্গলজনক স্থান। শ্রীব্রজধাম শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধারমণ কৃষ্ণের মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলাস্থান। ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর ধাম ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য-লীলাস্থান। শ্রীকৃষ্ণলীলার অসমোর্দ্ধ লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপমাধুর্য্য প্রেমিকশিরোমণি রসিক ভক্তজনেরই আস্বাদ্য আর পরমকরুণাময় মহাবদান্য শ্রীগৌরলীলার প্রেমমাধুর্য্য গৌরকৃপালব্ধ আপামরসাধারণেরই আস্বাদ্য।

শ্রীগৌর যেমন মহাবদান্য, অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-স্বভক্তি- সম্পদ্‌দাতা, শ্রীগৌরধাম ও তদ্ধামবাসিজনও তদ্রূপ মহা মহাবদান্যশীল। "নিতাই চৈতন্য বলি' যেই জীব ডাকে। সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে॥ অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে। নিরমল কৃষ্ণ-প্রেমে তার আঁখি ঝরে॥ (নিতাইগৌরচরণাশ্রয়ফলে তৎকৃপায়) স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পলায়। হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায়॥ কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার। গৌরনাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়। নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয়॥ অন্যতীর্থে অপরাধী দণ্ডের-ভাজন। নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥ অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে। অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে॥ নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি'। অনা-য়াসে নিতাই কৃপায় যায় তরি'॥ নবদ্বীপে বসি' যেই মন্ত্র জপ করে। শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয়, অনায়াসে তরে॥ অন্যতীর্থে যোগী দশবর্ষে লভে যাহা। নবদ্বীপে তিন-রাত্রে সাধি' পায় তাহা॥ শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই। নবদ্বীপে একরাত্র বাসে তাহা পাই॥ কলিকালে তীর্থ সব অত্যন্ত দুর্ব্বল। নবদ্বীপ তীর্থ মাত্র পরম প্রবল॥"

সন্ধিনীশক্তি পরিণতি শ্রীধামকৃপা লাভ সেই সন্ধিনী-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীমদ্ বলদেব নিত্যানন্দ কৃপায়ই হইয়া থাকে। তাই ঠাকুর মহাশয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিত্যানন্দপাদ-পদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

"গৌরাঙ্গ-ভজন সহজ-অতি। সহজ তাহার ফল বিততি। গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে। গৌরাঙ্গ-দর্শন হয় সত্বরে॥"

কিন্তু এই ক্রন্দন কপটতাশূন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নবদ্বীপ বৃন্দাবন একই তত্ত্ব। তবে বৃন্দাবন ধাম— অপ্রাকৃত রসের আধার। নবদ্বীপ সেই রসে অধিকার উৎপাদন করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নবদ্বীপ মায়াপুরে

শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুমধ্যে গৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়া যে নাম বিতরণ করেন, সেই নাম আশ্রয় করিলে অপরাধ-ক্ষয়ে শীঘ্রই ঐশ্বরসে অধিকারোদয় হয়। নামসংকীর্ত্তন-প্রভাবে অল্পদিনেই কৃষ্ণপ্রেমসম্পদে অধিকার জন্মায়। কৃষ্ণ-প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ে যুগলরসের অনুসন্ধিৎসা বাড়ে। তখন জীব গৌরকৃপায় যুগলরসপীঠ বৃন্দাবনে বাসাধিকার লাভ করেন। দাস্যরসে গৌরাঙ্গভজন করিতে করিতে ভজনের পরিপক্কাবস্থায় মধুর রসোদয়ে ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি ব্রজে রাধাকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধক ভক্তকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলারসে নিমজ্জিত করেন। "মধুর-রসেতে গৌর-যুগল অধিকার"। গৌর-কৃষ্ণে বা গৌরধামে ব্রজধামে ভেদ-দর্শনকারী মায়াদাস্যে থাকিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ লাভে বঞ্চিত হন।

এমন অভিন্নব্রজধাম শ্রীগৌরধামে বাস করিবার বা সেই ধামের সেবা করিবার অজুহাতে যদি কেহ সেই পরম করুণ পরম উদার মহাবদান্য শ্রীধাম ও ধামেশ্বর প্রেমময় শ্রীগৌরহরির একান্ত অনভিপ্রেত প্রেম বিঘাতক কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যপ্রপীড়িত হইয়া ভক্তিবিগর্হিত হিংসাদ্বেষাদি হীনকর্ম্মে রত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিতে হইবে প্রাক্তন দুষ্কৃতিফলে অসৎ-কর্ম্মরত সেই ব্যক্তির নরকগতি অবশ্যম্ভাবী। চিদ্ধামের উপরে জড় মায় জাল পাতিয়া সেই ধামকে আচ্ছা-দিত করিয়া রাখে। মায়ামোহান্ধ সেই ভাগ্যহীন দুরাত্মা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই জালের উপর বাস করিয়া মনে করিতে পারে যে—সে নবদ্বীপ মায়াপুরে বাস করিতেছে, কিন্তু সেই ধর্ম্মধ্বজী সুকপটী দৈন্যহীন দাম্ভিক তাহার দম্ভগুণে নিজেকে যতই না কেন সমীচীন মনে করুক সেই শুদ্ধভক্তি সম্পদে চির বঞ্চিত হইয়া পড়ে। তবে যদি কখনও সাধুগুরুবৈষ্ণব-চরণপ্রসাদে সেই দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত তৃণাদপি সুনীচেন শ্লোকোদ্দিষ্ট চারিটীগুণে গুণী হইয়া কৃষ্ণনামরূপগুণকীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করে, তবেই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধজ্ঞানসমৃদ্ধ হইয় মহাবদান্য গৌরধামে গৌরাঙ্গভজনে প্রবৃত্ত হয়, মহাবদান্য মহাপ্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করেন। গৌরধামে বাস করিয়া গৌরনামাশ্রয়ে গৌরকৃপাক্রমে সেই ভক্ত গৌরশিক্ষাসার শ্রীকৃষ্ণনামে রুচিবিশিষ্ট হইয়া যুগলভজনে অধিকার লাভ করেন। গৌরনাম গৌরধামের করুণার সীমা নাই।
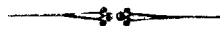
পুরুষার্থশিরোমণি—শ্রীনামস্ফূর্ত্তি হইতেই মাত্র ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে নিত্য প্রেমময় ব্যবধান অনুভূত হয়

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

জ্ঞানবাদিগণের বিচারে ভগবান ও জীব নাম-মাত্রই ভেদ, বস্তুতঃ জীবই ব্রহ্ম; 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। পক্ষান্তরে ভক্তিবিজ্ঞান বা শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—চিন্ময় ভূমিকায়ও জীব ও ভগবানের মধ্যে নিত্য প্রেমময় ব্যবধান বিদ্যমান্, যাহা একমাত্র শ্রীনামতত্ত্ববিৎ সাধুজন-বেদ্য, অন্যের নহে। শ্রীনামবিজ্ঞান জানিতে পারিলেই আনুষঙ্গিকরূপে বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-সমূহের পূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, পৃথক্-রূপে উহাদের পঠন-পাঠনেরও প্রয়োজন হয় না।

"সাধ্যসাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ………… শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্", নিখিল শ্রুতি মৌলি রত্নমালা………সংশ্রয়ামি।" "নিগম কল্পতরোঃ………ভাবুকাঃ॥" "হরের্নাম, হরের্নাম………

অন্যথা॥" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবাক্য সমুচ্চয় এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

সূর্য্য ও তচ্ছক্তি-রশ্মিকণের ন্যায় অথবা অগ্নি ও তচ্ছক্তি-দাহিকার ন্যায় সনাতন পুরুষ ভগবান্ ও তদীয় তটস্থাশক্তি জীবের মধ্যে মূলতঃ দেশ ও কালের কোন ব্যবধান না থাকিলেও চিৎকণ জীব অণুঃস্বতন্ত্রতা বশতঃ চিদ্রূপ হইয়াও তটস্থ-ভূমিকায় শ্রীনামবিজ্ঞান বা চিদ্বিজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীভগবন্মায়াসমুদ্ভূত জড়-বিজ্ঞানের কবলে পাতিত্য বশতঃ নলজাতকাদির (Test Tube-baby etcর) আবিষ্কর্ত্তাভিমানে মত্ত হইয়া মনঃ-কল্পিত ব্যবধানে অনাদিকাল যাবৎ শ্রীভগবদ্বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষিপ্তাবস্থায় বিবিধ প্রকার দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইতেছে। শ্রীভগবদ্বিমুখ জীবের মোহনের জন্য কলির এই প্রথম সন্ধ্যারই প্রকৃতিদেবী যদি তাঁহার জড়বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের সমূহ রহস্য উদ্ঘাড়িয়া তাহাদিগকে (জীবগণকে) নিজাভিমুখে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের ক্ষীণ-চৈতন্যটুকুও আচ্ছাদন করিতেছেন, তবে 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি'! অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যে নিবিড়-অন্ধকারময়—তাহা সহজেই অনুমেয়।

"জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

"যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি"।

—শ্রীমদ্ভাগবত

"তুয়াপদ বিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ দহনে দহি যাই।"

—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥"

—গীঃ ১৫।৭

'মমৈবাংশো জীবলোকে' শ্লোকাংশে স্বাভাবিকরূপেই জীবের ভগবৎ-প্রিয়তা সূচনা করিতেছে। 'অঙ্গ শব্দে-অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।' (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৬৮) তাহা হইতে অর্থাৎ অঙ্গ বা অংশ অর্থে অঙ্গী বা অংশী — শ্রীভগবানের প্রিয়তাই অনুভব করায়। অতঃপর, 'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি' অর্থে জীব-স্বরূপ শ্রীভগবৎ-প্রিয় হইলেও তাহা অনুচেতন ধর্ম্ম বশতঃ অনুস্বতন্ত্রতাক্রমে তদ্বিমুখাবস্থায় ঈশাভিমানপ্রযুক্ত ভোক্তাভিমানে জড়ামায়া স্পর্শ করিলে তদুত্থ মন ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহাকে আবৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলে।

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥"

(প্রেমবিবর্ত্ত)

তখন হইতেই মায়া তদীয় আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা জীবকে কল্পিত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত করাইলে শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে একটি কল্পিত ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, যাহাকে জগৎ বলে; যাহা প্রকৃতিজাত-অভিমানে ও অসারতায় পরিপূর্ণ।

"মনরে, কেন মিছে ভজিছ অসার।
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল সমুদ্র অপার॥
ভূতাতীত শুদ্ধ জীব, নিরঞ্জন সদা শিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধ সত্ত্ব তাই, এ জড় জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তাতে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মারূপী হ'য়ে, শ্রীচৈতন্য সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার॥"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

এইজন্য অসৎ অভিমান হইতে মুক্ত হইয়া তদীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে জীবকে অনুক্ষণ শ্রীভগবৎ-স্মৃতি-তর্পণের মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে। তাহাই তাহার মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান—বিরাগ-যুক্তম্॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

[শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্তা প্রেম-লক্ষণা ভক্তি লাভ হয়]।

যদিও ধরা যায়, জ্ঞানমার্গীয় কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা জীব বিষয় অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন হইতে নির্ম্মুক্ত হইল এবং শ্রীভগবদ্-বিস্মৃতির ভূমিকাও অনুসন্ধান করিয়া পাইল, কিন্তু তদ্বস্তুতে (ভগবানে) প্রিয়বোধের অভাবে তাহার পুনরাবৃত্তির সমূহ সম্ভাবনাই থাকিয়া গেল। ইহাতে তাহার লাভ ত' কিছুই হইল না, অধিকন্তু কালক্ষয়ই মাত্র হইল। যদি তাহাতেও সংসার উপশমের কিছু কথা চিন্তা করা যায়, তবে তাহা সাময়িক-ই মাত্র, নিত্য নহে।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" (ভাঃ ১০।২।৩২)

[যদি কেহ বলেন যে, ভগবৎপদাশ্রয়ের প্রয়োজন কি? শুষ্কজ্ঞানের দ্বারাই ত' ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়! তদুত্তরে বলিতেছেন,—হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।]

"ভুক্তি, মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি।
স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥"
—চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৭

এই জন্যই স্বতঃসিদ্ধ আত্মারাম শ্রীশুক-সনকাদি মুনিগণ পর্য্যন্ত, যাঁহাদের মধ্যে হৃদয়গ্রন্থি ও সংসারের বীজ-স্বরূপ 'কাম' বলিতে কিছুই নাই, তাঁহারাও নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য অথবা স্বাভাবিক রূপে আকৃষ্ট হইয়া অখিলগুরু অখিল কল্যাণগুণখনি শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ॥"
(ভাঃ ১।৭।১০)

এবম্বিধ সুদুর্লভ শ্রীহরিস্মৃতিকে অখণ্ডরূপ প্রদান করিতে হইলে বহু শাস্ত্রাভ্যাসরূপ শ্রম হইতে বিরত হইয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে অচ্যুত-প্রিয় সাধুসঙ্গে শ্রীহরি-গুণগান শ্রবণানুকীর্ত্তনই একমাত্র প্রয়োজন।

"নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্ব্বে মনঃ প্রভৃতয়ঃ সহদেব মর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥"
(ভাঃ ৭।৯।৪৯)

[সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয়, গুণাত্মাভিমানি-দেবগণ মহত্তত্ত্ব ও মন প্রভৃতি দেব ও মর্ত্ত্যগণ—জন্মমরণশীল। তাঁহারা তোমাকে জানিতে পারেন না। বিবুধজন এইরূপ বিবেচনা করিয়া বেদাধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হন]

"তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজাঃ
কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥"
(ভাঃ ৭।৯।৫০)

[অতএব হে পূজ্যতম, তোমায় প্রতি নমস্কার, স্তব, কর্ম্মসমর্পণ, পূজন, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ,—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোকে কি পরমহংসগণের প্রাপ্য তোমার প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে?]

"অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিব।
বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১১৮)

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"
(প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহের যাজন হইতে ভক্ত-হৃদয়ে ক্রমশঃ শ্রীনামের স্ফূর্ত্তিতে পর্য্যায়ক্রমে শ্রীভগবদ্রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য-শ্রীধামাদি প্রকাশ

পায়, যাহা নিত্য নব-নবায়মানরূপে ভক্তচিত্তানন্দদায়ক পরম পুরুষার্থ।

বৈকুণ্ঠতত্ত্ব স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও সুসংরক্ষিত এবং তদিতর জীব, জগতাদি সমুদয়ই তদধীন বলিয়া, বৈকুণ্ঠতত্ত্বের অবতার বা আবির্ভাবই মাত্র জীবজগতের ভগবৎ-প্রাপ্তি তথা কল্যাণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়রূপে নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীভগবদবতারবাদে অস্বীকারকারী জনগণ পরমার্থবিষয়ে কল্পিত রাজ্যেই বিচরণ করিতেছেন ও করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বৈকুণ্ঠ ভূমিকায় শ্রীহরির লীলাসূচক অখণ্ড শ্রীনাম সমুদয় বিরাজিত আছেন। তাঁহারা গোকুলের মহোৎসবস্বরূপ—অপার আনন্দসাগর। তাঁহারাও শ্রীভগবানের সহিত যুগপৎ একই সঙ্গে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন।

"হরিনাম-মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি' আগে॥"
(চৈঃ ভাঃ ১।১।৯৬)

আরও বিশেষতা ইহাই যে, শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীনামসমূহের শিক্ষক বা আচার্য্য হইয়া থাকেন, নতুবা শ্রীনামতত্ত্বের-বিষয় অন্যের সতন্ত্রভাবে জানিবার সাধ্য নাই। "তুঁহু দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী। নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি॥"—মহাজন পদ

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা……বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্" (ভাঃ ১১।২।৩৪) "ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥" (ভাঃ ১১।১৪।৩) ইত্যাদি শাস্ত্র বচন গ্রাহ্য। বেদানুষ্ঠানগত ধর্ম্মীয় বিষয়সমূহ মুনি-ঋষিগণ মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইলেও শ্রীনাম-মহিমার বিষয় মুনি-ঋষিগণেরও অগম্য। শ্রীনাম-প্রেমধর্ম্ম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কেহ প্রবর্ত্তন করিতেও পারেন না।

"ইতিহাসমিমং গুহ্যং ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ।
কথয়ামাস মলয় আসীনো হরিমর্চ্চয়ন্॥"
(ভাঃ ৬।৩।৩৫)

[মলয়াচলে একদা মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীহরির অর্চ্চনায় রত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তৎকালে তিনিই আমাকে (শুকদেবকে) এই গুহ্য ইতিহাস বলিয়াছিলেন]

এইজন্য ব্যবধান-রহিত অখণ্ড ভূমিকায় যে ভগবন্নাম সমুদয় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শরণাগতিমূলে জানিতে পারিলেই শ্রীভগবল্লীলা সমুদয়ের জ্ঞান লাভ হয় এবং তাহাই সত্যকার পরমার্থ; তদ্ব্যতীত বা তদতিরিক্ত পরমার্থ কল্পনা মাত্র।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাপ্রয়াণে

আজি কুক্ষণে পোহাল রজনী
শুনিনু দুঃখের কথা।
শ্রীগুরুদেব ইহলোকে নাই,
পাইনু মর্ম্ম ব্যথা॥
অশ্রুসজল নয়নে নোয়ানু
মম অপরাধী শির।
তদীয় চরণ কমল স্মরিয়া
ক্রমশঃ হইনু স্থির॥
যখন দেখিনু নশ্বরকান্তি
-মহাপ্রয়াণের পরে।
বিদীর্ণ হ'ল হৃদয় তখন
ধৈরয নাহিক ধরে॥
করিনু প্রার্থনা চরণে তাঁহার
শোকভরা অন্তরে।
'কেন বা মোদের ছাড়িয়া চলিলে
ভাসায়ে শোকের নীরে॥
অসুস্থতার লীলা-অভিনয়ে
চলিলে বৈদ্যাগারে।
স্বেচ্ছায় নহে, বন্ধুজনের
সুখদান করিবারে॥
সেথায় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল
তোমার অসুস্থতা।
সেবকগণের চঞ্চল চিত
মুখে নাহি সরে কথা॥
অপ্রাকৃত অঙ্গে তোমার
প্রাকৃত ভেষজ দিয়া।
প্রাকৃত বৈদ্য কিছু না পারিল
প্রাণ, মন অর্পিয়া॥

হতাশ হইয়া পুনরায় মঠে
আনিল সেবকগণ।
শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে
দিবানিশি দিল মন॥
কিন্তু হায়! মহা অপরাধিজন-
সকাতর প্রার্থনা।
কেন পৌঁছিবে শ্রীহরি সকাশে,
ইহা সকলের জানা॥
আপন সকাশে লইলেন হরি
নিজজনে আপনার।
সকলে সভয়ে রহিল চাহিয়া
কোন কথা নাহি আর॥
কেন নিজজনে কারণ বিহীনে
দিবেন এ হেন ক্লেশ।
যাহা দিয়াছেন তাহাও মোদের
এক মহা উপদেশ॥
শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট পূরণে
শিষ্যের নিরবধি।
প্রয়াস হইবে অপকটভাবে
ইহা ত' শাস্ত্রবিধি॥
তব ইচ্ছার বিরোধী-কার্য্য
করিয়া এখন মোরা।
কাঁদিয়া মরিনু মরম ব্যথায়
তোমারে হইয়া হারা॥
এখন আমরা কোথায় দাঁড়াই
কোথায় পাইব স্থান।
তব উপদেশে কেমনে চলিব
করিয়া অনুধ্যান॥
তোমার স্নেহের ছত্র ছায়ায়
সংসার তাপ ভুলি।
শ্রীহরিভজনে হ'য়েছিনু রত
তব উপদেশে চলি॥
এখন মোদের ভ্রম-প্রমাদাদি
শোধন করিবে কেবা।
ভজনোৎসাহ কেবা দিবে সদা
ডাকিয়া রাত্রি দিবা॥
জনসভা মাঝে বসিয়া যখন
ভাষণ করিতে দান।
যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত
হ'য়ে নিত মন প্রাণ॥
নিজাসনে যবে বসিয়া থাকিতে
কতশত সজ্জন।
আসিয়া নোয়াত তাহাদের শির
ভক্তিপূরিত-মন॥

সবারেই তুমি দিতে উপদেশ
করিবারে হরিনাম।
হরিনামে কেহ নহে বঞ্চিত
হইবে পূর্ণ কাম॥
এইমত সদা হরি কথা বলি
কতশত দীন জনে।
জীবন তাদের সফল করেছ
নিজ পদসেবা দানে।
ভারতের এক প্রান্ত হইতে
অপর প্রান্তে ঘুরি।
শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচার
করিয়াছ শ্রম করি॥
তোমার সঙ্গ যখনই ল'ভেছি
পেয়েছি বিমল সুখ।
তাহা হ'তে আজ বঞ্চিত হ'য়ে
পাইনু অতীব দুঃখ॥
ভেষজ আগারে যাইবার কালে
তব উপদেশ বাণী।
এখনও ধ্বনিছে কর্ণকুহরে
স্পষ্ট করিয়া মানি॥
কেমনে সহিব তোমার বিরহ
কেমনে ভুলিব স্নেহ।
তোমার মতন কল্যাণকামী
আর কি হইবে কেহ॥
দোষত্রুটি কেবা দেখিয়া শোধিবে,
বল দিবে মনে প্রাণে।
স্নেহদানে কেবা সমতা রাখিয়া
সদা উপদেশ দানে॥
কাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া
শুনিব শ্রীহরিকথা।
যাহাতে ঘুচিবে সংসার জ্বালা
দূরে যাবে ভবব্যথা॥
এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে
নয়নে অশ্রু আসে।
বিষাদ অনলে তাপিত চিত্ত
মন যেন রাহু গ্রাসে॥
যদিও মোদের স্থূল চক্ষুর
গোচর নহগো তুমি।
মোদের মাঝারে রহিবে সতত
ওগো অন্তরযামী॥
দাও চরণের ধূলি আমাদের
অপরাধী মস্তকে।
যাহাতে তোমার দেখান' সুপথে
সদা চলি ইহলোকে॥

দাসাধম—
শ্রীবিভুপদ পণ্ডা

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani.'

1. Place of publication :	35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary.
Nationality :	Indian
Address :	35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Maugalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 29. 3. 1979

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস এবং শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠামহোৎসব

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ দয়ালকৃষ্ণদাস সহ গত ১৯শে ফাল্গুন (১৩৮৫), ইং ৪।৩।৭৯ রবিবার দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে মধ্যাহ্নে প্রসাদ প্রাপ্তির পর রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ১০টায় শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন।

২০শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৭৯) উদালা (ময়ূরভঞ্জ) শ্রীবার্ষভানবী দয়িত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীমৎ প্রভুপদ ব্রহ্মচারী তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আশ্রমে উক্ত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত সৎক্রিয়াসারদীপিকা-পরিশিষ্ট সংস্কারদীপিকোক্ত বেষাশ্রয়-পদ্ধতি অনুসারে পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহাকে (উক্ত শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে) ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাসাশ্রমের নামকরণ করা হয়—**ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ।** ত্রিদণ্ড বাঁধিয়া দেন—শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী। হোমকার্য্য করেন—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ।

ঐ দিবস শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও ঐ মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনগোপালজিউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা কার্য্যও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে পরম পূজনীয় মাধব গোস্বামিপাদের পণ্ডিত শিষ্যদ্বয়—শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভগবানদাস ব্রহ্মচারীজী পুরী মহারাজকে প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করেন। পূজনীয় নামভজনানন্দী ব্রজবাসী শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভাগবত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সুদামা প্রভৃতি সেবকগণ লইয়া আদ্যোপান্ত অবিশ্রান্তভাবে অতি সুমধুর নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সকল শুভকর্ম্মেরই নিশ্ছিদ্রত্ব ও পূর্ণত্ব বিধান করিয়াছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ সকল মঠেরই সেবকগণ এই মহোৎসবে যোগদান করতঃ সভার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি অভিষেক-পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সুসম্পন্ন হইলে সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়াদি বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি-মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর তাঁহার অধস্তনরূপে তৎকর্তৃক নির্ব্বাচিত ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

গত ৩০ গোবিন্দ, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ২৮ ফাল্গুন, ১৩৮৫; ১৩ মার্চ্চ ১৯৭৯ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শুদ্ধ ভক্তগণের দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ হইতেছিল।

অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীমঠের বিস্তৃত নাট্যমন্দিরে পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত করতঃ সভামণ্ডপে একটি কাষ্ঠাসনের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বৈষ্ণববৃন্দ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরম-পূজনীয় শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও বহু গৃহস্থ শিষ্য এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে সমাগত যাত্রিগণ সভায় নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রাচীন প্রিয় শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সভার প্রারম্ভেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের সতীর্থ শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি মহোদয়ের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক সভায় দাঁড়াইয়া বলেন,—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মিশনটি তাঁহার অপ্রকটের পর যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইয়া জগতে শ্রীচৈতন্যবাণী সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয় সেজন্য বিগত ১৯৭৬ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সনের ২৬ আইনের বিধানমতে রেজেষ্ট্রী করিয়া গিয়াছেন। ঐ রেজেষ্ট্রীর কয়েকমাস পরে তিনি একদিন তাঁহার শয়নকক্ষে আমাকে ডাকিয়া একখানি পত্র খামে সংরক্ষণ পূর্ব্বক আঠা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আমাকে বলেন,—"এই পত্রখানি আমার অপ্রকটের পূর্ব্বে যেন খোলা না হয়, অপ্রকটের পর উহা খুলিয়া দেখিবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।" পূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্ব আদেশানুসারে তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই পত্রখানা পাঠ করিয়া সভায় সমাগত সভ্যবৃন্দকে শুনাইবার জন্য আমি সভাপতি মহোদয়ের শ্রীহস্তে দিতেছি; তিনি কৃপাপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে উহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম অবগত করাইবেন, তাঁহার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উক্ত পত্রখানা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে শুনাইলে তাঁহারা সমবেত কণ্ঠে পূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের জয়ধ্বনি-সহকারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যরূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অভ্যুদয় ঘোষণা করিলেন।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা পূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীহস্ত লিখিত ঐ পত্রখানার একটি ব্লক করিয়া পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় তাহা প্রকাশ করিতেছি,—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের নূতন জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচন

গত ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৭৯ শনিবার সকাল ১০॥ ঘটিকায় ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আহূত উক্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভায় উপস্থিত সভ্যগণের নির্ব্বাচন মতে এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুমোদনক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি মহোদয় পূর্ব্বের ন্যায়ই জয়েণ্ট সেক্রেটারী (যুগ্ম সম্পাদক) পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের তিরোভাব উপলক্ষে কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে বিরহ-সভা

নিখিল ভারত রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের তিরোধান উপলক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিপুল প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের পৌরোহিত্যে গত ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭ ঘটিকায় কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীমঠে বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহোদয় উক্ত সভার প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন।

কাঁথি ও কাশী শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, রিষ্ড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, কলিকাতা দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, কলিকাতা ইস্কনের প্রতিনিধি শ্রীমৎ প্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী প্রভৃতি বিভিন্ন মঠের আচার্য্যগণ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই, জি, পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, সলিসিটর শ্রীনন্দদুলাল দে, শ্রীঅনুজ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, শ্রীবাণী ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট নাগরিকগণ সভায় বিরহ-বেদনা নিবেদন করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীপাদ মাধব মহারাজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেও তিনি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইং ১৯২৪ সালে আমি ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করি, তখন শ্রীপাদ মাধব মহারাজ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর গুরু-প্রদত্ত নাম ছিল শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী। সেই সময় ইংরাজ রাজত্ব, প্রচার-পদ্ধতি অন্য প্রকারের ছিল। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর, তৎপার্ষদবৃন্দের, ষড় গোস্বামীর, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের তিরোধানের পর যে সময়ে বৈষ্ণবজগতে ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থা এসেছিল, সে সময় অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ধর্ম্মসংস্থাপন করতে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির যথার্থ স্বরূপ জগদ্বাসীকে জানাবার জন্য এসেছিলেন—যা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলায় কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীহরি-নাম-সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করতঃ জীব উদ্ধার লীলা করেছিলেন এবং যা কোনও যুগে দেওয়া হয় নাই সেই উন্নত উজ্জ্বল মধুর প্রেম—স্বভক্তি সম্পদ সকলকে বিতরণ করেছিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং গোস্বামিগণের প্রচারিত ব্রজপ্রেমমাধুর্য্যের কথা বিকৃত-ভাবে জন সমাজে প্রচারিত হ'তে থাক্‌লো কতগুলি অপসম্প্রদায়ের দ্বারা। "আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি ॥ অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥" সেই সময়ে শিক্ষিত সমাজের ধারণা হলো বৈষ্ণবধর্ম্ম অশিক্ষিত ও চরিত্রহীনের ধর্ম্ম। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদ নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলে, বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ সমস্ত অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির মহিমা জগতে প্রচার করেন। ইহা সাধারণ শক্তির কার্য্য নহে। তিনি তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচার করেন। সেই প্রচার সেবায় আমার সহিত শ্রীপাদ মাধব মহারাজের সম্বন্ধ হয়। শ্রীপাদ মাধব মহারাজের প্রচারে অদম্য উৎসাহ ও অপরিসীম যোগ্যতা দেখে আমার তাঁকে গুরুভ্রাতারূপে পেয়ে গৌরব বোধ হয়েছিল। সদা হাস্যবদন, নির্ম্মল চরিত্র, গুরু-গত প্রাণ, সর্ব্বতোভাবে আদর্শ জীবন যাপনের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তি-সিদ্ধান্ত হ'তে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে যেভাবে সত্য কথা তিনি নির্ভীকভাবে প্রচার করে গেছেন তা' অতুলনীয় বলতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্ব সম্বন্ধ আমরা কেহ কাটাতে পারি না। গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা' নিত্য সম্বন্ধ, অন্তিমে গুরুপাদপদ্মে থাকাই আমাদের মৃগ্য। শ্রীপাদ মাধব মহারাজের আশ্রিত শিষ্যবর্গের প্রতি আমার নিবেদন তাঁরা যেন সমস্ত মৎসরতা পরিত্যাগ করে—তাঁদের গুরুর আদর্শ অনুসরণ করে চলেন। মৎসর জীবকে ভগবান্ কখনও ক্ষমা করেন না। প্রেমরাজ্যে মাৎসর্য্যের, হিংসার স্থান নাই। গুরুদেবের বাক্যের প্রতি মর্য্যাদা প্রদান করতঃ আপনারা তাঁর বাণী আচরণ মুখে প্রচারের যত্ন কর্‌লেই তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারবেন।"

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীপাদ মাধব মহারাজ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় উৎসর্গীকৃত আদর্শ চরিত্র সন্ন্যাসী মহাপুরুষ ছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি দেহ রক্ষা করেছেন। বর্ত্তমান হিংসার যুগে তাঁর আদর্শ চরিত্রকে অনুসরণ করতে পারলে আমাদের সকলেরই কল্যাণ হবে। আমি তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করছি।"

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমৎ সনাতন দাসাধিকারী প্রভু—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মাষ্টার মহাশয় আমাদের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের দ্বিতীয় দিবস গত ২৯ নারায়ণ, ৪৯২ গৌরাব্দ; ২৭ পৌষ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ; ১২ জানুয়ারী, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ শুক্রবার পূর্ণিমা তিথির প্রথমভাগে বেলা ১-৫০ মিনিটের সময় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি সম্পূর্ণ নীরোগ সুস্থ ব্যক্তির মত উচ্চস্বরে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া হাসপাতালের কক্ষের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতে করিতে বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র নাম গ্রহণ করিতেছিলেন। শ্রীমদ্ ভগবদ্. গীতা তাঁহার বড় প্রিয় গ্রন্থ ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিকের পর তিনি অপতিতভাবে গীতা পাঠ করিতেন। অদ্যও শ্রীনাম গ্রহণের মধ্যে মধ্যে তিনি শ্রীগীতা-ভাগবতাদির শ্লোক উচ্চারণ-মুখে নামরস আস্বাদন করিতেছিলেন। অদ্যই যে তিনি দেহরক্ষা করিবেন, তাহা কেহ চিন্তা করিতেই পারেন নাই। অদ্ভুত প্রয়াণ! তাঁহার শ্রীনামামৃতসিক্ত কলেবর টেম্পো-যোগে নামসংকীর্ত্তন-মুখে দক্ষিণকলিকাতাস্থ শ্রীমঠের শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশের বহির্ভাগে আনীত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রমুখ মঠসেবকগণ তাঁহার মুখে শ্রীচরণামৃত ও কণ্ঠে প্রসাদী পুষ্প-মাল্যাদি দিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। মঠসেবকগণই কীর্ত্তনযোগে তাঁহাকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লইয়া গিয়া তথায় তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদন করেন। শ্রীরাই-মোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহিরণ্ময় চক্রবর্ত্তী প্রমুখ মঠসেবকগণ তাঁহার অনেক সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন।

গত ২২।১।৭৯ তারিখে শ্রীমৎ সনাতনদাস প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দক্ষিণকলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদ অন্ন দ্বারা তাঁহার সাত্বত পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীমৎ সনাতনদাস প্রভুর পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভুত। জন্মস্থান ছিল—পাবনা জেলান্তর্গত নাকালিয়া গ্রামে (পোঃ ঐ)। পিতার নাম ৺সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম ৺শশীপ্রভা দেবী। তাঁহারা শ্রীসুধীন্দ্র নাথ, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ, শ্রীঅশোক চন্দ্র ও শ্রীপ্রভাস চন্দ্র—এই চারি ভ্রাতা এবং শ্রীননীবালা দেবী তাঁহাদের ভগ্নী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পূর্ণিয়ায় দার পরিগ্রহ করেন। স্ত্রী উচ্চ শিক্ষিতা, সন্তান হীনা, তিনি এখনও জীবিতা আছেন।

আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট শুনিয়াছি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শৈশবকাল হইতেই ভগবদনুরক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলাল বাগচী নামক জনৈক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিকট বসিয়া তিনি বালসুলভচাপল্যাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক যথেষ্ট ধৈর্য্য-সহকারে তাঁহার পূজা জপতপাদি কৃত্য লক্ষ্য করিতেন। ভবিষ্যদ্ জীবনেও সেই প্রথম জীবন আরও স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত।

তিনি দর্শন শাস্ত্র লইয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি-এ পাশ করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। একবার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এক মাড়োয়ারী সজ্জনের গৃহে গীতা পাঠ করেন. শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। পুরী মহারাজের ইচ্ছানুসারে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে তাহা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাহাতে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তগণের নিত্যালোচ্য সমগ্র বাইবেল শাস্ত্র তিনি এক সুবিজ্ঞ পাদরী সাহেবের নিকট বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমাদিগের সহিত কথোপকথন কালে তিনি প্রায়শঃই বাইবেলের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন, তাহার বহু প্রয়োজনীয় অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

ইং ১৯৩৫।৩৬ সালে (বাং ১৩৪১।৪২)—তিনি গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্য-

লীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি শ্রীধাম মায়াপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি মঠ ছাড়িয়া কিছুকাল মিলিটারীতে চাকরি করেন, পরে তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পুনরায় কিছুদিন মায়াপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। অনন্তর ১৯৬৬ সালে তিনি তথা হইতে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরমোৎসাহের সহিত ভগবদ্‌ভজন করিতে থাকেন। এই সময়ে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে তিনি কিছুকাল দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের রেজিষ্টার্ড গভর্ণিংবডির তিনি একজন বিশিষ্ট মেম্বার ছিলেন।

তিনি বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। শ্রীগুরূপদিষ্ট হরিনাম তিনি বিশেষ যত্নসহকারে স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে করিতে অশ্রু প্লাবিত হইতেন। অপরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইত। বাতব্যাধিতে তাঁহার চলাফেরার সামর্থ্য নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তিনি অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না, অপরিমিত সহিষ্ণুতা গুণ সম্পন্ন হইয়া অধিকাংশ সময়ই তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন, পরনিন্দা-পরচর্চ্চাদিতে তাঁহার কিছুমাত্র রুচি ছিল না। গীতার বহু শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি সেইগুলি একাকী তন্ময় হইয়া আবৃত্তি করিতেন এবং শ্রোতা পাইলে পরস্পর তাহার অর্থ আস্বাদন করিতেন। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন ভজন পরায়ণ সজ্জন বৈষ্ণববান্ধবের সঙ্গ হারাইয়া বড়ই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি। "কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥" শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নিজজনকে তাঁহার নিত্যধামে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে দুঃখ না থাকিলেও এ মর্ত্ত্যজগতে তাঁহার ন্যায় ভজনানুরাগী ভক্তসঙ্গাভাব বড়ই দুঃখপ্রদ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজের

স্বধাম প্রাপ্তি

পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের আবির্ভাব-পীঠ শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শাখার দায়িত্ব-পূর্ণ সেবাভার গ্রহণকারী সেবকবিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ সম্প্রতি ২৫ মার্চ্চ রবিবার বীরভূম জেলান্তর্গত বোলপুরে অপরাহ্ণ ৪-২০ মিঃ এ উপস্থিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সমক্ষে অনায়াসে ৭০ বৎসর বয়সে নিজ সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার শেষকৃত্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাট উদ্ধারণপুরে গঙ্গাতটে সম্পন্ন হয়।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্যদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-সভা উপলক্ষে বীরভূম জেলান্তর্গত বোলপুরবাসী মঠাশ্রিত ভক্ত-সজ্জনবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত ধর্ম্মসভায় যোগদানের নিমিত্ত সর্ব্বশ্রী পুরী গোস্বামী মহারাজ, সন্ত মহারাজ, দণ্ডী মহারাজ, তীর্থ মহারাজ, গিরি মহারাজ, ভারতী মহারাজ, মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, মোহিনী মোহন দাসাধিকারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ গত ২৫ মার্চ্চ রবিবার তথায় উপস্থিত হন। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে সকলেই স্থানীয় মাড়োয়ারী

ধর্ম্মশালায় আগমন করেন। ট্রেনটা ৪-৩০ ঘণ্টা বিলম্বে পৌঁছায় এবং দ্বাদশী তিথি থাকায় অসময়ে সকলেই ব্যস্ত হইয়া সত্বর স্নানাহ্নিকান্তে ভোজনে বসেন। উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দসহ পুজনীয় দণ্ডী মহারাজ পুজনীয় সন্ত মহারাজের পার্শ্বে ভোজনে বসিয়া আকস্মিক শারীরিক কিছু অস্বস্তির কথা শ্রীমৎ সন্ত মহারাজকে জানাইলে শ্রীমৎ সন্ত মহারাজ বিষয়টাতে অধিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অতীব সাধারণভাবে আহারের পূর্ব্বে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলপানের কথা বলিলে তিনি জলপানের নিমিত্ত নিকটস্থ জলপূর্ণ মৃৎ-পাত্রটী উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখশ্রীতে কিঞ্চিৎ বিকারের ভাব লক্ষিত হইলে তাঁহাকে তৎস্থলেই তৎক্ষণাৎ শোয়াইয়া দেওয়া হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। বোলপুরের খ্যাতনামা ডাঃ চপল কুমার চ্যাটার্জ্জী আসিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘোষণা করিলে সমুপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ সকলে গভীর বেদনায় কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে তাঁহাদের বিরহ কাতরতা প্রকাশ করিতে থাকেন।

পূজ্যপাদ দণ্ডী মহারাজের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নাম ছিল—শ্রীগোপাল দাস ব্রহ্মচারী। তিনি কিশোরকালেই সন ১৯৩০ সালে জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তদাদেশে বিভিন্ন মঠের সেবাকার্য্যাদি করেন। বিগত ১৯৭৬ সালে তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-ভিক্ষুর বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমেই পুরীতে শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করিতে-ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সরলপ্রাণ ব্যবহারনিপুণ দায়িত্বশীল বৈষ্ণবের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা মঠ-বাসিগণ অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছি।

শ্রীজগবন্ধুদাস বাবাজী মহারাজের
শ্রীধামরজঃ প্রাপ্তি

গত ৬ বিষ্ণু, ৫ চৈত্র সোমবার বিকাল ৩ টায় কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথিতে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে শ্রীধাম মায়া-পুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঠে শ্রীজগবন্ধুদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরি-ব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহা-রাজকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অনায়াসে দেহ রক্ষা করেন। উক্ত শ্রীভাগ-বতমঠেই তাঁহার সমাধি প্রদত্ত হয়। তিনি সুদীর্ঘ-কাল শ্রীধামবাস করতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবায় রত ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বিবর্দ্দা গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল। তাঁহার স্নিগ্ধ সরল ব্যবহার ধামনিষ্ঠা ও ভজননিষ্ঠা আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার তিরোধানে আমরা দুঃখিত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৭০
(২) শরণাগতি — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত — ,, .৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, .৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, .৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, .৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ১২.৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা .৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ৫.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১.৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস. এন ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — ,, ১০.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — ,, ২.০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্যঃ — ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮৬
১৭ মধুসূদন, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, রবিবার; ২৯ এপ্রিল, ১৯৭৯ { ৩য় সংখ্যা

আমার প্রভুর কথা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(২)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি, এস্থলে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা পত্রস্থ করিতেছি।

১। একটী নবীন কৌপীনধারী, বাবাজী মহাশয়ের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া কুলিয়া নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি ভূম্যধিকারিণী রাণী × ×র ইষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা শুনিয়া আমার প্রভু বলেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত সুতরাং এখানে প্রাকৃত ভূম্যধিকারীগণ কি প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে তাহা হইতে নবীন কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না, সুতরাং কোন জমিদার অত মূল্য কোথায় পাইবে যে নবদ্বীপে ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবে। নবীন কৌপীনধারীরই বা কত ভজন বল যাহাতে সে ভজন-মুদ্রার বিনিময়ে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ ধামের ভূমিতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক, অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে তাত্ত্বিক লোকে তাহাকে সহজিয়া বলে।

২। এক সময় বঙ্গদেশের অতি প্রধান জনৈক ভূম্যধিকারী নিজ ভক্তিবলে আমার প্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জানিয়া নিজ ইন্দ্রোপম প্রাসাদে ভক্ত গোষ্ঠীতে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব ভূপতির সদৈন্যকাতর প্রার্থনায় আর্দ্র চিত্ত হইয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী গাঙ্গ-সৈকতে তৃণাবরণ সংস্থাপনপূর্ব্বক মাধুকরী দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণভজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। আরও বলেন, তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যসমূহ গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব হইতে পারিবেন; তখন তাঁহারই প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া আমার প্রভু আবদ্ধ থাকিবেন। যদ্যপি বৈষ্ণব নরপতির নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া বাবাজী মহাশয় অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে নরপতির আদর আপ্যায়নে তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে রাজার স্বভাব লাভ করিয়া তাঁহাকেও বিপুল ভূমি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। বস্তুতঃ ফল হইবে যে কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণভজন, বিষয়ে পর্য্যবসিত হইয়া বৈষ্ণব রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিণত হইবেন।

পক্ষান্তরে বৈষ্ণব ভূমিপতি যত্পপি তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে অপর কুটীর স্থাপন করিয়া ভজন করেন এবং পরগৃহ হইতে মাধুকরী গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও কোন কালে তিনি তাহার বন্ধুর প্রণয়চ্যুত হইয়া হিংসায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যত্পপি বৈষ্ণব বন্ধু রাজা তাঁহার প্রতি কোন কৃপা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় জীবন অবলম্বন করিয়া হরিভজন পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করুন্।

৩। কুলিয়া নবদ্বীপপ্রবাসী কোনও বিচক্ষণ কৌপীন-ধারী জনৈক সম্মানিত পণ্ডিত বাবাজীর আভ্যন্তরীণ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আমার প্রভু কৌপীন বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালা পেড়ে সূক্ষ্ম ধুতী চাদর কোচাইয়া পরিধান করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের এ অভাবনীয় বেষ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রভু তদুত্তরে বলেন যে, আমরা চৈতন্যের বেষ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক পরস্ত্রী গ্রহণেও পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর বৃষলীপতির অনুরূপ বেষ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ কৌশলপূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচারী সম্প্রদায়ে বিশেষ ফল প্রসব করে।

৪। কোন সময় একজন ভাগবতে সুনিপুণ গোস্বামি-সন্তানে অর্থ গৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্য সংগ্রহের পিপাসা তাঁহার সমক্ষে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার ভক্তি প্রচারকার্য্যের সবিশেষ তথ্য জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ গোস্বামী মহোদয়ের অনেক লোককে "গৌর গৌর" বলান ও অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে, গোস্বামি সন্তান মহাশয় গোস্বামীশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি ইন্দ্রিয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "গৌর গৌর" বলান নাই "টাকা," টাকা, আমার টাকা" বলিয়া চিৎকার করাইয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে, পরন্তু উহা সত্য ধর্ম্মের আবরণ মাত্র, তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই উপকার নাই।

৫। অনেকে ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মের ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোক চক্ষে দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয় চেষ্টায় ব্যস্ত হন। তাঁহাদের সেই বিষয়-চেষ্টা গোস্বামী-শাস্ত্রে বিষ্ঠার সহ তুলনা করা হইয়াছে, দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাহারা বিষয় বিষ্ঠাকে আবাহন করেন, নিজ প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া বৈষয়িক ম্যাথরের অভিনয় করেন। লোকসকল পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসজ্জায় বিষয়ের আবাহন করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত ত্যাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনে সকলকে দেখাইয়াছেন।

৬। অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণব বাবাজীমহাশয়কে টাকা ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন। টাকা পাইয়া কাপড়ে দুই পাঁচটী গ্রন্থি দিয়া নানা-স্থানে রাখিয়াও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখাইতেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে বাবাজী মহা-শয়ের অর্থের প্রচুর লোভ আছে। মূল্যবান বস্ত্র পাইলে দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাদৃশ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানাইয়া দিতেন।

—সঃ তোঃ ১৯।৬।২২০

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(ভক্ত্যানুকূল্য)

প্রশ্ন— ব্যবহার ও পরমার্থ কিরূপে ভজনানুকূল হয় ?

উত্তর— "ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করাই মঙ্গলজনক।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ— যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ভজনানুকূল কেন ?

উঃ— "জীবনের সমস্ত-ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন-মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে ; আবার আবশ্যকমত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে ন্যূনতা হইবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ— হরিভজনের অনুকূল সংসার বা কৃষ্ণসংসার কিরূপ ?

উঃ— "কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনের জন্যই বিবাহ ; কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা ; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; কৃষ্ণের জীবসকলের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব। এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের'—এই বোধে দেহরক্ষা, গেহরক্ষা ও সমাজ রক্ষা করিবে—ইহার নামই কৃষ্ণসংসার।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ— সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

উঃ— "সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য **সাধুসঙ্গের** নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে **বৈষ্ণব-ব্রতসমুদায় পালন** করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। পরন্তু **বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদর-পূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য-সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়েন।**"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ— চাতুর্ম্মাস্যব্রত ভক্তির অনুকূল কেন ?

উঃ— "দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে একমাস-ব্যাপী ও চাতুর্ম্মাসব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই-সেই দ্রব্য ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ— কিরূপ বিচারে গৃহে বাস ও গৃহত্যাগ করা কর্ত্তব্য ?

উঃ— "ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয় ; বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে গৃহ যখন ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তি-জনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীস্বরূপদামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচারক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ— গৃহস্থ-বৈষ্ণব কি উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিবেন ?

উঃ— "গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন ; কোন পাপের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ— সদ্বৃত্তিজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কাহার অনুসরণ করিবেন ?

উঃ— "সদ্বৃত্তি কি, ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ— বিষয়বন্ধন কিরূপে ক্ষয় হয় ?

উঃ— "কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং ক্রমশঃ বিষয়বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ— চক্ষুর্দ্বারা ভগবদনুশীলন কিরূপে হয় ?

উঃ— "চক্ষুকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, ভগবল্লীলাস্থানের বিবিধ শোভা-দর্শন এবং লীলাপ্রতিকৃতি ইত্যাদি দর্শনব্রতই একমাত্র উপায়। যাহা কিছু চক্ষুর বিষয়ভূত হয়, তাহাতে ভগবৎ-সম্বন্ধ দর্শন করাই মূল প্রয়োজন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ— কর্ণদ্বারা কিরূপে ভক্তির অনুশীলন হয় ?

উঃ— "কর্ণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে হরি-কথা, ভক্তকথা ও হরিসম্বন্ধিনী বিষয়কথার শ্রবণব্রতই একমাত্র উপায়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ— নাসিকাকে কিভাবে ভক্তির অনুকূল করা যায় ?

উঃ— "ঘ্রাণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে কৃষ্ণার্পিত তুলসী, পুষ্পচন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ-ব্রতই একমাত্র উপায়। যে কিছু গন্ধ গ্রহণ হয়, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করা উচিত।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ— জিহ্বাকে ভক্তির অনুকূল করা যায় কিরূপে ?

উঃ— "রসনাকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে কৃষ্ণপ্রসাদ ও ভক্তপ্রসাদ-সেবনব্রতই একমাত্র উপায়। প্রসাদ-সেবার সময় ভোগসুখ মনে হয় না, কেবল জীবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনসুখই মনে পড়ে। প্রসাদ-সেবায় স্বীয় ভোগসুখ মনে করিলে আর আনুকূল্যভাব থাকে না।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ— শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তদ্দ্বারা কি করা উচিত ?

উঃ— "হস্তপদাদি-শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তত্তৎ শরীরদ্বারা ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র উপায়।

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ— পারমার্থিক নাম ও উপাধি কি ভক্তির অনু-কূল নহে ?

উঃ— "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার সময়ে "রত্নবাহু", "কবিকর্ণপুর", "প্রেমনিধি" প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্ত্তী ভক্তগণও "ভাগবতভূষণ", "গীতাভূষণ" প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ৪।১

প্রঃ— ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে মহাজনের চিত্তের কিরূপ অবস্থা হয় ?

উঃ— "ভজনের অনুকূল বিষয়ে মহানুভবের চিত্তটি পুষ্পের ন্যায় কোমল ; ভজনানুকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত আর্দ্র হয়। ভজনের প্রতিকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত বজ্রের ন্যায় কঠিন হয় ; সে সমুদায় তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।"

—'বৈষ্ণবস্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

প্রঃ— কথা, গীত, কাব্যাদি কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয় ?

উঃ— "ব্যবহারিক কথালাপ, গীত ও কাব্যাদি কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিতে পারিলে আনুকূল্যের সিদ্ধি হয়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ— হরিভজনের উপদেশকালে পরচর্চ্চা কি ভক্তির প্রতিকূল ?

উঃ— "গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন

সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—হরিভক্তিসাধক প্রজল্প কি অনিষ্টকর?

উঃ— "সমস্ত মহাজন হরিভক্তিসাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ— কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে পরালোচনা দোষাবহ নহে?

উঃ—"সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য তিন-প্রকার। যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনাটি শুভ; জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপালোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত এবং নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাও গুণ বই দোষ নয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

প্রঃ— কর্ম্মকে কিরূপভাবে অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি-যোগ হয়?

উঃ— "কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবনরক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব শারীর কর্ম্মসকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ— বিষয়কে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হয় না?

উঃ— 'বিষয়-ভোগ' বলিয়া বিষয়কে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু 'ভগবৎপ্রসাদ' বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ— কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তি কিরূপ জীবন যাপন করিবেন?

"এ দেহের ক্রিয়া　　অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি।
শ্রীকৃষ্ণভজনে　　অনুকূল যাহা
তাহে হব অনুরাগী॥"

—'প্রার্থনা' (লালসাময়ী) ৬ কঃ কঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের
বার্ষিক অধিবেশন

এবার পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের বিরহ-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বেদনা-বিহ্বল চিত্তে শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীগৌরজন্মোৎসব, বার্ষিক সভার অধিবেশনাদি সকল কৃত্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে। ২৩ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার শুভ অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই দিবস নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যদেব সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট-মন্দিরে দাঁড়াইয়া কত আর্ত্তিভরে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়গান করিতেন, ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের চরণে কতই না আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেন! সন্ধ্যা ৭টার পর সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ

মহারাজ তাঁহার সতীর্থগণকে দুই পার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি দিতেন। এবারও মধ্যস্থলে তাঁহার আসন রাখা হইল, মাল্য চন্দনাদিও পার্শ্ববর্তী সতীর্থগণকে প্রদান করা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অভাব আর পূর্ণ হইবার নহে। সভাস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয় আজ বেদনাভারাক্রান্ত। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পূজ্যপাদ মহারাজের পক্ষ হইতে পরিক্রমার যাত্রিগণকে স্বাগত জানাইয়া মঙ্গলাচরণ স্বরূপে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ পরিক্রমা-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন। তৎপর শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রথম দুই অধ্যায় পাঠ করেন। সভার উপক্রম ও উপসংহারে কীর্ত্তন হয়। শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় প্রভু যাত্রিগণকে আগামীকল্যকার প্রোগ্রাম (কার্য্যসূচী) শুনাইয়া দেন।

২২শে ফাল্গুন হইতে পরিক্রমার শুভারম্ভ সূচিত হয়। অদ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুসজ্জিত শিবিকা আরোহণ করিলেন। তৎসম্মুখে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ও তৎপার্শ্বে তন্নিজজন পরম পূজনীয় শ্রীল মাধব মহারাজের আলেখ্যার্চ্চা বিরাজ করিতে লাগিলেন। মাল্য চন্দন দেওয়া হইয়া গেলে ভক্তবৃন্দ পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের সমাধি মন্দিরসহ মূল মন্দির বার চতুষ্টয় প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করিয়া মহাপ্রভুর শিবিকার (পালকির) অনুব্রজ্যা করেন। ব্যাণ্ডপার্টি ছিল। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন ও ISKCON এর শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দির পরিক্রমা করিয়া যোগপীঠে উপনীত হন, তথায় মূলমন্দিরালিন্দে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পালকি সংরক্ষিত হয়। ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে মূলমন্দির ৪ বার প্রদক্ষিণ করতঃ নিম্ববৃক্ষ, শিশু নিমাই ও ক্ষেত্রপাল শিব মন্দিরে প্রণাম করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীগৌর-গদাধর মন্দির ৪ বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করেন। অতঃপর শ্রীযোগপীঠ মন্দির প্রাঙ্গণে উপবেশন করা হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য ৩—৫ অধ্যায় পাঠ করেন। পরে তথা হইতে শ্রীবাস অঙ্গনে যাওয়া হয়। তথায় শ্রীমন্দির ৪ বার প্রদক্ষিণ করতঃ নাট-মন্দিরে উঠিয়া অনেক নৃত্যকীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীধাম মাহাত্ম্য হইতে শ্রীবাসঅঙ্গন মাহাত্ম্য পাঠ করেন, মুখেও কিছু মাহাত্ম্য বলেন। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ও শ্রীগদাধর অঙ্গনের কথা এখান হইতেই পাঠ করিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর তথায় প্রণামাদি করিয়া আমরা শ্রীচৈতন্য মঠে যাই। দেখিলাম—শ্রীভক্তিবিজয় তোরণ দ্বার বন্ধ, ভক্তবৃন্দকে চন্দ্রশেখর আচার্য্য মন্দিরের গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে আসিতে হয়। তথায় ৪ বার শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ কিছুক্ষণ শ্রীগুরুমহিমাসূচক কীর্ত্তনাদি করিয়া তথা হইতে ভক্তবৃন্দ পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের মন্দিরে গিয়া তাহা ৪ বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করেন। পরে তথা হইতে ভক্তবৃন্দ মূল মন্দিরে গমন করতঃ উহা ৪ বার প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে শ্রীঅবিদ্যা-হরণ নাট্যমন্দিরে আসিয়া অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তথায় প্রণামাদি করতঃ ভক্তবৃন্দ শ্রীমুরারি গুপ্ত ভবনে গমন পূর্ব্বক তথায় ৪ বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করেন। পরে এস্থান হইতে বরাবর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীমন্দিরে নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর পরিক্রমার যাত্রিগণ প্রসাদ সম্মান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাট মন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ দিল্লী হইতে কলিকাতা মঠ হইয়া শ্রীধামে শুভাগমন করেন। রাত্রিতে সভায় ভাষণ দেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-বিলাস ভারতী মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী। অদ্য আত্মনিবেদন প্রসঙ্গে বক্তৃতা হয়।

২৩শে ফাল্গুন শ্রবণাখ্যভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। অদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরেই অবস্থান করেন। ভক্তবৃন্দ ভোরে মঙ্গলারতি দর্শন করতঃ ক্ষিপ্রতা-সহকারে

প্রস্তুত হইয়া পরিক্রমায় বাহির হন। আমরা প্রথমে মহাপ্রভুর ঘাটে যাই, তথায় ঐ ঘাটের মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া ভক্ত কবিবর শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাটে প্রণতি জ্ঞাপন করি। অতঃপর পথিমধ্যে একস্থানে গঙ্গানগর, পৃথুকুণ্ড বা বল্লালদীর্ঘিকা প্রভৃতি স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীসীমন্তদ্বীপে গমন করি। তথায় একস্থানে শ্রীসীমন্তিনী দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বিল্ব পুষ্করিণী বা বেল-পুকুরে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গৃহে যাই। তথায় শ্রীমদনগোপাল জিউকে প্রণাম করিয়া প্রাঙ্গণে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করি। তথায় শ্রীপাদ পুরী মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য পাঠ করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী ভাষণ দান করেন। এখানে প্রচুর ডাব ও বিল্বফলের আমদানী হয়। যাত্রিগণ তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-সেবা করেন। এখান হইতে আমরা শোনডাঙ্গায় যাই। তথায় শ্রীকুশচন্দ্র গড়াই মহাশয়ের গৃহে ও চত্বরে নিম্ববৃক্ষের তলে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। এখানে আমাদের মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রিগণের জন্য চিড়া, দধি জলযোগের ব্যবস্থা করেন। গৃহস্বামী কুশবাবুর স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৫ কন্যা সকলেই ভক্তসেবায় তৎপর হইয়া ভক্তাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। এখান হইতে আমরা শরডাঙ্গা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যাই, পথি মধ্যে একস্থানে 'মেঘার চরা'র কথা বলিয়া দেওয়া হয়। শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে এস্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমরা ভক্তরাজ শ্রীধর অঙ্গনে যাই। সেখানে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীধরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন; শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। এস্থান হইতে আমরা কাজীর সমাধি ক্ষেত্রে যাই, তথায় প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন গোলোকচাঁপা বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে এস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আমরা এখান হইতে বরাবর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সন্ধ্যায় খুব ঝড় হয়, বৃষ্টি সামান্য। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেলে পাঠ কীর্ত্তনাদি হয়।

২৪শে ফাল্গুন—পরিক্রমার তৃতীয় দিবস – একাদশীর উপবাস—কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপপরিক্রমা। আমরা মূল মন্দির ও সমাধি মন্দির পরিক্রমা করিয়া পথিমধ্যে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের শ্রীমন্দিরদ্বয়ে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রপাল শিব মন্দির বন্দনা করিয়া খেয়া পার হই। ক্রমে শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী, তদ্ ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও সমাধিমন্দির, তন্নির্জ্জন শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজীমহাশয়ের সমাধিমন্দির ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয়ের ভজনকুটী বন্দনা করিয়া নাটমন্দিরে বসি। তথায় শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ 'বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর' ইত্যাদি পদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীগোদ্রুম-ধামমাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিক্রমাপার্টি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা এখান হইতে আম্রঘট্ট বা আমঘাটা হইয়া শ্রীসুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হই। শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহপ্রণামাদির পর শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ এই মঠনির্ম্মাণ ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদি সেবা-কার্য্যে কিভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভীষ্টানুযায়ী তৎপরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের স্নেহাশীর্ব্বাদভাজন হইয়া-ছিলেন, সেই সকল প্রাচীন কাহিনী বর্ণন করেন। অতঃপর আমরা এস্থান হইতে শ্রীদেবপল্লী শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরে যাই। শ্রীনৃসিংহদেবের জয়গান করিতে করিতে শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও প্রাঙ্গণে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনাদি করা হয়। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ স্থানমাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশনত্বাদি প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করেন। শ্রীল পুরী মহারাজ শ্রীনৃসিংহমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করেন। শ্রীনৃসিংহদেবকে ফলমূল মিষ্টান্ন ও পরমান্ন ভোগ নিবেদন করা হয়।

পরমান্ন ভোগ আগামী কল্যকার জন্য রাখিয়া ভক্তগণ ফলমূলাদি অনুকল্প স্বীকার করেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে এখান হইতে শ্রীহরিহরক্ষেত্রে যাওয়া হয়। তথায় শ্রীল পুরী মহারাজ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য পাঠ করেন, মধ্যদ্বীপের মাহাত্ম্যও এখান হইতেই পাঠ করিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর শ্রীহরিহর প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম করিয়া আমরা এখান হইতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। রাত্রে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ অদ্যকার বক্তব্যবিষয় কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী কীর্ত্তন করেন। অদ্য শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে আসিয়া পরিক্রমায় যোগদান করেন।

২৫ ফাল্গুন—পূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের সমাধিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন-জন্য অদ্য আর পরিক্রমা বাহির হন নাই, ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠেই বিশ্রাম করেন। স্নানাহ্নিকাদি-কৃত্য সমাপনান্তে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে লইয়া পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজের সমাধি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজই ইষ্টক স্থাপনাদি ভিত্তিস্থাপন-কৃত্যের অঙ্গভূত বৈষ্ণবহোম ও বাস্তুহোম সম্পাদন করেন। সকাল প্রায় ৮ ঘটিকায় ভিত্তি স্থাপন কৃত্যের শুভারম্ভ হয়। প্রসাদাদি পাইতে বেলা ২॥ টা বাজিয়া যায়। সন্ধ্যার পর পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

২৬ ফাল্গুন—পরিক্রমার ৪র্থ দিবস—পাদসেবন-অর্চ্চন-বন্দন-দাস্যাখ্যভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীকোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা—অদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবিকারোহণে পরিক্রমায় বহির্গত হন। পরিক্রমাকারি-ভক্তবৃন্দ সকাল সকাল খেয়াপার হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুগমনে পোড়ামাতলায় উপনীত হন। তথায় শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ "আমার সমান হীন" ইত্যাদি শ্রীযোগমায়ার স্তুতিসূচক কীর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ একটি ভাষণ দেন, তৎপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ কোলদ্বীপমাহাত্ম্য পাঠ করেন। অতঃপর প্রৌঢ়ামায়া দেবীকে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনামূলে প্রণামাদি করিয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যাওয়া হয়। এখানে মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দ ও শ্রীবরাহদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের সমাধি মন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন ও প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা সমুদ্রগড় যাই, তথায় শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজও কিছু বলেন। তথা হইতে শ্রীদ্বিজবাণীনাথ-ভবন — শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরে যাওয়া হয়, তথায় ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরগদাধর জিউকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাঙ্গণে বিশ্রাম করেন। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজও কিছু বলেন, আমরা শ্রীগৌর-গদাধরের কিছু প্রসাদ গ্রহণ করতঃ এখান হইতে বিদ্যানগর শ্রীসার্ব্বভৌমগৌড়ীয় মঠ পরিক্রমা করতঃ শ্রীসার্ব্বভৌমভবনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ও কল্পবৃক্ষ বন্দনান্তে বিদ্যানগর হাইস্কুলের নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষতলে আসিয়া বিশ্রাম করি। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা হয়। ভোগারাত্রিকের পর আমরা সকলেই প্রসাদসম্মানান্তে জহ্নুদ্বীপ যাত্রা করি, তথায় একটি বটবৃক্ষমূলে জহ্নুদ্বীপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়। ISKCON এর প্রায় দুইশত সাহেব মেম ভক্ত অবস্থান করায় সেখানে এবার আমাদের বসিয়া পাঠ কীর্ত্তন করিবার সুযোগ হয় নাই। এজন্য আমরা ঋতু-দ্বীপ ও বিদ্যানগর সার্ব্বভৌম শ্রীপাট-মাহাত্ম্য আমাদের উক্ত বিশ্রামস্থলে আসিয়া পাঠ করিয়া দিয়াছিলাম। জহ্নুদ্বীপ হইতে আমরা মোদদ্রুম দ্বীপে যাই, তথায় শ্রীশার্ঙ্গ মুরারিঠাকুরের শ্রীপাটে তৎসেবিত প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীগৌর-

গদাধর শ্রীমূর্ত্তি বন্দনা করিয়া তথা হইতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে যাই। শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও প্রণামান্তে আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়া শ্রীধমা-মাহাত্ম্য পাঠ করি, পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজও কিছু বলেন। শ্রীমদ্ গিরিমহারাজ কীর্ত্তন করেন, এস্থান হইতে আমরা বৈকুণ্ঠপুর হইয়া মহৎপুর গমন করি। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পূজ্যপাদ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর মাহাত্ম্য শুনাইয়া দিলে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা নবদ্বীপ খেয়াঘাট অভিমুখে অগ্রসর হন। যাত্রিগণের খেয়া পার হইতে বিলম্ব দেখিয়া শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতি হইয়া যায়। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করিলে তাঁহার আরাত্রিকাদি পুনঃ পৃথক্‌ভাবে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ববৎ নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দান করেন।

২৭শে ফাল্গুন—পরিক্রমার পঞ্চম দিবস—সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা। অবশ্য অদ্য ৬ষ্ঠ দিবস হইলেও ৪র্থ দিবস সমাধিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন জন্য মঠে অবস্থান করায় পরিক্রমা বন্ধ ছিল বলিয়া অদ্য পরিক্রমার পঞ্চমদিবসই ধরা হইল। অদ্যই পরিক্রমার সমাপ্তি দিবস। শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্য আর বাহির হন নাই, মন্দিরমধ্যে নিজ সিংহাসনেই অবস্থান করিতেছেন। আমরা শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, প্রণাম ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে আম্রবৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করি। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীরুদ্রদ্বীপ মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তরাদি পাঠ করতঃ মাহাত্ম্য-পাঠ সমাপ্ত করেন। শ্রীভরদ্বাজটিলার মাহাত্ম্যও এখান হইতেই পাঠ করিয়া দেওয়া হয়। আমরা মধ্যাহ্ন ১২টার কএক মিনিট পূর্ব্বেই মঠে আসিয়া পৌঁছাই এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভান্তে প্রসাদ পাই।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামি মহারাজের শুভেচ্ছায় এবার পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নেই সম্পাদিত হইল বটে, কিন্তু এত আনন্দকোলাহলের মধ্যেও তাঁহার সতীর্থ ও শিষ্যগণের প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমরা বোধহয় সেই ভগবদ্দত্ত দুর্ল্লভবস্তুর যথোচিত সমাদর করিতে পারি নাই বলিয়াই ভগবান্ তাঁহার প্রিয়বস্তুকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। যে ক্রুটী হইয়া গিয়াছে, তাহা ত' আর ইহজীবনে বা ভাবী শতশত জীবনেও সংশোধিত বা সম্মার্জ্জিত হইবার উপায় নাই। তবে এক্ষণে নিত্যধামগত তাঁহার প্রসন্নতা লাভের একমাত্র উপায় তাঁহার মনোঽভীষ্টসম্পাদনে কায়মনঃপ্রাণে যত্নশীল হওয়া। তিনি তদ্বিষয়ে পরোক্ষে থাকিয়া আমাদিগকে তন্মনোজ্ঞ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-সম্পাদনে যথোপযুক্ত যোগ্যতা প্রদান করুন—শক্তি সঞ্চার করুন, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমার দ্বিজরাজ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথিপূজায় অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব আজ —শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলপূর্ণিমার শুভ অধিবাস বাসর—বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচর উৎসবও অদ্য। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণে ভক্তগণ অনেকক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ সভায় উপবিষ্ট হইলেন। অধিবাস উৎসবে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলে শ্রীগুরুবিরহ-বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সদৈন্যে তাঁহাকেই গুরুদেবের অদর্শনের কারণ রূপে নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অনেক দৈন্যোক্তি করিলেন। তাঁহার এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া অদ্যকার সভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরীমহারাজ বিশেষ গাম্ভীর্য্যপূর্ণভাবে জানাইলেন —"আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" বিধায়ানুসারে গুরুদেবের আজ্ঞা অবিচারে পালনীয়। তিনি তাঁহার প্রকটকালে বহু পূর্ব্বেও সর্ব্বসাধারণ্যে তাঁহাকেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আচার্য্য হইবার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। মিশনটি রেজিষ্ট্রেশন এক্ট অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করিয়াও সেইপ্রকার মনোঽভীষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে তীর্থমহারাজের যোগ্যতাযোগ্যতাদি আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি তৃণাদপি সুনীচেন বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইলে গুরুদেবই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ অতঃপর একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করতঃ যাহাতে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরুদেবের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া গুরুমনোঽভীষ্টপূরণে ব্রতী হন, ইহা বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় একজন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাসমৃদ্ধ হইয়া অবশ্যই জয়যুক্ত হইবেন। তৎপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

২৯ গোবিন্দ (৪৯২), ২৮ ফাল্গুন (১৩৮৫), ১৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী শুভবাসর—অদ্য শ্রীগৌরানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ স্মারক দিবস। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব শ্রীমন্মাধব গোস্বামি-পাদের বিরহস্মৃতি আজ আমাদের হৃদয়কে বড়ই উদ্বেলিত ও কাতর করিয়া তুলিতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, গৃহদ্বার প্রাঙ্গণাদি ধ্বজাপতাকা-বৈদ্যুতিক-আলোকমালাদিদ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইলেও শঙ্খ-ঘণ্টাখোলকরতালাদির বাদ্যধ্বনিসহ শতশত ভক্তকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর কীর্ত্তনধ্বনি শ্রীমঠের গগনপবন মুখরিত করিতে থাকিলেও আজ এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শান্ত সৌম্য মধুর শ্রীমূর্ত্তির অদর্শনে সবই যেন শূন্যপ্রায় মনে হইতেছে—প্রাণমন আকুল ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহুঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—চক্ষু প্রাবৃষায়িত হইতেছে! তথাপি মনে হইতেছে—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ আচার্য্য-দেব তাঁহার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের সহিত আজ তদীয় পরম প্রিয়তম শ্রীগৌরধামের সকল উৎসবই অন্যের অলক্ষিতভাবে পরোক্ষে থাকিয়া অবশ্যই দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের সন্তোষ বিধানার্থ আমা-দিগকে সকল সেবাকার্য্যই সোৎসাহে সুসম্পাদন করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহারা আমাদের প্রতি প্রীত প্রসন্ন হইবেন। আমরাও তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইতে পারিব।

আমরা প্রত্যূষে মঙ্গলারতি দর্শন, শ্রীমন্দির ও সমাধিমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করি। প্রভাতী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়, কেহ কেহ আবৃত্তির সহিত ব্যাখ্যাও করিতে থাকেন। এদিকে আমরা প্রচলিত যতিধর্ম্মানুসারে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে গঙ্গাযমুনাসরস্বতী সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীক্ষেত্রপাল বৃদ্ধশিব, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের মঠের শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন, প্রণাম ও তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মূল মন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহগণকে বন্দনা ও তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করি অতঃপর তিলক-আহ্নিক-নিত্যপূজাদি সম্পাদন করি। পূজ্যপাদ মহারাজ এই দিবস আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবৎসরই গঙ্গাস্নানাদি করিতেন, মূল মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করিয়া বহু মন্ত্র ও মহামন্ত্র দীক্ষা প্রার্থিগণকে দীক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হইতেন। আজ সেই সকল পুরাতন স্মৃতি আমাদের হৃদয়পটে যুগপৎ জাগরূক হইয়া উঠায় নিদারুণ মর্ম্মবেদনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণের স্বতন্ত্রা ইচ্ছা অতীব বলবতী, তাহার স্বচ্ছন্দ গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই, তাই অনন্যোপায় হইয়া সকলই সহ্য করিতে হইতেছে।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বিশাল সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি দান ও উদ্বোধন সঙ্গীতাদি কৃত্য সম্পাদিত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় সর্ব্ব-প্রথমে পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীল মাধব দেবগোস্বামিপাদের গত ১৪ই ফাল্গুন (১৩৮৫), ইং ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় তাঁহার সতীর্থ ও শিষ্যবৃন্দকে বিরহসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া নিত্যলীলাপ্রবেশ উল্লেখ করতঃ সুতীব্র বিরহবেদনা প্রকাশ করেন। গত দ্বাদশী তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে পূজ্যপাদ

আচার্য্যদেবের সমাধি মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যশিষ্যা ও তদ্গুণাকৃষ্ট বহু সজ্জন উক্ত সমাধিমন্দির-নির্ম্মাণার্থ অর্থানুকূল্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা আশা করি শীঘ্রই তথায় সমাধিমন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের তিরোধান-হেতু বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদসূচক উপাধিদানাদি কৃত্য স্থগিত রাখা হয়।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত স্বধামগত বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন সেবাকার্য্য উল্লেখ করিতে করিতে বিরহবেদনা প্রকাশ করেন :—

১। শ্রীমতী লক্ষেশ্বরী দেবী—পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত, গোয়ালপাড়া বালিজানা ফতেপুর নিবাসী (পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের আশ্রিত শ্রীমদ্ বৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী মহোদয়ের জননী)—৩১শে চৈত্র ১৩৮৪, ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৮।

২। শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (কমলবাবু)—হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি নিবাসী—২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, ৫ জুন, ১৯৭৮।

৩। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি)—সরভোগ, ১৭ ভাদ্র, ১৩৮৫; ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮। ৯০ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

৪। শ্রীহরেন্দ্র দে রায়—গোয়ালপাড়া নিবাসী, শ্রীমঠাশ্রিত, ৮ আশ্বিন, ১৩৮৫; ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।

৫। শ্রীতেজভান শর্ম্মা—চণ্ডীগড় নিবাস, শ্রীমঠাশ্রিত।

৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ — পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসী শিষ্য— ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫; ২১শে নভেম্বর, ১৯৭৮।

৭। শ্রীতুলসীপতি দাস ব্রহ্মচারী—শ্রীমঠাশ্রিত ২৫আশ্বিন, ১৩৮৫; ১২ অক্টোবর, ১৯৭৮।

৮। শ্রীতীর্থপদ দাসাধিকারী — শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থভক্ত, কলিকাতা নিবাসী—৫ পৌষ, ১৩৮৪; ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

৯। শ্রীকমলাবালা দেবী (ঐ সহধর্ম্মিণী)—১৬ কার্ত্তিক, ১৩৮৫; ৩ নভেম্বর, ১৯৭৮।

১০। শ্রীহরিপদ কুণ্ডু—শ্রীমঠাশ্রিত, বাঁকুড়া ওন্দা গ্রাম নিবাসী, ২৫ আশ্বিন; ১৩৮৫; ১২ অক্টোবর, ১৯৭৮।

১১। শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী—২৯ পার্কসাইড রোড, কলিলাতা—২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫; ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

১২। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা গাঙ্গুলী—শ্রীমঠাশ্রিত, ১৪ পৌষ, ১৩৮৫; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

১৩। শ্রীমোহনলাল সূরী—চণ্ডীগড় নিবাসী, শ্রীমঠাশ্রিত, ২৪ বৎসর বয়স,—২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যারম্ভে শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন—বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। শ্রীমঠের বিভিন্ন শাখায় যে সমস্ত সেবা-কার্য্য চলিতেছে এবং যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে, তাহা উল্লেখ করতঃ শ্রীল তীর্থ মহারাজ বলেন —

শ্রীপুরীধামে—সাধুনিবাসের দুইটি ব্লকে ১১খানি কামরার নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে এবং শ্রীমঠের আয়তন বর্দ্ধনার্থ আরও জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে।

চণ্ডীগড়ে—শ্রীমঠের বিশাল শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে। সাধুনিবাসের দ্বিতলের কার্য্যও সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

হায়দ্রাবাদে—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজের আপ্রাণচেষ্টায় শ্রীমঠের আয়তন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত জমি সংগৃহীত হইয়াছে। তথায় দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপিত হইবে। দ্বিতলস্থ সাধু-নিবাসের বাকী অংশের কার্য্যও সম্পূর্ণ হইতে চলিতেছে।

আগরতলায়—শ্রীমঠের সাধুনিবাসের পাঁচটি কাম-রার নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, দ্বিতলের কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। শ্রীমন্দিরের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

গৌহাটীমঠে—এখানেও সাধুনিবাসের অতিরিক্ত গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে। অতিথিভবন হইবে। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী প্রতিবৎসর বিপুলভাবে হইতেছে।

গোকুল মহাবনে—শ্রীমঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত গৃহনির্ম্মাণকার্য্যেরও

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশেষ সুখ্যাতি শ্রুত হইতেছে।

গোয়ালপাড়ায়—শ্রীমঠের বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে।

কৃষ্ণনগরে—শ্রীমঠের বিশাল শ্রীমন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কার্য্য চলিতেছে।

দেরাদুনে—বর্ত্তমানে এস্থানের মঠের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

চণ্ডীগড়, বৃন্দাবন, আগরতলা ও সরভোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-কাল সমুপস্থিত হওয়ায় সভাপতি শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে শ্রীবিগ্রহের জন্মাভিষেক ও পূজাদিজন্য শ্রীমন্দিরে যাইতে হয়। সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে শ্রীল তীর্থ-মহারাজ সভার অবশিষ্ট কার্য্য পরিচালনা করেন। শ্রীবিদ্যাপীঠের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন—তথাকার সেক্রেটারী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। সভার অন্যান্য কার্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত সমাপ্ত করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ করেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীশাল-গ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধনশীলায় যথাবিধি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউর অভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক পূজা হইয়া গেলে ভোগ নিবেদন করা হয়। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ভোগারতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হইলে কীর্ত্তনমুখে বার চতুষ্টয় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণান্তে নাটমন্দিরে অনেক-ক্ষণ যাবৎ নৃত্যকীর্ত্তন ও জয়গান চলিতে থাকে। পরে প্রসাদী ফলমূলাদি দ্বারা অনুকল্পের ব্যবস্থা হয়। কেহ কেহ অহোরাত্রই নিরম্বু উপবাসী থাকেন। অদ্য আবার আংশিকগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। রাত্রি ঘ ১২।৫৯মিঃ গতে চন্দ্র-বিম্বের অগ্নিকোণে স্পর্শ, রাত্রি ঘ ৪।১৭মিঃ গতে চন্দ্রবিম্বের নৈঋ‌‌র্ত কোণে মোক্ষ, গ্রহণ স্থিতিকাল ঘ ৩।১৮ মিঃ, ভোর ৫॥ টার পর মঙ্গলারতি হয়।

২৯ ফাল্গুন, ১৩৮৫; ১৪ মার্চ্চ, ১৯৭৯ বুধবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। অদ্য শীঘ্র শীঘ্র অর্চ্চন ও ভোগারাগাদির ব্যবস্থা করিয়া ভোগারাত্রি-কের পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করা হয়। পরি-ক্রমার যাত্রিগণের অনেকেই প্রসাদ পাইবার পর বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু আজ সকলেরই নেত্র অশ্রু-ভারাক্রান্ত। প্রতি বৎসরই পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতেন, তিনি কত মিষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগকে প্রত্যব্দ শ্রীধামে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইতেন, হরিভজন করিবার উপদেশ করিতেন, সেই সকল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কেহ কেহ বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—আজ আমরা সত্যই পিতৃহারা! ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে দিতে পুনরায় শ্রীধামে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইতে লাগিলেন। ট্রেনে আজ অত্যন্ত ভিড় বলিয়া অনেক যাত্রী অদ্য শ্রীধামে থাকিয়া পরদিবস বিদায় গ্রহণ করেন। রাত্রে শ্রীনাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হরিকথা বলেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে শ্রীগৌরজন্মদিনে পরবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ দানার্থ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ মাধব মহারাজও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ত্তিত সেই বিধি পালন করিয়াছেন, অধুনা বর্ত্তমান আচার্য্যদেবও গুরুপরম্পরাগত সেই বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। পরীক্ষার ফল যথাসময়ে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বাভাস ও তদাশ্রিত শিষ্যগণের প্রতি

উপদেশ-বাণী

[স্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ; কাল—১৪ পৌষ, ১৩৮৫ ; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ শনিবার প্রাতঃকাল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পশ্চিমদেশীয় একজন ভক্ত চণ্ডীগড় মঠ হইতে কলিকাতায় এসেছেন, শ্রীগুরু-মুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী শ্রবণের জন্য। কিন্তু ডাক্তার তাঁহাকে অধিক কথা বলিতে নিষেধ করায় এতদিন উক্ত ভক্তের শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণের সুযোগ হয় নাই, তাহাকে কিছু উপদেশ দিতে পারিলে ভাল হয়।]

পরমারাধ্য শ্রীল গুরু মহারাজ তদাশ্রিত উক্ত পশ্চিম-দেশীয় ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি অসুস্থ, ডাক্তার আমাকে অধিক কথা ব'লতে বারণ করেছেন। হয়তঃ অধিক দিন এ জগতে নাও থাক্‌তে পারি। আমি তোমাকে বল্‌ছি সাধন ভজনের জন্য নিজের আরাধ্য-দেবকেই ভজনা করবে। স্ত্রী যখন পতিপরায়ণ না থাকে—অন্যে প্রীতি করে, তখন সে পতির সেবায় নিজেকে দিতে পারে না। কেননা, এতে ব্যভিচার দোষ আসে, নিষ্ঠার অভাব হয়। এজন্য একান্ত পতি-ভক্তির জন্য সতী স্ত্রী পতির স্থানে অন্য কাহাকেও বসাবে না এবং অন্যের নিন্দাও করবে না। পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেবর, শ্বশুর, শাশুড়ী কাহাকেও নিন্দা করবে না, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করবে। এই প্রকার সাধন ভজনের ব্যাপারেও নিজের আরাধ্য যিনি তাঁরই পূজা করবে এবং যে-সকল দেব-দেবী আছেন তাঁদিগকে অবজ্ঞা না করে কৃষ্ণের সেবক বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করবে। কিন্তু নিজের আরাধ্যদেবের উপরে যেন তাঁদের স্থান দেওয়া না হয়। আমার এই কথা তোমার উপর। তুমি এই দিকে একটুকু ধ্যান দিবে। তুমি কাজের লোক, তোমার যোগ্যতা আছে, কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের কথা বুঝ নাই। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়, শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়—কৃষ্ণভক্তির সম্প্রদায়—একান্ত কৃষ্ণভক্তির জন্য অনন্য কৃষ্ণ-ভক্তগণ একমাত্র কৃষ্ণকেই ভজনা করেন। অন্যান্য দেবদেবীর সহিত কৃষ্ণকে সমান বিচার করলে ঠিক হবে না, একথা মনে রাখ্‌বে। সকল দেবতা সমান নয়, সকল অবতারও সমান নয়। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লেকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"—ভাঃ ১।৩।২৮। মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহাদি অবতারের কথা ব'লে উপসংহারে বেদব্যাস বলছেন এঁরা কেহ অংশ, কেহ অংশের অংশ—কলা ; এঁরা কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। "যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" কৃষ্ণের সমান কেহ নাই, এইসব মনে রেখে সকলে ভজন করবে, নতুবা নিষ্ঠা হবে না। বাহিরে হট্টগোল করলে ভক্তি বাড়বে না। সাধনভজনের জন্য সকলকে এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে। আমরা কোনও দেবদেবীর নিন্দা করব না, কিন্তু নিজের আরাধ্যদেবতাকে নিষ্ঠার সহিত ভজন করবার জন্য তাঁদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করব।

আমি মঠকে রেজিষ্ট্রী করেছি। মঠ কাহারও ব্যক্তিগত (personal) সম্পত্তি নয়। কিন্তু তা' ব'লে মঠে থেকে সকলে মাতব্বরী করব, উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যাব ইহা নহে, ঐরূপ করলে জীবন নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই

হেতু মঠ পরিচালনের জন্য একটা management scheme (কার্য্যনির্ব্বাহ করবার পরিকল্পনা) তা'তে আবশ্যক। একজন মঠের আচার্য্য হবেন। আচার্য্যকে প্রধান বা প্রেসিডেন্ট বলে।

আমি চলে গেলে আমার স্থানে একজন বস্‌বে। সে কে বস্‌বে? এই পদ ভোট দিয়ে ঠিক করা হউক—এটা আমার গুরুদেবের বিধান নহে। ভোট দিয়ে আচার্য্য নির্ণয় করা হরিভক্তি নয়। আচার্য্য নির্ণয় হবে ভগবানের দ্বারা, আচার্য্য—ভগবৎপ্রিয়। এটা কে বল্‌বে? ভগবান্ বল্‌বেন—'এই ব্যক্তি আমার প্রিয়তম।' এই ব্যবস্থাই—হ'ল সঠিক। এজন্য গুরুপরম্পরাতে যে বাক্য—সেটাই আচার্য্য নির্ণয়ের নিয়ম। উপর থেকে যে orderটা আসে সেটাই ঠিক। এদিক থেকে কিছু লোক ভোট দিয়ে আচার্য্য ঠিক করা অপেক্ষা ভগবানের দিক হ'তে ভগবৎ-প্রেমিক ভক্ত যাঁকে আচার্য্য ব'লে নির্দ্দেশ করবেন সেটাই ঠিক, তাঁকেই আচার্য্য ব'লে মান্‌তে হবে। এটাই হ'ল শাস্ত্রের বিধান।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাভিনয়কালে তিনি Mr. J. N. Basu Solicitorকে একটা constitution করতে বলেছিলেন। আমরা তখন শুনেছিলাম constitution দুইভাবে হ'তে পারে—By nomination or By election. শেষোক্ত পন্থায় Mr. Basu একটা constitution লিখে দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উহা পছন্দ করলেন না, বাতিল করে দিলেন। আমি এবং আরও ২।৪জন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বহু লোক বল্‌বে—এটা হবে, এটা ঠিক নয়, ওটা হবে, ওটা ঠিক নয় ইত্যাদি। Election দ্বারা সাধু নির্ণয়, আচার্য্য নির্ণয়, মহাপুরুষ নির্ণয় ঠিক নহে। এজন্য উপর থেকে ভগবানের দিক হ'তে যে ব্যক্তির প্রতি আচার্য্যপদ লাভের নির্দ্দেশ আসে, তাঁকে মান্য করাটাই শাস্ত্রীয় বিধান।

উপর থেকে যে নির্দ্দেশ আস্‌ছে তাঁকে মান্য করার বিধান কেবল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে নহে; রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই এই প্রথা। অতএব গুরু-পরম্পরায় উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিহিত। এখন আমাদের যে গোষ্ঠী আছে সেই গোষ্ঠীতে আমার senior গুরুভাই যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এটা নির্ণয় করেছি—আমার অভাবে শ্রীমান্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ next President (আচার্য্য) হবে। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ কেশব মহারাজ, শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে এটা আলোচনা ক'রেই নির্ণয় করেছি। এজন্য আমি আপনাদের এই নির্ণয়ের কথা শুনিয়ে যাচ্ছি—ইহাতে মতভেদ থাকা ঠিক নয়। এজন্য একটা constitution করেছি। আমি যখন বেঁচে থাক্‌ব না, এটা আমি নির্ণয় করেছি—After my death Tirtha Maharaj will be the Acharyya and President for the Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation. এটা আপনারা বিনা তর্ক-বিতর্কে মেনে নিবেন। যিনি মান্‌তে রাজী ন'ন তাঁকে বুঝাতে হবে। তা'তেও যদি তিনি না বুঝেন তবে তাঁ'কে মঠ থেকে চলে যেতে হবে—whoever he may be—x, y, z—এটা মান্‌তে হবে। This is the line.

আমি চলে গেলাম—গুরুমহারাজজী চলে গেছেন—অতএব আমরা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে যাব—এটা ঠিক নয়।

বৈষ্ণবতা হ'লো ভক্তের আনুগত্য। ভক্ত কে? ভক্তের আনুগত্যে ভগবানের প্রীতির জন্য যিনি আছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এইজন্য ঐ ভক্তের আনুগত্য করাই ভক্তি প্রাপ্তির রাস্তা। ভগবৎ-কৃপা ভক্তকৃপানু-গামিনী। ভক্তের কৃপা যাঁর উপর, ভগবানের কৃপাও তাঁর উপর। এই বিচার নিয়ে আপনারা চল্‌বেন সংক্ষেপে আমার এই নিবেদন। আমি আরও detail ক'রে লিখে দিয়েছি।

মঠে কাহারও সঙ্গে বনিবনা হ'লো না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তা'কে, 'মঠ থেকে চলে যাও'—এটা বলা ঠিক নয়। এতে chaotic হ'য়ে যাবে। তা'কে প্রথমে বুঝাতে হবে, তা'তে না বুঝলে—চিঠি দিয়ে, টাকাপয়সা দিয়ে তা'কে অন্য মঠে পাঠিয়ে দিতে হবে। উচ্ছৃঙ্খল হ'লে চল্‌বে না—শ্রেষ্ঠের আজ্ঞা বা leader এর আজ্ঞা

যেটা সেটা মানতেই হবে। কথা না শুনা, ইচ্ছামত চলা ঠিক নহে। মঠরক্ষকের কথা মান্‌তেই হবে। তিনি ভগবৎসেবার জন্যই বলেন—সেটা মনে রাখা উচিত।

আরও একটী কথা বল্‌ছি। আমরা হরিভজন কর্‌তে এসেছি। এর মধ্যে তিনটি অন্তরায়—

১। বিষয়-স্পৃহা—কনক—টাকাপয়সার লোভ হরিভক্তির প্রথম অন্তরায়। নিজের অভিনিবেশটা, আসক্তিটা শ্রীহরির পাদপদ্মে থাক্‌বে, এর পরিবর্ত্তে অন্য বিষয়ে আসক্তি হ'লে আমি পতিত হ'য়ে যা'ব। বাহিরের লোক ত' বুঝ্‌বে না, অতএব এখন টাকা পয়সা রেখে দেই, পরে ঠেকা-কাজে চল্‌বে—এটা ঠিক নয়। যারা ভিক্ষুক তারা ভিক্ষা ক'রে অর্থ নিয়ে এসে রোজ মঠে জমা দিবেন। মঠরক্ষকদের সম্বন্ধে বল্‌ছি,—তারা মনে রাখ্‌বেন, মঠসেবক কাহারও অসুখ-বিসুখ হ'লে তার চিকিৎসার জন্য যত্ন কর্‌বেন। প্রয়োজন হ'লে টাকা না থাক্‌লে ধার ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। এই মঠে এমন এক সময় গেছে, যখন বাজার করার পয়সাও ছিল না। তখন কাহাকেও না জানিয়ে গোপনে টাকা ধার ক'রে বাজার কর্‌তে দিয়েছি; কেহ জানে না, জান্‌ত কেবল উদ্ধারণ প্রভু। উদ্ধারণপ্রভু গৃহস্থের বাড়ী থেকে টাকা ধার ক'রে নিয়ে আস্‌ত। সেই গৃহস্থ হলেন—গোবিন্দবাবু। তাঁর কাছে না থাকলে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে আস্‌ত। পরে আবার সেই টাকা পরিশোধ করেছি। এইসব ব্যাপার ক'টা লোক জানে?

শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও আমি—আমরা সমস্ত collection করেছি। আমি ত' প্রথমে ফতুয়া গায়ে দিতাম, সমস্ত টাকাই ভিক্ষা থেকে ফিরে এসে মঠে জমা দিতাম। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ, ও শ্রীমদ্ শ্রীধর মহারাজ থাকতেন। তাঁ'দের যখন যা দরকার হ'তো তা' কিনে দিয়েছি, কিন্তু আমার নিজের জন্য ভিক্ষার টাকা থেকে কিনি নাই। কলিকাতা মঠে যখন আস্‌তাম তখন শ্রীযুক্ত কুঞ্জদা'র কাছে বল্‌তাম—"কাপড় কি মঠে আছে? তা' হ'লে একটা দিন," কিন্তু অনাবশ্যক ভোগের জন্য বল্‌তাম না। ভিক্ষা করার টাকা তোমরা কেহ জমাবে না—এতে হরিভক্তি হবে না। ভিক্ষা করার টাকা গোপনে রেখে দিলে মঠের কিছু যাবে আস্‌বে না—কিছু ক্ষতি হবে না। মঠ রক্ষা করবেন কৃষ্ণ—ভক্তগণ—বৈষ্ণবগণ। কিন্তু ভিক্ষার টাকা থেকে যে জমাবার চেষ্টা ক'রে তা'র পরমার্থ চুলায় যাবে—হরিভজন হবে না। পয়সা জমাতে হবে না—যা আছে তা' মঠরক্ষককে দিতে হবে। অসুবিধা হলে মঠরক্ষকের নিকট বল্‌তে হ'বে। কনক-স্পৃহা হরিভক্তির অন্তরায়।

২। আর একটী অন্তরায়—স্ত্রীসঙ্গ। স্থূল সূক্ষ্ম দুই প্রকার স্ত্রীসঙ্গই হরিভক্তির অন্তরায়। সাক্ষাৎ স্ত্রীসঙ্গ ত' কর্‌বেই না, এমনকি মনে মনেও চিন্তা কর্‌বে না। কারণ আমরা সব ছেড়ে হরিভজন কর্‌তে এসেছি।

৩। আর একটী অন্তরায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। গুরুদেব বল্‌তেন—

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥"

তিনি কনক, কামিনী আর প্রতিষ্ঠাকে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতিষ্ঠা সাংঘাতিক, কিন্তু প্রতিষ্ঠা না চাইলেও হরিভজন যে করে, তাঁর প্রতিষ্ঠা আপনা হ'তেই আসে, লোকে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে সম্মান করে। ভক্তি যে কর্‌বে, তাঁর সম্মান লোকে কর্‌বেই। "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাঞা। কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥"

সুতরাং ঐ তিনটি অন্তরায়কে তোমরা ত্যাগ কর্‌বে। এগুলি সহজে যাবার নয়। এগুলি চিত্তকে আকর্ষণ করে। অর্থ, স্ত্রীলোক আর যশ—এগুলি বদ্ধজীবের আকাঙ্ক্ষা। এই অনর্থগুলি সাধকের মধ্যে থাকে, কিন্তু এগুলিকে আমরা প্রশ্রয় দিব না, বর্জ্জন কর্‌ব, কখনও সমাদর কর্‌ব না।

তীর্থ মহারাজের পক্ষে সব সময়ে এখানে থাকা সম্ভব হয় না। এজন্য জগমোহন প্রভুকে সব দেখাশুনা করতে হয়। আমার কর্কশ কথায় তোমরা চট্‌বে না—আমাকে ক্ষমা করবে। বৈষ্ণব—আমার সেব্য। আমি সকলেরই সেবা করতে চাই।

তোমরা সকলেই নিষ্ঠার সহিত হরিভজন করবে। যে কোনও অবস্থার মধ্যে হরিভজন কখনও ছাড়্‌বে না—এই হ'লো তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা—অনুরোধ বা উপদেশ। সর্ব্বাবস্থায় তোমরা হরিভজন করবে, সর্ব্বত্র হরিভজন করবে। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদের সর্ব্বদাই সম্মান করবে—এতে কোনও ইতস্ততঃ করবে না। তোমাদের মঙ্গল হবে।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
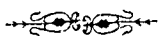
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-লীলায় পতিতের

খেদোক্তি

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

"দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ"

কি কব দুঃখের কথা মরমে পাইনু ব্যথা
মাথায় পড়িল যেন বাজ।
অপ্রকট হইলেন প্রভুপাদের নিজ জন
আচার্য্য শ্রীমাধব মহারাজ॥
সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি সুগৌর শ্রীঅঙ্গকান্তি
আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়।
অনুপম তনুখানি রূপ-লাবণ্যের খনি
বদনকমল সুধাময়॥
স্মরিলে গুণের কথা মনে বড় পাই ব্যথা
বর্ণিবার কি-বা শক্তি মোর।
তথাপি কহিতে চাই যদি কিছু কৃপা পাই
দূরে যাবে মায়া মোহ ঘোর॥
তুলনা নাহিক যাঁর গুরু-সেবা করিবার
অদম্য উৎসাহ ধৈর্য্য নিষ্ঠা।
সঙ্গে লয়ে সতীর্থগণে পরমানন্দ মনে
গুরু-গৌর-গোবিন্দ-সেবা চেষ্টা॥
নিজ শিষ্যগণে সদা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বকথা
শিক্ষাদান করিয়া যতনে।
গৌরবাণী প্রচারিতে সমগ্র পৃথিবীতে
পাঠাইয়া দিলে জনে জনে॥

উদ্ধারিলে নানা দেশ করি' নাম পরিবেশ
বহু মঠ করিয়া স্থাপন।
বিশাল-বৈভব তব ছিলে তুমি অকৈতব
প্রাণ কাঁদে সদা (তোমা) করিলে স্মরণ ॥
'নারায়ণ ছাতা' নামে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে
শ্রীভক্তিবিনোদ আলয়।
সে আলয়ে আবির্ভূত হইলেন বৈকুণ্ঠ দুত
সিদ্ধান্তসরস্বতী দয়াময় ॥
বিমলাপ্রসাদ নাম অনন্ত গুণের ধাম
নিত্যসিদ্ধ গৌর পরিকর।
উপবীত-সহ জন্ম অলৌকিক তাঁর মর্ম্ম
অঙ্গকান্তি (শত) চন্দ্রদ্যুতি হর ॥
মহাপুরুষের চিহ্ন দেখি সবে হইল ধন্য
জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন।
মাতা দেবী ভগবতী মনে পুলকিত অতি
পিতৃদেব আনন্দে মগন ॥
যাঁর শুভ আবির্ভাবে উদ্ধার হইল সবে
জগতের পাপী-তাপীজন।
তুমি তাঁর কৃপাসিক্ত (সদা) কৃষ্ণ নামে অনুরক্ত
ধন্য তব আদর্শ জীবন ॥
সেই সে পরমধাম গুরু-আবির্ভাব-স্থান
যাহা ছিল অন্য হস্তগত।
তাহা তুমি উদ্ধারিলে নানা কষ্ট স্বীকারিলে
গুরু-সেবায় হইয়া প্রমত্ত ॥
(সেথা) ব্যাসপূজা মহাযজ্ঞ আরম্ভিলে তুমি প্রাজ্ঞ
বিশ্বজনে আহ্বান করিয়া।
তোমার সেই আহ্বানে শতশত সুধীজনে
যোগ দিল আনন্দে মাতিয়া ॥
হইল মহা-মহোৎসব আনন্দে মাতিয়া সব
গুরু প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন কৃষ্ণকথা আলাপন
শত শত বৈষ্ণব মিলিয়া ॥
আমিও সৌভাগ্য গুণে গিয়াছিনু সেই ধামে
তোমারই কৃপা আহ্বানে।
জীবন হইল ধন্য সেথা সব গণ্যমান্য
বৈষ্ণব ঠাকুর দর্শনে ॥
কত আশা ছিল তব গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈভব
উচ্চশির মন্দির নির্ম্মাণে।
কিন্তু হায়! একি হইল সব আশা স্তব্ধ হইল
(এখন) দুরাশায় পরিণত তোমার প্রয়াণে ॥
তব অনুরাগীজন তোমা স্মরি অনুক্ষণ
বিষাদ সাগরে সদা রয়েছে মগন।
কৃপা কর অমায়ায় তুমি প্রভু দয়াময়
নাম ধর পতিতপাবন ॥

মহাভাগবত তুমি ভকত প্রধান।
তোমার স্মরণে হয় বিঘ্ন অন্তর্ধান ॥

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পার তব নিজগুণে।
এ বড় ভরসা মোর জাগে মনে প্রাণে ॥

মাগি তব কৃপা ভিক্ষা দন্তে তৃণ ধরি'।
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে কৃপা করি' ॥

গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
সেবা অভিলাষ মাগে (দাস) মোহিনীমোহন ॥

নারমা (মেদিনীপুর)

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (রায়)

অস্তাচলে গৌড়ীয়-ভাস্কর
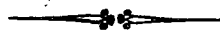
গৌড়ীয়-গগন-মূর্দ্ধা আজিকে
হইল অস্তমিত।
যাহার উজল কিরণে জগৎ
আছিল উদ্‌ভাসিত॥
কোথায় উদিল সেই দিবাকর
কতকাল সেথা ছিল।
কিবা সুমহৎ কার্য্য করিল
কেমনে অস্ত গেল॥
তার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দরশন
কেবল করিব আমি।
সে-সব স্মরণে জীবন সফল
হইবে বলিয়া মানি॥
অগণিত তাঁর কার্য্যকলাপ
কেবা পারে বর্ণিতে।
এমন ক্ষমতা নাহিক কাহারো
এ বিশাল ধরণীতে॥
সুদূর বাংলাদেশের একটি
কাঞ্চনপাড়া গ্রামে।
আছিল বিপ্র শ্রীনিশিকান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায় নামে॥
তদীয় পত্নী শৈবলিনী
পতিব্রতা সেই নারী।
জনমিল এক দিব্য বালক
ক্রোড় তাঁর আলো করি'॥
বাল্য, কৈশোর অতীত হইল
বিদ্যা উপার্জ্জনে।
সব সদ্‌গুণে ভূষিত হইল
সকলের সুখ মনে॥
জননী সকাশে গীতাদি শাস্ত্র
করিয়া অধ্যয়ন।
পরম-অর্থ লাভ করিবারে
চিন্তিত সদা মন॥
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর
কোনটি অভাব নাই।
সব তেয়াগিয়া চলিল খুঁজিতে
সদ্‌গুরু কোথা পাই॥

গুরু-সন্ধান-সময়ে যদিও
বহু সাধু মুখ হ'তে।
শুনিয়াছে বহুতত্ত্বের কথা,
সন্তোষ নাই চিতে॥
হইল একদা ধ্যানমগ্ন
হিমগিরি পাদদেশে।
দৈববাণী এক শুনাইল, যাও,
পাবে গুরু নিজ দেশে॥
ফিরিয়া স্বদেশে স্মরণ করিল
দৈববাণীর কথা।
শুনিল ক্রমশঃ 'সরস্বতী'র
প্রচারের সুবারতা॥
'সরস্বতী'র বীণা-ঝঙ্কারে
কত শত সজ্জন।
আসিয়া মিলিল চরণপ্রান্তে
পে'ল অমূল্য ধন॥
সেই ধন তারা গুরু আজ্ঞায়
বিতরিল দেশে দেশে।
জীব-অজ্ঞান বিনাশ কারণে
প্রযত্ন সবিশেষে॥
'সরস্বতী' মহা-প্রয়াণ সময়ে
ক'রেছিল উপদেশ।
মিলিয়া মিশিয়া করিবে প্রচার
ভুলিয়া কলহ দ্বেষ॥
কিন্তু হায়! তাহা হইল না, কালে
কলির প্রভাব বশে।
মতানৈক্য হইবার ফলে
দ্বন্দ্ব হইল শেষে॥
মহাপ্রভুর বাণীর প্রচারে
হইল বিষম বাধা।
নিজেকে ঘিরিয়া রাখিল সকলে
হ'ল না কার্য্য-সাধা॥
এমন সময়ে ভক্তিদয়িত
শ্রীমাধব গোস্বামী।
গৌরবাণীর প্রচারে সবার
গোচরে আসিল নামি॥

'সরস্বতী'র প্রিয়তমজন
　　আকুমার ব্রহ্মচারী।
সরল উদার হৃদয় তাঁহার
　　ব্যবহার মনোহারী॥
নিজ-পরভেদ-বুদ্ধি-শূন্য
　　স্নেহপ্রীতিভরা মুখ।
যে দেখিত সেই মনের মাঝারে
　　পাইত বিমল সুখ॥
তাঁহার দিব্য সৌম্য মূরতি
　　নেহারি মানবগণ।
তাঁর গম্ভীর সুমধুর বাণী
　　শুনিবারে দিল মন॥
পৃথক হইয়া প্রচার কার্য্য
　　করেছিল যারা সবে।
তারাও সকলে দিল সমর্থন
　　প্রচার করিল যবে॥
উৎসাহ পেয়ে নিজজনসহ
　　ভ্রমিল অনেক দেশে।
তথাকার জন বরণ করিল
　　গুরুরূপে অবশেষে॥
আচরণ মুখে প্রচার দেখিয়া
　　ভজনে সমুৎসাহ।
পাইল সকলে, করিল আচরি
　　ধন্য মানব দেহ॥
নির্ম্মিত হ'ল গ্রামে ও নগরে
　　সুরম্য মন্দির।
দেখিয়া সকলে চকিত হইল
　　ভাবিল হইয়া ধীর॥
কেমনে হইল অল্প সময়ে
　　এইরূপ পরচার।
মহাপ্রভুর প্রেমময় বাণী
　　সকলে জানিল সার॥
পূর্ব্বগগনে উজ্জ্বল রবি
　　যখনি উদিত হয়।
রাত্রির তমঃ জগৎ হইতে
　　তখনি বিদায় লয়॥
তেমনি জীবের অজ্ঞানতমঃ
　　'মাধবের' পরচারে।
দুরীভূত হ'ল হৃদয় হইতে
　　ভাসিল সুখের নীরে॥

কিবা অদ্ভুত কর্ম্ম করেছে
　　তুলনা তাহার নাই।
যখনি স্মরণ করি সেইসব
　　তখনি বিস্ময় পাই॥
গৌড়দেশের শ্রীনবদ্বীপ
　　অভিন্ন বৃন্দাবন।
যেথায় জনম লভিল কৃষ্ণ
　　রাধাবিভাবিত মন॥
ঈশোদ্যানেরে কেন্দ্র করিয়া
　　ভারতের নানা স্থানে।
স্থাপিত হইল 'শ্রীচৈতন্য-
　　গৌড়ীয় মঠ' নামে॥
পূর্ব্বসীমায় 'গৌহাটী' হ'তে
　　পশ্চিমে 'চণ্ডীগড়ে'।
দাক্ষিণাত্যে 'হায়দরাবাদে'
　　'পুরুষোত্তম পুরে'॥
আসামপ্রদেশে 'গোয়ালপাড়ায়'
　　'সরভোগে' 'তেজপুরে'।
'কলিকাতা' আর 'কৃষ্ণনগরে'
　　'যশড়া', 'মেদিনীপুরে'॥
'দেরাদুন' আর 'আগরতলায়'
　　মথুরা 'বৃন্দাবনে'।
'মধুবন' আর 'কালিয়দহে'তে
　　'গোকুল মহাবনে'॥
তাঁহার প্রচার মহিমা নেহারি
　　'ত্রিপুরা'র সরকার।
জগন্নাথমন্দির-সেবা
　　ভার দিল তথাকার॥
এইমত বহু মঠমন্দির
　　স্থাপিত হইল ক্রমে।
ক্রমে অসংখ্য সেবক জুটিল
　　তাঁর পদ-সেবা-কামে॥
'প্রভুপাদ' 'শ্রীসরস্বতী'র
　　আবির্ভাবের স্থান।
উদ্ধার করি' আনিয়া যখন
　　হইল ণকাম॥
'সরস্বতী'র জনমের স্থান
　　'মাধবে'র প্রিয়তম।
যার উদ্ধার লাগিয়া করিল
　　সুকঠোর পরিশ্রম॥

তাঁর আহ্বানে সারা বিশ্বের
প্রভুপাদ-জনগণ।
সেইস্থানে আসি শ্রীব্যাসপূজা
করিল উদ্‌যাপন॥
পুরুষোত্তমে হেন উৎসব
এসেছে নয়নে যার।
সেই মানিয়াছে অতি বিস্ময়
হৃদয় মাঝারে তার॥
এভাবে গৌড়ীয়-সমাজে তাঁহার
মর্য্যাদা বর্দ্ধিত।
বিদ্বেষিজনও বিদ্বেষ ছাড়ি
হইল সম্মিলিত॥
সেথায় প্রচার কার্য্য হ'য়েছে
তথা হরি-কীর্ত্তন।
এরূপ বিরাট হ'য়েছে তা' কেহ
করে নাই দরশন॥
তাঁর মুখে সবে জানিতে পারিল
গৌরহরির বাণী।
শুনিয়া জীবন সার্থক হ'ল
ঘুচিল মনের গ্লানি॥
গৌরবোজ্জ্বল প্রভায় যখন
দশদিক আলোকিত।
শত সহস্র বদনে যখন
মহিমা উচ্চারিত॥
তখন হঠাৎ একদা তাঁহার
হৃদয়ের রোগ আসি।
স্তব্ধ করিল গতিবিধি তাঁর
কর্ম্মক্ষমতা নাশি॥
তথাপি তাঁহার বন্ধ হ'ল না
হরিকথা পরচার।
বলিতেন, "কালে শরীর যাইবে
কিবা ভয় তাতে আর।
গুরুর আদেশে হরিকথা ব'লি
পাতন করিব দেহ।
এদেহ তাঁহার, তাঁহারেই দিব
দুষিবেনা মোরে কেহ॥"

যান বাহনে ফিরি দেশে দেশে
হরিকথা বিলাইল।
ক্রমশঃ তাঁহার বর্দ্ধিত রোগে
সব বল বিনাশিল॥
চিকিৎসা তাঁহার যদিও হইল
সবার সাধ্যমত।
হইল না কোন সুফল তাহাতে
হৃদয় মন্দীভূত॥
তেরশ' পঁচাশী বাংলা সনের
চৌদ্দই ফাল্গুন।
হ'রিয়া মোদের প্রাণের দেবতা
শোক দিল শতগুণ॥
সেদিনের এক অশুভ লগনে
আমাদের কাঁদাইয়া।
চলিলেন তিনি নিজ নিত্য ধামে,
মোদের আকুল হিয়া॥
নরনারী সব কাঁদিয়া আকুল
চারিদিকে হাহাকার।
তাঁরই গড়া মঠ-মন্দির আছে
তিনি নাই হেথা আর॥
তাঁহার ভজন-কুটীরেই তিনি
রাখিলেন নিজ দেহ।
আমরা সবাই কাঙ্গাল হইনু
ইথে নাহি সন্দেহ॥
তাঁর পূতদেহ সমাহিত হ'ল
'মায়াপুর ঈশোদ্যানে'।
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের
সুবিশাল প্রাঙ্গণে॥
বিপুল জনতা নোয়াইছে মাথা
সমাধির চত্বরে।
অশ্রু সজল-নয়নে আজিকে
প্রীতিভরা অন্তরে॥
গৌড়ের রবি এইমত হায়!
চলিল অস্তাচলে।
কালগতি বল কে আর রোধিবে
দুঃখ মোদের ভালে॥

দাসাভাস—শ্রীবিভুপদ পণ্ডা

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		.৭০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—	,,	.৭০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	.৮০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	.৭০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	.৮০
(৬)	জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	১৬.০০
(৭)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	.৫০
(৮)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	১.০০
(৯)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	.৮০
(১০)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	.৬০
(১১)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত —	,,	১.২৫
(১২)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE —	Re.	1.00
(১৩)	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — —	ভিক্ষা	৭.০০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — —	,,	১.৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত —	,,	১.৫০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১০.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.২৫
(১৮)	একাদশীমাহাত্ম্য — — —	,,	২.০০
	অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—		
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	২.৫০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	২.০০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
১৮ ত্রিবিক্রম, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার; ৩০ মে, ১৯৭৯ { ৪র্থ সংখ্যা

আচার্য্য সন্তান

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যাঁহারা অলৌকিক ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণ করেন তাঁহারা আচার্য্য আখ্যায় অভিহিত হন। ইঁহাদের আচরণ অনুগমন করিয়া যাঁহারা হরিসেবা করেন তাঁহারা আচার্য্য পদাশ্রিত শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন—আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কোন-প্রকারে আচার্য্যের অবমাননা করিবে না। আচার্য্যকে আশ্রিতজনের যেরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য আচার্য্যের সন্তান, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে যথানুরূপ সম্মান করা কর্ত্তব্য। সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে গুরুপুত্রের প্রতি কিরূপ সৌজন্য ও সম্মান করা কর্ত্তব্য তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্য-তনয়কে আচার্য্যের সদৃশ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। আচার্য্যের বংশে সম্মান প্রদর্শন করাও সকল সদাচার ও শাস্ত্রসম্মত।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রধান দাসদ্বয় শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রভু অদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করায় তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনগণ আচার্য্যসন্তান। আবার তাঁহাদের সেবক পরম্পরায় তদাশ্রিত ভক্তগণও তাঁহাদের সন্তান। বঙ্গদেশে সেবক-পরম্পরা পরিবার নামে বিদিত এবং শৌক্র অধস্তনগণই সন্তান নামে পরিচিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের বংশ বলিতে গেলে শৌক্র সন্তান ও শিষ্যবর্গকে বুঝাইত।

বঙ্গদেশে স্মার্ত্তের অনুগমনে গৃহস্থাশ্রমের প্রচুরতায় উদাসীন বিরক্ত শিষ্যধারার বিশেষ অভাব। তজ্জন্য শৌক্র অধস্তনগণ অশিক্ষিত ও গৃহস্থধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের উপর স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া সত্য ধর্ম্মের প্রভূত হানি করিয়াছেন। এমন কি, সাধারণ শিষ্য-শ্রেণীস্থ অভক্ত গৃহস্থগণ আচার্য্যসন্তান বলিয়াই ব্যাকুল এবং তাঁহাদের সামাজিক প্রাকৃত সম্মানাদি প্রদানকেই হরিসেবা জ্ঞান করিয়া অনেক স্থলে হরিবিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। কোন স্থলে আচার্য্য শৌক্রসন্তানগণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে যোগ্য ভক্ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ভক্তিবিমুখ করাইতেছেন।

আচার্য্য শৌক্রসন্তানগণ কোথাও বা মূর্খতা, হরি-বিমুখতা, কনক কামিনী সংগ্রহাতিশয্য অর্থ লোভে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ পরায়ণতা, কথকতা, অষ্ট প্রহরীতে নর্ত্তনভোজনচাতুরী, অর্থ ও বস্ত্রগ্রহণে মন্ত্রদানশীলতা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়া সমূহের আবাহন

করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট কালের পরেই এই সকল দুর্দ্দৈব আসিয়া জীবজগতে বৈষ্ণব-সংসার উৎসাদিত করিয়া অধঃপাতিত করিয়াছিল। সেই সময় মহাপ্রভুর শক্তি লাভ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রমুখ আচার্য্যগণ ব্রজবাসী ৮ জন গোস্বামীর চরণানুগত্যে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনগণের সময়ে—শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম পুনরায় আচ্ছাদিত হয়। আবার আচার্য্য সন্তানগণের মধ্যে হরি-বৈমুখ্য আসিয়া সত্যধর্ম্ম আচ্ছাদন করে এবং আচার্য্যসন্তানদিগকে তাঁহাদের মূল পুরুষ হইতে নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত করে। আচার্য্যসন্তানগণ যদি শুদ্ধপথে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ হইতেই জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। অনেক স্থলে আচার্য্য সন্তানে রিপুষট্‌ক আসিয়া কি বিষম উৎপাত উপস্থিত করে তাহা শুদ্ধভক্তের অবিদিত নহে।

আদি গুরু ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য। তাঁহা হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ ও অন্যান্য সকল জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল অধস্তনগণের মধ্যে বৃত্তি-ভেদে নানা প্রকার বর্ণ ও জাতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণীমাত্রেই আদি আচার্য্য ব্রহ্মার সন্তান। এই আচার্য্যসন্তানগণের মধ্যে যাহাতে আচার্য্যের হরিসেবা প্রবৃত্তি প্রবল হয় তদ্বিষয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদগণ অশেষবিশেষে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্মফলে অনেক স্থলে আচার্য্যসন্তানগণের মধ্যে প্রকৃত আচার্য্য উদয় হয় নাই। কোন কোন স্থলে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভক্তিবিরোধী ভাবসমূহ আসিয়া আচার্য্যসন্তানকে ও সন্তানাশ্রিত জনকে হরিবিমুখ করিয়াছে। আবার কোথাও বা আচার্য্যসন্তানে কপটতা আসিয়া ভক্তির নামে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও তদাশ্রিতজনে উচ্ছৃঙ্খলতা সাধন করিয়াছে। কৃত্রিমতা ও কপটতার ফলে কোন কোন আচার্য্য সন্তান প্রাকৃত বিষয়সমূহে মুগ্ধ হইয়া অর্থাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও বা মূর্খতা ভক্তির ভূষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, অভক্তগণ অনেকে হরিভজনকে ভণ্ডতার অঙ্গবিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তির প্রচার বন্ধ আছে। ভগবানের সৃষ্ট জীবসমূহ সকলেই আচার্য্য সন্তান। তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র শিক্ষা তৃণাদপি সুনীচ নিষ্কপটভাবসম্পন্ন হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকে সম্মান দিয়া এবং আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করুন। তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় মূঢ় আশ্রিতজন জীবরূপ আচার্য্যসন্তানের আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সুদুস্তর সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নিরন্তর হরিসেবায় নিযুক্ত হইবে।

— সঃ তোঃ ১৯।২।৪৫

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(পঞ্চসংস্কার)

প্রশ্ন—তাপ-সংস্কারের সার্থকতা কি?

উত্তর—"লব্ধতাপ জীব গুরুদেবের পরীক্ষা-সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুচক্রাদির তাপদ্বারা অঙ্কিত করেন এবং শরীর থাকা পর্য্যন্ত সেই অঙ্ক ধারন করিবার বিধান করেন।" —'পঞ্চসংস্কার'; সঃ তোঃ ২।১

প্রঃ—যাগ বা পূজাবিধির উদ্দেশ্য কি?

উঃ—"দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদায় কার্য্য দ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজাপদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম—যাগ। শালগ্রামপূজায় ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমার্থকার্য্যে যোজিত হইয়াছে।

শ্রীবিগ্রহসেবা-পদ্ধতিই—'বৈষ্ণব-যাগ'। সংসারে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে; অথচ সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহ-যাত্রার নির্ব্বাহ হইবে না ;—অতএব ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য অর্চ্চনবিধি দ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করাই মন্ত্রোপদিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসারসমুদ্র হইতে সম্যগ্ উদ্ধার করেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

প্রঃ—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণের আবশ্যকতা কি ?

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম—ঊর্দ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁপের ফল হয় না। এত ক্লেশ! এত বৈরাগ্য! এত স্বসুখত্যাগ! এত রিপুনির্য্যাতন! এ সমুদায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়—যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নামই জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নামই 'তাপ ও পুণ্ড্র'। বদ্ধজীবের এই অলঙ্কার দুইটী অত্যন্ত আবশ্যক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য শরীর—শবতুল্য; উহা দৃষ্ট হইলে অনুতাপদ্বারা স্নাত হওয়া কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য মন কেবল মাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র-বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-বিষয়ের আলোচনা করে। হে তপ্তজীব! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণকরত পরম বৈষ্ণবধামের অভিমুখী হও। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে; অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।"

—'পঞ্চসংস্কার,' সঃ তোঃ ২।১

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষাগ্রহণ-লীলার দ্বারা কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

উঃ—"শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ী-পরিব্রাজকচূড়ামণি-শ্রীমদীশ্বর-পুরীসকাশাদ্ দীক্ষাগ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরুপদাশ্রয়রূপং কর্ত্তব্যং শিক্ষয়ামাস।"　　—শ্রীশিঃ, সঃ তোঃ ৮

প্রঃ—দীক্ষাগ্রহণ-বিধি সাধারণ সাধকের পক্ষে পরিত্যাজ্য কি ?

উঃ—"জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষাপ্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্যবিধি। কোন সিদ্ধব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়; তাহা হইলে তাঁহাকে উদাহরণস্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। ধ্রুব-মহাশয় এই পার্থিব-শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ বিধি লঙ্ঘন করা কখনও উচিত হয় না।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব কখন শিষ্যকে ভক্তিসূচক নাম প্রদান করেন ?

উঃ—"যে সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিভক্তি-সম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

শ্রীগুরুপাদপদ্মস্তবকঃ

শতসজ্জনবন্দিতপাদযুগং
যুগধর্ম্মপ্রচারকধুর্য্যজনং।
জনতাসুসুভাষণশক্তিধরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

অতিদীর্ঘমনোহরগৌরতনুং
মৃদুমন্দসুহাস্যযুতাস্যধরং।
উরুলম্বিতহস্তস্বরূপযুতং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

শিশুকালসুপাঠ্যসুযত্নপরং
জননীসবিধেশ্রুতশাস্ত্রমতং।
পরমার্থকৃতেপরিহীনগৃহং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

প্রভুপাদপদেহর্পিতদেহমতিং
গুরুকার্য্যকৃতেযতিবেশধরং।
প্রণতেষুসদাহিতকারিবরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

প্রভুপাদমনোমতকার্য্যরতং
সুসমাদৃতভক্তিবিনোদপদং।
রঘুরূপসনাতনলব্ধপথং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

তরুধিক্কৃতমার্জ্জনশক্তিধরং
লঘুসেবনমাত্রকহৃষ্টহৃদং।
হরিকীর্ত্তনসন্ততদক্ষমতিং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

মঠমন্দিরনির্মিতিকীর্ত্তিধরং
গুরুগৌরকথাসু চ নিত্যরতং।
স্বয়মাচরণেপরধৈর্য্যপরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

করুণার্দ্রহৃদাহৃতবিষ্ণুজনং
জননন্দিতবন্দিতকৃত্যকুলং।
নিজদেশবিদেশসুবন্দ্যপদং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

গুরুপংক্তিসুরক্ষণযত্নপরং
গুরুসোদরগৌরবদানরতং।
অনুরক্তসুসেবকবাক্যধরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

ভগবদ্ভজনেহ্যনুরাগপরং
ব্রতপালনকর্ম্মসুদার্ঢ্যযুতং।
প্রভুপাদপদোদ্ধতকারিজনং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

কৃপয়া ক্ষমতামপরাধিজনং
কলুষাযুতসক্তসুদীননরং।
সুপথেপরিচালয়সর্বদিনং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্॥

পতিতপাবনদাসস্য
সেবকাধমস্য শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারিণঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের তিরোভাব উপলক্ষে বিগত ২২শে মার্চ্চ ১৯৭৯ কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত বিরহসভা

[কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সলিল কুমার হাজরা মহাশয় নিম্নলিখিত ভাষণটী পাঠ করিয়াছিলেন—]

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মাননীয় প্রধান অতিথি (যিনি শারীরিক কারণে এইমাত্র চলিয়া গেলেন), সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও আমার মা-বোনেরা,—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তন শিষ্যরূপে প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন ও বিশ্বব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ধরাধামে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) তারিখে অপ্রকট হইয়াছেন এবং নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভক্তি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন ও প্রচারকার্য্য এবং অশেষ গুণাবলী বর্ণনা করা আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন। তাঁহারা জানেন, কতবড় কৃষ্ণভক্ত এবং সাধুপুরুষ ছিলেন তিনি।

অনেক ভাগ্য থাকিলে তবে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। আমি অনেক ভাগ্যে এমন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসিতে পারিয়াছিলাম এবং তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ভারতবর্ষের ৬৪টি মঠের সুপরিচালনা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম্মের শুদ্ধ প্রচার কল্পে কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ে একটি মামলার সম্পর্কে সামান্য আইনজীবি হিসাবে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে আজ অনেক দিনের কথা। কিন্তু তাহার পর আমি যতই তাঁর সংস্পর্শে আসি, ততই দেখি, তিনি কত উচ্চমার্গের সাধু এবং আমাদের সম্পর্ক তখন অন্যরূপ ধারণ করে। আজও আমার মনে পড়ে এইরূপ সভায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির জটিল-তত্ত্ব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের অনুশীলনবাণী, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার গূঢ় রহস্য, উপনিষদ্ ও বেদের বাণী তিনি কত সুন্দর ও সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও আমি তাঁহার পার্শ্বে
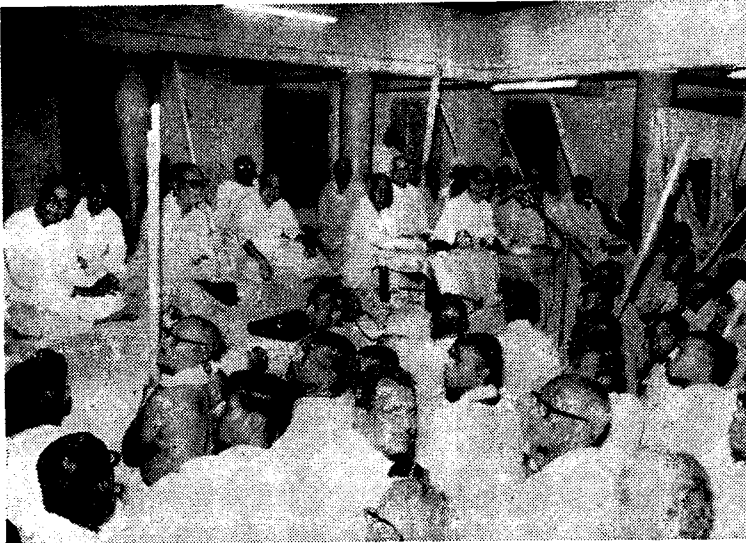
সভাপতি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিলকুমার হাজরা ভাষণ প্রদান করিতেছেন

বসিয়া কতদিন এইরূপ বাণী শুনিয়াছি, তাহার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কিন্তু আজ দুঃখ হয়, এই কথা ভাবিয়া, যে আমরা তাঁর শ্রীমুখের বাণী ইহজীবনে আর শুনিতে পাইব না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির কথা, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বাণী, ভগবৎ কথা, হরিগুণগাথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যেভাবে বর্ষিত হইত, তাহা হইতে আমরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার মত সাধু ও সজ্জন কোন সৎ উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে প্রকটিত হন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আবার তাঁহারা নিত্যধামে প্রবেশ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির বাণী বিশ্বব্যাপী প্রচারকল্পে তিনি মায়াপুর শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ (মূল মঠ) ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে অনেকগুলি শাখামঠ ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ঐসকল মঠের আচার্য্য ও অধ্যক্ষও ছিলেন তিনি।

আমি আমার অন্তরের প্রীতি এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতেছি। আমি নিজে অত্যন্ত অসুস্থ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজ এই সভায় আমি যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে পারিলাম এ-সব তাঁহারই কৃপা বলিয়া মনে করি।

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। যে-কথাটি আছে পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত "শ্রীশ্রীভক্তমাল" কাব্যগ্রন্থে। বড় সুন্দর কথা। কথাটি এইরূপ—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিরসপূরিত চিত্ত, যদি কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তাহা ক্রয় কর। কারণ কোটি-জন্ম সঞ্চিত পুণ্যেও তাহা পাওয়া যায় না; তাহার একমাত্র মূল্য—তৎপ্রতি অনুরাগ।

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের ছিল এইরূপ "শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি" (অর্থাৎ কৃষ্ণসেবারস-ভাবনাময়ী বুদ্ধি)। এইরূপ পরমভাগবতের সান্নিধ্যে যখন আমরা আসতে পেরেছি—এইরূপ চিত্তের সন্ধান যখন আমরা পেয়েছি, তখন এইরূপ অমূল্য সম্পদ্ আমরা লৌল্য বা লালসারূপ মূল্য দ্বারা ক্রয় করিতে যেন না ভুলি। একমাত্র তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা ইহা ক্রয় করা যায়। তাই বলি, তাঁহার প্রতি অনুরাগ শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন আমাদের জীবনের পাথেয় হয়।
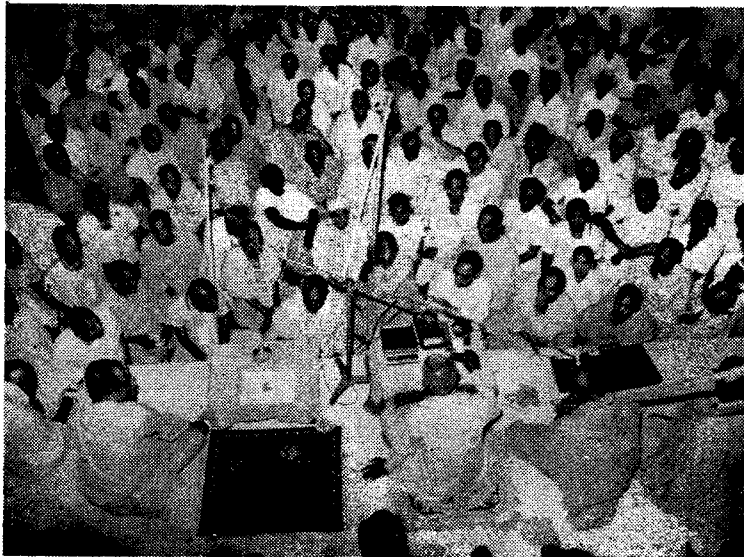
শ্রোতৃমণ্ডলীসহ বিরহসভার একটি দৃশ্য

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে

'শ্রদ্ধা-অঞ্জলি'

জয়তু ভকতি-দয়িত মাধব গোস্বামী ঠাকুর জয়।
শ্রীহরিচরণে পরম আশ্রয় লভিয়াছ মহাশয়॥
শ্রীরাধার গণে হইয়া গণিত সেবিছ যুগল ধনে।
নিত্য ব্রজধামে নিত্য সেবানন্দে রহিয়াছ নিমগনে॥
সে সুখের সীমা কে পারে বর্ণিতে নিত্যলীলাপ্রবেশের।
(কিন্তু) এ ভৌমজগতে বড় যে দুঃসহ দুঃখ প্রিয়-বিরহের॥
মর্ম্মে মর্ম্মে ভক্ত করে অনুভব তীব্র বিরহবেদনা।
দুঃখ মধ্যে হয় অতি গুরুতর ভক্ত বিরহ যাতনা॥
তব অগণন গুণগণ গান করিতে শকতি কার।
তুমি কৃপা করি' যাহা বলাইবে তাহা ত' জানিব সার॥
শ্রীগুরু ভক্তির মূর্ত্ত মহাদর্শ তোমাতেই দীপ্যমান।
পুরীধাম মাঝে সাক্ষী আছে তার শ্রীগুরু জনম-স্থান॥
(তথায়) শ্রীমঠমন্দির বিশাল রূপেতে করিবারে ইচ্ছা কত।
প্রকাশিলে তাহা ভকত সমাজে হইয়া আগ্রহান্বিত॥
শ্রীগুরু আশিষ সদা শিরে ধরি নানা কীর্ত্তি রাখি ভবে।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে হ'য়েছ নমস্য বিশ্ব-বরেণ্য সবে॥
বজর-কঠোর কুসুম-কোমল সাধুর স্বভাব যাহা।
ছিল তা' তোমাতে তথাপি মধুর সহাস্যবদন সদা॥
তব কথামৃতে হত সুশীতল তাপিত জনের প্রাণ।
ভাগ্যহীন তাই হইনু বঞ্চিত বিধাতা হলেন বাম॥
বহু ভাগ্যফলে মহতের কৃপা লভি জীব ধন্য হয়।
হেন মহতের স্নেহধন্য আমি ভাগ্যবতী সুনিশ্চয়॥
(তাই) শ্রদ্ধানত চিতে সদা নমি তোমা করযোড়ে ভিক্ষা চাই।
হে মহান্ মোরে কর কৃপা যেন কৃষ্ণ পদে ভক্তি পাই॥

প্রণতা—শ্রীউমা গোস্বামী (ভট্টাচার্য্য)

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবমবর্ষীয় মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও জয়েন্ট সেক্রেটারী মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাঞ্জাব প্রদেশস্থ শাখা চণ্ডীগড় মঠের নবমবর্ষীয় বার্ষিক উৎসব সম্পাদনার্থ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-কুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ-তীর্থ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের সেবকদ্বয় শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীহরিপদ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দসহ গত ১৪ই চৈত্র (১৩৮৫), ইং ২৮।৩।৭৯ বুধবার দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে দিল্লী-কাল্কা মেলে চণ্ডীগড় মঠোদ্দেশে যাত্রা করেন। গাড়ীটা কিছু লেট থাকায় ২৯।৩ তারিখে রাত্রি প্রায় ১০টায় দিল্লী-ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া ছিল। শ্রীযজ্ঞেশ্বর

দাস ব্রহ্মচারী গোকুল মহাবন হইতে আসিয়া এখানে পার্টির সহিত যোগদান করেন। যাহা হউক্ গাড়ীটি রাত্রিশেষে ৫-১৫ মিঃ এ চণ্ডীগড় ষ্টেশনে পৌঁছাইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত সজ্জনসহ প্রসাদী পুষ্পমালা-চন্দনাদি দ্বারা সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ সকলকে সম্বর্দ্ধিত করেন। বৈষ্ণববৃন্দকে এস্কর্ট করিবার জন্য কএকখানি প্রাইভেট কারও আনিয়াছিলেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবানুগ্রহে সকলে নির্বিঘ্নে শ্রীমঠে উপনীত হন।

১লা এপ্রিল, ১৯৭৯ (১৮ই চৈত্র, ১৩৮৫) হইতে চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নবমবর্ষীয় পঞ্চদিবস ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হয়। শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের অভাববোধ আজ হৃদয়কে বড়ই কাতর করিয়া তুলিতেছে, যেদিকেই দৃক্পাত করিতে যাইতেছি, সেই দিকেই তাঁহার মধুর স্মৃতি-বিজড়িত সেই ভজনকুটীর—সেই বিশ্রামকক্ষ—সেই খাটপালঙ্ক, চেয়ার-টেবল সবই যথাযথ বিরাজমান। সেদিকে তাকাইলেই প্রাণটা কাঁদিয়া উঠে। ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামাধবজিউর শ্রীমুখচন্দ্র যেন আজ অশ্রুভারাক্রান্ত, বিশাল নাট্যমন্দির, অর্দ্ধসমাপ্ত শ্রীমন্দির, সেবক খণ্ডাদি—সর্ব্বত্রই তাঁহার অভাব অনুভূত হইয়া হৃদয় বড়ই বেদনাভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যশিষ্যাবৃন্দ ছলছল নেত্রে আমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার ভাষা পাইতেছি না। বড়ই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! তথাপি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এই মঠমন্দিরাদি, বার্ষিক উৎসবাদি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত, শ্রীভগবানের নিত্যলীলা-পরিকররূপে তিনি অদ্যাপি নিত্য প্রকটিত—এই বিচারে তাঁহার বিরহ-বিহ্বল ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সুখদানার্থ নিজ নিজ সেবাকার্য্যে অদম্য উদ্যম উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত শ্রীমঠের বিশাল সংকীর্ত্তন-ভবনে (নাট্যমন্দিরে) পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদি হয়, রাত্রি ৮ টা হইতে ১১টা পর্যন্ত স্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট সজ্জনের সভাপতিত্বে উক্ত নাট্যমন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। অদ্য (১লা এপ্রিল) প্রাতঃকালীন সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীযশপাল শর্ম্মা, জলন্ধর সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলীর প্রেসিডেণ্ট এবং আরও কএক মূর্ত্তি সজ্জন আচার্য্য-বিরহব্যঞ্জক ভাষণ দান করেন। বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অত্যন্ত বিরহ বিহ্বলতা বশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না। ভাষণের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পর শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামাধবজিউ (বিজয়বিগ্রহ) বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ বিচিত্র ধ্বজপতাকা, বস্ত্রাভরণ, পুষ্পমাল্যাদি বিমণ্ডিত সুশোভিত রথারোহণে নগরভ্রমণে বহির্গত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ রথোপরি শ্রীবিগ্রহচরণান্তিকে উপবেশন করেন। অপর ভক্তবৃন্দ ও সজ্জন সকলেই পদব্রজে রথাগ্রে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকেন। দুইদলে কীর্ত্তন হইতে থাকে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ব্যাণ্ডপার্টি ছিল। বহুভক্ত নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা রথরজ্জু আকর্ষণ করিতে করিতে চলিতে থাকেন। সুদূর পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রদেশের রাজধানী চণ্ডীগড়ের আকাশবাতাস আজ গৌরবিহিত কীর্ত্তন-মুখরিত দেখিয়া গৌরভক্তবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও আজ পরম পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের অভাবে ভক্তগণের প্রাণ মুহুর্মুহুঃ কাঁদিয়া উঠিতেছে, কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীমান্ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী শ্রীবিগ্রহের সেবাসংরত। শ্রীমদ্ রাইমোহন ব্রহ্মচারী রথোপরি অবস্থান করতঃ অকাতরে সমস্ত রাস্তা প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে চলিয়াছেন। স্থানে স্থানে স্থানীয় ভক্ত সজ্জনগণ শ্রীবিগ্রহের বিচিত্র ভোগ ও আরাত্রিকের ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীভগবদিচ্ছায় সেক্টর নং ২০, ২১, ২২, ২৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২৭ ও ৩০ ভ্রমণান্তে রথ সন্ধ্যায় নির্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাত্রাকালে ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে রথোপরি শ্রীবিগ্রহের যথাবিধি ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিহিত হয়। মহা জয়জয়ধ্বনিসহ বিপুল সংকীর্ত্তন মধ্যে

শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীমন্দিরে সিংহাসনারূঢ় হইলে কীর্ত্তনমুখে দৈনন্দিন নিত্যসেবা সন্ধ্যারাত্রিক বিহিত হয়। অনন্তর তুলসী আরাত্রিকের পর সান্ধ্যসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়।

১ম দিবসীয় সান্ধ্যসভার বক্তব্য বিষয়—Belief in God the basis of Spiritualism অর্থাৎ ভগবদ্ বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূলভিত্তি। সভাপতি — পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী জে, ভি. গুপ্ত ; প্রধান অতিথি—পাঞ্জাবের এক্সাইজ ও ট্যাক্সেশন মিনিষ্টার শ্রীহিত অভিলাষ। ভাষণ দেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহোদয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন —শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ। বলা বাহুল্য ভাষণাদি হিন্দী ভাষায়ই বিহিত হইতেছে।

২রা এপ্রিল—সভার ২য় দিবস। মঙ্গলারাত্রিক, প্রভাতী কীর্ত্তন-পাঠাদি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার পর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের পুষ্পসমাধিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কৃত্য আরম্ভ হয়, পৌরোহিত্য করেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। নির্ম্মিয়মাণ শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীসমাধিমন্দিরের স্থান নির্দ্ধারিত হয়। ভিত্তিখনন, ব্রহ্মঘট-প্রতিষ্ঠা, ইষ্টকস্থাপনাদি যাবতীয় কৃত্য সাত্বত শাস্ত্রবিধানানুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যথাযোগ্য মর্যাদা অনুসারে শ্রীমঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ত্যাগীভক্তবৃন্দ, পরে গৃহস্থ ভক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা ভিত্তিখনন, মৃত্তিকা উত্তোলন ও ইষ্টকস্থাপনাদি ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন। আরাত্রিক, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও প্রদক্ষিণাদিকৃত্য সম্পাদন করিতে বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া যায়। এদিকে শ্রীমন্দিরের মূল বিগ্রহের দৈনন্দিন পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হইলে সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ সম্মান করেন। অদ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যদেবের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় বহু নরনারী প্রসাদ পান।

সন্ধ্যা ৮টায় ২য় দিবসীয় সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্যবিষয়—Irreligious & immoral life cannot ever accord worldly happiness অর্থাৎ ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন জীবনে পার্থিব সুখেরও সম্ভাবনা নাই। অদ্যকার নির্দ্ধারিত সভাপতি পাঞ্জাব ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিষ্টার শ্রীবলরামজীদাস ট্যাণ্ডন মহাশয়ের বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম্, আর, শর্ম্মা মহোদয় সভাপতিপদে বৃত হন। চণ্ডীগড় সিটির অবসরপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রী পি, এল, বর্ম্মা মহোদয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভের পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এজন্য উদ্বোধন সঙ্গীত আর পৃথক্ করিয়া হয় নাই। শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ প্রথমেই ভাষণ দান করেন। জ্বর আসিয়া যাওয়ায় তিনি আর সভায় বসিতে পারিলেন না। তাঁহার ভাষণের পর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বর্ণনমুখে বিরহবেদনা প্রকাশ করিয়া অদ্যকার বিষয় বিশ্লেষণমুখে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন, তদনন্তর শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয়-ব্রহ্মচারীজীর ভাষণের পর একবিশিষ্ট সজ্জন কিছু বলেন। তৎপর সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণ হয়। ইঁহাদের অভিভাষণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। সভাসমাপ্তিকালে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ উঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অদ্যকার সভায় বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এম্, আর, শর্ম্মা সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীল গুরুমহারাজের প্রথম দিন ভাষণ শুনেই আমি মোহিত হয়েছিলাম এবং তদবধি তাঁর চরণকমলে আকৃষ্ট হয়েছি। শ্রীল গুরুমহারাজের

স্নেহ ও প্রীতি লাভ করতে পেরেছিলাম, এই আমার সৌভাগ্য। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ ছাড়াও আমি গোপনে তাঁর ভাষণ শুনতে আসতাম, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে—তিনি আমাকে দেখতে পেতেন এবং আমাকে নিকটে নিয়ে এসে বসাতেন। কোনও বস্তু হারিয়ে গেলে আমাদের চোখে জল আসে। আমরা কৃষ্ণভক্তিমূর্ত্তি যে মহাপুরুষকে হারিয়েছি তাতে যে আমরা অপরিসীম বিরহ-বেদনায় সন্তপ্ত হব ও অশ্রু বর্ষণ করব এতে আশ্চর্য্য কি? তিনি যে প্রকার প্রীতির সহিত আমাদিগকে হরিকথা শুনাতেন, তাঁর দয়ার উপরে কোনও দয়া হ'তে পারে না। আজ আমরা দুর্ভাগা, তাঁর শ্রীমুখে অমৃতবাণী শুনবার আর আমাদের সুযোগ হবে না। তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। এজন্য সকলে আমরা বিরহ-সন্তপ্ত হব, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে নামসংকীর্ত্তনরূপ রত্ন বিতরণের জন্য এসেছিলেন। তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি কোনও প্রকার দৃকপাত করেন নাই। কোনও প্রকার বিশ্রাম ও আরামের চিন্তা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা সর্ব্বত্র বিতরণ করেছেন। তাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবা ও হরিনাম বিতরণের জন্যই উৎসর্গীকৃত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট কর্ত্তব্য তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছে গেছেন এইরূপ চিন্তা করে আমরা সান্ত্বনা লাভ করতে পারি। তিনি আমাদের নিকট হ'তে চলে গেছেন, ইহাও সত্য নয়, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিকট আছেন। তাঁর প্রদর্শিত রাস্তায় যদি আমরা চলবার চেষ্টা করি, তাঁর উপদিষ্ট পন্থায় যদি আমরা কৃষ্ণভজন করি, তা' হ'লে আমরা তাঁকে পুনরায় আমাদের সম্মুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান দেখতে পাবো। তাঁরই শক্তি সঞ্চারিত তাঁর অধস্তনগণকে তিনি ত' রেখে গেছেন, সুতরাং অতীব দুঃখের ভিতরেও ইহাই সান্ত্বনার বিষয়।"

চণ্ডীগড় সহরের নির্ম্মাণকর্ত্তা প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি, এল্, বর্ম্মা প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—

"শ্রীল গুরুমহারাজের সুমধুর বাণী ও ব্যক্তিত্বে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। চণ্ডীগড়ে যখন তিনি প্রথম হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, আমারই প্রেরণায় তিনি P. G. I. হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মহাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখেছি। চণ্ডীগড়ে যে বিশাল মঠ স্থাপিত হয়েছে, তাঁর মূলে রয়েছে এই মহাপুরুষের অপরিসীম মনোবল ও সংকল্পশক্তি। নবধাভক্তির চিহ্নস্বরূপ নবচূড়াবিশিষ্ট যে বিশাল শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য তিনি আরম্ভ করে গেছেন, আশা করি তাঁর অধস্তনগণ তা' সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করবেন। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছানুসারে উক্ত মন্দিরের design করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে।"

সভার ৩য় দিবস—৩রা এপ্রিল। অদ্যকার পূর্ব্বাহ্নের অধিবেশনে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বহুক্ষণ যাবৎ ভাষণ দান করেন। অদ্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধামাধবজিউর মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি যথাশাস্ত্র মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। পৌরোহিত্য করেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। অদ্যও বহু ভক্ত নরনারী প্রসাদ সম্মান করেন।

অদ্যকার সান্ধ্য সভার বক্তব্য বিষয়—Oriental Conception of Ultimate reality অর্থাৎ চরমতত্ত্বের প্রাচ্য ধারণা। সভাপতিত্ব করেন—পাঞ্জাব ইউনিভারসিটীর লাইব্রেরীয়ান—শ্রীজগদীশ শর্ম্মা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন—ডক্টর এম্, ভি, চৌধুরী। ভাষণ দান করিয়াছিলেন — শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। অতঃপর প্রধান অতিথি ও সভাপতির অভিভাষণ হয়। কীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রি ১১॥ টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলে। এদিকের সভার রীতিই এই প্রকার। সকালে বৈকালে ও রাত্রে প্রত্যহ তিনবার করিয়া সভার অধিবেশন হয়। শ্রোতাও মন্দ হয় না। সাধুসঙ্গ ও ভগবন্নামসংকীর্ত্তনপ্রতি ইঁহাদের বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়।

সভার চতুর্থ দিবস—৪ঠা এপ্রিল। অদ্য পূর্ব্বাহ্নের অধিবেশনে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দান করেন। সান্ধ্য সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—Devotional

Practice অর্থাৎ সাধন ভক্তি। সভাপতিত্ব করেন—হরিয়ানার রেভিনিউ মিনিষ্টার শ্রীঠাকুর বীর সিংহ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন—ট্রিবিউন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা। ভাষণ দান করেন—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহোদয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ দান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন হয়।

সভার পঞ্চম বা সমাপ্তি দিবস—৫ই এপ্রিল। অদ্য পূর্ব্বাহ্নের অধিবেশনে শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্যবিষয় — Summum bonum of Human Life অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের চরমমঙ্গল। সভাপতিত্ব করেন — পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি — শ্রীসুরেন্দ্র সিংহ এবং প্রাধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন — শ্রীসেবা সিং — আই-এ-এস্, পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট। ভাষণ দান করেন— শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি মহোদয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ দান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার ভাষণের শেষে ভজন কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর। অদ্যও রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য পরিচালিত হয়। এত অধিক রাত্রি পর্য্যন্তও সভাপতির সভাকার্য্য পরিচালনে ধৈর্য্যধারণ এবং শ্রোতৃবৃন্দেরও সংধুমুখে হরিকথা শ্রবণপিপাসা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীগড়ের বার্ষিক উৎসব অদ্য সমাপ্ত হয়। চণ্ডীগড়ের পার্শ্ববর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত বহু শিষ্য ও তদ্‌গুণাকৃষ্ট বহু সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ তথা মঠরক্ষক শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের তত্ত্বাবধানে উৎসবের সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

পরমপূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত — শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের যুগ্ম-সম্পাদক (Joint Secretary) শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন প্রভু গত ২৩ চৈত্র (১৩৮৫), ইং ৬ এপ্রিল (১৯৭৯) শুক্রবার শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব বাসরে ভারতবর্ষের পরম পবিত্র তীর্থবর গঙ্গাদ্বার শ্রীহরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডতটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের আচার্য্যত্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চা সম্মুখে রাখিয়া শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ সঙ্কলিত সংস্কারদীপিকার বিধানানুসারে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইয়াছে—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ**। ব্রহ্মচারীজী অদ্য হইতে প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের নিকট উক্ত ব্রহ্মকুণ্ডতটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ একটি সুন্দর স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের কএকদিন পূর্ব্বেও তিনি ঐ ভাবের একটি স্বপ্ন দেখেন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডতটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হঠাৎ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্যেষ্ঠ

সতীর্থ শ্রীমৎ পুরী মহারাজকে নিমিত্তমাত্র করিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজকে সঙ্গে লইয়া উক্ত ৬।৪ তাং শুক্রবার ভোর ৪॥ ঘটিকায় মোটরযান যোগে চণ্ডীগড় হইতে হরিদ্বার যাত্রা করত প্রায় ৯॥০ ঘটিকায় হরিদ্বারস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। তত্রত্য মঠরক্ষক শ্রীভাগবত দাস ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা তথা হইতে শীঘ্র শীঘ্র ব্রহ্মকুণ্ডতটে উপস্থিত হইয়া বেষাশ্রয়ের আনুষঙ্গিক কৃত্যসমূহ সম্পাদনে তৎপর হন। সকলেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে তিলক আহ্নিকাদি নিত্যকৃত্য সম্পাদন করেন। শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় প্রভুর ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নান, তিলকধারণ, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ পূজন, মন্ত্রপূত ডোর-কৌপীন-বহির্ব্বাস ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ, নামকরণ, অচ্যুতগোত্র স্বীকরণাদি যাবতীয় কৃত্য সংস্কারদীপিকা-বিধানানুসারেই সম্পাদিত হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব প্রভু দণ্ড বাঁধিয়া দেন। হোমকার্য্য সম্পাদন করেন—শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ ও কৃষ্ণকেশব প্রভু তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করেন, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ নামসংকীর্ত্তন-দ্বারা যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন করেন। অতঃপর সকলেই শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠে আসিয়া ফলমূলাদি দ্বারা শ্রীরামনবমী ব্রতের অনুকল্প করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকেন। অবশ্য মধ্যাহ্নে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মলীলা-স্মরণমুখে পূজনাদি করিয়া অনুকল্প গ্রহণও দোষাবহ হয় না। তৎপর উক্ত মোটরযোগে সকলেই শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার উপলক্ষে হরিদ্বার হইতে যাত্রা করতঃ লুধিয়ানা শ্রীকৃষ্ণসনাতন-ধর্ম্মসভা-মন্দিরে আসিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচার পার্টিতে যোগদান করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

লুধিয়ানাতে—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোপলক্ষে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, ভারতী মহারাজ, পুরী মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ চণ্ডীগড় হইতে বিগত ৬ই এপ্রিল (১৯৭৯) শুক্রবার এখানে (লুধিয়ানায়) শ্রীকৃষ্ণসনাতনধর্ম্মসভা-মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। লুধিয়ানাতে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার উপলক্ষে পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মাধব মহারাজও এই মন্দিরে আসিয়া অবস্থান করিতেন এবং এখানেই ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইত। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত পরমভক্ত শ্রীমন্ নরেন্দ্রনাথ কাপুর মহাশয়ের গৃহ ইহার নিকটেই অবস্থিত। এই লুধিয়ানা সহরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি-সম্প্রদায়ের বহু মন্দির বিরাজমান। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের ধর্ম্মভাব খুবই প্রশংসনীয়, সকাল সন্ধ্যায় চতুর্দিক নামগানে মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত খুবই বিরল। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজই এস্থানে শুদ্ধভক্তি ও তদনুকূল সদাচার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই কৃপাকর্ষণে বহু ভাগ্যবান্ সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিমার্গ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। আমরা এখানে যে মন্দিরে স্থান পাইয়াছি, সেস্থানে মন্দিরের মধ্যভাগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি বিরাজিত, এক ব্রজবাসী ভক্ত পূজারী পূজাদি করিয়া থাকেন। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শ্রীমন্দিরে শিবলিঙ্গ ও তদবহিঃ পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে শ্রীহনুমানজী বিরাজিত, বামপার্শ্বস্থ মন্দিরের মধ্যে শ্রীপার্ব্বতীদেবী ও তদবহির্ভাগে একস্থানে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজমান। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বিল্ববৃক্ষও পূজিত হইতে দেখিলাম। পূজ্যপাদ মহারাজ যে দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন, এবার তাঁহার সতীর্থচতুষ্টয় সেই স্থানেই অবস্থান করতঃ তাঁহার অভাব

অনুভব করিতে থাকেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য এবং তাঁহার সতীর্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্দির-পার্শ্বস্থ সেবকখণ্ডে অবস্থান করেন। লুধিয়ানা সহরে আমরা ৬।৪ হইতে ১১।৪ তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থান করি। প্রত্যহ উক্ত ধর্ম্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১১ বা ১২ ঘটিকা পর্যন্ত কীর্ত্তন ও ভাষণ চলিতে থাকে। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দান করেন—বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী। ৮।৪ রবিবার শ্রীএকাদশী তিথি—হরিবাসর। সকাল ৭ ঘটিকায় উক্ত সনাতন ধর্ম্মমন্দির হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন। প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ করিয়া শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত সুরে 'নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে' ইত্যাদি পদ খুব ভাবভরে কীর্ত্তন করেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার সকলেই এলাচীগিরি বা এলাচ্‌গির্ মন্দিরে গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের ভাষণ হয়। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর দাস কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে তাঁহারা শ্রীসনাতন ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক কৃত্যাদি সম্পাদন করিয়া বিশ্রামান্তে পুনরায় অপরাহ্ণে দণ্ডী আশ্রমে গমন করেন। ইহা দণ্ডী স্বামী নামক জনৈক কেবলা-দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর আশ্রম। তিনি কএক বৎসর হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এখানে উক্ত স্বামী-জীর আলেখ্য মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোন ভগবদ্‌বিগ্রহ-সেবা নাই। উঁহার সেই আলেখ্য একটি বৃহৎ মর্ম্মর-প্রস্তরাসনে সংরক্ষিত। প্রতি রবিবারে এখানে সহস্রাধিক নরনারী শ্রোতৃ সমাবেশ হয়। আমরা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী দুইখানি মোটরযোগে যাতায়াত করি। সভায় পৌঁছিয়া দেখিলাম রামধুন কীর্ত্তন হইতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের কীর্ত্তন বিরাম লাভ করে। সন্ন্যাসিবৃন্দের জন্য উচ্চাসনের ব্যবস্থা। আমরা তথায় উপবিষ্ট হইলে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা আমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর দাস কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ যথাক্রমে ২৫ মিনিট করিয়া ভাষণ দান করেন। পরে পুনরায় কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইয়া আমাদের function সমাপ্ত হয়। সভার কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তথা হইতে আমরা শ্রীসনাতনধর্ম্মমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তত্রত্য ধর্ম্মসভায় যোগদান করি। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর দাস কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ভাষণ দেন।

৯।৪ তারিখে উক্ত ধর্ম্ম মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণের অধিবেশনকালে আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ 'নিবৃত্তর্ষৈঃ' শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ধ্রুব চরিত্র বর্ণন করেন। তাঁহার ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতঃপর আমরা পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত পরমভক্ত শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ কাপুর মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন করিয়া দ্বাদশীর পারণ সম্পাদন করি। সগোষ্ঠী কাপুর মহোদয়ের বৈষ্ণবসেবা চেষ্টা আদর্শস্থানীয়া। ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবুও পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও উচ্চশিক্ষিত ও ভক্তিমান্। তিনি কার্য্য-ব্যপদেশে বিদেশে অবস্থান করেন। নরেন্দ্রবাবুর মাতৃদেবী, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, এক পুত্র ও দুই কন্যা—সকলেই ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী। গৃহটি বহুমূল্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইঁহার জ্যৈষ্ঠা কন্যার সুন্দর সুন্দর হস্তশিল্প দর্শনযোগ্য, তিনি পূজ্যপাদ মহারাজের একটি তৈলচিত্র অঙ্কন করিতেছেন, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ভালই হইতেছে। সগোষ্ঠী নরেন্দ্রবাবুর গুরুভক্তি এবং বৈষ্ণবসেবা নিষ্ঠা দর্শন করিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দ লাভ

করিলাম। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে সগোষ্ঠী তাঁহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা ভক্তিময় দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা বিষয়ক একটি সুন্দর কীর্ত্তন করেন, এই কীর্ত্তনটি তাঁহারা Tape record করিয়া রাখেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের অনেক ভাষণও তাঁহারা Tape record করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি ভাষণ আমাদিগকে শুনাইলেন, মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আমরা তথা হইতে ধর্ম্মমন্দিরে ফিরিয়া আসি, এখানেও মধ্যাহ্নে ভোগরাগের ব্যবস্থা নরেন্দ্র বাবুই করেন। রাত্রে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ভাষণ দান দেন। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর দাস কীর্ত্তন করেন।

১০।৪ তারিখের সান্ধ্য সম্মেলনে এক শুশ্রূষু ভক্তের প্রার্থনাক্রমে শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব সেবাপ্রণালী ও সেবাপরাধাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ যথাক্রমে ভাষণ দান করেন। ইঁহাদের ভাষণ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে আগামী কল্যও ঐ শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে আরও ভাষণ শ্রবণেচ্ছা বিজ্ঞাপিত হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ উপক্রম ও উপসংহারে কীর্ত্তন করেন।

১১।৪ বুধবার—সকালে মানাহ্নিক পূজা পাঠাদি পূর্ব্ববৎ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। বেলা ৯ ঘটিকায় আমরা (বৃদ্ধ পুরী মহারাজ, সন্ত মহারাজ, কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, ভারতী মহারাজ ও পুরী মহারাজ) পূজনীয় মাধব মহারাজের প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ নরেন্দ্র কাপুর ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ মহেন্দ্র কাপুর মহাশয়ের দোকান দর্শনে যাই। উভয় ভ্রাতাই আমাদিগকে প্রণামী ও দ্রব্যাদি উপঢৌকন দান করেন। লুধিয়ানা একটি বড় শিল্পাঞ্চল। পাঞ্জাবে কোন ভিখারী নাই, ভিক্ষা মাগিয়া খাওয়াকে পাঞ্জাবীরা খুবই ঘৃণা করেন। অতি বৃদ্ধও কোন না কোন প্রকার হস্তশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া লন। দেখিয়া মনে হয় যেন দেশটি মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গৃহ, কেহই অভাবগ্রস্ত নহেন। আর একটি প্রধান গুণ ব্যবসায়ীরা মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেন না। লোক ঠকাইবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মপরায়ণ। তবে এতদঞ্চলে মায়াবাদেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব। সাধুসন্তের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শনে কেহই কুণ্ঠিত হন না। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখিলাম—ঘরে ঘরে টেলিভিশন বিদ্যমান। আমরা নরেন্দ্র বাবুর car যোগে সহরের বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম।

রাত্রে সনাতনধর্ম্মমন্দিরে পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। অদ্যও শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে। প্রথমে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের ভাষণ হয়। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার করৌলীর মদনমোহন প্রসঙ্গটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ভক্তবৎসল ভগবান্ কি প্রকারে তাঁহার পরমা ভক্তিমতী রাজকুমারীর ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই তাঁহার সেবাধিকার দিলেন, ইহা একটি প্রসিদ্ধ রোমাঞ্চকর ঘটনা। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রোতৃবৃন্দের সহজে বোধগম্য হয় এইরূপ একটি সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণসনাতনধর্ম্মসভা-মন্দির কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ধন্যবাদ প্রদান করেন। ভক্তবর শ্রীনরেন্দ্র বাবুও ধন্যবাদ দান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' শ্লোকটি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া সভার সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে স্বেচ্ছায় শ্রীমঠের সেবার জন্য কিছু কিছু আনুকূল্য বিধান করেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় আচার্য্যদেবের অভাবজন্য সকলেই মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে করিতে তৎস্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান আচার্য্যদেবকে শুভাভিনন্দিত করতঃ বর্ষে বর্ষে এতদঞ্চলে তাঁহার সপরিকর শুভাগমন প্রার্থনা করেন।

জলন্ধর সিটিতে—আমরা ১২।৪।৭৯ বৃহস্পতিবার সকাল সকাল যতিধর্ম্মোচিত ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে স্নান আহ্নিক পূজাদিকৃত্য ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদন করতঃ জলন্ধর-সিটি যাইবার জন্য প্রস্তুত হই এবং মোটরযান যোগে লুধিয়ানা ষ্টেশনে আসিয়া ১০টার ট্রেণ ধরিয়া ১১টায় জলন্ধর ষ্টেশনে পৌছাই। স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার বহু ভক্ত সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে পুষ্পমাল্যচন্দনাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। দুইখানি বাষ্পীয় যানের ব্যবস্থা হয়, তাহাতে কএকজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব আরোহণ করেন, আর সকলে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পদব্রজে আসেন। শ্রীবাবা-লাল-দয়াল-মন্দিরে আমাদের বিশ্রামের স্থান হয়। ইঁহারই সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিচিত্র বস্ত্র-মাল্য-পতাকাদি বিমণ্ডিত একটি সুমনোহর বিশাল সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত সভার সুযোগ্য সোৎসাহী সেবকবৃন্দ প্রতিবৎসর জলন্ধরসিটিতে এই বিরাট্ ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। এইটী ২০শ বার্ষিক শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলন। পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রকট থাকাকালে তাঁহাকেই সভাপতিরূপে বরণ করা হইত। অধুনা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকেই ১২।৪ হইতে ১৫।৪ পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয়ের সভাপতি-রূপে বরণ করা হয়। প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে ১০টা, বৈকাল ৩টা হইতে ৬টা এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তিনটি অধিবেশনে কীর্ত্তন পাঠ বক্তৃতাদির প্রোগ্রাম স্থির করা হইয়াছে। অদ্যকার (১২।৪) সান্ধ্যসম্মেলনে শ্রীপাদ্ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দান করেন, রাত্রি ১১॥টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত নৃত্য কীর্ত্তন হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কীর্ত্তন নর্ত্তন করেন, অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহারই অনুগমন করেন। পূজনীয় মাধব মহারাজ এখানে শুভা-গমন করতঃ যে কক্ষে অবস্থান করিতেন, আমাদের চারিমূর্ত্তি সতীর্থেরও সেই কক্ষেই স্থান হয়। বিশাল সভামণ্ডপে পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে।

সভার ২য় দিবস ১৩।৪ তাং সকালে খুব ঝড় হয়। ঝড় থামিলে পূর্ব্বাহ্নের সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর দাস কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ ভাষণ দেন।

সান্ধ্যসম্মেলনে বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির কীর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে দুইজন সঙ্গীতাচার্য্যের কীর্ত্তন খুবই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের ভাষণ হয়। ১১॥টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ "হরি হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করেন। শেষে সন্ত মহারাজও উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন, আজই বর্ত্তমান বর্ষে পাঞ্জাবে তাঁহার শেষ বক্তৃতা। আগামীকল্য তিনি টাটা যাইবেন, বক্তৃতা দিবার আর সময় হইবে না।

অদ্য পূর্ব্বাহ্নে আমরা (বৃদ্ধ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ, কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, কৃষ্ণকেশব প্রভু ও সন্ত মহারাজের দুই শিষ্য) মোটরযোগে শ্রীবৃন্দা দেবীকে দর্শন করিয়া আসি। পণ্ডিত শ্রীভগবান্ দাস ও শ্রীরামভজন পাণ্ডেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র রিক্সাযোগে আসেন। শুনিলাম এখানে একটি কূপ ছিল, তাঁহার সহিত নাকি হরিদ্বারের যোগ ছিল। ইহার নিকটস্থ শ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরও দর্শন করিলাম। শুনিলাম এখানকার কূপের সহিতও নাকি কাশীর যোগাযোগ ছিল। নিকটে ব্রহ্মাজীরও একটি মন্দির আছে শুনিলাম।

অদ্য চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক শ্রীমন্ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে আসিলেন। তাঁহার নিকট চণ্ডীগড় মঠ হইতে প্রকাশিত বিরহ-পুষ্পাঞ্জলি নামক একখানি হিন্দী Magazine পাইলাম। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ মহারাজের চণ্ডীগড় মঠ হইতে একখানি হিন্দী পত্রিকা প্রথমে মাসিকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তাঁহার প্রকটকালে নানাকারণে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ তদীয় মনোঽভীষ্ট পূরণার্থ বিশেষ আগ্রহবান্ হইয়াছেন।

জলন্ধরে ৩য় দিবস ১৪।৪—অদ্যকার সকালের অধিবেশনে শ্রীমন্ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া

ভাষণ দেন। এদিকের নিয়ম—একএকটি ভাষণের পর কিছুক্ষণ করিয়া কীর্ত্তন হয়।

অদ্য বেলা প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভামণ্ডপ হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বাহির হয়। বৃদ্ধ পুরী মহারাজ সামান্য কিছু সময় পদব্রজে গিয়া পরে রিক্সায় উঠেন। রিক্সার অগ্রে ব্যাণ্ড পার্টি, তাঁহার পশ্চাতে সংকীর্ত্তন পার্টি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে নির্ব্বিঘ্নে সভাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ "নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার রচিত একটি কীর্ত্তন ধরিতে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে প্রবল তুফান আসিয়া প্যাণ্ডেলটিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। শ্রীভগবদিচ্ছায় নগর-সংকীর্ত্তন নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, রাস্তায় ঝড় উঠিলে খুবই অসুবিধা হইত। একটু পরে ঝড়ের বেগ থামিয়া গেলে প্যাণ্ডেলটি সাজাইয়া লইয়া সান্ধ্য সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। বাহিরের কএকজন সঙ্গীতজ্ঞ সজ্জন কীর্ত্তন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দান করেন। পরে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সভা চলে।

অদ্য শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ সঙ্গী দুইটি বালকসহ টাটানগর যাত্রা করেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে যান। টাটানগরের শিষ্যগণ তথায় আগামী ৩রা বৈশাখ কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার আবির্ভাব-তিথিপূজা সম্পাদন করিবেন।

জলন্ধরে ৪র্থ দিবস ১৫।৪—অদ্য সকাল হইতে প্রবল উৎসাহে বিভিন্ন ভক্তের কীর্ত্তন বক্তৃতা চলিতে থাকে। শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। শ্রীযশপাল শর্ম্মাজীও অনেকক্ষণ বলেন। বৃদ্ধ পুরী মহারাজও ঘরে বসিয়া অনেক শুশ্রূষু সজ্জনের নিকট হরিকথা বলেন। সভামণ্ডপে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সভা চলে। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব প্রভু ও শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজও সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। কএকদিনেরই সভার কার্য্য-পরিচালক-মন্ত্রীর কার্য্য করেন শ্রীধর্ম্মপালজী। মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর প্রায় ২।৩ সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। বৈকালেও কীর্ত্তন বক্তৃতা চলিতে থাকে। শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা বলেন।

সান্ধ্য অধিবেশনে গত পরশ্বকার সঙ্গীতাচার্য্য কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের ভাষণ হয়। স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রী ওমপ্রকাশজী, কৃপারামজী ও রামভজন পাণ্ডেজী বক্তৃতা ও ধন্যবাদ দান করেন! সভাপতি বৃদ্ধ পুরী মহারাজ তাঁহার অভিভাষণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-সভার প্রথম উদ্যোক্তা স্বধামগত সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়ালজীর জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যমণ্ডলীর কীর্ত্তন-উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে সভার সদুদ্দেশ্যের সাফল্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান অদম্য কীর্ত্তনানুরাগের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। অনন্তর শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ মধুরেণ সমাপয়েৎ ন্যায়ে 'হরি হরয়ে নমঃ' প্রভৃতি পদ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন মুখে সভার কার্য্য পরিসমাপ্তি করিলে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ জয়ধ্বনি করেন। রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সভা হয়। আমাদের বিশ্রাম লইতে রাত্রি ২টা বাজিয়া যায়।

১৬।৪ সন্ধ্যায় জলন্ধর সেণ্ট্রাল টাউনস্ গীতাভবনে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন।

১৭।৪ তারিখে পূর্ব্বাহ্নে আমরা স্বধামগত সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়ালজীর (দীক্ষার নাম—শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী) গৃহে গমন করি। তাঁহারই গৃহে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব-জিউর সেবা বিরাজিত। ভক্ত শ্রীরামভজন পাণ্ডে ঐ গৃহে থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন। সুরেন্দ্রের ভ্রাতার নাম নরেন্দ্র, ইঁহারা দুই ভ্রাতাই সস্ত্রীক পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত। শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করেন। বৃদ্ধ পুরী মহারাজও কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। সুরেন্দ্রের মাতা জীবিতা, তিনিও পরমা

ভক্তিমতী। গৃহস্থ সকলেই সমাগত বৈষ্ণবগণের সেবায় তৎপর হন।

সন্ধ্যার পর পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত কৃপারাম বাবুর গৃহের পার্শ্বস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর দাসজী কীর্ত্তন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ এবং বৃদ্ধ পুরী মহারাজ 'শ্রীনাম-মহিমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে কৃপারামবাবুও একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান মুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাত্রিতে তাঁহার গৃহে প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি আমাদের মঠাশ্রিত স্নিগ্ধ ভক্ত। সভাটি পরম পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের পবিত্র স্মৃতি তর্পণ উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছিল। কৃপারামবাবু উত্তমরূপে কার্ড ছাপাইয়া বিশিষ্ট সজ্জনগণকে এই সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন।

১৮।৪ তারিখ অপরাহ্নে আমরা দেবীতালাও দর্শন করিয়া আসি। অমৃতসরের দুর্গিয়ানা মন্দিরের মত শ্রীজগদম্বা মাতার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মী দেবী ও বামপার্শ্বে শ্রীসরস্বতী দেবী পূজিতা হইতেছেন। বৃদ্ধ পুরী মহারাজ অন্ত রাত্রি ৮।৪২মিঃ এর ট্রেণে শ্রীমান্ কৃষ্ণবিনোদ ব্রহ্মচারীসহ কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীমৎ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ তাঁহাদের ট্রেণে তুলিয়া দেন।

জলন্ধর সিটীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার নিম্নলিখিত ভক্ত সজ্জনবৃন্দ এতৎপ্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তবাণী সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে তাঁহাদের পবিত্র উদ্যমের সবিশেষ সাফল্য প্রার্থনা করিতেছি—

Shri Rambhajan Pandey, Shri Dharampal Sharma, Shri Om Prakashji, Shri Narendra kumar Gupta, Shri Sriniwas Jindal, Shri Raj kumar Jindal, Shri Tarsew Lal, Shri Madan Gopal Kapoor, Shri Vipin Kumar, Shri Dhanwant Rai Aggarwal, Shri Prahlad Rai Sharma, Shri Lekh Raj Sharma, Shri Jawahar Lal, Shri Piyarilal Chobra, Shri Keval-Krishan, Shri Chuni Lal, Shri Pritam Das Sharma, Shri Vijay kumar Sharma, Shri Krishan kumar Sharma, Shri Puran Chand, Shri Gaurang Dass, Shri Ram Parkash, Shri Vilayti Ram, Shri Hindpal Aggarwal all of 18, Adarsh Nagar, Jullundar City. Pandit Daya Nandji of Geeta Mandir, Central Town, Jullundar City. Shri Radheshyam Gupta, M/S Lekh Raj Des Raj all of Mandi Fanton Ganj, Jullundar City. Shri Kirpa Ram, Sub-Post Master, P & G Colony, Jullundar City. Shri Valayti Ram Chadha, Proprietor Chadha Enge. Works, G. T. Road, Jullundar City. Shri Sohan Singhji, Prop. S. S. Automobile, G. T. Road, Jullundar City. Shri Sardari Lal Sehgal, General Secretary, Lal Dwala Mandir, Partap Bagh, Jullundar City.

বোলপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের বিরহ-মহোৎসব

নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ—বর্ত্তমানযুগে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একজন মহা তেজস্বী প্রভাবশালী আচার্য্য-ভাস্কর পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ প্রতি বৎসর তদীয় সুপণ্ডিত সতীর্থ ও শিষ্যবৃন্দসহ বোলপুরবাসী সজ্জন-

পিপাসু সজ্জনগণের সাদর আহ্বানে উক্ত বোলপুর সহরে শুভবিজয় করিয়া তত্রত্য ভগবৎপ্রসঙ্গশ্রবণেচ্ছু ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন ও মহিলাবৃন্দের নিকট হরিকথামৃত পরিবেশন দ্বারা তাঁহাদিগের নিত্য মঙ্গল বিধান করিতেন। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাফলে তিনি বিগত ১৪ ফাল্গুন, ১৩৮৫; ইং ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ মঙ্গলবার বেলা ৯ ঘটিকায় শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যলীলায় প্রবেশ করায় তাঁহার বিরহ-বিহ্বল বোলপুরবাসী তদীয় শিষ্য ও গুণমুগ্ধ সজ্জনবৃন্দ স্থানীয় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ মন্দিরে গত ২৫শে ও ২৬শে মার্চ্চ (১৯৭৯) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় দুইটি বিরহ সভার আয়োজন করেন। উক্ত দিবসদ্বয়ের মধ্যে ১ম দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় উক্ত শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১ম দিবসের সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—স্বনামধন্য পরমভক্ত ডাক্তার চপলকুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু—

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ ইচ্ছা হয় যদি তবে ফল ধরে॥"

আমরা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজসহ ১১ মূর্ত্তি ২৫ মার্চ্চ সকাল ৭টার ট্রেনে হাওড়া হইতে বোলপুর যাত্রা করি। তথায় পৌঁছিয়া দ্বিপ্রহরে আমরা সকলে একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছি। ঐ অবস্থাতেই শ্রীপাদ দণ্ডী মহারাজ অকস্মাৎ কয়েক মিনিটের মধ্যে দেহত্যাগ করায় ১ম দিবসে (২৫শে মার্চ্চ তারিখে) নগর-সংকীর্ত্তন বা সভাসমিতি কিছুই হইতে পারে নাই।

২৬শে মার্চ্চ শ্রীমৎ প্রণতপাল প্রভুর গৃহে আমাদের মধ্যাহ্নে প্রসাদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরেও মধ্যাহ্নে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যদেবের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে বহু ভক্ত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর উক্ত শ্রীমন্দিরে এক মহতী বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। এই সভার পৌরোহিত্য করেন মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী। যথাক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের যুগ্ম-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ প্রমুখ বক্তৃবৃন্দের ভাষণের পর সভাপতি মহোদয় একটি সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধন ও উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—শ্রীপাদ মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীমদ্ গিরি মহারাজও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বোলপুরে এই বিরহ-সভার অধিবেশন ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্বন্ধে প্রধান উদ্যোক্তা—শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীসুবোধ কুমার ও শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ রায়, শ্রীদয়াল চন্দ্র সাহা প্রমুখ সজ্জনগণের প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা প্রাণময়ী সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরদিবস আমরা (শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সন্ত মহারাজের সেবক, শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ বীরভদ্র ব্রহ্মচারী) বোলপুর হইতে ট্যাক্সিযোগে এবং শ্রীঅনঙ্গমোহন ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ট্রেণযোগে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান দর্শনার্থ গমন করি ও করেন। প্রথমে আমরা গর্ভবাস যাই, তথায় সূতিকা মন্দির দর্শন, বন্দন ও পরিক্রমণান্তে শ্রীনিত্যানন্দ কুণ্ডোদক মস্তকে ধারণ করি। অতঃপর শ্রীপদ্মাবতী কুণ্ডে যাই, কুণ্ডটি মাঠের মধ্যে, স্বচ্ছ জল, তথায় অনেকেই স্নান সম্পাদন করেন। অনন্তর গর্ভবাসের মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাধ্যাহ্নিক ভোগারতি দর্শন করিয়া আমরা মাধুকরী

প্রসাদ সম্মান করি। এখান হইতে ফিরিবার পথে শ্রীবীরচন্দ্রপুরে আমরা শ্রীশ্রী বাঁকা রায় দর্শন করিলাম। ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠাম অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। তাঁহার দুই পার্শ্বে মা বসুধা ও মা জাহ্নবা বিরাজিতা, শ্রীরাধারাণীর কথা শুনিলাম না। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির বহু প্রাচীন মুদ্রা, বড় সুন্দর দর্শন। তাড়াতাড়িতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার অবকাশ হইল না। আমাদের বোলপুরে ফিরিতে প্রায় ২॥টা বাজিয়া যায়। শ্রীপ্রণতপাল প্রভুর গৃহে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আমরা বোলপুর ষ্টেশনে যাই। ট্রেণ লেট ছিল। হাওড়ায় রাত্রি প্রায় ১২টায় পৌঁছাই। মঠে আসিতে প্রায় ১॥টা বাজিয়া যায়।

একচক্রা গর্ভবাসের মন্দিরাদির এখনও অনেক সংস্কার প্রয়োজন। অর্থশালী ভক্তবৃন্দ জগদ্গুরু শ্রীনিতাই চাঁদের আবির্ভাব স্থানের সেবৌজ্জ্বল্য সম্পাদন করিয়া অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত গৃহ প্রতিষ্ঠা

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৬; ইং ৯ই মে ১৯৭৯ বুধবার শ্রীপুরুষোত্তমধামে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নীচে ও উপরে মোট ১১ খানি প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত নূতন দ্বিতল গৃহের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সাত্বত-স্মৃতি বিধানানুসারে যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়াছেন। এই শুভ প্রতিষ্ঠাকর্ম্মের পৌরোহিত্য করিয়াছেন—শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের সম্পূর্ণ সহায়তায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। শ্রীশ্রীশালগ্রামের মহাভিষেক, ষোড়শোপচারে পূজা ভোগরাগ আরাত্রিক, বসুধারা সম্পাদন, বাস্তুযাগ বৈষ্ণব-হোমাদি যাবতীয় প্রতিষ্ঠাঙ্গভূতকৃত্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজের ভজন কুটীর বলিয়া যে প্রকোষ্ঠটি রচিত হইয়াছিল, সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যেই সম্পাদন করা হয়। অবশেষে শ্রীশালগ্রাম, শ্রীবৃন্দাদেবী ও পরমপূজনীয় মাধব গোস্বামিপাদের আলেখ্যার্চ্চাসহ কীর্ত্তনমুখে সমস্ত ঘরই ঘুরিয়া আসা হয়।

এই দ্বিতল গৃহটির নির্ম্মাণকার্য্যে আরম্ভ করাইয়া গিয়াছিলেন পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজ। এই শ্রীমঠের শ্রীবৃদ্ধি করিবার কত পরিকল্পনা তাঁহার অন্তরে ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনক্ষেত্র এই শ্রীপুরীধামে, এই স্থানেই শ্রীরাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দসহ গম্ভীরায়, নিজ অন্তরঙ্গশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিসহ টোটা-গোপীনাথে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ব্রজলীলার কত নিগূঢ় রহস্য আলাপ করিয়াছেন আস্বাদন করিয়াছেন, এইস্থানে নিভৃতে প্রভুপদতলে বসিয়া পূজ্যপাদ মহারাজও সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই সকল লীলা—চিন্তাধারা অনুশীলন করিবেন, ইহা ছিল তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। অবশ্য ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ইচ্ছাময় শ্রীহরি তাঁহার নিত্যলীলায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন সত্যই, কিন্তু আমরা আজ এই ভৌম-প্রপঞ্চে তাঁহার অদর্শনে বড়ই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠস্থানটি উদ্ধার করিতে তাঁহাকে বহু উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু সেই স্থানটি উদ্ধার করিয়া তিনি যে সেস্থানে মঠ স্থাপন করিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের নানা দুঃখের মধ্যেও পরম আনন্দের বিষয়। তাঁহার

আশীর্বাদে,—তাঁহার কৃপাদৃষ্টি প্রভাবে আমরা আশা করি এই মঠ ক্রমশঃই শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট পূরণ করতঃ তাঁহাকে আনন্দ দান করিবেন।

শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজসহ গত ৭ই মে কলিকাতা হইতে শ্রীজগন্নাথএক্সপ্রেসে পুরী যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা এবং শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী, শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল প্রভৃতি উৎসব দর্শন করিয়া গত ১২ই মে পুরীএক্সপ্রেসে পুরীধাম হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিরহ-সংবাদ
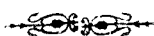
শ্রীমতী যশোদা দেবী—গত ২১ বিষ্ণু (৪৯৩ গৌরাব্দ), ২০ চৈত্র (১৩৮৫), ইং ৩ এপ্রিল (১৯৭৯), মঙ্গলবার শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীমতী যশোদা দেবী অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় বিশপুর গ্রামে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার স্বামীর নাম শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী। ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের চরণাশ্রিত হইয়া দীর্ঘ ষোল বৎসর যাবৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী মহাশয়ের তিন পুত্র—শ্রীবিজয়-কৃষ্ণ, শ্রীবসন্ত কুমার ও শ্রীবিষ্ণুপ্রাণ। শ্রীবিষ্ণুপ্রাণই কিছুকাল মঠবাসী ছিলেন। গত ৩রা বৈশাখ (১৩৮৬), ইং ১৭ এপ্রিল (১৯৭৯), মঙ্গলবার কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার পারলৌকিক-কৃত্য সাত্বত-স্মৃতি-বিধানানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। পৌরোহিত্য করিয়াছেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ। বৈষ্ণব-বিধানাকৃত মহাপ্রসাদান্ন নিবেদন, বৈষ্ণবহোম, গ্রন্থানন্দ্রর পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তনমুখে মহোৎসবাদি বিপুলভাবে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারীসহ গত ৩১ শে চৈত্র শনিবার বিশপুর গ্রামে গমন করেন। বিশপুর, মামুদপুর প্রভৃতি গ্রামে প্রত্যহ বিভিন্ন ভক্ত-গৃহে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি মুখে মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হয়। পূজ্যপাদ সতীর্থ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের কতিপয় গৃহস্থ শিষ্য-শিষ্যা শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজের চরণাশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ শিষ্যও তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষভাবে — শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীহরিপদ দাস, ডাক্তার নিরঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীশান্তিপদ রায় (জমিদার), শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী, শ্রীবিজয় পাল, ও পারুল পাল প্রভৃতির গৃহে পাঠ কীর্ত্তনাদিমুখে মহোৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদঞ্চলনিবাসী ভক্তবৃন্দের হরিকথা-শ্রবণাগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীবিষ্ণুপদ দাসাধিকারী—গত ২৭ বিষ্ণু (৪৯৩ গৌরাব্দ), ২৬ চৈত্র (১৩৮৫), ইং ৯ এপ্রিল (১৯৭৯), সোমবার, মেদিনীপুর জেলাস্থিত বাবরহলা (মেচেদা) গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ দাসাধিকারিজীর পিতৃদেব শ্রীবিষ্ণুপদ দাসাধিকারী মহোদয় সকাল ৭ ঘটিকার সময় নিজ বাসভবনে হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ব্বদিন একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন। তিনি ৮৩ বৎসর বয়সে স্বধামে গমন করিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে বৈশাখমাসে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে দোল পূর্ণিমার শুভবাসরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক হরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন ও ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাব উৎসবাদি বৈষ্ণব-স্মৃতি বিধানানুযায়ী সুসম্পন্ন হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মুদ্রণালয়ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

আষাঢ়
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮৬ | ৫ম সংখ্যা
২০ বামন, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, শনিবার; ৩০ জুন, ১৯৭৯

বৈষ্ণবের বিষয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

এই পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ। আর্য্য-গণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র দৈক্ষব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্ত-পারক বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা। কোটীবেদান্ত-পারক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের পরমোচ্চত্মতা, শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস যাহা গরুড়-পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঐ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ জীব গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভ নামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর নিম্নস্তরে প্রাণীসমূহ জগতে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ভোগ করিলে প্রাণী বিষয়ী শব্দবাচ্য হন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি কর্ত্তৃসত্তা এক হইলেও বিষয় গ্রহণের প্রকার ভেদ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে মানবগণ বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও কুক্কুট কুক্কুরাদির ঐ বিষয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। তদ্রূপ মানবগণ বিষয় ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহা ত্যাগ করেন। অনেকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মানবের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু তাহাতে তাদৃশদৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবের বিষয়ের সহিত অবৈষ্ণবের বিষয় কর্ত্তৃ-সত্তায় এক হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।

অবৈষ্ণব প্রাকৃত-বিষয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত বিষয় জানিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। তজ্জন্য বিষয়-ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বাউল সহজিয়াদলে প্রাকৃতবিষয় ভোগের আদর আছে। শুদ্ধবৈষ্ণবে কৃষ্ণভোগ্য বিষয়ের আদর আছে। প্রাকৃত বাউল সহজিয়াগণ সাধনভক্তির নানাপ্রকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়াও শুদ্ধভক্তের তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের সহিত তুল্য মনে করিতে পারেন না; যেহেতু প্রাকৃত সহ-জিয়াগণের কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিজ ইন্দ্রিয়-ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

তাহা কেবল কৃষ্ণসেবায় উন্মুখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ং উচ্চারিত। নিজভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা কর্ম্মফলের অঙ্গবিশেষ, কখনও ভক্ত্যঙ্গ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভ্রম করেন। তাহা তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ফলভোগরূপ কর্ম্ম, ফলত্যাগরূপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অবৈষ্ণবগণ যতই কেন-না সাধারণ মূর্খ লোকদিগকে বঞ্চনা করুন, ভক্তির সত্যতা কখনই লোপ পাইবে না। বৈষ্ণবগণকে অন্য মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিষ্য শ্রেণীস্থ মনে করিলে তাদৃশ মননকর্ত্তার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। অনেক অর্ব্বাচীন লোক বিষয়ের আকার বা সত্তাসাম্যে শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকেও নিজ ভোগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করেন তাহারা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বুঝিতে পারেন না। আপনাকে উন্নত গুরু জানিয়া শুদ্ধভক্তকে শোধন করিবার প্রয়াসে যত্ন করিতে গিয়া নিজের কণামাত্র হরিভক্তি হারাইয়া ফেলেন। আর এক শ্রেণীর মিছা কপটী ভক্ত মহতের আচরণগুলিকে নিজ নিন্দিত বিষয়ের তুল্য করিয়া লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়। বৈষ্ণবের বিষয়ে কেবলমাত্র অপ্রাকৃতের অধিষ্ঠান আছে। যেহেতু বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় আদৌ ভোগ করেন না; অপরের দৃষ্টিতে উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয়ভোগ হইতে শতক্রোশ দূরে সর্ব্বদা বাস করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে-সকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা আকার ও কর্ত্তৃসত্তায় আমাদের ন্যায় বরাক বিষয়ীর বিষয়সহ তুল্য হইলেও উভয়ের বিষয়দ্বয়ে ভেদ আছে। ভেদটী এই যে, বৈষ্ণবের বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ, প্রাকৃত ভোগফলরহিত কৃষ্ণসেবাময় আর আমাদের সেই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে প্রতিষ্ঠিত।

— সঃ তোঃ ১৯।২।১১
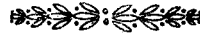
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(দৈববর্ণাশ্রম)

প্রশ্ন—বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমবিধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা বিধেয় কি?

উত্তর—"শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি-আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন,—এই চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত ও সামাজিক চেষ্টা-বিশেষ।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

প্রঃ—অবৈধ বর্ণাশ্রম-বিধানই কি ভারতীয় আর্য্যজাতির পতনের কারণ নহে?

উঃ—"আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা যে কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে, এমত নয়; কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল-সংস্থাপনে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

প্রঃ—কাহাদের শাসনে সমাজনিষ্ঠ বিধির চরমোন্নতি হইয়াছিল।

উঃ—"ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল,—ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন।" —চৈঃ শিঃ ২।১

প্রঃ—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা উচিত কি?

উঃ—"বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করাই কর্ত্তব্য।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—কি কি গুণরহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহে?

উঃ—"শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতভক্তি ও সত্য যে ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায় না।

—'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

প্রঃ—প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি কিরূপ আশ্রম স্বীকার করেন?

উঃ—"গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থাশ্রমই হউক, বা সন্ন্যাসই হউক, যে-আশ্রমকে তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়াই তিনি ভজন করিবেন এবং যে আশ্রমকে প্রতিকূল দেখিবেন, তাহাকে তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ কাহাকে বলে?

উঃ—"যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ-তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা নবদ্বীপধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' বলে। এ আশ্রম কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৬।১৩০

প্রঃ—গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসীর বেষ গ্রহণ করা উচিত কি? ঐরূপ আশ্রম-সাঙ্কর্য্যের ফল কি?

উঃ—"গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মস্তক মুণ্ডন ও কৌপীন ধারণ করিয়া স্বগৃহে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাঁহাদের এরূপ আশ্রমসাঙ্কর্য্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এরূপ লিঙ্গ-গ্রহণের দ্বারা কি লাভ হইবে? —কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফল ভোগ করিবেন।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—জাতিভেদ স্বীকার না করিলেই কি পরমার্থ হয়?

উঃ—"যখন দেখা যাইতেছে যে, জাতি কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন জাতিবিচারে যে দোষ ব্রাহ্মেরা দেখাইয়া থাকেন, সে কেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

প্রঃ—ভারতে কখন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় আরম্ভ হয়?

উঃ—"বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেকদিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা স্বার্থবশতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয়বর্ণ-মধ্যে যে কলহবীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণ-ব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদিশাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে, উচ্চবর্ণ-প্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করত ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবতী হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল।

—চৈঃ শিঃ ২।৩

প্রঃ—ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ কি?

উঃ—"ব্রহ্মস্বভাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারক হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

প্রঃ—ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবনতির কারণ কি?

উঃ—"ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—পরমার্থ কি বর্ণধর্ম্মসাপেক্ষ?

উঃ—"সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে; তাহাতে পরমার্থধর্ম্মের সংস্রব নাই। **পরমার্থধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ।**"

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—ভারতীয় আর্য্যজাতির অস্তিত্ব কোন্ কারণে এখনও লুপ্ত হয় নাই?

উঃ—"রোমজাতি ও গ্রীক্‌জাতি কোন-সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতিলক্ষণরহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করত ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে; এমত কি, তাহারা আর নিজদেশীয় বীর-পুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীক্‌জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখেন। কেন? কেবল বর্ণাশ্রমবিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছহত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

সম্প্রদায়-প্রণালী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আবহমান কাল হইতে আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সম্প্রদায়প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। সম-প্র-দা-কর্ম্মবাচ্য ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'সম্প্রদায়' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আভিধানিকগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন-গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ। যাহা সম্যগ্‌রূপে বাস্তব-সত্যকে প্রদান করেন, তাহাই সম্প্রদায়। শ্রৌত-পারম্পর্য্যে বা গুরুপরম্পরাক্রমেই সেই সত্য আগত হন। ইঁহাকেই আম্নায়, নিগম বা বেদ বলে। মুনিবর শ্রীবেদব্যাস বলিতেছেন — 'ভারতব্যপদেশেন আম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ' (ভাঃ ১।৪।২৯)। [অর্থাৎ আমি মহাভারতরচনাচ্ছলে গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত—বেদার্থ প্রকাশিত করিয়াছি।] আ+ম্না—কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্—আম্নায্যতে সম্যগভ্যস্যতে অথবা আম্নায়তে উপদিশ্যতে ধর্ম্মোঽনেনেতি আম্নায়ঃ অর্থাৎ ইহা দ্বারা ধর্ম্ম উপদিষ্ট বা 'অভ্যাস'—পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। 'সমাম্নায়' বা 'সম্যক্ আম্নায়' শব্দের বিবৃতিতে (চৈঃ ভাঃ ম ১।২৫৫) পরমারাধ্য প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"আমনন্তি উপদিশন্তি বিষ্ণোঃ পরমং পদম্; আম্নায্যতে সম্যগভ্যস্যতে

মুনিভিরসৌ, আম্নায়তে উপদিশ্যতে পরধর্ম্মোঽনেনেতি আম্নায়ঃ 'বেদঃ'। ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ শ্লোকে 'সমাম্নায়ঃ' শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকায় 'সমাম্নায়ো বেদঃ' এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।" শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও 'সমাম্নায়ঃ' শব্দে সম্পূর্ণো বেদঃ—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 'বেদ' অর্থে বলা হইয়াছে — বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ অর্থাৎ যাহা ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবস্তুকে জানান। বেদান্তমতেও বলা হয়— 'ধর্ম্মব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ' অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক অপৌরুষেয় অর্থাৎ ভগবদ্বাক্যই বেদ। পুরাণকর্ত্তা বলেন—ব্রহ্মমুখনির্গতধর্ম্মজ্ঞাপকশাস্ত্রং বেদঃ অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ধর্ম্মজ্ঞাপকশাস্ত্রই বেদ। ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ নির্গত হওয়ায় ইহাকে নিগমও বলা হয়। নিতরাং গময়তি বোধয়তি জ্ঞাপয়তি ব্রহ্ম ইতি নিগমো বেদঃ অর্থাৎ নিরতিশয়রূপে ব্রহ্ম-বোধক বা জ্ঞাপক শাস্ত্রই নিগম বা বেদ।

মুণ্ডক শ্রুতিতে (মুঃ ১।১।১) বলা হইয়াছে—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥"

অর্থাৎ বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথমেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি (শ্রীভগবৎ-সমীপে প্রাপ্ত) সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়-স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ঐ মুণ্ডকে (১।২।১৩) আরও জানা যায় -

"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"

অর্থাৎ যে বিজ্ঞানের (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) দ্বারা অচ্যুত বস্তুকে তত্ত্বতঃ জানা যায়, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু শিষ্যকে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান করিলেন।

সর্ব্ববেদবেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।১৪।৩-৪) পাওয়া যায়—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্ব পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥ ইত্যাদি।"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন— যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে উহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মনুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ইত্যাদি।

এইরূপে সদ্গুরুপারম্পর্য্যে শ্রীভগবানের সেই স্বরূপভূত ধর্ম্মমত অদ্যাপি সচ্ছিষ্য-পরম্পরায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই সৎসম্প্রদায় প্রণালী। সৎসম্প্রদায় ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত কুত্রাপি সুখলভ্য হইতে পারে না। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

অর্থাৎ "পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই ফলপ্রদ হয় না। এহেতু কলিকালে চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাত্মার উদয় হইবে। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনকাদি এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন বৈষ্ণবা-চার্য্য চতুষ্টয়ের উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রকাশ জানিতে হইবে।" (প্রমেয়রত্নাবলী-গৌড়ীয়ভাষ্য)।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'প্রমেয়-রত্নাবলী' গ্রন্থে উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয় "যদুক্তং পদ্মপুরাণে" বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব বেদান্ত-বাগীশ-কৃত 'কান্তিমালা' নাম্নী টীকায়, তথা আনুমানিক ইং ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ' (শ্যামবাজার, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত শ্রীঅক্ষয় কুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বলিখিত 'প্রভা'-নাম্নী টীকা ও বঙ্গানুবাদ এবং উক্ত কান্তিমালা টীকা সম্বলিত সংস্করণে উক্ত শ্লোকদ্বয় পাদ্মোক্ত বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বিপ্রবর শ্রীজগন্নাথনন্দন শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যাঁহার নামান্তর শ্রীঘনশ্যাম দাস, তৎকৃত শ্রীভক্তি-

রত্নাকর গ্রন্থেও ঐ শ্লোকদ্বয় তথাহি পদ্মপুরাণে,—বলিয়াই উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম পার্ষদ ভক্ত শ্রীসেন শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীচৈতন্যদাস, মধ্যম পুত্র শ্রীরামদাস এবং কনিষ্ঠ শ্রীপরমানন্দ দাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরে শ্রীপুরীধামে এই তৃতীয় পুত্রের জন্ম হওয়ায় ইঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'পুরীদাস'। এই পরমানন্দ দাস বা পুরী দাস মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়সে মহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া এক অপূর্ব্ব সংস্কৃত শ্লোক রচনা করায় মহাপ্রভুই ইঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'কবিকর্ণপুর'। ইনি মহাকবি ও মহাপ্রভুর অতি প্রিয় পাত্র। সগোষ্ঠী শিবানন্দ সেনকে মহাপ্রভু তাঁহার নিজজন বলিয়া জানিতেন, কর্ণপুরও মহাপ্রভুকে 'কুলাধিদৈবত' বলিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকা, আর্য্যশতক, শ্রীভাগবত দশমের টীকা, শ্রীচৈতন্যসহস্র নাম ও শ্রীকেশবাষ্টক—এই দশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহারই উক্ত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থের ২১শ শ্লোকে লিখিত আছে—

"প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" ইত্যাদি

শ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত শিষ্য শ্রীগোপালগুরুগোস্বামীও ঐ সম্প্রদায়-প্রণালী স্বীকার করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"আদি গুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সনক-সনাতন-সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারিজনের অবলম্বনেই কলিকালে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবে। কলিকালে চারিজন শুদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্য এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের মত বিস্তার করিবেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয় নিজ নিজ প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। পুরীতে এই চারি সম্প্রদায়ের মঠসমূহ বর্ত্তমানকাল হইতে শতবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সমুজ্জ্বলিত ছিল। ইঁহারা কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক বৈভব জনসমাজে বিস্তার করিয়া জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়াছেন।" (প্রমেয় রত্নাবলী)

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"
(ঐ প্রঃ রঃ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী রামানুজস্বামীকে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক-সনাতন-সনন্দন ও সনৎকুমার নিম্বার্কস্বামীকে কলিকালে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থে 'সম্প্রদায় কেন হইল?' এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে লিখিয়াছেন—

"জগতে অনেকেই মায়াবাদ-দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ দোষশূন্য যে সকল ভক্ত, তাঁহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়। এইজন্যই পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥' এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ব্রহ্মাদিক্রমে আজ পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদেয় শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে যে-আকারে গুরু-পরম্পরা সম্প্রদায়ে চলিতেছে, তাহাতে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সম্প্রদায় স্বীকৃত গ্রন্থে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধুদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

পুনরায় 'সম্প্রদায়প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপে রাখা হইয়াছে?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—

'মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান আচার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম সকল সম্প্রদায়প্রণালীতে আছে।'

সৎসম্প্রদায় স্বীকৃত সদ্গুরুপরম্পরা অর্থাৎ শিষ্য-প্রশিষ্যাদিধারা নিত্য স্মরণ সচ্ছিষ্যের নিত্য একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীল বিদ্যাভূষণ পাদ 'প্রমেয় রত্নাবলী'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যম্।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ॥'

অর্থাৎ "পণ্ডিত অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা নির্দ্দোষ গুরু-পরম্পরা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যে গুরু পরম্পরা স্মরণ করিলে বৈষ্ণবের ঐকান্তিকত্ব (অর্থাৎ শ্রীহরিতে এক-নিষ্ঠত্ব) সিদ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা ভগবৎ সন্তোষের উদয় হয়। গুরুবর্গের আদর্শচরিত্র সমূহ আলোচনা করিলে তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের চরিত্র নির্ম্মল হয় এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণবদাস বলিয়া নিজানুভূতি হয়। ঐকান্তিক হরিজনের প্রতি হরির বিশেষ কৃপা। ঠাকুর নরোত্তম বলেন—নিতাই চরণ সত্য, নিতাই সেবক নিত্য। জীব প্রাকৃত বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত গুরুপাদপদ্ম লাভ করিলে নিত্য রাজ্য ও পরম মঙ্গল লাভ করেন।"

—(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কৃত গৌড়ীয় ভাষ্য)

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ নিজ গুরু পরম্পরা এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী তাঁহার শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রণালী এইরূপ জানাইয়াছেন—

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ॥
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ॥
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ॥
জয়ধর্ম্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্‌গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্॥
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ॥

সুতরাং উপরিউক্ত শ্রীবিদ্যাভূষণ পাদোদ্ধৃত পরম্পরা হইতে ইহা পৃথক্ নহে। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপাদও ঐ পরম্পরা স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণ শাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণ দ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতি তত্ত্বগুরু—শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপ্রণীত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্ম সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বকৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্রে ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণ পাদও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। **যাঁহারা এই গুরুপ্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"**

অধুনা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দানে কএক-জন অর্ব্বাচীন অদূরদর্শী লেখক শ্রীগৌড়ীয়গুরুপরম্পরায় মাধ্বসম্প্রদায়প্রণালী প্রবেশ করাইতে অনিচ্ছুক হইয়া শ্রীমহাপ্রভু হইতে অধস্তন পরম্পরায় সম্প্রদায় প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ জগদ্‌গুরু হইয়াও কিজন্য শ্রীমধ্বসম্প্রদায়কে স্বীয় গুরু-পারম্পর্য্যে স্বীকার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতমত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তি-সিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত', 'তদীয় সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতিবিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। **স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে 'শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়'। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়েই পর্য্যবসান লাভ করিবে।"**

শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীবলদেবাদি মহাজন যে "সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" ইত্যাদি শ্লোক পাদ্মোক্ত বলিয়া তারস্বরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, শ্রীপদ্মপুরাণের অধুনাতন সংস্করণে ঐ শ্লোকাদি না দেখিতে পাইয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাধান্য সহনে-অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি উহাদিগকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রদত্ত গুরু-পরম্পরা স্বীকার করিয়া যে ভাগবত পরম্পরা জানাইয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই নিত্য স্মরণ করিয়া থাকি। কেহ কেহ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া গিয়াছেন—

"ইহাই (শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণপাদ স্বীকৃত গুরুপরম্পরা) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের গুরুপরম্পরা। শ্রীমাধ্বগুরুগণ একদণ্ডী এবং অনেকেই তীর্থস্বামী। ইঁহারা নিজ-নামাগ্রে শ্রীমাধ্ব অমুক তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীমাধবেন্দ্র তীর্থ নহেন, পরন্তু পুরী গোস্বামী। সুতরাং কোন পুরী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমাধ্ব ন্যাসী গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে নিত্যানন্দপ্রভু লক্ষ্মীপতির অনুগত ছিলেন। তত্ত্ববাদী শাখাস্থিত মধ্বের মূলমঠ উত্তররাঢ়ী মঠের মাধ্বগণ সকলেই তীর্থস্বামী। আধুনিক অসাম্প্রদায়িক সহজিয়া মতের নেতৃবর্গ কেহ কেহ শ্রীমাধ্বগুরুপরম্পরা বিষয়ে সন্দিহান হন। কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহের কারণ নিজেদের অনভিজ্ঞতা-প্রসূত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে, শ্রীগোপালগুরুগোস্বামীর গ্রন্থে এবং শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে প্রমেয়রত্নাবলীর লিখিত গুরুপরম্পরার সহিত অধিকাংশ মিল আছে।"

(প্রমেয় রত্নাবলী গৌড়ীয় ভাষ্য)

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের এবং প্রমেয়রত্নাবলীতে তাঁহাকে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের অনুগত বলা হইয়াছে। এইরূপ দুই এক স্থানে মতান্তর দেখা যায়। শ্রীবিদ্যাভূষণপাদের গুরু-পারম্পর্য্যে দেখা যায়— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দান্বয়ে কালনার শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজের সুবল সখা। তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য, তাঁহার শিষ্য—দুঃখীকৃষ্ণ দাস বা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, ইনিই ব্রজে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ মুরারি, তাঁহার পৌত্র ও শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ দেবগোস্বামী, এই শ্রীনয়নানন্দ শিষ্য কান্যকুব্জবাসী বিপ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীরাধা-দামোদর, ইঁহারই শিষ্য ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ, পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদর সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তস্যমন্তকের লেখক। "ভাষ্যকারের অনুগত শ্রীউদ্ধব দাস বা উদ্ধব দাস বা তদনুগ উদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথ দাস পরমহংসপথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিমত প্রচার করিয়াছেন।" (শ্রীল প্রভুপাদ)

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজই আমাদের পরমেষ্ঠী গুরুদেব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্ত দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য জানিয়া বেদান্ত-সূত্রের কোন পৃথক ভাষ্য নির্ম্মাণের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বিশেষতঃ গরুড়-পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য, মহাভারত ইতিহাসের তাৎপর্য্য, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্য ও বেদেরও তাৎপর্য্য গ্রন্থ বলিয়া জানান হইয়াছে। কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছায় একসময়ে জয়পুর গলতাগাদীর কএকজন রামানুজীয় বৈষ্ণব জয়পুরস্থ শ্রীগোবিন্দজিউর মন্দিরের, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সেবকগণকে অসম্প্রদায়িক বলিয়া এক গোলযোগ সৃষ্টি করেন। জয়পুরের মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইলেও খুব চিন্তিত হইয়া পড়েন। তৎকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তখন তাঁহার শিক্ষা-শিষ্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদকে শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম নামক তাঁহার একজন শিষ্য সমভিব্যাহারে জয়পুরে পাঠান। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদ্বয়কে দর্শন করিয়া মহারাজ প্রথমে একটু চিন্তিত হইয়া পড়েন যে, ইঁহারা কি, পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রবিচারে সমর্থ হইবেন? পরে তাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় মহারাজ মুগ্ধ হইয়া যান। স্থির হইল শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়—এই প্রস্থানত্রয়ের নিজস্ব ভাষ্য প্রদর্শন না করা পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। শ্রীবলদেব কিছু সময় চাহিয়া শ্রীগোবিন্দজীর পাদপদ্মে কাঁদিতে কাঁদিতে ধন্না দিলেন—হে গোবিন্দ, হে প্রভো, আজ তোমারই নিজজন স্বরূপরূপানুগ—গৌরানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মর্য্যাদা তুমি রক্ষা কর। প্রথম দুইরাত্রে সংক্ষিপ্ত আদেশ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পড়িয়া থাকিলে দয়াময় ভক্তবৎসল শ্রীহরি তৃতীয়রাত্রে সুস্পষ্টরূপেই অভীষ্টসিদ্ধির আশ্বাস দিলেন। শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীগোবিন্দ-কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা সমাপ্ত করিলেন। ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ ও গীতাভাগবতাদির ভাষ্য রচিত হইল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের নামকরণ করিলেন—গোবিন্দভাষ্য। গোবিন্দের অহৈতুকী কৃপায় এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে বলিয়া অথবা কাহারও মতে শ্রীবলদেবের বেষাশ্রিত নাম—শ্রীগোবিন্দ দাস, তদীয় নামানুসারে ভাষ্যের নাম গোবিন্দভাষ্য। কিন্তু শ্রীভগবান্ গোবিন্দদেবের সাক্ষাৎ কৃপালব্ধ বস্তু তাঁহার কৃপার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ বলিয়াই তন্নামানুসারে ভাষ্যের নাম হইয়াছে গোবিন্দভাষ্য, ইহাই সুসঙ্গত ও সুসম্মত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত-সম্মতভাবে শ্রীগোবিন্দভাষ্যের প্রাকট্য দর্শনে বিবদমান পণ্ডিত সমাজ অতীব প্রীত হইলেন। সকলেই একবাক্যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন। লীলাময় শ্রীহরিই এক ভঙ্গী করিয়া তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত বেদান্তদর্শন গৌড়ীয়-ভাষ্য প্রকট করাইলেন। "এক কার্য্যে করান প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত।" এহেন প্রামাণিক শ্রীগোবিন্দ-প্রেষ্ঠ গৌড়ীয়বেদান্তদর্শনাচার্য্যের প্রদত্ত সম্প্রদায়-প্রণালী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রত্যেক সুধী সজ্জন কর্ত্তৃক অবশ্যই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইবে বলিয়া আমরা অনুমান করি।

শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও বুৎপরস্তবাদ অর্থাৎ পৌত্তলিকতা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা থাকিলে কাম ও প্রেমের মধ্যে যে বিশাল অন্তর বিদ্যমান, তাহা বুঝা যায় না বা বুঝিতে দেয় না; অধিকন্তু বিপরীত বুদ্ধির উদয়ে প্রেমকে কামসাম্যে ও কামকে প্রেমসাম্যে জ্ঞান হয় অথবা জ্ঞান করায়। কাম বা কামাংশ প্রকটিত সকল কিছুই খণ্ড, অসম্পূর্ণ ও হেয় এবং তদ্বিপরীত প্রেম বা প্রেমাংশ প্রকটিত সকল কিছুই অখণ্ড, পূর্ণ ও উপাদেয়। শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব প্রেমময় ভক্ত-হৃদয়-জাত বলিয়া তাঁহাতে কামজাত কোন উপাদান নাই। তজ্জন্যই উহা চিরসুন্দর, শুদ্ধ ও চিন্ময়। শ্রীভগমূর্ত্তি প্রেমময় ভক্তহৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া অর্চ্চাকারে লেখ্যা (চিত্রপটাদিতে অঙ্কিতা), লেপ্যা (মৃন্ময় অঙ্কিতা), সৈকতী (বালুকাময়ী), শৈলী, দারুময়ী, লৌহী অর্থাৎ সুবর্ণাদিময়ী, মনোময়ী (মনঃকল্পিত) ও মণিময়ী প্রভৃতি অষ্টাধারে (ভাঃ ১১।২৭।১২ দ্রষ্টব্য) প্রকাশিত থাকিয়া নিত্য ভক্তহৃদয়ের শোভা তথা প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করেন। প্রেমাধিক্যবশতঃ ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি বিবিধ সম্বন্ধে আদান-প্রদান (সংসার) করিতে ইচ্ছা করিলেই মাত্র উক্ত অর্চ্চা মূর্ত্তিতে ভগবানের নিত্যলীলাময় 'পর-স্বরূপে'র সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। তত্ত্ব-বস্তুর অখণ্ডতার মধ্যেই শ্রীভগবানের অর্চ্চাস্বরূপের অন্বয়ে পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশাধিক্যে তাঁহার অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরস্বরূপ নিত্যই প্রকাশিত রহিয়াছেন। 'পর-স্বরূপই তাঁহার চরম-স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ। উক্ত পঞ্চবিধ স্বরূপের মধ্যে পর, ব্যূহ ও বৈভবের সেবা নিত্যমুক্ত বৈকুণ্ঠপুরুষগণই প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চারূপের সেবা সাধক-ভক্ত গণেরই প্রাপ্য হয়। অর্চ্চন-সিদ্ধিতে তদীয় অন্তর্য্যামীরূপের সাক্ষাৎকারে সাধক-ভক্ত ক্রমশঃ তদ্বৈভবসমূহের ও ব্যূহচতুষ্টয়ের এবং পরিশেষে অদ্বয়জ্ঞান-স্বয়ংরূপ — পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ করেন। তখনই বা তখন হইতেই শ্রীভগবানের লীলাময় নিত্য-নামপ্রবাহ, শ্রীরূপ-প্রবাহ, শ্রীগুণপ্রবাহ, শ্রীপরিকর-বৈশিষ্ট্য-প্রবাহ ও তদ্রূপ বৈভব শ্রীধামপ্রবাহাদির অসমোর্দ্ধ-অনুপম-মাধুর্য্য ভক্ত-হৃদয়কে বারংবার আন্দোলিত করিয়া তাঁহাকে নব-নব-ভাবে প্রেমের সাগরে নিমজ্জিত করিতে থাকে। বস্তুতঃ জীবের জীবন বা নিত্যজীবন লাভ বলিতে ইহাকেই বুঝায়।

> "প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং
> প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
> প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং
> প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ॥"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১৩)

[প্রণয়-পরিণত, শোভার আলম্বন, পদে পদে ললিত, প্রতিদিন নূতন, প্রতিক্ষণ সুখবর্দ্ধনশীল প্রস্ফুরিত-লোচন-দ্বয় দ্বারা আমাদের হৃদয়ে কিশোররূপ প্রাণ-নাথ প্রবহমান হউন।]

এবম্বিধ প্রবাহ লাভ বড়ই দুর্ল্লভ, বড়ই ভাগ্যের কথা! পরম ভাগ্যবান্ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া গোবর্দ্ধনধারী গোপালদেব প্রকট হইয়াছেন, রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ যাঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নাম ধারণ করিয়াছেন।

> "দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
> তিনবার স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল॥
> যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
> সেবা অঙ্গীকার করি' জগৎ তারিলা॥
> যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈলা চুরি।
> অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি'॥"

(চৈঃ চঃ ম ৪।১৭২-১৭৪)

এইমতই মহাভাগ্যবান্ শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন.

গোপালভট্ট-মধুপণ্ডিতাদি গোস্বামিবর্গ, যাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন-রাধা-রমণাদি শ্রীবিগ্রহগণ স্বস্বরূপে ব্রজে প্রকাশিত হইয়া অদ্যাপি মাদৃশ দীন-হীন-পতিত-কাঙ্গাল জীবগণকেও তদীয় অভয়চরণারবিন্দে আকর্ষণ করিতেছেন।

পরিদৃশ্যমান্ জড়জগৎকে সচলরূপে দর্শন করিলে অতীন্দ্রিয়-জগৎ সম্পর্কে কিছুই ধারণা হইবে না অথবা জড়রূপেরই মাত্র ধারণা হইবে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগতের জড়-জাড্য সুষ্ঠুরূপে দর্শন করিতে শিখিলে চিজ্জগতের ক্রিয়াশীলতা অনুভবের তথা অনুশীলনের বিষয় হইবে। চিজ্জড়ের কোন সমন্বয় হয় না, আবার জড়বস্তুর স্বতন্ত্র অবস্থানও নাই। 'চিৎ' এর অভাবময় প্রতীতিটীই অচিৎ বা জড় আখ্যা-প্রাপ্ত। চিদ্বস্তুই চিদ্বস্তুর সহায়ক, পালক ও পোষক।

বুৎপরস্তবাদের ভাষান্তর ভৌতিকবাদ বা পৌত্তলিকতা-বাদ। পরিদৃশ্যমান জড়জগতের ক্রিয়া-জাড্যে মুহ্যমান ও নির্ভরশীল ব্যক্তিগণই ভৌতিকবাদাবলম্বনে জাগতিক বিষয়ের অর্থাৎ আহার-বিহারাদির প্রাধান্য প্রদানে নিজদিগকে 'বস্তুতান্ত্রিক' বলিয়া পরিচয় প্রদানে লজ্জাবোধ করেন না, পরন্তু গর্ব্বই বোধ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইঁহারা ভূতাতীত আত্মরাজ্যের কোন খবরই পান না বা খবর রাখার চেষ্টাও করেন না। তজ্জন্যই শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের বিচার ইঁহাদের বোধগম্য নহে। জড়-পৌত্তলিকতা দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া ইঁহারা শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বেও তজ্জাতীয় দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। ইহাতে দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহারা সত্যবস্তু হইতে চির বঞ্চিতই থাকেন। বস্তুতঃ পরমার্থানভিজ্ঞ জনগণের কল্পিত ঈশ্বরবাদই বুৎপরস্তবাদ বা ভৌতিকবাদ। ভূতময় সংসারে অবস্থানকারী মন ভূতাতীত পরব্যোমের চিন্তায় অসমর্থ হইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু কল্পনা করে, সকলটীই 'বুৎ' বা 'ভূৎ' শব্দেই অভিহিত হয়। যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধর্ম্মীয়মতের ধারণা ঈশ্বর নিরাকার ও আকাশের ন্যায় ব্যাপক, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপবেশন নিমিত্ত উপাসনাগারে একটী বিশেষ 'কুর্শী' বা আসনের ব্যবস্থাও রাখেন। ইহা সম্পূর্ণ ভৌতিক-বাদ বা কল্পিত মতবাদ। কেননা, আকাশ পঞ্চভূতেরই অন্যতম বলিয়া ঈশ্বর আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিলে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা 'ভূতবাদের'ই অন্তর্গত হইল, আবার আকাশের ন্যায় ব্যাপ্তি যাঁহার সেই 'ঈশ্বর'কে একটী কুর্শী বা আসনে বসাইবার অভিপ্রায়ও কল্পিত মতবাদ ছাড়া অন্য কি হইতে পারে? অতঃপর উপরিলিখিত শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের মহিমা অনুধাবনে অসমর্থ ব্যক্তি শুদ্ধ-ভক্ত-সেবিত শ্রীবিগ্রহের নকলে স্বীয় মনঃকল্পিত মূর্ত্তি লোকলোচনে প্রদর্শন করিয়া নিজ ভোগের উপকরণ (ভেট) সংগ্রহ করিলে তাহাকেও 'বুৎপরস্তী' বা পৌত্তলিক বলিতে হইবে। পরিশেষে, নির্ব্বিশেষ-বাদে গতিলাভের উদ্দেশ্যে সাময়িকরূপে শ্রীমূর্ত্তির পূজাকারী ব্যক্তিও 'বুৎপরস্তী'। এবম্বিধাকারে Theosophy ও Philosophy ইত্যাদি বৈদেশিক শব্দনিচয়ও ভৌতিক-বাদেরই প্রতিক্রিয়াশীলতা হইতে উদ্ভূত জানিতে হইবে। পরজগতের মৌলিকত্ব-জ্ঞাপক কোনভাব তৎসমুদয়ে নাই। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এতৎসমুদয় হইতে বিলক্ষণ। এককথায় অবতারবাদের স্বীকৃতিই মূলতঃ ভারতের আধ্যাত্মিকতা। তাহা হইতে 'বুৎপরস্ত' বা 'ভৌতিকবাদ' সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়। অবতারবাদের অস্বীকারকারী জনগণই প্রকৃতপ্রস্তাবে 'বুৎপরস্তবাজী' অথবা ভৌতিকবাদী।

ভক্তের ভগবান্

মহারাজ অম্বরীষ-চরিত্র

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ব্রহ্মজ্ঞানী নাভাগের পুত্র মহাভাগবত অম্বরীষ। মহাভাগ্যবান্ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি ছিলেন। তিনি অক্ষয় সম্পদ্ এবং পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য-সকল লাভ করিয়াছিলেন। যে ঐশ্বর্য্য মানুষের পক্ষে সুদুর্ল ভ এবং যাহা লাভ করিয়া মানুষ অহঙ্কারোদ্দীপ্ত হইয়া যিনি ঐশ্বর্য্যের মালিক সেই ভগবান্‌কেই ভুলিয়া যায়, মহারাজ অম্বরীষ তাহা লাভ করিয়াও সেইগুলিকে স্বপ্নবৎ তুচ্ছ বোধ করিতেন, তিনি জানিতেন এই সকল বস্তু নশ্বর, জীব এই সকল ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া মোহগ্রস্ত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে ভক্তজনোচিত সমুহ গুন তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ অম্বরীষ বাসুদেবে যেরূপ পরম ভাবময়ী ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভগবদ্ভক্ত সাধুগণেও সেইপ্রকার ভক্তি করিতেন। তিনি জানিতেন—'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥' সর্ব্বপ্রকার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুভক্তের পূজা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সেকারণে তিনি বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তে সমভাবেই ভক্তিমান্ ছিলেন। সমগ্র বিশ্বকেই তিনি লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। এই পরমভাবময়ী ভক্তি-প্রভাবে ব্রহ্মশাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। করুণাময় শ্রীভগবান্ মানব জাতিকে অণুচিদ্বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করিয়া তাহার শরীরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় সমাবেশ করিয়া ধরাধামে পাঠাইয়াছেন। কাজেই তাহাকে এমনভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে যাহাতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হয়। জীব সচ্চিদানন্দ ভগবানের চিদংশ বলিয়া তাঁহার অধীন, তাঁহার দাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় কৃষ্ণদাস্য করা। দাসের একমাত্র কৃত্যই হইল প্রভুর সন্তোষ বা প্রীতিবিধান। সুতরাং নিত্যপ্রভু ভগবানের প্রীতিবিধানই নিত্যদাস মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে তাহার মন সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবানের প্রীতিবিধায়ক কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া সেইগুলিকে যদি কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় এবং ইন্দ্রিয়তর্পণাদি জৈবিক প্রেরণা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে নিত্যকাল জন্ম-মৃত্যুর চক্রে চালিত হইয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতে করিতে কষ্ট পাইতে হইবে। ইহা জীবের বদ্ধাবস্থা।

সেইকারণে পরমভাগবত অম্বরীষ মহারাজ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ একমাত্র ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ কি প্রকারে ভগবৎসেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা। এই মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের কর্ত্তা হইয়া তাহাদিগকে লইয়া রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক বিষয়রাজ্যে অভিযান করিয়া থাকে। মনের কার্য্য সঙ্কল্প এবং বিকল্প। সাধারণ মানুষ সেই মনকে পার্থিব সুখ চিন্তায় নিয়োগ করিয়া এখন একপ্রকার সঙ্কল্প করে এবং পরক্ষণেই তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যপ্রকার করে। সুতরাং তাহার মানসিক চিন্তার স্থিরতা নাই। কিন্তু অম্বরীষ মহারাজ সেই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মধ্যানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণ নিজরাজ্যের সমৃদ্ধির

বিষয় চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ব্যসনাদিতে মনো- নিবেশ করেন। তাঁহারা রাজনীতি লইয়াই অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি নীতি প্রয়োগে কিভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে হয় অথবা প্রজাদের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে অসন্তোষভাব দেখাদিলে কোথায় কিপ্রকারে সামাদি নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে সেইসব বিষয় লইয়াই মস্তিষ্ক চালনা করেন; পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুরাজ্যের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে কিভাবে পরিচালন করিতে হইবে প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াই অধিক চিন্তা করেন। আবার কোন কোন নৃপতি রাজ্যসম্পদ্ লাভ করিয়া এরূপ উন্মত্ত হইয়া যান যে, প্রজাগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না দিয়া নিজের বিলাস ব্যসন এবং ভোগাদিতে অধিক মনোনিবেশ করেন। কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ কি করিয়া শ্রীহরির সন্তোষ বিধানপূর্ব্বক নিজের এবং প্রজাবর্গের পারমার্থিক উন্নতি করিতে পারিবেন ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। তাঁহার বিশ্বস্ত ও তাঁহারই মত ধার্ম্মিক ও নীতিমান্ সচিবগণের দ্বারা তাঁহার রাজ্যশাসন কার্য্য চলিত, রাজ্যে বা রাজকার্য্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। প্রজাগণ সুখে ও শান্তিতে নির্ভয়ে কালযাপন করিতেন। এজন্য শ্রীভগবান্ও তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং' 'ভগবান্ প্রীত হইলে সকলেই প্রীত হন' ইহা অম্বরীষ মহারাজের জীবনে লক্ষিত হইয়াছে।

অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকেও তিনি ভগবৎসেবানুকূল কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষ বাক্- শক্তিকে জাগতিক কথোপকথনে, পরনিন্দা-পরচর্চ্চায়, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মিথ্যা প্রভৃতি ভাষণে নিযুক্ত করিয়া আনন্দ লাভ ও গৌরব অর্জ্জন করিতে চায়; কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ তাঁহার বাক্শক্তিকে কেবলমাত্র ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥' 'যাঁহারা অনন্যভক্ত, তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে ভগবানে সম্যক্ অর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব বিনিময় ও হরিসম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সিদ্ধাবস্থায় প্রেমসুখ লাভ করিয়া থাকেন।' সেই কারণে মহারাজ অম্বরীষ পার্থিব বিষয়ের আলোচনায় সময় নষ্ট করিতেন না। কেবলমাত্র সংসারে থাকিতে হইলে যে পরিমাণ কথা বলার প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণই বলিতেন। তাহার অধিক বলিতেন না।

মানুষের হস্তদ্বয় কর্ম্মসম্পাদনের এক প্রধান অবলম্বন। মানুষ কোথায় তাহার হস্তদ্বয়কে ভগবৎসেবাপর কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় করিবে, তাহা না করিয়া কতনা কুকর্ম্ম করিতেছে! জীবিকা অর্জ্জনের যতটুকু প্রয়োজন তদতিরিক্ত বহু অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিতেছে। এই হস্তদ্বারা পরদ্রব্য অপহরণ, জীবহিংসা,—এমন কি নরহত্যাদি কার্য্য করিয়া জন- সমাজের ক্ষতি করিতেছে এবং নরকের পথ প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ হস্তদ্বারা ভগবৎ- সেবা কার্য্য করিতেন। তিনি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইয়াও হরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন।

আমরা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিজেন্দ্রিয়তোষণে নিয়োগ করি! চলচ্চিত্র বা বেতারযন্ত্র পরিবেশিত সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকি। আজ কোথায় কোন রাজনৈতিক নেতা ভাষণ দান করিবেন, কোথায় বিচিত্রানুষ্ঠানে জলসাদি হইবে, কোথায় বড় নামকরা যাত্রা পার্টি যাত্রাগান করিবে ইত্যাদি শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কথায় কর্ণপাত করিতেন না। কেবলমাত্র ভগবানের লীলাকথা বা ভগবানের চরিত্রকাহিনী শ্রবণ করিতেন।

লোকে চলচ্চিত্র, যাত্রা, থিয়েটার, রঙ্গমঞ্চে নাট্যা- ভিনয়, নরনারীর বিভিন্ন ভঙ্গীতে নৃত্য, ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়া ও নরনারীর রূপসজ্জাদি দর্শন করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সার্থকতা অর্জ্জন করিতে চায়। কিন্তু তিনি ভগবদ্- বিগ্রহ, ভগবন্মন্দির, ভগবদ্ধাম ও সাধু-বৈষ্ণবদর্শনে

চক্ষুর্দ্বয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকে স্পর্শসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য নানাপ্রকার প্রসাধন দ্রব্য, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, সুকোমল বস্ত্রাদি উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু অম্বরীষ মহারাজ ভক্তগণের গাত্রস্পর্শ করিয়া বা তাঁহাদের পাদসম্বাহনাদি দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রসাদী মাল্য-চন্দনাদি গাত্রসংস্পর্শ করিয়া প্রেমসুখ লাভ করিতেন।

সাধারণতঃ লোকে নাসিকাকে অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সুগন্ধ গ্রহণ কার্য্যে নিয়োগ করে। সুগন্ধ গ্রহণের জন্য কত প্রকার যে দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অর্থ থাকুক বা না থাকুক যে কোন প্রকারে সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহাররূপ বিলাস জনসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। লোকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহারের জন্য অর্থব্যয় করিতেছে। কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ জড় বিলাস উপ-ভোগের পরিবর্ত্তে ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত তুলসী, চন্দন, পুষ্পাদির সুগন্ধগ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বার বেগ দমন করা সাধরণতঃ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ভোজন করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতে সকলেই চায়। ইহার জন্য মানুষের বিশেষ প্রচেষ্টা। উত্তম বস্তু ভোজন করিবার মানসে মানুষ কত অন্যায়ভাবে যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে তাহা চিন্তা করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জগতে কলহবিবাদের মূলে রহিয়াছে রসনেন্দ্রিয় পরিতোষণে বাধা। কিন্তু অম্বরীষ মহারাজ কেবলমাত্র ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কত বিচিত্র খাদ্যদ্রব্য উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। এই বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিলে ভগবদনুশীলনে বাধা উপস্থিত হইবে; এই কারণে তিনি সহজলভ্য ভগবৎপ্রিয় দ্রব্যাদি ভগবানে নিবেদন করিয়া তাহাই প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেন।

লোকে পার্থিব ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের নিমিত্ত পাদ-দ্বয়ের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্য দূরবর্ত্তী স্থানে গমনাগমন করে। তজ্জন্য অতিরিক্ত ক্লেশও সহ্য করে। কিন্তু তীর্থাদি পবিত্র স্থানে গমন করা ত' দূরের কথা, ভগবদনুশীলনের জন্য অতি অল্প দূরে যাইতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তখন তাহাদের পায়ে ব্যথা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে দূরস্থিত তীর্থস্থানে যাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না, তথাপি কয়জন তীর্থস্থানে গমন করেন? একটু অনু-সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যে-ব্যক্তি 'অত্যন্ত দূর' এই অজুহাতে আদৌ মথুরাদি তীর্থে যাইতে ইচ্ছা করে না, সে-ই আবার অর্থার্জ্জনের জন্য বা বিলাস দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত বা ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য বহু দূর স্থানে যাইতেও ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু অম্বরীষ বহুদূরস্থিত তীর্থস্থানে পদব্রজেই গমন করিতেন।

অন্যান্য নৃপতিগণ রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সাধারণতঃ কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন না। কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ শ্রীহরির এবং হরিভক্তের চরণ বন্দনার নিমিত্ত নিজমস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

নৃপতিগণ সাধারণতঃ মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া বা যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে অর্থ, সামর্থ্য এবং সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, কিন্তু অম্বরীষ মহারাজ এই সব বিষয় হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ মহারাজের সর্ব্বেন্দ্রিয় সাহায্যে ভগবৎসেবা-সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চ কারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

—ভাঃ ৯।৪।১৮-২০

[মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতি কার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।]

মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করিলে তিনি কিভাবে রাজ্য শাসন করিতেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হইয়া থাকে। তিনি রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন বলিয়া হরিভক্তিতে আলস্য প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার কর্ম্মসমূহ সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় সেইগুলি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করিতেন। তিনি শাসনকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের উপদেশ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা বলিতেন—'আপনি অষ্টপ্রহর নির্ব্বিক্ষেপ সহকারে কায়মনোবাক্যে হরি-ভজন করুন আর আপনার ন্যায় যোগ্য পুরুষের দ্বারা রাজ্যশাসন করুন।' রাজাও তাঁহাদের উপদেশানুসারে চলিতেন। দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণগণও রাজকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে হরিভজনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে উৎসাহ দেন নাই।

ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করার বিধান শাস্ত্রে রহিয়াছে, তদনুসারে মহারাজ অম্বরীষ মরুপ্রদেশে সরস্বতীপ্রবাহযুক্ত স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ও দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা রচিত হইত। বশিষ্ট, অসিত, গৌতম প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ঐ যজ্ঞের বিস্তার করিতেন। অর্থাৎ রাজা যজ্ঞাদি ব্যাপারে আসক্ত না হইয়া স্বয়ং হরিভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

অম্বরীষের যজ্ঞে সুবস্ত্রে বিভূষিত সদস্যবর্গ, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ঋত্বিগ্‌গণ দেবতাদিগের ন্যায় অনিমিষ হইয়া অর্থাৎ দর্শনোৎকণ্ঠায় নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে যজ্ঞদর্শন করিতেন। রাজার পাল্যবর্গও উত্তমঃ-শ্লোক ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে এমন ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহারা দেবতাদিগের প্রিয় স্বর্গও প্রার্থনা করিতেন না, ভগবৎ-প্রীতিই প্রার্থনা করিতেন। যাঁহারা স্বহৃদয়ে ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন এরূপ ভক্তের মুক্তিজনিত আনন্দ বা সিদ্ধ-পুরুষগণেরও দুর্ল্লভ বিষয়সমূহ আনন্দ বর্দ্ধন করে না। মহারাজ অম্বরীষ গৃহ, দারা, অপত্য, হস্তী, রথ, অশ্ব, রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অসীম ধনভাণ্ডার সমূহকে অনিত্য ধারণা করিতেন। এইভাবে একান্ত হরিভক্তি-পরায়ণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহারাজ অম্বরীষেরও শত্রু থাকিতে পারে। নীতিশাস্ত্র বলেন—

'অপরাধো ন মেহস্তীতি নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি॥'

'আমার দোষ নাই অতএব কেহ আমার ক্ষতি করিবে না'—ইহার উপর বিশ্বাস করা যায় না। কারণ নৃশংস ব্যক্তি হইতে গুণবান্ ব্যক্তিরও ভয় আছে, এই আশঙ্কায় তাঁহার রক্ষার জন্য ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে শত্রুভয়-নাশক চক্র প্রদান করিয়াছিলেন।

অম্বরীষ চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি শ্রীহরির দাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন নাই। সাধারণতঃ কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি উচ্চ জাতি, কি নীচ জাতি সকলেরই অনন্ত কামনা, অনন্ত বাসনা, —কামনার যেন শেষ নাই। এক কামনা পূর্ণ হইতে না হইতেই আর একটি কামনা পুরণের জন্য লালায়িত হয়। গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাহসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেহশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥"

(গীতা ১৬ অঃ ১০-১৮)

"দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের উপভোগকে চরমকার্য্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে। শত শত আশা পাশে আবদ্ধ কাম ও ক্রোধদ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। তাহারা মনে করে যে 'অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে। এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্রই নাশ করিব; আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী; আমিই আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমার অনেক জন আছে; আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও আনন্দ ভোগ করিব —অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষগণ অশুচি নরকে পতিত হয়। সেই স্বয়ং সম্মানলব্ধ, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধিপূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত, স্বীয় দেহ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে (ভগবান্‌কে) দ্বেষ করে এবং সাধুদিগের গুণে দোষ আরোপ করে।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ কি না করিতে পারে? ইহারাই জগতে নানা প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করিয়া অশান্তি আনয়ন করে। যেহেতু এই প্রকার ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, সেই কারণে তাহার কামনা দমনও করিতে পারে না। কিন্তু অম্বরীষ মহারাজের 'কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'—ইহাই ছিল একমাত্র কামনা। তিনি তাঁহার কামনাকে বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন নাই। কতদূর ঈশ্বর নিষ্ঠ হইলে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও এইরূপ নিষ্কাম হইতে পারেন তাহা চিন্তার অতীত।

(ক্রমশঃ)

ইং ১৯৭৯ সালে শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৃহীত 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী
২। শ্রীরামকুমারদাস ব্রহ্মচারী
৩। শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী

তৃতীয় বিভাগ

১। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী
২। শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীতে
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী বৈষ্ণববৃন্দ পাঞ্জাবের রাজপুরা, হোসিয়ারপুর, অমৃতসর ও ভাটিণ্ডা, হরিয়ানায় কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে কৈথাল, উত্তরপ্রদেশের দেরাদুনে ও দিল্লীতে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার করেন।

রাজপুরায়—শ্রীমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত—শ্রীরঘুনাথ সাল্দি (Shaldi), শ্রীকুন্দনচাঁদ উৎরাজা ও শ্রীএম্, আর্ ওয়ালিয়ারের প্রচেষ্টায় ৫ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ৮ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত সহরের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম-সম্মেলন ও ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। **হোসিয়ারপুরে**—২৩ এপ্রিল হইতে ২৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রচারের ব্যবস্থা করেন শ্রীঅমরচাঁদ সৈনী, শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালা প্রভৃতি মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ। **অমৃতসরে**—২৭ এপ্রিল হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত অধ্যাপক শ্রীখৈরাইতি রাম গুলাটি স্থানীয় কথা-ভবন, দুর্গিয়ানা মন্দির ও তুলসী-মন্দিরে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। **ভাটিণ্ডায়**— ৩রা মে হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত শ্রীযোগরাজ সেক্রি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, বৈদ শ্রী ওমপ্রকাশ শর্ম্মা প্রভৃতি মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত ও স্থানীয় সজ্জন শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের প্রচেষ্টায় শ্রীরামায়ণ-প্রচার-মণ্ডলে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। কুরুক্ষেত্রের নিকট **কৈথালে** ৮ই মে হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত তথাকার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েলের প্রচেষ্টায় শ্রীসনাতন-ধর্ম্মমন্দির, আগরওয়ালা ধর্ম্মশালা, হনুমান-মন্দির, গুরুদ্বারে এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়। **দেরাদুনস্থ শাখা মঠের** সভামণ্ডপে তত্রস্থ মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৩ই মে হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত তিনটি বিশেষ ধর্ম্ম-সভায় অধিবেশন হয়। উক্ত দিবসত্রয়ের সভাপতি পদে বৃত হন যথাক্রমে স্থানীয় ডি-এ-ভি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীএস্-সি বার্টারিয়া, উক্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীনবদ্বীপকুমার ও সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার চিফ ম্যানেজার শ্রীজি-পি মদন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডি-বি-এস্ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীরামমোহন সিংহ, শ্রীএস্, এন্ আহুজা ও অধ্যাপক শ্রীতেস মিত্র আচার্য্য। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীসজ্জনানন্দ দাস (শ্রীসামসের সিং রাণা)। দেরাদুন হইতে তাঁহারা **নিউদিল্লী সহরে প্রচারার্থ** উপস্থিত হইলে তথাকার মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল, শ্রীরামনাথজী, শ্রীতুলসী দাসজী, শ্রীত্রিলোকীনাথ আগরওয়াল ও শ্রীহরসহায়মলজী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় পাহাড়গঞ্জ-স্থিত আগরওয়াল পঞ্চায়েত-ধর্ম্মশালায়, মডেল টাউনে ও শক্করপুরে প্রচারের ব্যবস্থা হয়।

দেরাদুন সহর ব্যতীত উপরিউক্ত প্রত্যেকটী স্থানে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রারও আয়োজন হয়। সর্ব্বত্র নগর-সংকীর্ত্তনে ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও

উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধ ধারণহেতু সর্ব্বত্র ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সর্ব্বত্র ভক্তবৃন্দ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের তিরোধান-লীলা স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করেন। সর্ব্বত্রই সভার আদি এবং অন্তে ভজন গান ও কীর্ত্তন করেন মুখ্যভাবে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, এতদ্ব্যতীত কখনও কখনও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও কীর্ত্তন করেন।

হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শাখার বার্ষিক উৎসব গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬শে মে শনিবার হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে সোমবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। ২৬শে ও ২৭শে মে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীরামনিরঞ্জন পাণ্ডে ও মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য নরসিংহাচার্য্য নরখেদ্‌কর। হায়দরাবাদ ফাইনান্স কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবাবু রাও বার্ম্মা (varma) দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথিপদে বৃত হন। ২৮শে মে শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ ধর্মসভার অধিবেশনে হুদার চেয়ারম্যান শ্রী এম্ বালাইয়া সভাপতিত্ব করেন এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শ্রীবি, রামদেব প্রধান অতিথির পদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, রাজমহেন্দ্রী মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ এবং শ্রী কে শেষগিরি রাও বক্তৃতা করেন। ধর্ম্মসভায় বক্তব্যবিষয় ছিল যথাক্রমে "শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের অবদান", "মানব জাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু" এবং "শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।"

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ সুললিত কণ্ঠস্বরে সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীপ্রভু ও শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভুও হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দেন। পার্টির সহিত আগমনকারী শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাই-মোহন ব্রহ্মচারী উৎসবে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন।

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ ২৭ মে রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া হায়দরাবাদ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

২৮শে মে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগান্তে দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাসজী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী সাধু এবং শ্রী কে শেষগিরি রাও, শ্রীচন্দ্রাইয়া, শ্রীজগা রেড্ডি, শ্রীজগদ্দাসজী, শ্রীকৃষ্ণাইয়া প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের অক্লান্ত সেবাচেষ্টার ফলে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীপাট যশড়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীপাদপদ্মের পবিত্র স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া তৎকৃপাভিষিক্ত বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, দেরাদুন, দিল্লী, হায়দরাবাদ, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার করিয়া গত ৭ই জুন (১৯৭৯)—বাংলা ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৬) বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করতঃ পুনরায় গত ৯ই জুন প্রাতে ঘ ৬-২৫ মিঃ এর রাণাঘাট লোকালে চাকদহ ষ্টেসনের ১ মাইল দুরবর্ত্তী যশড়া শ্রীজগদীশপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে উপনীত হন। তাঁহার সহিত কলিকাতা হইতে আসেন—পণ্ডিত শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী (বি-কম), শ্রীনবীনমদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগোলোকনাথ, শ্রীকানাইলাল, শ্রীপরিতোষ প্রমুখ আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী উৎসবের সেবানুকূল্য সংগ্রহ ও অন্যান্য সেবাকার্য্য সম্পাদনার্থ যশড়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উপস্থিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বনগাঁ প্রভৃতি বহুস্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া যশড়া শ্রীপাটের উৎসবে যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণও স্নানযাত্রা উৎসবের অঙ্গীভূত যাবতীয় কার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ জন্য তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, বনগ্রাম, পায়রাডাঙ্গা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। সোমড়াবাজারের গৃহস্থ শিষ্য ভক্ত শ্রীবিশ্বম্ভর দাস পঞ্চশতাধিক মুদ্রাব্যয়ে শ্রীজগন্নাথমন্দির-প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর প্যাণ্ডেল রচনা করাইয়া দেন এবং তিনি উৎসবের অনেক ব্যয়ভারও বহন করেন।

স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিবস রাত্রে বেশ মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় গ্রীষ্মের প্রখর তাপ একটু কমে, স্নানের দিন রাত্রেও বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়। শ্রীভগবদ্ ইচ্ছায় সারাদিন আকাশের অবস্থা ভাল থাকায় শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ-সম্মুখস্থ মেলাটি বেশ জমকাল হইয়াছিল।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৬), ইং ১০ই জুন (১৯৭৯) রবিবার পৌর্ণমাসী শুভবাসরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব। এই দিবস প্রাতে যতিধর্ম্মানুসারে ক্ষৌর, স্নান-তিলকাদি কৃত্য সমাপনান্তে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় সকল বিগ্রহেরই যথাশাস্ত্র অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপ্ত করিলে বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব,

শ্রীদামোদর শালগ্রাম এবং তৎসহ শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা ও শ্রীতুলসীদেবী শ্রীমন্দির হইতে স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন, পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ষের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শুভ পহাণ্ডি সেবায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দেব গোস্বামী, শ্রীগৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্ত শ্রীবীরেণ দত্ত এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণ বিশেষ সাবধানতার সহিত স্ব স্ব পৌরুষ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভক্ত শ্রীবীরেণ দত্ত এবং শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশালগ্রামের মহাভিষেক ও পূজাদি সেবাকার্য্যেও বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ যথাবিধি শ্রীপাবমানী সূক্ত, শ্রীসূক্ত ও শ্রীপুরুষসূক্ত এবং অন্যান্য বেদোক্তমন্ত্র দ্বারা ১০৮ কলস গঙ্গাজলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সম্পাদন করেন। পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি প্রভৃতি দ্বারাও স্নান করান হয়, পরিশেষে সংস্রধারা কলসে মহাস্নান সম্পাদিত হইলে গাত্র মার্জ্জনান্তে বসনভূষণ পুষ্পমাল্য ও যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের ষোড়শোপচারে মহাপূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করা হয়। বলাবাহুল্য এই সমুদয় অর্চ্চনকার্য্যই কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-সহযোগে সুসম্পন্ন হন। অনন্তর স্নানবেদী পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণামাদির পর ভক্তবৃন্দ বেলা প্রায় ২টায় মহাপ্রসাদ সেবা করেন। সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী ঐ দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। স্নান সম্পন্ন হইতে বেলা প্রায় ১টা বাজিয়া গিয়াছিল। শ্রীজগন্নাথদেব সারাদিন স্নানবেদীতে বিরাজ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দর্শন দান করতঃ তৎপর সন্ধ্যায় পুনরায় ভিতর মন্দিরে শুভবিজয় করেন। শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের পঞ্চদশ দিবসব্যাপী দর্শন বন্ধ থাকে, তাহাকে অনবসরকাল বলে। এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের অদর্শনে অত্যন্ত বিরহবিহ্বল হইয়া শ্রীআলালনাথে চলিয়া যান। রথযাত্রার পূর্ব্বদিন জগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব ও নবযৌবনবেষ হয়। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রাসহ বৎসরে একবার রথারোহণে শ্রীনীলাচল হইতে সুন্দরাচল শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন করেন। এজন্য প্রত্যব্দ রথযাত্রার পূর্ব্বদিবস গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-উৎসব হইয়া থাকে। যশড়ার শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন তিনদিন মাত্র বন্ধ থাকে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠানের কোন আদর্শ সংরক্ষণ করিয়া যান নাই, এজন্য এখানে রথযাত্রা হয় না।

স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিবস রাত্রে এবং স্নানযাত্রা দিবস সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে মঠাচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজী ভাষণ দান করেন।

যশড়ার শ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষাৎ সেই পুরীধামের জগন্নাথ। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার পরম প্রিয়তম ভক্ত শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পুরী হইতে এখানে আসিয়া সেবিত হইতেছেন। তাই যশড়া শ্রীপাটস্থ জগন্নাথের প্রতি জনসাধারণের একটি স্বাভাবিক প্রীতি আছে। শ্রীজগন্নাথ এক ভঙ্গী করিয়া তাঁহার প্রিয়ভক্ত পূজনীয় শ্রীপাদ মাধব মহারাজকে তাঁহার সেবা ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে তৎস্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজই তাঁহার সেবার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। এবার তীর্থ মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে মহাসমারোহে তাঁহার স্নানযাত্রা উৎসব তৎকৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন।

এই উৎসবের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে মঠসেবকগণের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষতঃ মঠরক্ষক শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী, পূজক শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৭০

(২) শরণাগতি — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত — ,, .৬০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, .৮০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, .৭০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, .৮০

(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধাই) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৬০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ৫.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস্, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — ,, ১০.০০

(১৭) প্রভুপাদ — শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — ,, ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪ শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮৬ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা
২৩ শ্রীধর, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, বুধবার; ১ আগষ্ট, ১৯৭৯

গুরু-স্বরূপে প্রশ্ন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

প্রশ্ন—"গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দাস।" সাক্ষাৎ ভগবৎ শব্দের অর্থ কি?

"সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস" বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি? সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ বলিলে কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুকে বুঝাইবে না?

উত্তর—স্বয়ংরূপ ও প্রকাশ এক নহে। ভগবান্ স্বয়ং-রূপ। গুরুদেব ভগবৎ-প্রকাশ। ভগবৎ-প্রকাশ বলিলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বুঝায় না।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে প্রয়াস পান না, তাঁহারা বিশুদ্ধ-তত্ত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

প্রঃ—যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ জানিতে হইবে কেন? এরূপ জানিবার কারণ কি? শাস্ত্রে একরূপ লিখা থাকিলে অন্যরূপ ভাবিব কেন?

উঃ—"গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিশেষ জানিবেন। কৃষ্ণসহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্য-সেবকভাব-রহিত হইয়া গুরুদেব কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলা-বৈচিত্র্যে ভিন্ন নহেন, এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদি-গণের মতে অপ্রাকৃতানুভূতিতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব-সম্বন্ধে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এইরূপ বলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—"শুদ্ধ-ভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবস্তোত্রে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" অর্থাৎ

'সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি।' গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনাপদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধ-ভজনগীতিগুলিতে, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপপ্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, লীলা নাই, নাম নাই। মুক্তজীবের চিন্ময় আকার, গুণ ও ক্রিয়ার পরলোকে অস্তিত্ব নাই এরূপ যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা নাস্তিক বা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহারা বলে মায়ার মিথ্যা শক্তিতে পৃথিবীতে নাম-রূপ-গুণ-লীলার ভেদ হইয়াছে, বস্তুতঃ পরমার্থ জগতে ঐরূপ ভেদ নাই; সেখানে কেবল নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ অথবা শঙ্কর প্রবর্ত্তিত একমাত্র কেবলাদ্বৈত বা মায়াবাদ আছে। এই নির্ব্বিশেষবাদই লোক প্রতারণার জন্য গণেশ, সূর্য্য, শক্তি, শিব ও বিষ্ণু দেবতা মিথ্যা কল্পনা করিয়া সাধনের শেষে সিদ্ধ অবস্থায় চিন্ময় বিশেষ-রহিত জড়ীয় নাস্তিকতা প্রচার করে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীকে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলিয়া জানাইয়াছেন। উপরি উক্ত মায়াবাদীর বুদ্ধি অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ জানিলে বাস্তবিকই পাষণ্ডতা হয়। তজ্জন্য কৃষ্ণ-প্রকাশ জানিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ পাষণ্ড মায়াবাদী নহেন, সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণ না জানিয়া কৃষ্ণ-প্রকাশ বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা গোলোকের নিত্যত্ব, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্যত্ব, গুরুপাদপদ্মের নিত্য সত্যত্ব এবং নিজের পৃথক্ সত্তা বৈকুণ্ঠে নিত্য অবস্থিত এ-কথা বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারেন; বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর মত নাস্তিক মতের পশ্চাৎগামী হইয়া গুরুদেবকে কৃষ্ণভক্ত না জানিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ জানেন না। শাস্ত্রে গুরুদেবকে মায়ার দাস মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। শিষ্যগণ গুরুদেবকে মায়িক বস্তু মনে না করেন, নিত্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় অমিশ্রিত বা সাক্ষাৎ ভগবৎ-বস্তু জানেন ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পাষণ্ড মায়াবাদীর ঝুলিতে ভগবান্, গুরু ও সেবক তিনের পৃথক্ নিত্য সত্তা না থাকায় গুরু-বিষয়ে তাহারা ভক্তের সহিত মূঢ়তা প্রযুক্ত বিতর্ক করিয়া থাকে। মুকুন্দ "জাঠিয়া বেটা" মায়াবাদী থাকাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে নাই। পরে শাস্ত্রের কদর্থ মায়াবাদ ছাড়িয়া আস্তিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ হইতে গুরুর পৃথক সত্তা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রে কথিত ভক্তিমার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়। যে সকল মূঢ় লোক অন্তরে মায়াবাদী পাষণ্ড, বাহিরে ভগবৎ-ভক্ত ভাণ করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত তাদৃশ কপট ব্যক্তিগণের মতে নাস্তিক মায়াবাদীর মতই শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ—"বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন গুরুদেব সন্ধিনী, হলাদিনী ও সংবিৎ শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান। তাঁহাতে কেবল সংবিৎ শক্তির আরোপ করিলে বাউল বা সহজিয়া মত হইয়া যায়।" এ কথার অর্থ কি?

উঃ—বাউল বা সহজিয়াগণ বলেন প্রত্যেক পুরুষ কৃষ্ণ বা সংবিৎ-শক্তিমূলে অবস্থিত। প্রত্যেক স্ত্রীলোক কৃষ্ণশক্তি। সুতরাং পুরুষ প্রকৃতির জড়ভোগ রাধাকৃষ্ণ-লীলা। মূর্খ গুরুপদাসীন মায়াবাদী ও বাউলগণ আপনাদিগকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন জানিয়া মূঢ় শিষ্যদিগকে গুরুদেবের কেবল কৃষ্ণত্ব আরোপ করিয়া স্ব স্ব মূঢ়তা প্রকাশ করে। বাস্তবিক শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে ১৩৭ পয়ারে—

> "প্রভু কহে,—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
> ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র॥"

মায়াপুরের ঐ শ্রীগ্রন্থের টীকাতে (অনুভাষ্যে) এই পয়ারের ব্যাখ্যাতে গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

মহাপ্রভু নিজ গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যের পক্ষে অন্যরূপ হইবে কেন?

উঃ—আমাদের প্রকাশিত শ্রীচরিতামৃত ভাষ্যে লিখিত আছে,—"শ্রীঈশ্বর-পুরী—শ্রীমাধববৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। তিনি

শূদ্রবংশ্য দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে 'সেবক'রূপে কিরূপে স্বীয় শিষ্য করিয়াছিলেন?—ইহাই সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের কারণ ছিল। স্মৃতিমতে—ব্রাহ্মণ অপর বর্ণকে শিষ্য বা সেবক-রূপে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ-গুরুর পাতিত্য হয়। ঈশ্বর-পুরী সদাচার-সম্পন্ন হইয়াও স্মৃতিবিহিত আদেশ কিরূপে লঙ্ঘন করিলেন? তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—আমার গুরুদেব—'ঈশ্বর' অর্থাৎ জগতের প্রভু, সুতরাং তিনি সাধারণ-জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ গুরুদেবের কৃপা কখনই বৈদিক-শাসনাধীন নহে।"

বিরুদ্ধবাদিগণ মায়াবাদীর সঙ্গে একমত হইয়া মহাপ্রভুর দ্বারা গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীচরিতামৃতের ওরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর; গুরুদেব ঈশ্বর।

প্রঃ— গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥

পরং ব্রহ্ম বলিলে কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবে না?

উঃ—গুরুর্ব্রহ্মা শ্লোকটি নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা করিলে ভক্তিমার্গ ছুটিয়া যায়। তখন ব্রহ্মা পরব্রহ্ম, শিব পরব্রহ্ম, গুরু পরব্রহ্ম বিষ্ণু পরব্রহ্ম সুতরাং পরং ব্রহ্মের বাজার বসিয়া যায়। পরং ব্রহ্মত্ব কৃষ্ণেরই একটি শক্তির পরিচয় মাত্র। তিনি অনন্ত শক্তিমান, তাঁহাকে গুরু, ব্রহ্মা, শিবাদির সহিত সকল বিষয়ে অভিন্ন জ্ঞান করিলে শাস্ত্র ধ্বংস করা হয়, ভক্তিমার্গ অস্বীকার করা হয় এবং হলাহল মায়াবাদ স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মা, শিবাদি গুণাবতার কৃষ্ণের অবতার হইলেও তাঁহারা ষষ্টি গুণান্বিত নারায়ণ নহেন, চতুঃষষ্টি গুণান্বিত কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু পঞ্চপঞ্চাশৎ গুণান্বিত ঈশ্বর। অর্থাৎ পঞ্চাশৎ গুণান্বিত বদ্ধজীবের ঈশ্বর। অনেক স্থলে কর্ম্মফলে জীবই শিব ব্রহ্মাদি ঈশ্বরতা লাভ করেন।

প্রঃ—"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।" এখানে গুরুকে হরি বলা হইল কেন?

উঃ—মন্ত্র, গুরু ও হরি কখনই প্রাকৃত গুণান্তর্গত বস্তু নহেন। এই তিন বস্তুই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত হরি অর্থাৎ মায়াধীন নহেন। ত্রিগুণাতীত বস্তু। চিদ্রাজ্যে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপযোগীতা ও বিশেষত্ব আছে। মায়াবাদী তাহা জানেন না। মায়াবাদী বলেন গোলোকে নিত্য বিচিত্রতা নাই। বিচিত্রতা বা বিশেষত্ব কেবল মায়ায় আছে। বৈষ্ণবদাসগণ মায়াবাদীর এই অলীক কথায় কোন আস্থা স্থাপন করেন না।

প্রঃ—"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।" এখানে গুরুদেবকে জনার্দ্দন বলিবার তাৎপর্য্য কি?

উঃ—গুরুদেবকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে মর্ত্ত্য জ্ঞান করিবার প্রতিপক্ষে তাঁহার ভগবৎ সাম্য অনেকস্থলে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অসুরগণ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে মোহিত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভগবদভিন্ন গুরুতত্ত্বকে হয় কৃষ্ণের সহিত এক করিয়া ফেলে অথবা জড় বুদ্ধিতে মর্ত্ত্য জ্ঞান করে।

প্রঃ— "ঈশ্বর স্বরূপ তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা শিরোমণি॥"
"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥ ৪৭॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥ ৫৮॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭, ৫৮)

উপরি উক্ত পয়ারে দীক্ষাগুরুকে বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ এবং শিক্ষাগুরুকে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ বলা হইল। এই দুইটি প্রমাণ দ্বারাও কি গুরুদেবের ভগবত্তা প্রমাণিত হইল না?

উঃ— ঈশ্বর স্বরূপ তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা শিরোমণি॥

এইরূপ অদ্ভুত কবিতা কোথা হইতে পাওয়া গেল? উহা প্রামাণিক নহে ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

অপর দুইটি পয়ারের অর্থ চৈঃ চঃ অনুভাষ্য—

"যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা-গুরু। ভজন-হীন দুরাচার, গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্ত-গুরু এবং ভজনাকুল বিবেকদাতা চৈত্যগুরু-ভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্যসাধন-ভেদে ভজন-শিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব, শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া

তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষা গুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন শিক্ষা 'অভিধেয়' নামে কথিত। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়-বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণ-"রূপ ও স্বরূপে" ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন, মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে যিনি ভগবৎপাদ-সর্ব্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ, শ্রীগোবিন্দের ও তৎশ্রেষ্ঠ-পাদ-সেবাধিকার-দাতা।"

কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্তশিক্ষাগুরু এবং মহান্তস্বরূপ হইয়া শিক্ষা-গুরু হন।

প্রঃ—যস্য সাক্ষাৎ-ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

এস্থলেও 'জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুকে' সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলা হইয়াছে।

উঃ—কোন ভক্তই কোনদিন গুরুকে কৃষ্ণে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করাইয়া দেন না। গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণের এরূপ গুরুসংহার প্রবৃত্তি নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধজনক। যদি কৃষ্ণ ও গুরুতে কোন অপ্রাকৃত ভেদ না থাকে, তাহা হইলে গুরুর পদটী লুপ্ত হইয়া যায় মাত্র।

প্রঃ— চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে।
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছ-মৌলিঃ॥

এ শ্লোকে শিক্ষাগুরুকে শিখিপুচ্ছধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলা হইয়াছে।

উঃ—কৃষ্ণকর্ণামৃতের উক্ত প্রথমশ্লোকে অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্তগুরুর সম্বন্ধে নহে। সঃ তোঃ ১৯।৬।২১৫

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(দৈববর্ণাশ্রম)

প্রশ্ন—ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর—"কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন, শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণ-বিধি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৫।১৪৩

প্রঃ—বৃত্তিগত বর্ণনির্ণয়ের সার্থকতা আছে কি? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি?

উঃ—"মানুষের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাব-অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবন-যাত্রায় কেহ চতুর হইতে পারেন না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার—ঈশ্বর ও বিদ্যা যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; শৌর্য্য ও রাজ্যশাসন যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম, তাঁহারা বৈশ্য এবং ত্রিবর্ণের সেবা-মাত্রই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা শূদ্র। নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে ও অবস্থা-ক্রমে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন-নির্ব্বাহের দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধন করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।৫৮

প্রঃ—বর্ণাশ্রম-বিধি-সংরক্ষণে ভগবদবতার ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হইতে পারেন কি?

উঃ—"আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম,—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ইচ্ছাময়, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ইচ্ছা

হইলেই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অবতীর্ণ হই; যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আবির্ভূত হই; আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জগদ্ব্যাপারনির্ব্বাহক বিধিসকল অনাদি, কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে; সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না; অতএব আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানির নিবৃত্তি করি; এই ভারত-ভূমিতেই যে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) উদয় দেখিতে পাও তাহা নয়; আমি (শ্রীকৃষ্ণ) দেবতির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হই; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না; সেইসকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি; কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণা-শ্রমধর্ম্মরূপে সার্ব্বাঙ্গিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রজাসকলের ধর্ম্ম-সংস্থাপন-করণার্থ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অধিকতর যত্ন করি। অতএব, যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী বলিয়া জানিবে।" —গীঃ বিঃ ভাঃ ৪।৭

প্রঃ—ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের তারতম্য কি?

উঃ—"ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল।"

'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

প্রঃ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আসক্ত থাকিলে ভজনোন্নতি হয় কি?

উঃ—"অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব ও প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়।" —চৈঃ শিঃ ৩১

প্রঃ—ভারতভূমিতেই সকল রমণীয় অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন কেন?

উঃ—"যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। —রঃ ভাঃ ৪।৭

প্রঃ—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার সমীচীন?

উঃ—"ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

প্রঃ—ব্রাহ্মণ কয়প্রকার? বৈষ্ণবত্বলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানটি কি?

উঃ—"ব্রাহ্মণ দুই প্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধন। * * * পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিতে পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব' সঃ তোঃ ৪।৬

প্রঃ—স্বভাবসিদ্ধ ও জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কিরূপ মর্য্যাদা আবশ্যক?

উঃ—"ব্রাহ্মণ দুইপ্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদি-সম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

প্রঃ—সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গল-সমূহ কখন বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে?

উঃ—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধানস্বরূপ ভগবান্‌ই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।" —'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—কেবল জাতিনিমিত্ত কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা কি শাস্ত্র-সম্মত?

উঃ—"জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না; কেবল ব্যবহারিক সঙ্গ প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান শমেত্যাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানুসারে 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।" —তঃ সূঃ ৪৪ সূঃ

প্রঃ—বর্ণাশ্রমবিধি-নিষেধ বা কোনপ্রকার উচ্চাবচ অবস্থান্তরহেতু বৈষ্ণবের হরিভজনের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি?

উঃ—"শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না; এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কুচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন, একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন, তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরকলাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন, একই কথা।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চব্বিশবৎসর গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত লীলাভিনয়ে শ্রীধামনবদ্বীপ মায়াপুরে অবস্থানলীলা, অবশিষ্ট চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত লীলাভিনয়ে শ্রীরাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থানলীলা। শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীশচীমাতার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মাতৃমুখমাধ্যমে তিনিই তাঁহার বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিলেন—শ্রীপুরীধাম। শ্রীভগবানের নিজ পুরী বলিয়া তাহা পুরীধাম। পুরুষোত্তম, শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল প্রভৃতি নামেও অভিহিত হন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়তম শ্রীশিবকে কহিতেছেন—

"সেই স্থানে আমার পরম গোপ্য পুরী।
* * *
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে 'নীলাচল' নাম।
'ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম' অতিরম্য স্থান॥
* * *
নিজনামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ

শ্রীভগবান্ পর, ব্যূহ (চতুর্ব্যূহ), বৈভব (অবতারবৃন্দ), অন্তর্য্যামী (পরমাত্মা) ও অর্চ্চা—এই পঞ্চতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরব্যোম সকলেরই নিত্যধাম, তথা হইতে অর্চ্চারূপে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে নিজ পরিকর ও ধামসহ ভৌম বৈকুণ্ঠে অবতীর্ণ হন। যেমন মথুরায় 'আদি কেশব', প্রয়াগে 'বিন্দুমাধব', মন্দারে 'শ্রীমধুসূদন', আনন্দারণ্যে 'শ্রীবাসুদেব', 'পদ্মনাভ', 'জনার্দ্দন', বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বিষ্ণু', মায়াপুরে 'শ্রীহরি' প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত, তেমন "নীলাচলে পুরুষোত্তম—

'জগন্নাথ' নাম" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ), অর্চ্চাবতার। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ঐরূপ ভৌম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাধারণ অর্চ্চাবতাররূপে দর্শনের পরিবর্ত্তে দেখিতেছেন— সাক্ষাৎ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র। আঠারনালায় আসিয়া দূর হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের চূড়ায় দেখিতেছেন—'কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়', আবার শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মুরলীবদন শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠাম মদনমোহনরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছেন। আবার রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দর 'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই' কুরুক্ষেত্র শ্যামস্তপঞ্চকে শ্রীরাধার এই ভাব অন্তরে পোষণ করিতেছেন। বহুবর্ষ পরে কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণজন্য একটি মহাযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকা হইতে সারথি দারুককর্ত্তৃক মহৈশ্বর্য্যসম্ভারে সুসজ্জিত রথে চতুরঙ্গ সৈন্য (গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক) সমভিব্যাহারে মহারাজচক্রবর্ত্তী উচিত মহামূল্য বসনভূষণাদি ধারণ করতঃ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছেন। এদিকে বহুদিনের কৃষ্ণবিরহবিহ্বল ব্রজের গোপগোপীগণও কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত কৃষ্ণের শিবিরের অনতিদূরে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনই তাঁহাদের তীর্থে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণেরও কুরুক্ষেত্রাগমনের অন্তর্গত মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার বিরহসন্তপ্ত ব্রজবাসীর সহিত মিলন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া পিতা নন্দ-বাবা মাতা যশোদা-মাতা এবং পিতৃস্থানীয় ও মাতৃস্থানীয়া গোপ গোপীগণ সেই ব্রজের বালগোপালরূপে দর্শন করতঃ আলিঙ্গন করিলেন, 'গোপাল আমার' বলিয়া কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু চক্ষে শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল, কণ্ঠরুদ্ধ—বাষ্পগদ্গদ হইল, বহুকথা কহিবেন, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পারিলেন না, চোখের জলে গোপাসের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল, গোপালও চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। ভক্ত ভগবানের মিলন এইরূপই মধুময় হইয়া থাকে! এদিকে শ্রীসুবল, শ্রীদাম, সুদামাপ্রমুখ সখারাও সখা কৃষ্ণের সহিত মিলিবার জন্য অত্যন্ত সতৃষ্ণ হইয়া আছেন। তাই বাৎসল্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহগণকে কাঁদাইয়া কৃষ্ণকে আবার সখ্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের নিকট আসিতে হইল। তাঁহাদেরও সেই একই অবস্থা, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর প্রাণ-প্রতিমতম সখার সহিত কত মান-অভিমানের কথা বলিবেন, কিন্তু চোখের জলই হইল তাহাদের ভাষা, 'ভাই কানাইরে' বলিয়া সখাকে আলিঙ্গন করিয়াই তাঁহারা রুদ্ধবাক্, ভাই কানাইএরও সেই অবস্থা,—সেই পূর্ব্বের ভাবে বিভাবিত —ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সখাদের সকল হৃদ্গত ভাবই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সখ্যপ্রেমানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। অহো ধন্য ব্রজপ্রেম। অনন্তর কৃষ্ণ বিরহকাতরা গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদের অবস্থাও ভাষা দ্বারা অবর্ণনীয়। শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন, সখীগণ নাসাগ্রে তুলা ধারণ করিয়া যখন দেখিতেছেন, তুলাও আর ঈষন্মাত্রও স্পন্দিত হইতেছে না, তখন 'হা শ্যামসুন্দর', বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন, তখন রাধারাণী মরিতে গিয়াও আর মরিতে পারিতেছেন না, "সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" বলিয়া চেতনা লাভ করিতেছেন, রাধা বিরহিত বৃন্দাবনে আসিয়া শ্যামসুন্দর যে সুখ পাইবেন না, তাঁহার শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিতেছেন। এইজন্যই শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীরাধার প্রেমকেই সাধ্যশিরোমণি বলা হইয়াছে। আবার 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' বলিয়া শ্রীরাধারাণীর আর একটি মহাভাবের কথা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—"বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নামই বিপ্রলম্ভ। তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।" ইহাই সাধ্যাবধি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য করিতে

করিতে কুরুক্ষেত্র মিলনকালে বহুদিন বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে পাইয়া শ্রীরাধার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় বুঝিয়া মর্ম্মজ্ঞ স্বরূপ গাহিতে লাগিলেন—

"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু॥"

স্বরূপ দামোদর ঐ ধুয়া গান করিতেছেন, আর মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ ধীরে ধীরে চলিতেছে। আবার গৌরচন্দ্র গীতের অভিনয় করিতে করিতে যখন পিছু হাঁটেন, তখন জগন্নাথ স্থির হইয়া দাঁড়ান, গৌর যখন আগে চলেন, জগন্নাথ তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হন—

"গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌর শ্যামে দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥"

—চৈঃ চঃ মঃ-১৩।১১৮-১১৯

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই লীলার মর্ম্ম এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"শ্রীরাধাদি ব্রজজনের প্রতি আন্তরিক সৌহার্দ্দের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ বাস্তবিকই যাইতেছেন কিনা, অথবা তাঁহার তদিতর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিরাকরণ-জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু পিছাইয়া পড়িতেছেন। মহাপ্রভুর হৃদ্‌গত ভাব অবগত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবও স্বীয় গতি বন্ধ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ, বৃন্দাবনেশ্বরীর অভাবে ব্রজভাবের সৌষ্ঠব-সম্ভাবনা নাই। জগন্নাথকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া গোপীভাবের সামর্থ্য বুঝিয়া উৎসাহিত হইয়া গৌরসুন্দর অগ্রসর হইলে শ্রীজগন্নাথদেবও লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীরাধাদি গোপীভাবে ভাবুক গৌরের অনুগমন ও গৌরের জন্য অপেক্ষাযোগ্যতা জগন্নাথদেবেরই দেখা যায়, সুতরাং জগন্নাথের প্রতি মহাপ্রভুর ভাব ও মহাপ্রভুর প্রতি জগন্নাথের ভাব, উভয়ের এই প্রকার ভাবের ঠেলাঠেলিতে বা সংমর্দ্দে শ্রীরাধাভাবসুবলিত মহাপ্রভু অথবা তাঁহার প্রেমই অধিকতর বলবান্। (চৈঃ চঃ ম ১৩।১১৮-১১৯ অনুভাষ্য)

এইরূপে রথাগ্রে নর্ত্তনরত মহাপ্রভুর একটি ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় মহাপ্রভু 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ' ইত্যাদি কাব্যপ্রকাশ বা সাহিত্য-দর্পণের প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনস্থলের প্রতি আকৃষ্টিজনিত একটি শ্লোক পাঠ করিতে থাকিলে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবানুরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিলেন—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধু মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

অর্থাৎ "হে সহচরি! আমার সেই অভিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাই বটে তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।" (চৈঃ চঃ ম ১।৭৬ অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু উহার মর্ম্মার্থ এইরূপ জানাইলেন—

"শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন॥
রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ, কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিতপূরণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১।৭৮-৮০

পুনরায় স্থানান্তরে (চৈঃ চঃ মধ্য ১৩শ পঃ ১২৬-১৩১) উহার মর্ম্ম জানাইলেন—

"অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ॥
ইঁহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।

তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিকনাদ শুনি ॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলীবাদন ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥"

শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু কৃষ্ণকে স্বগৃহে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় নৃত্যকালে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতেছেন—

"আহুশ্চ তে নলিনাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥"

—ভাঃ ১০।৮২।৪৮

অর্থাৎ "গোপীগণ কহিলেন,—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিতজনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।"

"তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছাপূরে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১।৮২

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ঐ শ্লোকের ভাবার্থ, বোধক যে সকল পয়ার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব। শ্রীরাধার হৃদয় বৃন্দাবন ভাবময়, শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্য ব্যতীত তাহাতে অন্য কোন ভাব নাই। বিশুদ্ধ প্রেম-মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি বা সম্ভ্রমাত্মক ভাবের লেশ মাত্র থাকে না, তাই শ্রীরাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণের রাজ-বেশ, হাতীঘোড়া, লোকজন—ঐশ্বর্য্য কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তিনি বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, তুমি যদি সত্য সত্যই আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে এইসকল ঐশ্বর্য্য-শিথিল রাজবেশ ক্ষত্রিয়াভিমানাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর'-রূপে ব্রজে চল, তথায় যামুনতটবর্ত্তী নিভৃতকুঞ্জে কদম্বতরুমূলে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠামে দাঁড়াইয়া মুরলী বাজাও, তোমার বিনা শুল্কের দাসী আমাদিগের প্রতি সহজ কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তোমার শুদ্ধ প্রেমসেবার সৌভাগ্য প্রদান কর তবেই আমাদিগের প্রতি তোমার নিষ্কপট প্রীতির পরিচয় পাইয়া আমরা ধন্যাতিধন্য হইব। বিশুদ্ধ অনুরাগময়ী প্রেমভক্তি ব্যতীত ব্রজগোপীর হৃদয়ে কোন জ্ঞান-যোগাদির উপদেশ স্থান পাইতে পারে না। ব্রজ-গোপী তাঁহাদের বৃন্দাবন ভাবময় বিশুদ্ধ প্রেমময় রথে আরোহণ করাইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে তাঁহার নিত্য-ধাম ব্রজে লইয়া যাইতে চাহেন—চড়ি' গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথযাত্রাকালে শিক্ষারহস্য।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥"

অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।

শুদ্ধভক্তি বা অনুরাগময়ী ভক্তিই সেই স্নেহ, তাহাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। এই কৃষ্ণাকর্ষিণী রজ্জু দ্বারাই রথ টানা হয়। "আপন ইচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে।"

শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"মথুরা দ্বারকা লীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে।
নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে মথুরা দ্বারকাদি যে সকল লীলা বিস্তার করেন, শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া তিনি সেই সকল লীলাই প্রকট করেন।

বেদ ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বা জ্ঞাপক। ঋগ্বেদেই (১০ম মণ্ডল ১৫৫তম সূক্ত ৩য় ঋক্) উক্ত হইয়াছে—

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদারভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥

অর্থাৎ "দূরবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান (অধোক্ষজ) নির্ম্মাতৃ-পুরুষ-রহিত (অপৌরুষেয়, স্বয়ম্ভু) যে দারুময় পুরুষোত্তম-নামক ভগবদ্বিগ্রহ বিরাজমান, হে অমর স্তবকারিন্,

সেই দারুব্রহ্মকে আশ্রয় কর এবং তাঁহার উপাসনা দ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-লোকে গমন কর।"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (চৈঃ ভাঃ অ ৫।১২৬, ১৬৫) মহাপ্রভুকে সচল জগন্নাথ বলিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথই ন্যাসিরূপ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নিজেই সংকীর্ত্তন ক্রীড়া করিয়া শিক্ষা দিতেছেন—"ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।" যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ—

সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥

এই নামসংকীর্ত্তনও বেদের শিক্ষা। সুতরাং নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই ত্রিজগতের নাথ শ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনা করিয়া নিত্যধাম গোলোক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হও।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীজগন্নাথদেবেরও গীতগোবিন্দ বড় প্রিয়, সুতরাং জগন্নাথ মহাপ্রভুর ন্যায় ব্রজের রাগময়ী ভক্তির মাধুর্য্য স্বয়ং আস্বাদনের লীলা অভিনয় করিয়া আমাদিগকেও তদনুগমনের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু এই রাগভক্তি লাভ করিতে হইলে নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীভক্তি।
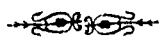
সম্বন্ধ-জ্ঞানোদ্ভাসিত-জগৎ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরঙ্গপুরী মিলন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

জীবাত্মাতে ইহ জগতের সম্বন্ধগুলি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিবৎ নিত্য বিদ্যমান্; একটীর বিলয়ে অপরটীর উদয় হয় মাত্র। ঈশ্বরের এমনই নিয়ম যে, যুগপৎ একইকালে অবস্থাত্রয় পরিদৃষ্ট হয় না। স্বপ্ন-কালে যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট-স্থান-কাল-পাত্রমধ্যে বিবিধ বৈচিত্র্য ও ব্যবধান পরিদৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তদ্রূপ নহে অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুনিচয় পরস্পরে স্থান-কালের অব্যবধানেই দেহীর চিত্তাভ্যন্তরে বৈচিত্র্য উৎপাদন করতঃ যুগপৎ তদভ্যন্তরে ও তদ্বহির্দ্দেশে বিচরণ-শীল প্রতিভাত হয়, জাগ্রতাবস্থায় পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্পর্কেও তাদৃশ বিচারই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বপ্ন-জগতের ভিত্তি ও স্বয়ংই স্বপ্ন-বিশেষ হওয়ায় মূলজগৎ বা বাস্তবজগৎ বলিতে অপর কিছু একটী অবশ্যই উদ্দিষ্ট হয়, যাঁহার মায়া বা ছায়া অপর এই দুই জগৎ। তাহা হইলে উদ্দিষ্ট মৌলজগৎ সম্পর্কে ইহা অবশ্যই মন্তব্য হইবে যে, তন্মধ্যে কোন জড়াংশ, হেয়াংশ, স্বপ্নাংশ নাই, পরন্তু তাঁহার সকল কিছুই চিন্ময় ও বাস্তব।

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥"

(ভাঃ ১০।১৪।২২)

[এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচির-স্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে।] প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান ও স্বাপ্নিক জগদ্দ্বয়ের স্থিতি কেবল প্রাকৃত মনোময় ভূমিকাতেই হওয়ায় প্রাকৃত মনের বিলয় সাধনেই মাত্র তাহারা সমুদয় সম্বন্ধ সহিতই অদৃশ্য হয়।

"অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্ম্ম সঙ্কল্প-বিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৮)

[এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ অসত্য হইলেও ধ্যানশীল পুরুষের মানসিক চিন্তা হইতেই স্বপ্নদৃষ্ট এবং মনোরথ-জাত পদার্থসকলের ন্যায় উহার প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বিবেকী পুরুষ কর্ম্ম সকলের সঙ্কল্পক ও বিকল্পক মনঃকে প্রথমতঃ বিবেকবলে নিগৃহীত করিবেন, তাহা হইলেই অভয়লাভ ঘটিবে।]

পর-জগৎ সম্পর্কে কিন্তু তাদৃশ বিচার নহে। ইহ-জগতের দুঃখময় স্থিতি-উদ্ভব-লয়ে পরজগতের কোন প্রকার হানি হয় না। উহা স্বয়ং সম্পূর্ণ, নিত্য, সত্য, বর্দ্ধমান-আনন্দস্বরূপ ও অখণ্ড চিদ্বৈচিত্র্যময় অথচ দেশ-কালের ব্যবধান শূন্য। জগতের কোন কোন অংশে মাত্র তাঁহার সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—ইহ জগতে সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে সংসারের সম্বন্ধ বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয় না অর্থাৎ পত্নী, পুত্র, বান্ধবাদি পরিজনবর্গ দৃষ্ট হয় না বা তাহাদের প্রীতিও অনুভবের বিষয় হয় না, তদ্রূপ যথাযোগ্য সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে পরজগতেরও চিদ্বৈচিত্র্য পরিদৃশ্য নহেন, অর্থাৎ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ও তাঁহাদের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য দৃষ্ট হন না। সম্বন্ধজ্ঞান যতই পরিস্ফুট হইবে, ততই পরজগতের নিত্য নবনবায়মান শোভা-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি চিদ্বৈচিত্র্য দর্শনীয় তথা অনুভবের বিষয় হইবে। উহা স্বপ্ন নহে, পরন্তু বাস্তব সত্য এবং আব্রহ্ম-স্তম্ব সমূহ-জীবের উহাই একমাত্র অন্বেষ্টব্য। বদ্ধজীবের চক্ষুর অন্তরালে উহা সতত অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণকালে বোম্বাইপ্রদেশে শোলাপুর জিলান্তর্গত পাণ্ডরপুরে শ্রীবিঠ্ঠল্ বা বিঠোবা-দেব দর্শনে গমন করিয়াছেন। দেব-দর্শনে প্রভু বহুত নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। তৎকালে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত একটী ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করতঃ নিজগৃহে লইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনানন্তর প্রভু শুনিতে পাইলেন, শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য শ্রীপাদ শ্রীরঙ্গপুরী নিকটস্থ কোন একটী ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শ্রবণমাত্রেই পরম উৎকণ্ঠায় তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্টস্থলে শ্রীপুরীকে বিরাজমান্ দর্শনে প্রেমপুলকিত-অঙ্গে প্রভু তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাচ্ছন্ন হইলেন। শ্রীপুরী-পাদও সমাগত সন্ন্যাসীর অপ্রাকৃত ভাবমুদ্রা দর্শনে সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন যে, সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধ-ধারী কেহ হইবেন, নতুবা এহেন প্রেমমুদ্রা ত' অপর কোন সন্ন্যাসীতে সম্ভব হইতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকাশে তাঁহারা উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করতঃ প্রেম-বিহ্বল চিত্তে সুদীর্ঘ সময় শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপ করিলেন। এইরূপে পাঁচসাতদিন অতিবাহিত হইল। কথোপকথন-কালে নবদ্বীপে প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম প্রসঙ্গ পাইয়া শ্রীপুরী-পাদের নিজগুরু শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদপদ্মসহ শ্রীনবদ্বীপ গমনের স্মৃতি জাগরূক হইল। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শন সুখ তথা শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র গৃহে তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার ও মিশ্রপত্নীর শ্রীহস্তপাচিত 'অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট' ভক্ষণ, মিশ্রপুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও 'শঙ্করারণ্য নাম ধারণ এবং পাণ্ডরপুর তীর্থেই তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্ত্যাদি বহু কথার অবতারণা করিলেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুও তখন নিজ পূর্ব্বাশ্রমের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিলেন।

"প্রভু কহে,—পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহ মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র—পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩০১)

ইহাকেই পরিদৃশ্যমান চিজ্জগৎ, ঈশ্বরসম্বন্ধ ও অখণ্ড-সুখ-সম্পত্তি বলে। এইমত বিবিধ সম্বন্ধে ও বিবিধ পর্য্যায়ে যেমন শ্রীগৌরজগৎ প্রকাশিত, তদ্রূপ সম্বন্ধজ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণ-রাম-নৃসিংহ-বামনাদি অনন্ত চিন্ময় জগতের চিদ্-বৈচিত্র্য নিত্যকাল প্রকাশিত।

ভক্তের ভগবান্

মহারাজ অম্বরীষ-চরিত্র

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

শ্রীকৃষ্ণভক্তিপরায়ণ অম্বরীষ মহারাজ একসময় কৃষ্ণের বিশেষ আরাধনা করিবার বাসনায় সস্ত্রীক সম্বৎসর যাবৎ শ্রীধামবৃন্দাবনে দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাঁহার মত ভক্তিমতী ছিলেন। পতির কৃষ্ণসেবার সমস্ত কর্ম্মেরই তিনি সাহায্যকারিণী ছিলেন। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাজা সস্ত্রীক ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ব্রতান্তে কার্ত্তিকমাসে ত্রিরাত্র উপবাসের পর একদিন তিনি যমুনাতে স্নান করিয়া মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেছিলেন। তিনি মহাভিষেক বিধি অনুসারে সর্ববিধ উপচারে শ্রীহরির অভিষেক করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্বারা একাগ্রমনে শ্রীহরির পূজা করিলেন এবং পরে মহাভাগ্যবান্, সিদ্ধ কাম, পূজাদির অপেক্ষাশূন্য ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন।

তদনন্তর মহারাজ গৃহে সমাগত সাধু ও ব্রাহ্মণগণকে সুবস্ত্র সুশোভিত সবৎসা দুগ্ধবতী ষাটহাজার ধেনু দান করিলেন। সেই ধেনুগুলির শৃঙ্গসমূহ স্বর্ণ এবং চরণসমূহ রৌপ্য মণ্ডিত করা হইয়াছিল। পরে ব্রাহ্মণগণকে উত্তমগুণযুক্ত স্বাদু অন্নাদি ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে পারণের উপক্রম করিতেছেন এমন সময় যোগবিভূতিবিশিষ্ট দুর্ব্বাসামুনি অম্বরীষ মহারাজের গৃহে সমাগত হইয়া তাঁহার আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন।

ব্রতান্তে দুর্ব্বাসার মত অতিথি প্রাপ্ত হইয়া অম্বরীষ মহারাজের আনন্দের সীমা নাই। তিনি অতিশয় আগ্রহ ও শ্রদ্ধাসহকারে পাদ্য-অর্ঘ্যাদিদ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। পরে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পারণ করিবেন এই আশায় তাঁহাকে ভোজনার্থ প্রার্থনা করিলে মুনিবরও রাজার প্রার্থনা সানন্দে অঙ্গীকার করিয়া নিয়মিত মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার জন্য কালিন্দীতটে গমন করতঃ তথায় ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে কালিন্দীর পবিত্র সলিলে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে পারণের সময় অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে, দ্বাদশী মাত্র অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে পারণ করিতে হইবে, নতুবা ব্রত নষ্ট হইয়া যাইবে। অথচ ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভোজন না করাইয়া পারণ করেন কি করিয়া? রাজা বিষম ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্মণগণের উপদেশ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা বিচার করিলেন যে, ব্রাহ্মণ লঙ্ঘনে অপরাধ, দ্বাদশীতে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য দোষ হয়, অতএব যাহাতে মঙ্গল হয়, অথচ অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য কেবলমাত্র জলপান করিয়া ব্রত সমাপন করা উচিত। যেহেতু শাস্ত্রে জলপানকে ভক্ষণ এবং অভক্ষণ উভয়ই বলা হইয়াছে। 'অপোহশ্নাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতমিতি'। (শ্রুতিঃ)

এই প্রকার বিচার পূর্ব্বক রাজর্ষি অম্বরীষ ভগবান্ অচ্যুতকে মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল পান করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন এবং দুর্ব্বাসা প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে আহার করাইয়া স্বয়ং আহার করিবেন এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বাসামুনি যমুনায় স্নানআহ্নিকাদি সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে রাজা তাঁহাকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সানন্দে তাঁহার চরণ বন্দনা করতঃ করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসা যোগবলে রাজা জলপান করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, চক্ষুর্দ্বয় বহ্নিসদৃশ

রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সুতরাং ভোজনেচ্ছু হইয়াও দুর্ব্বাসা কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে ভ্রূকুটি কুটিল নয়নে বলিতে লাগিলেন,—ওহো ধনমদমত্ত নিষ্ঠুর নৃপতি! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নিজেকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া অভিমান কর। কিন্তু তুমি গৃহাগত ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অতিথিকে আতিথ্যবিধি অনুসারে নিমন্ত্রণ করিয়াও তাঁহাকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিয়াছ। তুমি কি জান না?—'গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ। পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥' আচ্ছা তোমার এই দুষ্কর্ম্মের ফল এখনই প্রদান করিতেছি। এই বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসার বদনমণ্ডল ক্রোধে অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় মস্তক হইতে এক জটা ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা অম্বরীষকে দগ্ধ করিবার জন্য কালাগ্নি সদৃশ এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই জ্বলন্ত কৃত্যা হস্তে অসি লইয়া পাদদ্বারা ধরণী কম্পিত করিতে করিতে অম্বরীষ অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহারাজ অম্বরীষ তদ্দ্বারা তাঁহার শরীর দগ্ধীভূত হইয়া যাইবে জানিয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, নির্ব্বিকার চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মনে করিলেন—তাঁহার ত' কোন অপরাধ নাই, যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার নশ্বর শরীর নষ্ট হউক।

এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার অনন্যভক্ত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অস্ত্র সুদর্শন-চক্রকে পূর্ব্ব হইতে আদেশ দিয়াছিলেন যে,—যখনই অম্বরীষ কাহারও কর্ত্তৃক প্রাণসঙ্কটে পতিত হইবে তখনই তাহাকে ধ্বংস করিয়া অম্বরীষকে রক্ষা করিবে। সুতরাং সুদর্শন কালবিলম্ব না করিয়া ভক্ত রক্ষার নিমিত্ত সেই স্থলে আসিয়া দাবাগ্নি যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দুর্ব্বাসা দেখিলেন—তাঁহার নিজ প্রয়াস বিফল হইল, অধিকন্তু ঐ চক্র দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিবার জন্য তাঁহারই দিকে আগমন করিতেছে, তখন তিনি ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত দাবাগ্নি যেরূপ সর্পের অনুধাবন করে ভগবচ্চক্রও তদ্রূপ দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ঋষির মনে হইল যেন চক্র তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়াছে। তিনি সুমেরু গহ্বরে প্রবেশ করিবার জন্য বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি যোগবলে দিঙ্মণ্ডল, আকাশ, পৃথিবী, গুহা, সমুদ্র, লোকপালদিগের লোক, ত্রিভুবন এবং স্বর্গে গমন করিলেন, কিন্তু যেস্থানে গমন করেন সেই স্থানেই দুঃসহ তেজোময় সুদর্শন চক্র তাঁহার পশ্চাদনু[illegible]রিতেছেন দেখিতে পাইলেন।

ভীত চিত্ত দুর্ব্বাসা নিজ আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে যখন কোথাও আশ্রয় পাইলেন না তখন ব্রহ্ম-সদনে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে কাতরস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বিধাতঃ, হে ব্রহ্মন্! দুঃসহ তেজোময় ভগবচ্চক্র হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন।" অম্বরীষের প্রতি কৃত্যা প্রয়োগ সময়ে ক্রোধে তাঁহার গাত্র কম্পিত হইতেছিল, এখন ভয়ে তাঁহার গাত্র কম্পিত হইতেছে। এখন ভ্রূকুটি নাই, নয়নে বহ্নিও নাই। এখন প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত কৃপা প্রার্থনার চিহ্ন। কণ্ঠস্বরের সে উগ্রতা নাই, এখন কণ্ঠস্বর করুণ। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার করুণ আবেদন শুনিয়া বলিলেন—

"স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ
কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যৎ॥
অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধ্ন্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৫৩-৫৪)

হে মুনিবর! আমি বিষ্ণুর ভক্তদ্রোহী আপনাকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যে কালরূপী বিষ্ণুর ইচ্ছায় এবং ভ্রূভঙ্গীমাত্রে আমার লোক (ব্রহ্মলোক) এবং এই বিশ্ব দ্বিপরার্দ্ধকালে তিরোহিত হইবে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং নাশ যাঁহার ক্রীড়ামাত্র, আমি, শিব, দক্ষ,

ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, ভূতনাথ এবং দেবতাগণ আজ্ঞাধীন হইয়া যাঁহার লোকহিতকর আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিতেছি, সেই বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি আপনি দ্রোহ আচরণ করিয়াছেন, সুতরাং কি করিয়া আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব? বিশেষতঃ বিষ্ণুচক্র সুদর্শনের উপর কোন অস্ত্রই কার্য্যকরী হইবে না। সেই চক্র বিষ্ণুর আদেশেই অম্বরীষকে রক্ষা করিয়া আপনার বিনাশের জন্য আপনার পশ্চাদ্ধাবন [illegible]য়াছেন। সুতরাং আমাদের প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করিতে পারিব না।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণুচক্রের তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হইলেন। শিবও তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিলেন,—

"বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি
যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজজীবকোশাঃ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ
সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ॥
অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম্ম আসুরিঃ॥
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ।
বিদাম ন বয়ং সর্ব্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ॥
তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্বিবষহং হি নঃ।
তমেবং শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৫৩-৫৯)

হে বৎস! ব্রহ্মাদি অনন্ত জীবের উপাধিভূষিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের মত অন্যান্য সহস্র সহস্র বস্তু যে পরমেশ্বরে যথাকালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির প্রতি আমরা কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। আমরা কেবল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমাদিগকে লোকপাল বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে ইহা আমাদের ভ্রান্তিমাত্র। আমি, সনৎকুমার, নারদ, পরমপূজ্য ব্রহ্মা, কপিল, ব্যাস, দেবল, যম, আসুরি, মরীচি আদি ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ আমরা সকলে সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া যাঁহার মায়াকে জানিতে পারি না, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির এই চক্র আমাদেরও দুর্ব্বিষহ, সুতরাং তুমি শ্রীহরির সন্নিধানে গমন কর। তিনিই তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন।

এইভাবে নিরাশ হইয়া দুর্ব্বাসা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে করিলেন—'আমার ব্রহ্মতেজ আজ রসাতলে গেল। এই তেজে আমি নিজেকে খুব তেজীয়ান মনে করিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই ব্রহ্মতেজ আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। এমন কি ব্রহ্মাও আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। আমার ইষ্টদেব শম্ভু আমাকে রক্ষা করিবেন, এই আশা আমার ছিল। কিন্তু তিনিও অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। সম্প্রতি যাঁহার ভক্তের নিকট হইতে এইরূপ দুর্দ্দশা আসিয়াছে, নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আমাকে তাঁহারই নিকটে যাইতে হইবে! হায়! কি লজ্জার কথা! আমাকে ধিক্।' এইপ্রকার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলেও প্রাণরক্ষার ইচ্ছাও তাঁহার কম নহে। তিনি শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠের দিকে প্রাণপণে ধাবিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত অবস্থান করিতেছেন।

এদিকে চক্রাগ্নিদ্বারা তাঁহার সমস্ত কলেবর সন্তপ্ত। তিনি কম্পিত কলেবরে ভগবৎ-পাদমূলে নিপতিত হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন — "হে অচ্যুত! হে বিশ্বপালক! আপনি সাধুদিগের একমাত্র অভীষ্ট ও রক্ষক। আমি অপরাধ করিয়াছি, হে প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার পরম প্রভাব জানিতে পারি নাই বলিয়া আপনার ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। তাহাতে আমার মহা-অপরাধ হইয়াছে। আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করুন। নরকযন্ত্রনায় জীব অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে থাকিলে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেই সে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয় সেই আপনি আপনার অসাধ্য কি আছে? সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন।

এই প্রকার কাতর বাক্যে ভগবানের করুণা হইল। তিনি সুদর্শনকে ইঙ্গিত করায় সুদর্শন দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবন হইতে কিঞ্চিৎ বিরত হইলেন। তখন ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৩-৬৪)

হে মুনে! আমি ভক্তের অধীন। সুতরাং তোমাকে রক্ষা করার আমার উপায় নাই। রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ, আমার অধীন বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, আমিও সেইরূপ ভক্তের অধীন বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। যদি তুমি বল—"ভক্ত ত' আপনাকে অধীন করে না, আপনি স্বেচ্ছায়ই তাঁহাদের অধীন হইয়াছেন। অতএব আপনি ভক্তের অধীন কিরূপ? ভক্তের অধীন হইলেও কি আমার দুঃখ দেখিয়া আপনার করুণা হইবে না?" ইহার উত্তরে আমি বলি—'তোমার প্রতি করুণা হওয়া উচিত, ইহা সত্য, কিন্তু সেই করুণা প্রকাশ করার মত মন আমার নাই। কারণ, যাঁহারা মুক্তি কামনা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা আদৌ তাহাতে রুচি বিশিষ্ট নহেন। সেই কারণে আমি নিজ হৃদয় তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছি। তাঁহারাও তাহা গ্রহণ করিয়া সাদরে নিজহৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা ত' দূরের কথা, তাঁহাদের পাল্যবর্গও আমার প্রিয়। ভগবৎ-কৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী ইহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ। সুতরাং আমার কৃপা পাইতে হইলে ভক্তের কৃপা পাওয়া প্রয়োজন। হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! ভক্তগণ আমাকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানেন। সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি কাহাকেও অভিলাষ করি না। এমনকি আমার স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পত্তিরও অভিলাষ করি না। আমি (ভগবান্) আনন্দময় হইলেও হ্লাদিনীর সার ভক্ত ভগবান্‌কেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তভাব ভগবদ্ভাবাপেক্ষা কোন অংশ ন্যূন নহে। অতএব ভক্তই আমার একমাত্র অভিলষিত। তুমি কিন্তু আমাকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার নাই। তুমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্ম রুদ্রাদির দ্বারস্থ হইয়া তথা হইতে নিরাশ হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ। কিরূপে তুমি আমার নিকট কল্যাণ আশা করিতে পার। অবশ্য ভক্তের অভিলাষ হইলে আমার কৃপা পাইতে পারিবে। তুমি কি জাননা আমার প্রতিজ্ঞা—'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥' (গীতা ৯।২২) 'অন্য কামনা রহিত হইয়া যাঁহারা আমাকে চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বতোভাবে আমার উপাসনা করেন, আমার প্রতি নিত্য সংযোগকামী সেই ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি।' আমার প্রতি তোমার অনন্য চিন্তা কোথায়?

"যে দারাগার-পুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৫)

তুমি আমাকে ব্রহ্মণ্যদেব মনে করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছ। তুমি মনে করিতে পার আমি ব্রাহ্মণগণের আরাধ্য হইয়াও কিরূপে ব্রাহ্মণ তোমাকে উপেক্ষা করিতেছি, ইহা সত্য। কিন্তু আমার ভক্তের অপকার করা সত্ত্বেও যদি আমি তোমাকে রক্ষা করি তাহা হইলে ভক্তকে উপেক্ষা করা হইবে। ইহা কখনও সমীচীন নহে। যে সকল ভক্ত সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক প্রভৃতি সব পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন—আমি তাঁহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? তুমি বলিতে পার তুমি আমার জন্য কি পরিত্যাগ করিয়াছ? যখন অম্বরীষকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় তুমি কৃত্যা নিয়োগ করিয়াছিলে তখন সে স্বদেহ রক্ষার জন্য এক পাও সরিয়া যায় নাই। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে। আর তুমি আত্মারাম, মহাবিরক্ত সাধু হইয়াও নিজদেহ রক্ষার জন্য ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়াছ এবং ব্রহ্মরুদ্রাদির আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছ। ইহাতেই বুদ্ধিমান্ তুমি বুঝিতে পারিবে তোমার এবং অম্বরীষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

"ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যাঃ সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৬)

সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, সে কায়, মন, বাক্য সম্পূর্ণরূপে পতিসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলে সেইরূপ আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলে। সুতরাং তাহাদের ক্ষতি, তাহাদের প্রতি কোন অপকার, কোন দুর্ব্ব্যবহার আমি সহ্য করিতে পারি না।

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতম্॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৭)

আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত। তাঁহারা আর কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না। আমার সেবার আনুষঙ্গিক ফল যে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তি তাহা স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। স্বর্গ প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু কালক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তাহার কথা আর কি?

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৮)

তুমি আমার ভক্ত অম্বরীষকে দগ্ধ করিয়া তাহাকে সন্তপ্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার হৃদয়কেই সন্তাপিত করিয়াছ। তাহার জন্য তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া আমার উচিত ছিল। তাহা যে আমি দিই নাই ইহাই তোমার প্রতি বিশেষ ব্রহ্মণ্যতা প্রদর্শন বলিয়া মনে করিবে। সাধুগণই আমার হৃদয়। অম্বরীষের প্রতি অপরাধ হওয়ায় তাঁহার চরণে পতিত হইয়া 'কৃপা কর, প্রসন্ন হও' প্রভৃতি কাতরভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি প্রসন্ন হইলে আমার হৃদয়ের সন্তাপ বিদূরীত হইবে। সাধুগণ প্রসন্ন হইলে আমি প্রসন্ন হইয়া থাকি।" কারণ, আমি সাধুদিগের হৃদয়। অতএব তুমি যাও অম্বরীষকে প্রসন্ন কর। তোমাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইয়া পারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অপরাধ হইয়াছে, ইহা যদি তুমি মনে কর তাহা হইলে আমি বলি, অম্বরীষ ত' আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না। সুতরাং আমার ইচ্ছামত তিনি কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশীর মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর ধর্ম্মমূলক তাহা অম্বরীষই জানেন। তুমি তাহা জাননা। তিনি শ্রুতি-শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে জল পান করিয়া পারণ করায় ভক্ষণ ও অভক্ষণ এই উভয় কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশীর প্রতি সমান আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার কোন অপরাধ হয় নাই। তুমি বরং অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়াছ। অতএব

উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মা চিরম্।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেঽশিবম্॥
তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পতে কর্ত্তুরন্যথা॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৯-৭০)

হে বিপ্র! তোমার রক্ষার উপায় আমি স্পষ্টই বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া, যে অম্বরীষকে বধ করিবার নিমিত্ত তুমি কৃত্যা সৃজন করিয়া তাঁহার প্রতি হিংসা করিয়াছিলে তাঁহারই নিকট গমন কর। তিনি দয়ালু, তিনিই তোমাকে ত্রাণ করিবেন। তিনি তোমাকে দুঃখ দিয়াছেন মনে করিও না। ভক্ত কখনও কাহাকেও দুঃখ দেন না। হে বিপ্র, জানিয়া রাখিও সাধুগণের প্রতি যে প্রভাব প্রযুক্ত হয় সেই প্রভাব প্রয়োগ-কর্ত্তারই অমঙ্গল আনয়ন করে।

তপস্যা ও বিদ্যা—এই দুইটি বিপ্রগণের মঙ্গলজনক। কিন্তু এই দুইটি প্রয়োগ-কর্ত্তার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রয়োগ-কৌশল ফলে উত্তম ও মন্দ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অনম্র স্বভাব ব্যক্তির পক্ষে এই দুইটিই বিপরীত ফল প্রসব করে। নীতি শাস্ত্র বলেন—

"বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।

খলস্য সাধোর্ব্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥"

"বিদ্যা, ধন এবং শক্তি যদি খলপ্রকৃতি ব্যক্তির আয়ত্বে আসে তাহা যথাক্রমে অকারণ বিবাদ, অহঙ্কার এবং পরপীড়নে ব্যয়িত হয়, কিন্তু সাধুগণ জ্ঞানচর্চ্চায় বিদ্যাকে, দানের নিমিত্ত ধনকে এবং শক্তিকে অপরের রক্ষার জন্য নিয়োগ করেন।' তুমি যদি নম্র হইয়া তোমার তপোবলকে বিবেচনাপূর্ব্বক কাজে প্রয়োগ করিতে তাহা হইলে কল্যাণজনক ফল প্রসব করিত। কিন্তু তুমি তাহা কর নাই। অতএব তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তুমি এখনই গিয়া অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অম্বরীষ মহাভাগবত, তাঁহাকে শান্ত কর। তাহাতেই তোমার সন্তাপ দূর হইবে এবং তোমার মঙ্গল হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব

কৃষ্ণনগরে—বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশানুসারে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী-বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক শ্রীবিগ্রহ-প্রকটোৎসব ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৯ই আষাঢ়, ২৪ শে জুন রবিবার অধিবাস-বাসরে শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব তিথিপূজা উপলক্ষে মধ্যাহ্নে মহোৎসব এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠের নাটামন্দিরে আহুত মহাসভায় উক্ত প্রভুদ্বয়ের পরমপূত চরিত্র আলোচিত হয়। ১০ই আষাঢ়, ২৫ শে জুন সোমবার—শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-বাসরে অত্র মঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথ-জিউর প্রকটতিথি পূজা। এতদুপলক্ষ্যে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার ও ভোগরাগাদি এবং মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর শ্রীমঠে সমাগত কয়েকশত ভক্ত নরনারীকে বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় কার্ফু জারী থাকায় ধর্ম্মসভায় শ্রোতৃসমাগম কম হইলেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যধৃত ব্যাখ্যানুসারে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণে নগর ভ্রমণ করেন। বহু নরনারী রথরজ্জু আকর্ষণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে ব্যাণ্ডপার্টি ও কীর্ত্তনপার্টি ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ সমভিব্যাহারে সর্ব্বশ্রী বলরামদাস ব্রহ্মচারী, রাধাকান্তদাস ব্রহ্মচারী, রামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, ভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, প্রেমময়দাস ব্রহ্মচারী, রঘুপতিদাস ব্রহ্মচারী, চৈতন্যচরণদাস ব্রহ্মচারী, সুদর্শনদাস ব্রহ্মচারী, ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী, কৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীমঠের উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। স্থানীয় সজ্জন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ পাল মহাশয় শ্রীমঠের রথযাত্রা উৎসবকালে তাঁহার লরীখানি দিয়া বিশেষ সেবা করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সগোষ্ঠী তাঁহার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করি।

কাশীকোট্রা বাজারে—আসাম প্রদেশান্তর্গত জেলা গোয়ালপাড়া, পোঃ সিদলী কাশীকোট্রা বাজার হইতে গত ইং ১০।৭।৭৯ তারিখে নিজস্ব সংবাদ দাতা শ্রীমৎ সজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী মহাশয়ের প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—

উক্ত কাশীকোট্রা বাজারের ভক্তবৃন্দ মিলিত হইয়া প্রতিবৎসর "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার" আয়োজন করিয়া থাকেন। সেই হিসাবে এবৎসরও তথায় মহাসমারোহে রথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম রথযাত্রার পরদিন হইতে ৬ দিন ৬ টি ধর্ম্মসভার আয়ো-

জন হয়। সরভোগ মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাস অধিকারী প্রভু এবং বড়পেটা হইতে শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু আসিয়াছিলেন। প্রতি ধর্ম্মসভায় পূজনীয় গোবিন্দ মহারাজকে সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছিল। বক্তৃতা করিয়াছিলেন শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীমৎ হরিদাস প্রভু, শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী প্রভু (সাধু প্রভু) প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ। রথযাত্রা দর্শনের জন্য প্রায় ২ হাজারের মত দর্শনার্থীর সমগম হইয়াছিল।

বিরহ সংবাদ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীপাদ বীরভদ্র ব্রহ্মচারী গত ৩১শে আষাঢ়, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ; ১৬ জুলাই, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ সোমবার কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে বেলা ২ ঘটিকায় শ্রীবৃন্দাবনধামে ধামরজঃ প্রাপ্ত হন। তিনি অল্প বয়সে মঠাশ্রিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল বাঁকুড়া জেলার হাট-গ্রামে। তিনি আনুমানিক চল্লিশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার ন্যায় গুরুনিষ্ঠ নিষ্কপট বিশ্বাসভাজন সেবক আজ-কালকার যুগে খুবই বিরল। তিনি সর্ব্বদা শ্রীল গুরুদেবের স্বার্থ ও মঠের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হয় তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া সেবা করিতেন। তিনি দীর্ঘদিন বৃন্দাবন মঠে অবস্থান করতঃ অতীব দক্ষতার সহিত সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবন মঠে থাকায় উক্ত মঠ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে বাহিরের অতিথিবর্গও বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ তিরোধানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতি-ষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে নিষ্কপট দেখিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সৌভাগ্য। কিন্তু আমরা তাঁহার ন্যায় নিষ্কপট বৈষ্ণবসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত। তাঁহার শেষ কৃত্য বৃন্দাবন-ধামে বৈষ্ণব-গণ হরিসংকীর্ত্তন-সহযোগে সম্পন্ন করেন। তাঁহার বিরহোৎসবও শ্রীবৃন্দাবনধামে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।
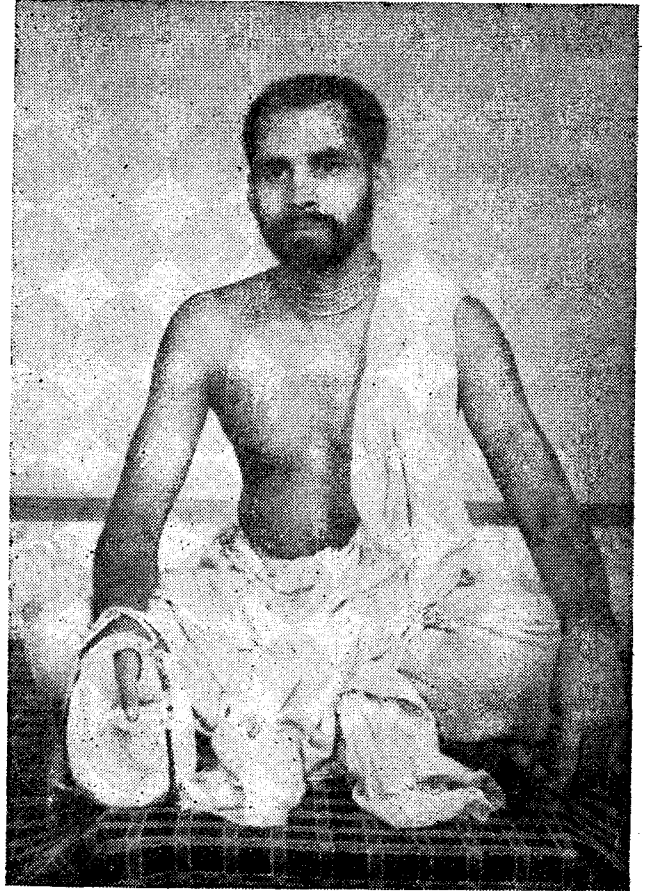
শ্রীশ্রীগৌরবাণী প্রচারকল্পে বিদেশযাত্রা

ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ শ্রীগৌরবাণী প্রচারকল্পে ১লা আগষ্ট (১৯৭৯) বুধবার দমদম্ বিমান বন্দর হইতে বৃটিশ এয়ারলাইন্সযোগে রাত্রি ১১টার বিমানে লণ্ডন হইয়া কানাডারাষ্ট্রে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৫২ বৎসর। আকুমার ব্রহ্মচারী। তিনি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য স্নাতকোত্তর জীবনেই গৃহাদি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীহরিদ্বার ক্ষেত্রে কুম্ভমেলার সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও আচার্য্যদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহা-রাজের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। তখন হইতেই তিনি প্রতিষ্ঠানটীর সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মঠ জীবনে তিনি শ্রীমন্ মঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী (মহো-পদেশক, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি) নামে অধিকাংশে পরিচিত। পরে গত ২৩শে চৈত্র (১৩৮৫) ইং ৬ই এপ্রিল (১৯৭৯) শুক্রবার ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ নামে পরিচিত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'র প্রকাশক তিনি, উক্ত পত্রিকায় তাঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। বিদ্বৎসমাজ তাঁহার ঐ সকল গম্ভীরার্থবোধক প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী তিনটি ভাষায়ই তিনি সুন্দর বক্তৃতা দেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি-মহারাজের বিশ্বব্যাপী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার-প্রসারকল্পে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের সেবোদ্যম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ গৌহাটীমঠের বিশাল মন্দির, নাটমন্দির, সেবকখণ্ডাদি তাঁহারই সেবোৎসাহে নূতনভাবে নির্ম্মিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, তাঁহারই অদম্য সেবোৎসাহে তথায় প্রত্যব্দ ঝুলন-জন্মাষ্টমী সময়ে বহু পারমার্থিক শিক্ষাপূর্ণ দৃশ্য সম্বলিত একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতে দেশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সচ্ছাস্ত্রসম্মত সদ্ধর্ম্ম ও সুনীতি শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পাইয়া থাকেন। ঐ সকল শিক্ষা তিনি কএকবার পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছেন। এই গৌহাটী মঠের প্রতিষ্ঠাকালে ও আন্ধ্রপ্রদেশের প্রচারকেন্দ্র হায়দরাবাদ মঠ স্থাপনকালে শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবায় সহায়তা করিয়া তিনি তাঁহার কৃপাভাজন হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অন্তরে পাশ্চাত্ত্যদেশে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ইচ্ছা পোষণ করিতেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের (তৎকালে শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী) বিলাতে প্রচারোৎসাহ লক্ষ্য করিয়া পরমপূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহাকে তথায় পাঠাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার বিদেশযাত্রার প্রারম্ভিক আয়োজনও কিছু কিছু হইতেছিল। কিন্তু এদিকের নানাবিদ দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্য-গৌরবে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। অতঃপর তিনি তাঁহার সেবকগণকে চিরতরে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন! শ্রীগুরুদেবের সেই মনোঽভীষ্ট সম্পূরণার্থ শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ এবার বহু বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ১লা আগষ্ট (১৯৭৯) বুধবার রাত্রি ১১টার প্লেনে একাকী শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব কৃপামাত্র ভরসা করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র রক্ষা ও পালন করুন এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপাশীর্ব্বাদেই তাঁহার বিদেশযাত্রা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত ২৮শে জুলাই সন্ধ্যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কলিকাতাস্থ মঠের নাট্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠানের যুগ্মসম্পাদক শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের বিলাত যাত্রাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একটি সম্বর্দ্ধনা সভার আহ্বান করেন। এই সভায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ যথাক্রমে ভাষণ দান করিয়া-ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

দক্ষিণ ভারত তীর্থ পরিক্রমা

সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন-মুখে দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শনের

বিপুল আয়োজন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** প্রিয় শিষ্য বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** কৃপানির্দ্দেশে আগামী ঊর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদর ব্রত বা নিয়মসেবাকালে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানসমূহের দর্শন, পরিক্রমা ও মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইবে। "গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সেসব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥"

দেহ, গেহ, কলত্র, পুত্র, বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তত্তদ্বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তত্তৎ বৈকুণ্ঠবস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তদিতর বিষয়ে বিরক্তি বা মুক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধ প্রেমের অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ নিয়ম-সেবাকালের জন্য অবসর লইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিয়া নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতি বিধানের এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শুভযাত্রা ঃ—আগামী ২১ আশ্বিন, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ; ৮ অক্টোবর, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ সোমবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ বগীতে যাত্রা করা হইবে। মাসাধিকব্যাপী দুইবেলা শ্রীভগবৎ-প্রসাদসেবন (আহার), দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত রেলভাড়া, বাসভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্য প্রত্যেক যাত্রী নিজ নিজ ব্যয় বহন করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—(১) **ওয়ালটিয়ার**—পর্ব্বতোপরি শ্রীজিয়ড় নৃসিংহমন্দির, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির ; (২) **কভুর**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও রায় রামানন্দের মিলনস্থান, গোষ্পদতীর্থ, গোদাবরী স্নান ; (৩) **বিজয়ওয়াড়া**—মঙ্গলগিরি, পর্ব্বতোপরি শ্রীপানানৃসিংহ মন্দির, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির ; (৪) **মাদ্রাজ**—পার্থসারথি মন্দির, শ্রীগৌড়ীয়মঠাদি ; (৫) **কাঞ্চিপুরম্**, (৬) **পক্ষীতীর্থ**, (৭) **চিদাম্বরম্**—শ্রীনটরাজ আদি, (৮) **কুম্ভকোণম্**—শ্রীশার্ঙ্গপাণি, কুম্ভেশ্বর আদি ; (৯) **তাঞ্জোর**—বৃহদেশ্বর শিব আদি, (১০) **ত্রিচিনাপল্লী**—শ্রীরঙ্গনাথজী, কাবেরী স্নান ; (১১) **রামেশ্বরম্**, (১২) **মাদুরা**—শ্রীমীনাক্ষী দেবী, (১৩) **ত্রিবান্দ্রম্**—শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ, (১৪) **শ্রীকন্যাকুমারী**, (১৫) **তিরুপতি বালাজী**, (১৬) **শ্রীকালহস্তী**, (১৭) **শ্রীপুরীধাম**, (১৮) **সাক্ষীগোপাল**, (১৯) **ভুবনেশ্বর**। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব তিথিপূজা ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর বুধবার পুরীতে সম্পন্ন হইবে।

রিজার্ভ বগীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। এজন্য পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণকে এখন হইতেই নাম রেজেষ্ট্রী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২৬ ঠিকানায় (ফোন—৪৬-৫৯০০) পত্রদ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক

দৈবানুরোধে অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য। কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য মঠকর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩ পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৭০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৯০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, .৮০

(৪) গীতাবলী ,, .৭০

(৫) গীতমালা ,, .৮০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা .৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ,, ১.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৬২

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ১.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — ,, ১০.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — ,, ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

ভাদ্র
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮৬ | ৭ম সংখ্যা
২৪, হৃষীকেশ ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, শনিবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

সদাচার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

মানবের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার আচার, সৎকর্ম্ম বিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার, জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার, পরস্পর যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের আচার ও অভক্ত দলের আচারে ভেদ আছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে; যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়; অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়। অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাঁহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু—কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রসূতি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণদাসকে স্বভোগ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎ সঙ্গ ক্রমে কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া যোষিৎ-সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাক্তন দুষ্কৃতিক্রমে অসদাচার। আবার যোষিৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে ত্যক্ত-যোষিৎ-সঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন ভাব মাত্র প্রদর্শন করেন তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্তগণ মিছা ভক্ত বলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,"। যিনি অন্তরে বুভুক্ষু, বাহিরে কৃষ্ণ ভজন ভাব প্রদর্শনকারী তিনি মিছাভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু, বাহিরে ভজন-ভাব মাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত তিনিও মিছাভক্ত। মিছা-ভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও, ভক্ত আসল, মিছাভক্ত মেকী।

নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। কেবল লোকবঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণ স্বরূপ—রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু—হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী—কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভ ভট্ট শ্রীমহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীঅদ্বৈত

প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদসঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতপূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগচরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল দলের আশ্রিত সেবকগণ যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিজ্ঞানে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অসমীচীন গুরুর প্রতি অপরাধের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজন পথানুগমন বৃত্তি ত্যাগ করেন তাহা হইলে, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রকৃত আশ্রিত ভক্তগণের শুদ্ধভক্তির প্রতিই দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যদি তাঁহারা প্রাকৃত জড়রসাশ্রিত সহজিয়া বাউলিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের যাজক গুরুগণের তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া, শ্রীমহাপ্রভু প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি পথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া ধারণা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ গুরুভক্ত পদাসীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ কোনদিন প্রাকৃত ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া সদাচার ত্যাগ করিবেন না। শঠ গুর্ব্বাদেশে যদি কেহ ব্রণ চিকিৎসককে অস্ত্রাঘাতকারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গঙ্গায় মৃত সৎকারকারীকে নরহত্যাপরাধে আক্রমণ করেন তাহা হইলে নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কখনই সমর্থন করেন না। আমরা শুনিয়াছি ভাগবত বলেন,—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥"

এই অদ্বৈত প্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের কর্ণে সর্ব্বদা সংকীর্ত্তিত হইতেছে। যখন জগদানন্দ ও মাধবানন্দ নিজ নিজ দম্ভাহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আস্ফালন করিয়াছিলেন এবং পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দয়াল প্রভুদ্বয় মদোন্মত্ত অভিমানী দাম্ভিকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন; যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে পড়ুয়াগণ আক্রমণ করেন তখন তিনি নবদ্বীপ নগর ত্যাগ করিয়া অভক্তকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া সাধু হৃদয় যীশুখ্রীষ্ট যৎপরোনাস্তি নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। যখন শ্রীরামানুজকে চোলরাজ নির্যাতন কল্পে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎসাদনে যত্ন করেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বৈভবাচার্যগণ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য এবং কুরেশাচার্য্য কিরূপ বৈষ্ণব সহিষ্ণুতার আদর্শ। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, বৈষ্ণবদ্বেষী নিজে নিজে স্বকর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া সুকৃতিসম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

"যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥"

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরম দয়াল নিত্যানন্দ পাদপদ্ম ছাড়িয়া না যাই। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে;—

"সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ"

— সঃ তোঃ ১৯।১০ম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(বৈষ্ণব-সদাচার)

প্রশ্ন—কিরূপ লক্ষণান্বিত সাধুর সঙ্গ ও সেবা করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর—"বাহ্লিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রীতি-লক্ষণ অন্বেষণ করত সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণব-দিগের নিয়ত কর্ত্তব্য।" —কৃঃ সং ৮।১৭

প্রঃ—বৈষ্ণবমাত্রের কর্ত্তব্য কি ? বৈরাগ্য কি চেষ্টা-দ্বারা উৎপাদন করিতে হয় ?

উঃ—"বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্ব পাপ, ক্ষয়াবশিষ্ট, ক্ষয়োন্মুখ পাপ বা দৈবাৎ আপনপাপে দোষ দৃষ্টি করিবে না। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ বৈষ্ণব অনাসক্ত-ভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত হরিনাম-রসের সাধন করিবেন। যখন কৃষ্ণরুচি সফল হইলে বিষয়রুচি সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজে-কাজেই অভাবসঙ্কোচরূপ এক-প্রকার সহজ বৈরাগ্যভাবের উদয় হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না।" —শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

প্রঃ—বৈষ্ণবদিগের গুণসকল কিভাবে কীর্ত্তনীয় ?

উঃ—"বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্যাদি অপ্রকাশ্য; সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গুণ-সকল কীর্ত্তন করিবে।"—(শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ) ৩০-৩১, সঃ তোঃ ৭।৩

প্রঃ—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সম্মুখে কিভাবে বসা অনুচিত ?

উঃ—"ভগবান্ বিষ্ণুর বা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের নিকটে পদ বিস্তার করিয়া বসিবে না।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ'—১৪, সঃ তোঃ ৭।৩

প্রঃ—বৈষ্ণবের নিকটে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা কর্ত্তব্য কি ?

উঃ—"বৈষ্ণবদিগের নিকটে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিন্দা করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—৪২, সঃ তোঃ ৭।৪

প্রঃ—সাধক নিজেকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবেন কি ?

উঃ—"আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না।"

—শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ'—৩৫ সঃ তোঃ ৭।৪

প্রঃ—কৃপা করিবার ছলে ধর্ম্মধ্বজী ও মায়াবাদীর সঙ্গ করা দূষণীয় নহে কি ?

উঃ—"যাহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া শঠতা আশ্রয় করত ধর্ম্মধ্বজী বা যোষিৎ-সঙ্গী হয় কিংবা মায়াবাদাদী দুষ্টমত আশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাহা-দিগকে উপেক্ষা করিবেন, কোন মতেই তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না; তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলে তাহাদের সঙ্গ করিয়া অনেকে অবশেষে অধঃপতিত হন।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—বিষয়ীদিগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্ত্তব্য কি ?

উঃ—"কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী ন'ন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন; তাঁহাদের সঙ্গও সর্ব্বদা পরিহার্য্য।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—গৃহস্থ বৈষ্ণব কিরূপ ব্যক্তির গৃহে প্রসাদ পাইবেন ?

উঃ—"গৃহস্থ বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ অন্নপান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার ভেদ কি স্মর্ত্তব্য নহে ?

উঃ—"মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—অসৎসঙ্গসত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তিলাভের আশা আছে কি?

উঃ—অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—কোন্‌টি বৈষ্ণবের প্রধান আচার?

উঃ—"অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গী ও অভক্ত। স্ত্রীভক্তের পক্ষে পুরুষসঙ্গীকে 'অসৎ' বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী ও বৈধসম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষ—এই দুই প্রকার যোষিৎ-সঙ্গী।"

—-সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

প্রঃ—প্রতি হরিবাসরে কোন্ বিষয়টি বিশেষ চিন্তনীয়?

উঃ—"প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবে।"

—'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

প্রঃ—বৈষ্ণবাচার কিরূপে রক্ষিত হয়?

উঃ—"অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার—অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তি-হীন।" —'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

প্রঃ—কোন্ বিচারে বৈষ্ণবের সম্মাননা কর্ত্তব্য?

উঃ—"যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাকারী গৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন।"

-- জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—ত্যাগী ভক্তের অধিকার কিরূপ?

উঃ—"গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহা-শূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ জন্য অভাবকালে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্ম্মুখ-সঙ্গে তুচ্ছ-জ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা এবং জীবনে-মরণে রাগদ্বেষ-রহিতত্তা।"

— জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আগরতলা (ত্রিপুরা) শাখা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-জিউ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও রথযাত্রা মহোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাক্ষেত্র শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-দয়িত মাধব মহারাজের প্রিয় শিষ্য ও অধস্তন বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা আগরতলাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউ মন্দিরে গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৬), ইং ১০ই জুন (১৯৭৯) রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব; ১০ই আষাঢ়; ২৫শে জুন সোম-বার শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন মহোৎসব; ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব মহোৎসব, ১৫ই

আষাঢ়, ৩০শে জুন শনিবার শ্রীহেরাপঞ্চমী বা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিজয় মহোৎসব এবং ১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনোৎসবের পূর্ব্বদিবস ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন রবিবার অমাবস্যা তিথিতে শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব তিথিপূজা মহোৎসব ও তদীয় মহিমাশংসন মুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীল তীর্থ মহারাজ গত ২১শে জুন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনগোপাল দাস ব্রহ্মচারীসহ এরোপ্লেনযোগে আগরতলা যাত্রা করেন। মঠ হইতে সকাল ৭॥ ঘটিকায় ট্যাক্সিযোগে দমদম বিমানবন্দরে যাত্রা করা হয়। দমদম হইতে ১০-১০মিঃ এ বিমান ছাড়ে। আমরা ১১-১০ মিঃএ আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছাই। বিমানখানি মেঘমালার অনেক উপর দিয়া স্থির পথে চলিতেছিল। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তসহ বিমানবন্দরে বিমান হইতে অবতীর্ণ আমাদিগকে কীর্ত্তনমুখে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। মুখ্য কীর্ত্তনীয়া আগরতলার মঠরক্ষক শ্রীমন্ নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী আমাদিগকে বিমান ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী মঠে লইয়া যাইবার জন্য একখানি বাস ও একখানি জিপ্ কারের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। বাসখানি ভক্ত শ্রীগোপালবাবুর এবং জিপ্খানি ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বসাক মহাশয়ের। ইঁহারাও আসিয়াছিলেন। ভক্ত শ্রীনেপাল বাবুও শ্রীমঠের বহুসেবা করিয়া থাকেন। তিনিও বিমান বন্দরে আসিয়াছিলেন। আমরা মঠে পৌঁছিয়া মাধ্যাহ্নিক ভোগারতি দর্শন করি। উচ্চচূড় মূলমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহন ও শ্রীশালগ্রামাদি বিগ্রহের আরাত্রিক করিতেছিলেন—শ্রীমন্ ননীগোপাল দাস বনচারী এবং ইহার পার্শ্বস্থ চূড়াবিহীন স্বতন্ত্র মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গন্নাথ বলরাম সুভদ্রা জিউর আরাত্রিক করিতেছিলেন—শ্রীমন্ রাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী, স্নানযাত্রার পর ১৫ দিন অনবসরকাল বলিয়া শ্রীজগন্নাথের দর্শন বন্ধ থাকে। আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে জয়গান করেন বর্ত্তমান শ্রীমঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব। প্রণামান্তে বার চতুষ্টয় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনঃ প্রণাম করিয়া আমরা বিশ্রামকক্ষে আসিয়া বিশ্রাম করি এবং স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে প্রসাদ পাই।

এই ইষ্টকনির্ম্মিত বিশ্রামকক্ষ চতুষ্টয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্যরত্ন শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজই আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। একখানিতে তিনি বাসও করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাঁহার ব্যবহৃত খাট, শয্যা টেবিল চেয়ারাদি আসবাবপত্র যথাযথরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, তথায় তাঁহার আলেখ্যার্চ্চা পূজিত হইতেছেন। দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। তাঁহার প্রকটকালীয় প্রিয় সেবক শ্রীমান্ মদনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী আগরতলা মঠে পক্ষকাল অবস্থান-কালে পূর্ব্ববৎ অনুরাগ ভরে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটকালোচিত সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমঠের সেবা-সমৃদ্ধির কত পরিকল্পনা শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার হৃদয়ে পোষণ করিতেন। বর্ত্তমান আচার্য্যদেবও তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই সকল মনোঽভীষ্ট ক্রমশঃ পূরণ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। মূলমন্দিরের দুই পার্শ্বে স্বতন্ত্রভাবে দুইটি কক্ষ আছে। নাটমন্দিরে ছিল না, পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবই পাকা মেজে; উপরে করোগেট্ শেড বিশিষ্ট একটি প্রশস্ত নাট মন্দির করাইয়া গিয়াছেন। নাটমন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি ছোট টিনের ঘর শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামন্দিররূপে কল্পিত হইয়া থাকে। সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেব প্রথম রথযাত্রা দিবস হইতে অষ্টরাত্র ঐ ঘরে সেবিত হইয়া পুনর্যাত্রাদিবস রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিজ মূলমন্দিরে শুভবিজয় করেন। শ্রীমন্দিরের চূড়া বা শীর্ষদেশ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ক্রমোন্নত, এবার তাহা গৈরিক রাগে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীমন্দিরের সিংহাসনটিও অপূর্ব্ব দর্শন, যেন মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। ইহাও পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল মাধব মহারাজই করাইয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরটী ত্রিপুরার মহারাজের মন্দির। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-

দেবের সেবার দুরবস্থা দেখিয়া বর্ত্তমান ভারত সরকার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পূজ্যপাদ মাধব মহারাজকে এই শ্রীমন্দিরের সেবাভার সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়াছেন। সেবার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পূজারী শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী খুব নিষ্ঠার সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ।

মঠ ও মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, মঠবাসি ভক্তগণের মুখ-মাধ্যমেই তিনি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী জগন্মঙ্গল-বিধানার্থ প্রচার করান। মঠ শব্দের অর্থ মন্দির হইলেও মঠের বৈশিষ্ট্য এই যে—'মঠন্তি বসন্তি যত্র পরমার্থ শিক্ষার্থিনঃ' অর্থাৎ যে মন্দিরে পরমার্থ শিক্ষার্থিগণ বাস করেন; সুতরাং তাহা পরমার্থ শিক্ষালয় বা বিদ্যালয়—পরবিদ্যা-মন্দির। এই মন্দিরের শিক্ষকগণ আচারপ্রচাররত ভজনবিজ্ঞ ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞ—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। অর্চ্চা বিগ্রহের মন্দির জগতে বহু আছেন সত্য, কিন্তু এই প্রকার পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরই প্রকৃত জগন্মঙ্গল বিধায়ক। সুতরাং ইহার মর্য্যাদা সর্ব্বপ্রযত্নে সংরক্ষণীয়।

শ্রীমঠের সেবকখণ্ড শীঘ্রই দ্বিতলভবনে পরিবর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সেবকগণের অসুবিধা নিবারণার্থ শৌচাগার ও স্নানাগারাদি পাকা করা হইতেছে। কএকখানি অস্থায়ী টিনের ঘর আছে, তাহাতেও সেবকগণ বাস করেন, একখানিতে গরু থাকে, একখানিতে ভোগরন্ধনাদি হইয়া থাকে। একটি বড় পুষ্করিণী আছে, তাহা সংস্কার করিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে। প্রায় ৬বিঘা জমি, কএকটি আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। মঠ-সেবকগণ নিত্য ব্যবহার্য্য কিছু কিছু শাকসব্জিও করিয়া লন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্বে কিছু ফাঁকা জমিও আছে। তৎসম্মুখে প্রশস্ত রাজপথ। তৎপূর্ব্বে বিশাল রাজসরোবর। রাজভবনও খুব নিকটে। কিন্তু সেদিকে তাকালেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য কন্যা দেবযানী এবং ঐ শুক্রাচার্য্য শিষ্য বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা—এই দুই প্রধানা পত্নী। দেবযানীর গর্ভে পরম ধর্ম্মশীল যদু ও তুর্ব্বসু—এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যদুবংশে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। শর্ম্মিষ্ঠা গর্ভজাত দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু—এই তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যুর বংশধর ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ। কনিষ্ঠপুত্র পুরুর যৌবন বিনিময়ে মহারাজ যযাতি বহুকাল ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের পর নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
>
> —ভাঃ ৯।১৯।১৪

অর্থাৎ ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না।

একটি অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আজ কালপ্রভাবে লুপ্ত প্রায়। তাই শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

> "পাপ-পুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ,
> ধনজন সব মিছা ধন্দ।
> মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,
> তবু কার্য্য কর সদা মন্দ॥
> **রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,**
> দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
> হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
> তাঁরে মন সদা কর ভয়॥
> পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
> তারে মন দূরে পরিহরি'।
> পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
> পুণ্য, পাপ দুই ত্যাগ করি'॥
> প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
> আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়।
> নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
> পরতত্ত্ব করিলে উপায়॥"

ভারতের বহু প্রাচীন রাজবংশের গৌরবরবি আজ এইরূপেই ক্রমশঃ অস্তমিত হইতে বসিয়াছে। ত্রিপুরার

রাজপরিবারের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ত্রিপুরারু পূর্ববর্ত্তী মহারাজ শ্রীমদ্ বীর-বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য-বাহাদুর আমাদের শ্রীধাম-মায়াপুরে; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অমাত্যবর্গসহ আসিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রভুপাদের পাদপদ্মে গুরুর ন্যায় যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। ত্রিপুরাধিপতি বহুকাল ধরিয়া আমাদের শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার সভাপতিরূপে বৃত হইয়া আসিয়াছেন। ত্রিপুরার মহারাজ শ্রীমদ্ বীর-বিক্রমকিশোর মাণিক্যবাহাদুরই শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠের অভ্রভেদী মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা সেবানুকূল্যও প্রেরণ করিয়াছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও রাজভবনকে তাঁহাদের পরম পবিত্র পদাঙ্কপূত করিয়া তথায় ভগবৎ-কথামৃত বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং সেই বিচারে ত্রিপুরার রাজভবন আমাদের নিকট একটি পরম পবিত্র তীর্থ স্বরূপ। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজও ঐ পূতস্মৃতি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তথায় মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহের দৈনন্দিন সেবাপূজা পরিচালনের ও হরিকথামৃত বিতরণের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ অনুগ্রহ। পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে নিজ নিকট বাস সৌভাগ্য দিয়া তদ্দ্বারা পরমারাধ্য প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠের সেবা প্রকট করাইলেন। বঙ্গদেশে যশড়ায়ও (চাকদহের নিকটবর্ত্তী) শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের প্রেমাকৃষ্ট সাক্ষাৎ শ্রীনীলাদ্রিনাথ জগন্নাথদেব একভঙ্গী করিয়া তাঁহার পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন সেবাভার তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। আবার আগরতলায়ও সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেবই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সেবাধিকার সমর্পণ করিয়াছেন।

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে আগরতলায় শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর স্নানযাত্রা মহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ প্রমুখ মঠবাসি ব্রহ্মচারিবৃন্দ আগরতলাবাসী গৃহস্থভক্ত ও সজ্জনবৃন্দকে লইয়া মহাসমারোহে সম্পাদন করাইয়াছেন। স্নানের পর শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে শ্রীমন্দির পার্শ্বস্থ একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে রাখিয়া তথায় তাঁহাদিগের দৈনন্দিন নিয়মিত সেবাপূজা, ভোগরাগ ও শ্রীঅঙ্গরাগাদি সেবা সম্পাদিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহাদের দর্শন বন্ধ থাকে। কথিত আছে এই পূর্ণিমা বাসরে শ্রীজগন্নাথদেব প্রপঞ্চে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই দিবস শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজাও তদীয় মহিমাশংসন-মুখে সম্পাদিত হয়। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে প্রত্যহই সকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠ-কীর্ত্তন হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিবসে ভাষণাদিরও ব্যবস্থা হয়। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব এবং ৪ঠা আষাঢ় শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব-মহোৎসব তাঁহাদের পরম-পূত চরিতামৃত আস্বাদন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৬ই আষাঢ় হইতে বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে তদীয় নির্দ্দেশানুসারে পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ৬ই আষাঢ় রাত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব পাঠকীর্ত্তন করেন। ৭ই আষাঢ় রাত্রে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর ভাষণ হয়। ৮ই আষাঢ় পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীনিম্বাদিত্য সম্প্রদায়াশ্রিত ভক্ত শ্রীযুত নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে মহাশয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যদেবের প্রকোষ্ঠে তদীয় আলেখ্যার্চ্চা সমক্ষে বীণা (এসরাজ) বাদন সহকারে ভজন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তিনি ঐ বীণা বাদনে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। একাশীতি বর্ষ বয়স্ক তিনি। ত্রিপুরার রাজপরিবারেও তাঁহার বীণাবাদন নৈপুণ্য বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মঠে ও শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন। বসাক

মহাশয় প্রতি শনিবারেই তাঁহার গৃহে আমাদের মঠের ভক্তদ্বারা পাঠকীর্ত্তন করাইয়া থাকেন এবং শ্রীমঠের নানাপ্রকার সেবাও করেন। অদ্য সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হয়।

৯ই আষাঢ়—শ্রীমঠে শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব-তিথিপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবিগ্রহের বিশেষ পূজা ও ভোগারাত্রিকের পর মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নর-নারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সভার অধিবেশন হয়. শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম পবিত্র মহিমাশংসন-মুখে ভাষণ দান করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করেন।

১০ই আষাঢ়—শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-মহোৎসব। এই দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাজিউ পক্ষব্যাপী অনবসরকালীয় রুদ্ধদ্বার বাসগৃহে গিয়া এই শালগ্রামে তাঁহাদের অভিষেক সম্পাদনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাসহ অদ্য অপরাহ্ণে মহাসঙ্কীর্ত্তন মধ্যে তাঁহাদের মূলমন্দিরে শুভবিজয় করতঃ রত্ন-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামদনজিউ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাজিউ এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলার অধিষ্ঠানে সিংহাসন আজ পরিপূর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন, ভক্তবৃন্দের শৃঙ্গার নৈপুণ্যও অতীব নয়নমনোমুগ্ধকর। আগরতলায় আজ সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সবিগ্রহে আবির্ভূত। পুরুষ ভক্তবৃন্দের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও মহিলা ভক্তবৃন্দেরও মুহুর্মুহুঃ জয়জয়কার (হুলুধ্বনি) ধ্বনিসহ "জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো-শোভা" ইত্যাদি এবং "জয় জয় রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন" ইত্যাদি মহাজন-পদাবলীর উচ্চ সংকীর্ত্তন মধ্যে আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব পরম ভক্তি-ভরে বহুক্ষণ যাবৎ জয়গান করেন। অতঃপর দণ্ডবৎ-প্রণতি-বিধানান্তে তুলসী-আরাত্রিক-কীর্ত্তনমুখে বার-চতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হইল। পুনরায় দণ্ডবৎ-প্রণতি বিধানান্তে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেব, সেক্রেটারী সুবক্তা শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে পরমারাধ্য প্রভুপাদ ব্যাখ্যাত অনুভাষ্য বর্ণিত লীলারহস্য-ব্যাখ্যা-মুখে ভাষণ দান করেন। হৃদয় বৃন্দাবনে শ্রীভগবান্‌কে বসাইতে হইলে হৃদয়খানি কিরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে, কিরূপে অন্যাভিলাষ, বুভুক্ষা, মুমুক্ষা ও সিদ্ধিলালসাদি স্থূল ও সূক্ষ্ম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-ময় কামকে দূরীভূত করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-ময় প্রেমসিংহাসন স্থাপন করতঃ তথায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা প্রকট করিতে হইবে, ইহা আলোচনাই ভাষণের সারমর্ম্ম। হৃদয়ে কামক্রোধাদি রিপু পোষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইয়া ভক্তির অন্তঃসারহীন বাহ্যানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলপ্রদ হয় না। রথযাত্রা লীলার প্রধান রহস্যই হইতেছে—"কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই এভাব অন্তরে।" সুতরাং অন্তর বৃন্দাবনভাবময় না হইলে তাহা শ্রীরাধার প্রাণধন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে বসাইবার যোগ্য হইবে না। এজন্য রথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীমন্মহা-প্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলাদর্শ প্রকাশের এত তৎপরতা। সভার উপক্রম ও উপসংহারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ সুকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন।

১১ই আষাঢ়—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব। মঠে আজ লোকে লোকারণ্য—ভক্তকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কৃষ্ণকোলাহল মুখরিত। সকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরথযাত্রা ও শ্রীস্বরূপদামোদর কথা পাঠ করা হয়। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অদ্য মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারী শ্রীমঠে প্রসাদ সম্মান করেন। আগরতলা একটি ভক্তের স্থান। বর্ত্তমান শ্রীআচার্য্যদেবের আগরতলায় শুভাগমনা-বধি পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে বহু ভক্ত তাঁহার নিকট হরি-কথা শ্রবণার্থ সমবেত হন। প্রায় প্রতি রাত্রেই তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের সুললিত ভাষণ হয়। উচ্ছ্রবণার্থও শ্রোতৃ-

বৃন্দের আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরাহ্ণ প্রায় ৩॥ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাজিউ শ্রীতুলসীদেবীসহ রথারোহণ করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমন্ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সপরিকর জগন্নাথদেবকে পাণ্ডুবিজয় বা পহাণ্ডি করান অর্থাৎ শ্রীমন্দির হইতে লইয়া রথে উঠাইয়া দেন। রথোপরি অবস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন সেবা কার্য্যে ব্রতী হন—শ্রীমন্দিরের প্রধান পূজারী শ্রীমন্ ননীগোপাল দাস বনচারী তৎসহায়ক শ্রীরাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক শ্রীমন্ নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ মদনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ দুর্দ্দৈবমোচন দাস ব্রহ্মচারী। প্রধান পূজারী যথাবিহিত পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিলে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিসহ তুমুল জয়ধ্বনি মধ্যে রথ টানা আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের মূল গায়কত্বে রথাগ্রে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন চলিতে থাকে। রথের দুইপার্শ্বে সম্মুখে ও পশ্চাতে অগণিত লোকসংখ্যা। শান্তিরক্ষার নিমিত্ত রাজ্য সরকার হইতে শতাধিক পুলিশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাঁহারা রথ রজ্জু আকর্ষণ ও রথের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ভক্ত নরনারীবৃন্দও রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। যাত্রাবহুল পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীজগন্নাথদেবকে ফলমূল মিষ্টান্নাদি বিভিন্ন ভোগ সম্প্রদান করিতেছিলেন। এদিকের একটি রেওয়াজ দেখা গেল রথোপরি ফল ছুড়িয়া মারা। পূর্ব্বে বড় বড় কাঁঠাল, নারিকেল, আম্র, কদলী, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল ছুড়িয়া মারা হইত, তাহা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে পর্য্যন্ত লাগিত, ভক্তগণও দারুণ আঘাত পাইতেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যদেব বক্তৃতাদি মুখে ও মুদ্রিত বিজ্ঞাপনাদি বিতরণ দ্বারা ঐ ভয়াবহ প্রথাটি অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি দেখিলাম অসংখ্য পক্ক কদলী দূর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে লাগিতেছে, ভক্তগণও তাহার আঘাত প্রাপ্ত হইতেছেন। অকস্মাৎ কাহারও চক্ষুতে লাগিয়া গেলে খুবই অনর্থ ঘটিতে পারে। এজন্য ভক্ত সাধারণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা এইভাবে দূর হইতে ফল প্রভৃতি ছুড়িয়া না মারিয়া নিকটে আসিয়া যেন তাঁহাদের ভোগ ভক্তি সহকারে নিবেদন করেন। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে বলিতেছেন—যিনি আদর করিয়া ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা কিছু দ্রব্য প্রদান করেন, আমি আমার ভক্তিপ্রভাবে বিশুদ্ধ চিত্ত সেই ব্যক্তির ভক্তিপ্রদত্ত পত্রাদি সমস্তই ভক্ষণ করি। (গীতা ৯।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভোগ ছুড়িয়া মারিয়া ভক্ত ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করা কখনই ভক্তি বলিয়া গণ্য হয় না এবং তদ্দ্বারা কেহ কোন কল্যাণও লাভ করিতে পারেন না। শুনিলাম এই সময়ে কদলী প্রভৃতির দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। যাহা হউক "আপন ইচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে" এই রীতি অবলম্বনে স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছায় রথখানি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় রাস্তায় একস্থানে ইলেকট্রিক তার লাগিয়া রথের চূড়াটি খসিয়া যায়। তাহা সেইস্থানে রাখিয়া রথ লইয়া মঠে আসা হয়। কিন্তু পরে সে চূড়াটি আর সেখানে পাওয়া গেল না, কেহ বলিতেও পারিল না। ভগবদিচ্ছায় পরদিন ঐ স্থান হইতে অনেক দূরবর্ত্তী একটি স্থানে উহার সন্ধান পাইয়া সেস্থান হইতে উহা মঠে আনা হয়। উহার সন্ধান মঠে না জানাইয়া দূরে সরাইবার মতলব দুরভিসন্ধিমূলক ব্যতীত আর কি হইতে পারে! অদ্বিতীয় ভোক্তা বিশ্বতশ্চক্ষু শ্রীজগন্নাথকে ফাঁকি দিতে গিয়া যে নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়, তাহা ভোগোন্মত্ত মানুষ বুঝিতে পারে না। শ্রীভগবান্ উহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

করুণাময় শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবের শুভেচ্ছায় সন্ধ্যায় রথ নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রথোপরি তাঁহার একটি ভোগ ও ভোগের পর আরাত্রিক বিহিত হয়। অতঃপর পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবকগণ তাঁহাকে শ্রীশ্রীবলরাম

ও শ্রীসুভদ্রাসহ শ্রীমন্দিরের পার্শ্বস্থ গুণ্ডিচামন্দিররূপে কল্পিত একটি গৃহে সিংহাসনোপরি স্থাপন করেন। এখানেই সপরিকর জগন্নাথ অষ্টরাত্র অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, তন্নিজশক্তি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং শ্রীবৃন্দাদেবীকে মুল মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর উভয় মন্দিরেই আরাত্রিক আরম্ভ হইয়া যায়। বলাবাহুল্য গুণ্ডিচামন্দিরেও শ্রীগুরুদেবের একমূর্ত্তি আলেখ্যার্চ্চা ও শ্রীবৃন্দাদেবীকে সংরক্ষণ করা হয়। উভয় মন্দিরে আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে উভয় মন্দির পরিক্রমণমুখে শ্রীতুলসীদেবীর আরাত্রিক কীর্ত্তন করা হয়। অনন্তর নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেব তৎপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনানুসারে রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'যঃ কৌমারহরঃ', 'প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণঃ', 'আহুশ্চ তে নলিননাভ' ইত্যাদি শ্লোক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যানুসরণে ব্যাখ্যা করা হয়। শ্রীরাধারাণী তাঁহার বৃন্দাবন ভাবময় মনোরথে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে বসাইয়া কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল হইতে যে সুন্দরাচলরূপ বৃন্দাবনে—গুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া যাইতেছেন, ইহাই শ্রীরাধা-ভাববিভাবিত গৌরসুন্দরের শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-দর্শনলীলারহস্য। উপক্রম ও উপসংহারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করেন।

১২ই আষাঢ়, ২৭ জুন বুধবার হইতে ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে বিশিষ্ট নাগরিকগণের সভাপতিত্বে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

সভার প্রথম দিবস ১২ই আষাঢ়—নির্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীকিরণ্ময় লাহিড়ী (গৌহাটী হাইকোর্ট, আগরতলা বেঞ্চ) মহাশয়ের বিশেষ কার্য্যবশতঃ অনুপস্থিতি-হেতু প্রধান অতিথি শ্রীনীহারকান্তি সিন্‌হা (ইঞ্জিনিয়ার, ত্রিপুরা সরকার) মহোদয়ই সভাপতিপদে বৃত হন। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের অবদান। বক্তা—(১) শ্রীল আচার্য্যদেব—তীর্থ মহারাজ, (২) শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, (৪) মাননীয় সভাপতি। ধন্যবাদ দান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন—শ্রীল আচার্য্যদেব। উদ্বোধন ও উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ। রাত্রি ১০॥টা পর্য্যন্ত সভা হয়। সন্ধ্যায় বেশ বৃষ্টি হইয়া যায়।

আগরতলাস্থিত ত্রিপুরা অল ইণ্ডিয়া রেডিও ষ্টেশনের ম্যানেজার শ্রীচক্রবর্ত্তী মহোদয় সমগ্র ত্রিপুরায় রেডিও যোগে প্রচারের জন্য শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার ঐতিহাসিক প্রাকট্য ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা অদ্য সন্ধ্যায় টেপরেকর্ড যন্ত্রে গ্রহণ করেন। ভাষণের পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের 'হরের্নামৈব কেবলম্' ইত্যাদি শ্রীনামমহিমাসূচক কীর্ত্তন এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেবনাথ মহাশয়ের সুললিত মৃদঙ্গবাদনও টেপরেকর্ডে রেকর্ড করিয়া লয়েন। উহা পরে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

সভার ২য় দিবস ১৩ই আষাঢ়—সভাপতি শ্রীঅচিন্ত্য কুমার রায়—অধ্যক্ষ এম, বি, বি কলেজ। প্রধান অতিথি—অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য বিষয়—বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। বক্তা—শ্রীল শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, প্রধান অতিথি ও সভাপতি। ধন্যবাদ দেন—শ্রীল তীর্থ মহারাজ। অদ্যও সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জন্য শ্রোতা আশানুরূপ না হইলেও নাটমন্দির ভরিয়া গিয়াছিল।

ঐ ৩য় দিবস ১৪ই আষাঢ়—অদ্য একরূপ সারাদিনরাত্রিই বৃষ্টি হইতেছে। তথাপি সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হয়। নির্দ্ধারিত সভাপতি ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন ও পরিসংখ্যান মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায় মহাশয়ের বিশেষ কার্য্যবশতঃ অনুপস্থিতি নিবন্ধন প্রধান অতিথি শ্রীরমাপতি সেনগুপ্ত (অফিসার অন্ স্পেশাল ডিউটি, সচিবালয়—ত্রিপুরা সরকার) মহোদয়ই সভাপতি পদে বৃত হন। অদ্যকার বক্তব্যবিষয়—ঈশ্বর,

জীব ও জগৎ। বক্তা—শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও সভাপতি। সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে খুব জোর বৃষ্টি নামে।

সভার ৪র্থ দিবস ১৫ই আষাঢ় শ্রীহেরাপঞ্চমী। সকালে মঙ্গলারতি, মন্দির পরিক্রমা ও প্রভাতী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীহেরাপঞ্চমী বা শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। পরে কীর্ত্তন হয়। অদ্যও সারা দিনরাতই বৃষ্টি; সন্ধ্যার পর বৃষ্টির বেগ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছায় সভার অধিবেশন বন্ধ হয় নাই। শ্রোতা কম হইলেও যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সত্যই শ্রবণ-পিপাসু বিশিষ্ট সজ্জন। অদ্যকার সভাপতি—ত্রিপুরা বিধান সভার সচিব—শ্রী ডি চক্রবর্ত্তী। প্রধান অতিথি—শ্রীমৃণালকান্তি চক্রবর্ত্তী—শিক্ষা অধিকর্ত্তা, সমাজকল্যাণ বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। বক্তা—প্রথমে শ্রীল তীর্থ মহারাজ, পরে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, তৎপর যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতির ভাষণ হয়। শ্রীল তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ দান করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি বহু পথনির্দ্দেশ থাকিলেও ভগবানকে পাইবার উপায় যে একমাত্র 'ভক্তি' তাহা শ্রীভগবান্ ভক্ত্যা মামভিজানাতি, ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ, ভক্তিরেবৈনং নয়তি দর্শয়তি ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে স্বয়ংই জানাইয়া গিয়াছেন। সভাপতি অথবা প্রধান অতিথি একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। এক শৃগাল ও বিড়ালে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কুকুরে তাড়া করিলে কি করা যাইবে, এ বিষয়ে কথা উঠিলে শৃগাল বলে আমি সব দিক দিয়াই পলাইতে পারি। কিন্তু শৃগাল সবদিক দিয়া ছুটিয়াও দ্রুতগামী কুকুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, বিড়াল একটি গাছে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিল। দৃষ্টান্তটি আপাত শ্রুতিমধুর হইলেও অনেকের ধারণা ভক্তিপথ অসমর্থের পক্ষে বরণীয়, বস্তুতঃ ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি যাবতীয় পথ ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক। "জ্ঞান-কর্ম্ম ভক্তি বিনা দিতে নারে ফল" ইত্যাদি বিচার আচরণীয়। "যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" (ভা ৫।১৮।১২) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলাভক্তি, সমস্ত গুণসহ দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। সুতরাং ভক্তিপথ যে কেবল দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণীয় তাহা নহে—ইহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। ভক্তি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি, তাঁহার সমাশ্রয় ব্যতীত ভগবানকে পাইবার অন্য কোন উপায়ই থাকিতে পারে না—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা। উপক্রম ও উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ।

সভার ৫ম দিবস—১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই রবিবার—অদ্য সকালে আমরা (শ্রীল তীর্থ মহারাজ, ভারতী মহারাজ, জনার্দ্দন মহারাজ, পুরী মহারাজ, কেশব প্রভু, কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, বৃষভানু দাস ব্রহ্মচারী, মৃদঙ্গবাদক শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ প্রভৃতি) শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বান্ধব ভক্ত শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া যাই। তথায় বন্দনার পর প্রথমে ব্রহ্মচারী বৃষভানু দাস, পরে শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন করেন, অতঃপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণপূজা অন্তে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমদ্ ভাগবতামৃত পরিবেশন কথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথার পর পুনরায় কীর্ত্তন হয়। সগোষ্ঠী ভক্তবর গোপালবাবু গৃহাগত সকল বৈষ্ণবপ্রতিই যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। এস্থান হইতে আমরা ভক্ত শ্রীসুনীল চন্দ্র বণিক মহাশয়ের গৃহে আহূত হইয়া যাই; তথায়ও কৃষ্ণকার্ষ্ণপূজা অন্তে হরিকথা হয়। শ্রীনামমহিমা, শ্রীপ্রকাশানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ, কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠসাধন এবং তৎপ্রেমোৎপাদনে মহাবলিষ্ঠ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এখানেও হরিকথারম্ভের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়। এস্থান হইতে আমরা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। অদ্য মধ্যাহ্নে শ্রীযুত দীপক সাহা নামক একভক্ত শ্রীমঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র ভোগরাগের ব্যবস্থা করেন। প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে ২টা বাজিয়া যায়।

সন্ধ্যায় সভার ৫ম দিবসীয় অধিবেশন হয়। অদ্যকার সভাপতি—ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক এবং প্রধান অতিথি—ডক্টর শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র নাথ, অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা। বক্তব্যবিষয়—ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। বক্তা—প্রথমে আচার্য্যদেব শ্রীল তীর্থ মহারাজ, পরে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। অতঃপর প্রধান অতিথি ও সভাপতির ভাষণ হয়।

আশাবন্ধ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

নৈরাশ্য ও আশাবন্ধ দুইটী কথা। তন্মধ্যে প্রথমটিকে জগতের লক্ষ্যে ও দ্বিতীয়টীকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্যে ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে জাগতিক সম্বন্ধ বা সম্পর্কগুলি অত্যন্ত অগভীর ও তৎকালিক হওয়ায় সর্ব্বদাই মৃতকল্প অর্থাৎ আরম্ভেই মৃতবৎ বলিয়া তৎপ্রতি অভিনিবেশ হইতে গভীরতম দুঃখের সম্ভাবনা হয়; "দারা, পুত্র, বন্ধু যত মরে যাবে শত শত, আপনাকে হও সাবধান"—মহাজন বাক্য। এই জন্যই সুবুদ্ধিমান্‌জন জগদ্ব্যাপারে চিরকাল নৈরাশ্যই পোষণ করিয়া সুখ লাভ করেন। বৈকুণ্ঠ ব্যাপার কিন্তু তদ্বিপরীত। বৈকুণ্ঠের সম্বন্ধ ও সম্পর্কগুলির মধ্যে কোন প্রকার খাদ নাই, অনিত্যতা নাই। তথায় মৌলিকভাবের সমাবেশ রহিয়াছে। যদিও তাহা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তথাপি শুশ্রূষু হইয়া সাধুমুখবিগলিত হরিকথামৃত শ্রবণ করিলে কিঞ্চিৎবোধের বিষয় হয়। বোধই ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু বদ্ধজীবের দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্ত, কলত্রাদির বোধ জীবের ব্যক্তিত্ব আবৃতই করিয়া থাকে। নিত্যানিত্য-বিবেক-রহিত জীবই বদ্ধজীব অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব রহিত জীব। জড়ের মধ্যে ইচ্ছা ও অনুভূতির অভাব হইলেও ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান্ থাকিলেই যেমন তাহাকে ব্যক্তি বলা যায় না, তদ্রূপ স্বচ্ছ অনুভূতি রহিত বদ্ধজীবের ক্রিয়াশীলতা জড়-জাড্যেরই পরিচয় প্রদান করে মাত্র। অখণ্ড-চৈতন্য-সম্বন্ধ যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই বোধসৌকর্য্য সাধিত হইবে এবং ততই ব্যক্তিত্বের নির্ভুল প্রকাশ অনুভূত হইবে। নির্ভুল-ব্যক্তিত্বে কোন বন্ধন নাই। ইহাকেই ঈশ্বর-সান্নিধ্য বা মুক্তি বলে। প্রকরণভেদে মুক্তি বিবিধ প্রকারের হইলেও সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিই ভক্তিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত।

আশাবন্ধে—কৃষ্ণকৃপা লাভের আশাই দৃঢ়তর হয়। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের শতসহস্র নৈরাশ্যের মধ্যেও একই আশার প্রদীপ্ত দীপ শিখা—"কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ সবার", "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' মানি।"—মহাজন বাক্য।

শ্রীগুরুদেবের নির্ভুল ব্যক্তিত্বেই মাত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এবং তিনিই মাত্র অপরাপর জীবের হৃদয়ে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে পরিবর্ত্তনশীল অভিমান-সমূহের মধ্যে বদ্ধজীবের সংসার এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধবিশিষ্ট স্থির অভিমান সুমুক্ত জীবের সংসার চেষ্টা একপ্রকার নহে। বদ্ধ জীবের সংসার-চেষ্টার মধ্যে নৈরাশ্যই মাত্র সার হয় এবং তাহার চেষ্টা সমূহ কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধীকৃত জীবের যাবতীয় চেষ্টার মধ্যে কেবল কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যপরতা-মাত্র থাকায় শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্বে শক্তিমানের যাবতীয় সুখ শক্তিতেই সঞ্চারিত হয়। শক্তিমানের সুখেই মাত্র শক্তির সুখ। জৈব সুখের স্বাতন্ত্র্য কল্পনই মায়া। মায়া হইতে চিরতরে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকৃপারই আশাবন্ধ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকৃপার আশাবন্ধ হইতে বদ্ধজীবের অনায়াসে

সংসার মুক্তি। মুক্ত কৃষ্ণভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণে রতির তারতম্যে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব ইত্যাদি বিবিধপর্য্যায়ের প্রেমের উপাদান লাভ হয়। অবশ্য মহাভাবস্বরূপিণী একমাত্র শ্রীমতী বৃষভানুরাজ-নন্দিনী। শ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তদীয় শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোকে রাধাভাব-বিভাবিত-প্রণয়-সূচক বাক্যে বলিয়াছেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের ভাবানুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—

"আমি—কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥"
"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হইল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥"

—এইসকল মহাজন-বাক্যে, আশাবন্ধই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই আশাবন্ধে ক্রমশঃ জড়ীয় দেশকালের ব্যবধান তিরোহিত হইলে অপ্রাকৃত বিষয়বস্তুর অখণ্ডতায় সমগ্র প্রেমতাৎপর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য উদিত হয়।

ভক্তের ভগবান্

মহারাজ অম্বরীষ-চরিত্র

(৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ভগবান্ শ্রীহরির আদেশে দুর্ব্বাসা অম্বরীষ সন্নিধানে উপনীত হইয়া দুঃখিত চিত্তে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন। দুর্ব্বাসা অম্বরীষের পাদস্পর্শ করিলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ পাদস্পর্শ করিয়াছেন, ইহাতে অমানী-মানদত্ব স্বভাবহেতু পরমভাগবতের ভীত হওয়াই স্বাভাবিক। দুর্ব্বাসা তাঁহার স্তুতি করিতে উদ্যত হইয়াছেন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সন্তাপ নিবারণের জন্য অম্বরীষ অতীব ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীহরির চক্র শ্রীসুদর্শনের প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীঅম্বরীষ বলিলেন—

হে সুদর্শন! তুমিই অগ্নি, তুমিই সূর্য্য
তুমি গ্রহগণ-পতি।
তারকাগণের পতি তুমি প্রভো
তুমি জল, তুমি ক্ষিতি॥
পঞ্চভূতের তুমি হও গুণ,
তুমি হও ইন্দ্রিয়।
তুমি সহস্রার, ওহে সুদর্শন!
তুমি ভগবৎ-প্রিয়॥
পৃথিবীর অধিপতি তুমি প্রভো
সর্ব্ব অস্ত্র-নাশা।
এই বিপ্রের মঙ্গল কর,
করিতেছি এই আশা॥
তুমিই যজ্ঞ, তুমিই সত্য
তুমি সুনৃতা বাণী।

তুমিই বিষ্ণুর পরম প্রভাব
সৌন্দর্য্যের খনি ॥
অতি সুন্দর, দৃষ্টি তোমার
তাইত সুদর্শন।
তোমা হ'তে এই মায়িক সৃষ্টি
তুমি সমদর্শন ॥
তুমি ত্রিলোকের পালনকর্ত্তা
তুমি ধর্ম্মের সেতু।
অধর্ম্মশীল অসুরগণের
তুমি হও ধূমকেতু ॥
তুমি উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট
মন-সম তব গতি।
অদ্ভুত কর্ম্মা সুনাভি যুক্ত
তোমারে করিগো নতি ॥
ধরমপূর্ণ তব তেজ বলে
অন্ধকার দূরীভূত।
মহাজনগণ-দৃষ্টি তাহাতে
হইয়াছে প্রকাশিত ॥
তোমার এমন প্রবল প্রভাব
কেহ লঙ্ঘিতে নারে।
স্থূল সূক্ষ্ম উচ্চ নীচ আদি
তোমারই রূপ ধরে ॥
ভগবান্ যবে পাঠান তোমারে
করিতে দানব নাশ।
তাহাদের মাঝে প্রবেশ করিয়া
বাড়াও তা'দের ত্রাস ॥
তাহাদের শির, উদর, চরণ,
সদাই ছিন্ন করি।
যুদ্ধক্ষেত্রে থাক শোভমান
অদ্ভুত রূপ ধরি ॥
দুষ্টে নাশিয়া জগতের ত্রাণে
গদাধারী ভগবান্।
নিযুক্ত করে রেখেছে তোমারে
তুমি মহাবলবান্ ॥

মোদের কুলের মঙ্গল লাগি'
কর বিপ্রের হিত।
মোর প্রতি ইহা হয় অনুগ্রহ
কহিলাম সমুচিত ॥
যদি মোর থাকে সুপাত্রে দান
অথবা সুকৃতি কোন।
যদি স্বধর্ম্ম সাধু আচরিত
অথবা বিশেষ গুণ ॥
আমাদের কুলদেবতা বিপ্র
হন যদি কোন মতে।
এই ব্রাহ্মণ মুক্ত হউন
আজি সন্তাপ হ'তে ॥
অদ্বিতীয় ভগবান্ হ'ন
সর্ব্বগুণাশ্রয়।
সর্ব্বভূতের আত্মাই তিনি
পরম করুণাময় ॥
তিনি যদি আজ আমাদের প্রতি
হইয়া থাকেন প্রীত।
এই বিপ্র এখনই হউন
সন্তাপ বিরহিত ॥

মহারাজ অম্বরীষ এইভাবে স্তব করিলে তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বিপ্র দুর্ব্বাসার দহনকারী বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হইলেন। তাহাতে দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নির তাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার যোগবলের এবং ব্রহ্মণ্যের অহঙ্কার বিদূরীত হইল। তিনি প্রাণ খুলিয়া অম্বরীষের প্রতি উত্তম আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে করিতে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

"অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥
দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥

রাজন্নমনুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ॥"

—ভাঃ ৯।৫।১৪-১৭

[হে রাজন্! আমি অদ্য ভগবদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম। আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। যাঁহারা সাত্বতপতি ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধু মহাত্মাদিগের অসাধ্য বা দুস্ত্যজ্য বিষয় কি আছে? আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করা অপরের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আপনি তাহা করিয়াছেন আর আপনি যে অনুগ্রহ করিলেন তাহাও অন্যের পক্ষে দুষ্কর। বুঝিলাম ভগবদ্ভক্তগণের অসাধ্য কিছুই নাই। যাঁহার নাম-শ্রবণ মাত্রেই জীব সর্ব্বপাপ নির্ম্মুক্ত হয় সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদিগের অলব্ধই বা কি আছে? 'যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি' যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া হয়, সেই ভগবান্‌কে যখন আপনি পাইয়াছেন তখন আর কিছুই পাওয়ার বাকি নাই। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। হে রাজন্! আপনি আমার অপ-রাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, অতএব অতীব কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম।]

শ্রীহরির চক্র সুদর্শনের প্রভাবে দুর্ব্বাসা-প্রেরিত কৃত্যা বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় অম্বরীষের শারীরিক কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু সুদর্শন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া দুর্ব্বাসা অন্যত্র গমন করায় অম্বরীষ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণকে ভোজন না করাইয়া কিরূপেই বা আহার করিবেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় রাজা ভোজন করেন নাই। এখন দুর্ব্বাসা ফিরিয়া আসায় রাজা তাঁহার চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ভোজনের নিমিত্ত সাদরে আমন্ত্রণ করিলেন। সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য উপকরণ সমন্বিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনীত হইল। দুর্ব্বাসা তাহা ভোজন পূর্ব্বক পরিতৃপ্তি হইয়া আদরের সহিত রাজাকেও ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিতে বলিলেন—

"প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ।
দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মমেধসা॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৫।২০)

এখন আমি পরমভাগবত আপনার দর্শন স্পর্শ-নালাপের দ্বারা অনুগৃহীত ও প্রীত হইয়াছি। পূর্ব্বে মহাক্রোধান্ধ হইয়া কৃত্যা সৃজনের দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া আপনার দর্শনাদির সুযোগ হয় নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে সুদর্শনচক্র হইতে আগত সন্তাপ আমার মহোপকারক হইয়াছে। আমি ভক্ত ও ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম। এখন আমি আপনাকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দর্শন করিতেছি পূর্ব্বে সেরূপ করিতে পারিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে একমাত্র ভক্তিমার্গই সংসার তরণে সমর্থ।

দুর্ব্বাসা আরও বলিলেন—দেবাঙ্গনাগণ আপনার এই বিমলকীর্ত্তি অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবে এবং এই পৃথিবীও আপনার পরমপবিত্র চরিত্র গান করিতে থাকিবে।

পরম পরিতুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা এইভাবে রাজার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পরে রাজাকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেই ব্রহ্ম-লোকে যে সমস্ত ব্রহ্মানন্দী রহিয়াছেন তাঁহাদের নিকট নিজ স্বাস্থ্যলাভ কাহিনী এবং ভক্ত ও ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে শুষ্কতর্কনিষ্ঠ বেদ বহির্ম্মুখ তার্কিকগণের অবস্থিতি নাই।

সুদর্শনচক্র দ্বারা তাড়িত হইয়া দুর্ব্বাসা যখন অম্ব-রীষের গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন সেই সময় হইতে তাঁহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত এক বৎসর অতীত হইয়াছিল। রাজা অম্বরীষ সেইকাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র জলপান করিয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। এখন দুর্ব্বাসা ফিরিয়া আসায় তাঁহাকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বয়ং পবিত্র অন্নাদি আহার করিলেন। দুর্ব্বাসা যে মুক্তি লাভ করিলেন এবং অম্বরীষ নিজে যে এক বৎসর কাল বিশেষ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ইহা শ্রীভগবানের বিশেষ করুণা বলিয়া তিনি মনে করিয়া-ছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ ইহাতে তাঁহার নিজের

কোন কৃতিত্ব আছে বলিয়া মনে করেন নাই। ভক্তগণ এইভাবে সমস্ত কার্য্যেই ভগবানের করুণা অনুভব করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে অভক্তগণ—'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'—এই নীতি অনুসরণ করে।

এই প্রকার বিবিধ গুণসম্পন্ন রাজা অম্বরীষ ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা অর্থাৎ শ্রীভগবানের মন্দির মার্জ্জনাদি সেবা কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তি-যোগ বিধান করিয়াছিলেন। এই ভক্তিপ্রভাবেই তিনি ব্রহ্মপদবীকেও নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন।

অনন্তর পরমাত্মা বাসুদেবে মন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় মহারাজ অম্বরীষের মায়িক গুণপ্রবাহ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগবাসনা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণও তত্তুল্য ভক্তিমান ছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ পুত্রগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ মানসসেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন।

অম্বরীষ মহারাজ গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার মন সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিবিষ্ট হইয়াছিল। সত্য ভক্তি অনুশীলনকারী জনগণের স্বভাব অর্থগৃধ্নু বণিকের মত। কোটিপতি বণিক্ যেমন অধিক অর্থ প্রাপ্তির আশায় সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত সুদূর স্থানেও গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভক্ত্যনুশীলনকারী ব্যক্তি উত্তরোত্তর ভক্তিরস আস্বাদনের নিমিত্ত বনবাসে গমন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ।
সঙ্কীর্ত্তয়ন্ননুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ॥
অম্বরীষস্য চরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৫।২৭-২৮

মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র আখ্যান যিনি সংকীর্ত্তন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করিবেন তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা ভক্তিসহকারে মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব

[শ্রীধামবৃন্দাবন, হায়দ্রাবাদ ও কলিকাতা মঠে]

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে—শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব এবং তদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনী (বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রের সাহায্যে) গত ১৮ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট শনিবার হইতে ২২ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত বিপুল সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শেঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরিয়াজীই প্রত্যব্দ এই শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

২২ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট, বুধবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী-তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে সংকীর্ত্তন-সহযোগে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের পুষ্পসমাধি মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ভিত্তি সংস্থাপনের আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবসই শ্রীমঠের নিষ্কপট ও স্নিগ্ধসেবক শ্রীললিত-কৃষ্ণ বনচারীজী বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হয় ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ** এতদ্ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন সেবকদ্বয় শ্রীরামবিনোদ-দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনমোহনদাস বনচারী পরমহংস

বাবাজী-বেষ গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে **শ্রীরামবিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ** ও **শ্রীমদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ** নাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ প্রতি বৎসর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী সমস্ত বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলীকে সাদরে আহ্বান করতঃ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান ও আতিথ্য বিধান করিতেন। কিন্তু আমাদের সেবাবিমুখতা দর্শনে তিনি বিগত ১৪ ফাল্গুন (১৩৮৫), ইং ২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করায় শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী তৎপ্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনস্থ মঠে বিগত ২৩ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে একটি সভার আয়োজন হয়। এতদুপলক্ষে মঠবাসীসেবকবৃন্দ ঐ দিবস মধ্যাহ্নে একটি মহোৎসবেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণববৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

উক্ত সভায় শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীমদ্ গৌরকৃষ্ণ গোস্বামী শাস্ত্রী মহাশয়গণ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমৎ বনমালী দাস শাস্ত্রী। বক্তৃতা করেন—শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর দাস গোস্বামী, শ্রীরামদাসজী শাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির ভাইসপ্রেসিডেণ্ট—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং প্রধানঅতিথি ও সভাপতিমহোদয়। বক্তৃমহোদয়গণ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণদানকালে বলেন—ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী আচরণমুখে প্রচার করিয়া শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের যে প্রভুত প্রসার সাধন করিয়া গিয়াছেন, এই বিপুল অবদানের আর তুলনা হয় না। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে উক্ত সভায় বহু শত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ঝুলন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনীর বিশেষভাবে সেবা করেন শ্রীগজানন চামরিয়া। প্রত্যহ সহস্র দর্শনার্থীর ভিড় হয়। উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমথুরা প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

গোকুল মহাবন—পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের তিরোধানে তদুদ্দেশ্যে ভক্ত্যর্ঘ প্রদানের জন্য বিগত ১১ই আগষ্ট শনিবার শ্রীগোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও পূর্ব্বাহ্নে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভার সভাপতি হন স্থানীয় মহাবন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ—শ্রীহরেকৃষ্ণ ত্রিপাঠী। বক্তৃতা করেন—শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত-সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ধন্যবাদ প্রদান করেন—পাঞ্জাব লুধিয়ানা নিবাসী সিদ্ধ গৃহস্থ ভক্তবর শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুরজী। অপরাহ্ণ বেলা ১টার পর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দুই সহস্রাধিক ব্রজবাসী নরনারীগণকে লাড্ডু, কচুরী, পুরী প্রভৃতি পাকা প্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই মহোৎসবের বিশেষ আনুকূল্য বিধান করতঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুরজী নিজকে কৃতার্থবোধ করেন। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীধামবৃন্দাবনে আগত ভক্তবৃন্দ দুইটি বাসযোগে গোকুল মহাবনে উৎসবে যোগদানের জন্য উপস্থিত হন। ১১ই আগষ্ট প্রাতে গোকুল-মহাবনের মুখ্য মুখ্য স্থান সমূহ বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে দর্শন করা হয়।

শ্রীপাদ রাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস

ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দসুত দাস ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে—হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ১৮ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট শনিবার একাদশী তিথি হইতে ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীনন্দোৎসব দিবস পর্য্যন্ত বিদ্যুচ্চালিত মনোরম চিত্তাকর্ষক সৎশিক্ষা-মূলক শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনীতে তিনটি দৃশ্য দেখান হইয়াছে।

প্রথম দৃশ্য—কংস কারাগারে শ্রীবসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাব, তৎপর বসুদেব ও দেবকীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রূপ পরিগ্রহণ এবং বসুদেব কর্তৃক শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণকে গোকুলে শ্রীনন্দভবনে শ্রীযশোদা মাতার নিকট রাখিয়া যশোদার কন্যারূপী যোগমায়াকে লইয়া পুনরায় কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন, বসুদেব যখন কংস কারাগার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে মস্তকে ধারণ করিয়া গোকুলযাত্রা করিতেছিলেন, তখন শেষনাগ ছত্ররূপে তাঁহার শীর্ষদেশ আচ্ছাদন করিয়া পশ্চাতে যাইতেছিলেন. সম্মুখে শৃগাল রাস্তা দেখাইয়া চলিতেছিল ও স্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। এই দৃশ্য দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা। মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং দুইদিকে দুইজন সখী চামরহস্তে ব্যজনরত ও তিনজন করিয়া সখী কেহ মৃদঙ্গ. কেহ করতাল, কেহ বীণা ও কেহ কাঁসর বাজাইতেছেন। সখিগণের সুন্দর মূর্ত্তি ও কাঁসর, করতালের আওয়াজও বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

তৃতীয় দৃশ্য—শ্রীনন্দ মহারাজের গো-শালা, যাহাতে যশোদাদেবীর গোদহনরত অবস্থায় বালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস হস্তে দুগ্ধ প্রার্থীরূপে এবং শ্রীবলদেবকে বৎসাকর্ষকরূপে দেখান হইয়াছিল। নন্দ মহারাজের গো-পালক গরুর জন্য ঘাস কাটিতেছে, পরিচারিকাগণ কেহ কুলা হস্তে গম পরিষ্কার করিতেছে, কেহ ঝাড়ু দিতেছে এবং কতকগুলি গরু ঘাস খাইতেছে। পর্দ্দার মধ্যেও গোশালার দৃশ্য। তাহাতেও বাছুর দুগ্ধপান করিতেছে দেখান আছে। গোপীগণ মস্তকে জলের কলস লইয়া যাইতেছেন। এই দৃশ্যে যশোদার দুগ্ধ-দোহনকালে গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ দর্শনে মহিলাগণ ও শিশুগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া স্থান ছাড়িয়া যাইতেই ছিলেন না। বহুক্ষণ দর্শন করিয়াও যেন কেহ তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। মঠ-সেবকগণ ভিড় কমাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও বিফল হইতেছিলেন। দর্শনার্থিগণ দর্শন করিয়া এমনভাবে তাহা প্রচার করিতেছিলেন, যাহার ফলে দিন দিন অধিক দর্শনার্থীর সমাগম হইতেছিল। শ্রীজন্মাষ্টমী দিবসে প্রায় বিশ সহস্র লোক দর্শন করিয়াছিলেন। স্থানীয় বিশ্ব হিন্দুপরিষদের ও গণেশ পূজা কমিটির সভ্যবৃন্দ উক্ত প্রদর্শনী তাঁহাদের হলে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইহা লওয়া সম্ভব হইবে না জানিয়া, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য প্রদর্শনী বন্ধের তারিখ অন্ততঃপক্ষে আরও এক সপ্তাহ বাড়াইয়া দিবার বিশেষ অনুরোধ করায় মঠকর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বসাধারণের ঐ ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকজন বলিতেছেন, পারমার্থিক-শিক্ষা-প্রদর্শনী হায়দরাবাদে এই প্রথম দর্শন করিলেন। এই প্রদর্শনীর দ্বারা মঠের প্রচার দীর্ঘ ১৯১২০ বৎসরে যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা অল্প সময়েই সম্ভব হইল। সমগ্র হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ সহরের সর্ব্বত্র মঠের প্রচার সম্বন্ধে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লক্ষাধিক লোক এই প্রদর্শনী দর্শনের সৌভাগ্য বরণ করিয়া বিশেষ উল্লসিত হইয়াছেন। শ্রীনন্দোৎসবের দিন দুই সহস্রাধিক সজ্জনভক্তকে পাকা ও কাঁচা বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই প্রদর্শনীর জন্য চেষ্টা করিয়াও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এবার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুভেচ্ছায় তাঁহার

আশা পূর্ণ হইল। উক্ত সেবাকার্য্যে তাঁহার সহকারিরূপে শ্রীশ্যামানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমাধব রাও প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শ্রীজগদ্দাসজী প্রদর্শনীর পর্দ্দাদি নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শ্রীগতিকৃষ্ণদাস ও শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী বিভিন্ন প্রকার সেবাকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রেমময়দাস ব্রহ্মচারী চারিজন কারিগর ও পুতুলাদিসহ ১৬ই জুলাই উপস্থিত হইয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করতঃ নিষ্কপট সেবাচেষ্টার এক মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইতে হায়দ্রাবাদ মঠে আসাঅবধি সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্য নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া সকলেরই স্নেহ ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজও গত ৩১শে জুলাই হইতে হায়দ্রাবাদ মঠে উপস্থিত থাকিয়া মঠসেবকগণকে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত করিয়াছেন।

কলিকাতায়—প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২৯ শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট বুধবার কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতোৎসবের আয়োজন হয়। তদুপলক্ষে ২৮শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীজন্মাষ্টমী অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ টায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ হইতে শ্রীমঠাশ্রিত ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীজন্মাষ্টমী দিবস প্রাতঃকাল হইতে দিবারাত্র শ্রীমঠ হরি-সঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত ছিল। শ্রীমঠের দৈনন্দিন পাঠ কীর্ত্তন ব্যতীত রাত্রি ১২ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভাগবত পারায়ণ, মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ, মধ্যরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহগণের মহাভিষেক, ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কৃত্যসমুদয় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সম্পন্ন হয়। তৎপর দিবস অর্থাৎ নন্দোৎসব দিবসে সহস্র সহস্র নরনারীকে বসাইয়া মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

এতদুপলক্ষে ১৪ আগষ্ট হইতে ১৮ আগষ্ট পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ) কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতি শ্রীগণেন্দ্র নারায়ণ রায় ও বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাইন সভাপতির এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখার্জ্জী, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার দত্ত ও ডাঃ ভি, এন, চাটা প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃমহোদয়গণের মধ্যে মুখ্যতঃ কালনা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, তদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবসে বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, রিষড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা ভাষণ প্রদান করেন। সভায় যথাক্রমে (১) মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতির উপায় আত্মরতি, (২) বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, (৩) ভক্তিপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন তদীয়ের সেবা, (৪) দুঃখ দূর ও সুখলাভের উপায়, (৫) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন এই পাঁচটী বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল।

বিশিষ্ট নাগরিকগণ সকলেই সভাপতি ও প্রধান অতিথির অভিভাষণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে বিপুল অবদানের কথা উল্লেখ করতঃ হার্দ্দী শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

বক্তৃমহোদয়গণের ভাষণের মুখ্য তাৎপর্য্য ছিল, ভক্তিহীন-সমাজে মায়া জীবচিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্য সর্ব্বদাই দুঃখ, ভয় ও অশান্তি বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির অনুশীলন ও বিস্তার। আস্তিক্যবোধের চরম অবস্থায় শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণভক্তির কথাই পরিলক্ষিত হয়। আস্তিক্যবোধ যত বৃদ্ধি পাইবে ততই সমাজ, দেশ ও ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইবে এবং মনুষ্যসমাজে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ বিসম্বাদের মাত্রা কম হইয়া শান্তি লাভ হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, .৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, .৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, .৮০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ঐ ,, ১.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ —
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ৭.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১.৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০
অতিনিষ্ঠা বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

আশ্বিন
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮৬
২৬, পদ্মনাভ ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, মঙ্গলবার; ২ অক্টোবর, ১৯৭৯ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা-রস-বিবৃতি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন॥
কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম্ বুঝব সে যুগল পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ পদে রহুঁ মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥"

চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা। বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার সাধনভক্তিতে বিজ্ঞপ্তি আছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাগুলি রাগানুগ-ভক্তেরই বিশেষ উপযোগী। যেখানে শাস্ত্র শাসন ভয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধিত হয় উহাই বৈধ-সাধন। রাধা-কৃষ্ণ-সেবা-লোভের দ্বারা শ্রবণাদি সাধিত হইলে উহাই রাগানুগা-সাধন।

সাধারণতঃ বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার যথা সম্প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। এতদ্ব্যতীত নিষ্ঠাময়ী, মনঃশিক্ষাময়ী, বিরহময়ী, উপলব্ধিময়ী প্রভৃতি নানা-প্রকার বিজ্ঞপ্তি হইতে পারে। কৃষ্ণে, ভগবদ্ভক্তে, নিজের মনের প্রতি ও কোথাও বা আশ্রিতজনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি-সমূহ দেখা যায়। অনুৎপন্নভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাধারণভাবে প্রার্থনাই সম্প্রার্থনাত্মিকা। অজাতভাব-জনগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় প্রার্থনার প্রথম গীতিটী কেহ কেহ সম্প্রার্থনাময়ী মনে করেন, কিন্তু উহা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের লিখিত লালসাময়ী প্রার্থনা। যেখানে জাতভাব ব্যক্তি নিজ প্রতিষ্ঠাভয়ে সৌভাগ্যপূর্ণ প্রকৃত অবস্থা আবরণ করিয়া অজাতভাব প্রদর্শন করেন, তথায় এরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা সম্প্রার্থনাত্মিকা বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে। শিক্ষাষ্টক লিখিত "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নি-চিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥" অথবা "কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥" প্রভৃতি লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি এই জাতীয় গীত। শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদে উল্লি-খিত—'প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ'॥'২৮॥ 'আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ॥'১৯॥ 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।'৩৭। এবং মধ্য দ্বিতীয় ৪৫সংখ্যার "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি

দরাপি মে হরৌ” প্রভৃতি ভাবসমূহ জাতভাব নির্দ্দেশ করিতে বিশেষভাবে আলোচ্য।

ভাগবতগণের সদ্ধর্ম্ম তালিকা শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ-শাস্ত্রসমূহে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসেও আমরা অনেকগুলি ভক্ত্যঙ্গের কথা দেখিতে পাই। শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানে নবধা ভক্তির কথা ভক্ত-সমাজে সর্ব্বদাই আলোচিত হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ লিপি-বদ্ধ আছে। “সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥” আবার এই পাঁচ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের চারি প্রকার, কীর্ত্ত-নাখ্যাভক্তির যোগেই সাধিত হইবার কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব বিশেষভাবে আজ্ঞা করিয়াছেন। “কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” শ্লোকে সদা শব্দে অন্য অঙ্গ সাধনের স্বতন্ত্রতার কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কীর্ত্তনযোগেই অন্য অঙ্গের স্বীকরণ জানিতে হইবে। শিক্ষাষ্টকের আদিতে সংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাভিধেয়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে। রাগানুগ-ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন।

কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। শ্রীগৌরনাম অগ্রে করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাই মহাজনের পথ। শ্রীগৌরপদাশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম ভজনের কথা শুদ্ধভক্তগণ স্বীকার করেন না। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন, ‘নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥’ নামভজনেই প্রয়োজন সিদ্ধি। নামকীর্ত্তন হইতেই রূপ-গুণ-লীলা নামেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। সেবার উন্মুখতা হইলেই নাম কীর্ত্তিত হন। নামকীর্ত্তিত হইলে অপ্রাকৃত রূপগুণাদি অলৌকিক-বিষয় সমাগমে সাধকদেহে পুলক এবং নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। কৃষ্ণচৈতন্য নাম সাক্ষাৎ অভিন্ন কৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্যের রূপ গৌর অর্থাৎ তিনি গৌরাঙ্গ। তাঁহার গুণ মহাবদান্য এবং তাঁহার লীলা কৃষ্ণপ্রেম প্রদান। গৌর নামে রূপগুণ-লীলোদয়ে গৌরনামোচ্চারণকারী অপ্রাকৃত হন, তখন গৌরা-ভিন্ন হরিনামে হরির অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশমান হন। নামে রূপাদি স্ফূর্ত্তি হইলে জীব অপ্রাকৃত আনন্দে নিজ প্রাকৃত অনুভূতি তৎকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া পুলক ও নয়ন ধারায় আপ্লুত হন। নাম-ভজন ফলে অশ্রুপুলকাদি অবশ্যম্ভাবী। নামে অশ্রু-পুলকাদি ভক্তে দৃষ্ট না হইলে তাঁহার অপরাধ আছে জানিতে হইবে। এরূপ জানিয়া অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ মানসে নিজ কপট সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন, তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের “তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥” শ্লোকদ্বারা তাঁহাদিগের আচরণ নিতান্ত গর্হণযোগ্য জানাইয়াছেন। অপরাধযুক্ত কৃষ্ণনামে যাঁহাদের হৃদয় দ্রব না হয় অথচ নৈসর্গিক পিচ্ছিলতা বা কপটতা-বশে অশ্রুপুলকাদি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা জাতভাব প্রকাশ করেন তাদৃশ হৃদয় বাস্তবিকই লৌহসদৃশ কঠিন। সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি আপনাকে হীনজ্ঞানে রাগসম্বন্ধহীন প্রেমধন-রহিত বলিয়াই প্রচার করেন। মূঢ় প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয় দর্শক জাতভাব ব্যক্তিকে কঠিন-হৃদয় বিচার-প্রবণ অপ্রাপ্তভাব জানিয়া নিজের অমঙ্গল সংগ্রহ করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপানুগ-গণের মধ্যে অত্যুচ্চ আসন লাভ করিয়াও তাঁহার অনুগতজনের কল্যাণের জন্য জাতরতি ভক্তের কীর্ত্তনে প্রয়োজন লাভ লালসা-বিশিষ্ট ভজনের উপদেশ দিয়া-ছেন। অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞান-সমন্বিত ভক্ত গৌরকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনেই অভিধেয় ভজন জানিয়া নাম কীর্ত্তন ফলে আনন্দাশ্রু পুলকাদি প্রয়োজন লাভ করেন এইরূপ বস্তু-নির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণাদি করিয়াছেন।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-নামই শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর সম্বন্ধ, শ্রীনাম-কীর্ত্তনই অভিধেয়-ভক্তি এবং প্রাপ্তকৃষ্ণপ্রেমব্যক্তির আনন্দাশ্রু পুলকাদিই প্রয়োজন লাভ। বলা বাহুল্য “বলিতে” শব্দ প্রয়োগদ্বারা নামকীর্ত্তনই অভিপ্রেত। রূপ-দর্শন, গুণ-শ্রবণ বা লীলা-স্মরণ নামকীর্ত্তন হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে অভিধেয়-ভক্তি নির্ণয় করা শ্রীপাদের অভিপ্রেত নহে। শ্রীনামই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়, এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শিক্ষায় জগজ্জীবকে নিরন্তর উপদেশ-করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য উপদেশ তাঁহার শ্রীচরণা-

শ্রিতজনের নাই বলিয়াই শ্রীরূপানুগগণ বিশ্বাস করেন। নাম কীর্ত্তন ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভক্ত্যঙ্গজ্ঞানে লীলা স্মরণ রূপানুগগণের ভজনপদ্ধতি নহে। ঐগুলি কীর্ত্তনাধীন। শ্রীনামই সেবোন্মুখ সেবকের অপ্রাকৃত বদনের কীর্ত্তনীয়; শ্রীরূপ, গুণ, লীলা সেবকের সাধনকালীয় ওষ্ঠের দর্শনীয়, শ্রবণীয় বা মননীয় নহেন। পরন্তু অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতায় শ্রীনাম কীর্ত্তনেই সেবনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে শ্রীরূপ গুণ লীলাদির স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ২ স্ক ৮ অ লিখিত 'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্' শ্লোকের অর্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—সোঽপি স্মরণ-প্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ—শৃণ্বত ইতি। স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অভিন্ন বলদেব। শ্রীগৌরসুন্দরের বৈভবপ্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণক্রমে কারণসমুদ্রে কারণশায়ী, গর্ভসমুদ্রে হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং ক্ষীরসমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও রক্ষণ পালনাদি করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে বদ্ধ জীব সমস্ত সংসার হইতে বিমুক্ত হন। পুরুষাবতারগণের সহিত মায়ার সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা মায়াধীশ। বদ্ধজীব স্বীয় অবিদ্যাবন্ধনে মায়িক সংসারে হরিসেবা বিস্মৃত হইয়া নিজভোগময় বাসনা-বিশিষ্ট হন। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাঁহার কৃপায় জীবের সংসারে ভোগ-বাসনা থাকে না। শুদ্ধজীব নিত্যানন্দের সেবকাভিমানে বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হন। অপ্রাকৃত নিত্যসেবকাভিমান প্রবল হইলে ভোগময় প্রাকৃত রাজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনি প্রেমনয়নে অপ্রাকৃত ভূমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী দর্শন লাভে যোগ্য হন। শ্রীনিত্যানন্দের করুণাই জীবের অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভের মূল। "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম। আরে আরে কৃষ্ণদাস না করিহ ভয়। বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়। জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম। যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়। যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়॥" প্রভৃতি শ্রীচরিতামৃতোক্ত কবিতা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যাঁহারা সাধকরূপে বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়-সুখান্বেষণ করেন তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভূমি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরূপরঘুনাথ-দাস গোস্বামীদ্বয় আছেন। রাগানুগভক্তগণের পরম আরাধ্য বস্তু শ্রীরূপগোস্বামী এবং রূপানুগ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ইঁহারাই গৌর-পদাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সেব্য অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অধিকারী। তাঁহাদের পাদপদ্মসেবায় অত্যৌৎসুক্য হইলে রূপানুগ-চরণোপজীবিগণের রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিচিত্রতার উপলব্ধি ঘটে। "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" শ্রীরূপ-রঘুনাথপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের অনুগমনে অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজভাবলুব্ধ রূপানুগগণ রাধাগোবিন্দের মানস ভাব-সেবা করিয়া থাকেন। আবার শ্রীরূপ ও শ্রীরতি মঞ্জরীর আনুগত্যে সেবাভিলাষপর হইয়া ব্রজবাসী গৌরপার্ষদদ্বয়ের প্রদর্শিত আদর্শ জীবনে সাধকরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনপর হন। শ্রীনিত্যানন্দের করুণায় জীব অনর্থনিবৃত্ত হইয়া বিষয়মুক্ত হন এবং অপ্রাকৃত ভূমিতে কৃষ্ণাশ্রিত মঞ্জরীদ্বয়ের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন ইহাই শ্রীরূপানুগগণের জীবিকা। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গভক্তের আর কোন লালসা নাই। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" প্রভৃতি গীত এই আশার প্রস্ফুট বিকাশ।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(যুক্ত-বৈরাগ্য)

প্রঃ—যুক্তবৈরাগ্যাচরণ কিরূপে হয় ?

উঃ—"অশ্বকে বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু তল্লক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য—ইহাই যুক্ত-বৈরাগ্য ; ইহার দ্বারাই ভজনের উপকার।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

প্রঃ—যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে ?

উঃ—"যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে ; অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্যচেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে,—ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—কাহার অনুপাতে শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায় ?

উঃ—"ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত (শুদ্ধভাবে উদিত) হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্য বাড়িতে থাকিবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

প্রঃ—যথাযোগ্য বিষয়স্বীকারের তাৎপর্য্য কি ?

উঃ—'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর'—এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

প্রঃ—জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি আত্মার কি কি কার্য্য সাধন করে ?

উঃ—"ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেস্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে ভক্তির অভাব ; সুতরাং তাহাকে 'কপটভক্তি' বলিতে হইবে। **বৈরাগ্যে—আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধ-জ্ঞানে—আত্মার পুষ্টি** এবং **ভক্তিক্রিয়ায়—ক্ষুন্নি-বৃত্তি।**"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১১৭

প্রঃ—কোন্ ভাবটি যুক্তবৈরাগ্যের পরকাষ্ঠা ?

উঃ—"কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এইপ্রকার ভাবই যুক্ত-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।"

—প্রয়োজনবিচারঃ,' শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২১
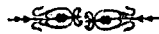
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের
শ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস-দাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি॥
নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।

অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁ'র দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁ'র দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে॥

জয়ধর্ম্মদাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম-যতি,
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী॥
মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌরমহাপ্রভু॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যা'র পদ বিশ্বনাথ-আশ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁ'র মোদ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবা-পরা,
তাঁহার দয়িত দাস নাম।
তাঁহার পরম-প্রেষ্ঠ, রূপানুগ-জন-শ্রেষ্ঠ,
মাধব-গোস্বামী গুণধাম॥
শ্রীভক্তিদয়িত খ্যাতি, সতীর্থ-সজ্জনে প্রীতি,
দীন হীন অগতির গতি।
এইসব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজ-জন,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর মতি॥

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদের আদর্শচরিত্রে শিক্ষণীয়-বিষয়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার' 'প্রচার' নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১০২-১০৩

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"হরিদাস ঠাকুর—সর্ব্বমান্য জগদ্গুরু যেহেতু তিনি একাধারে স্বয়ং দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণরূপে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিয়া 'আচার্য্য' এবং উচ্চ কীর্ত্তন করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে নামযজ্ঞে দীক্ষিত করাইয়া 'প্রচারক', ইহাই তাঁহার 'আচার' ও 'প্রচার'।"

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীণনচেষ্টাময় যথার্থ আচার্য্যেরই শুদ্ধনাম-ভক্তিপ্রচারে যথার্থ অধিকার উদিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন বা প্রচারই আচার্য্যরূপী ভগবদ-বতারের নিজকৃত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সেই নিজ-কার্য্য যে শুদ্ধকৃষ্ণনামপ্রচার, তাহা তৎপ্রিয়তম নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস দ্বারাই সম্পাদন করিলেন। তাই শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ ঠাকুর হরিদাসকে কহিলেন—

"অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে॥"

সুতরাং আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইলে আচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার শিক্ষাই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের উপরিউক্ত উক্তি হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীল সনাতন-প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে যে

শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ যখন নীলাচল হইতে গৌড়দেশে (বঙ্গদেশে) যাত্রা করেন, সেই সময়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আসিয়া পৌঁছান। তাই শ্রীরূপপাদের সহিত তৎকালে আর তাঁহার মিলন সম্ভব হয় নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ঝারিখণ্ড বনপথে কখনও উপবাস, কখনও বা চানা প্রভৃতি চর্ব্বণ করিতে করিতে একাকী আসিয়াছেন। ঝারিখণ্ডের জলের দোষে বা উপবাস জন্য পিত্তাধিক্য বশতঃ বহির্দর্শনে শ্রীসনাতন প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন (চুলকানি) দৃষ্ট হইল। চুলকাইবার সময় রস গলিয়া পড়িতে লাগিল। তজ্জন্য তাঁহার চিত্তে বড়ই নির্ব্বেদ (বিরক্তি) আসিয়া গেল। অত্যন্ত দৈন্য ভারাক্রান্ত হইয়া তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—"আমি একে নীচ জাতি, তাহাতে দেহটা নিতান্ত অসার—কৃষ্ণভজনে অযোগ্য, শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে গেলে জগন্নাথদেবের দর্শন পাইব না, মহাপ্রভুরও দর্শন সর্ব্বদা করিতে পারিব না, শুনিয়াছি মন্দির নিকটে তাঁহার বাসাস্থিতি, মন্দির নিকটেও আমার যাইবার শক্তি নাই, কেননা—জগন্নাথের সেবকগণ নানা সেবাকার্য্যানুরোধে তথায় বিচরণ করেন, তাঁহাদের গাত্রস্পর্শ হইলে আমার মহা অপরাধ হইবে, এমতাবস্থায় আমার এই অযোগ্য দেহটিকে যদি কোন ভাল স্থানে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমারও চিরতরে দুঃখ-শান্তি হয়, সদ্গতিও পাইতে পারি; সুতরাং শ্রীজগন্নাথদেব যখন রথযাত্রায় বাহির হইবেন, সেই সময়ে রথচক্রতলে আমার এই দেহটি রাখিয়া দিব, তাহা হইলে মহাপ্রভুর 'আগে' (সম্মুখে অথবা তাঁহার অন্তর্দ্ধানলীলা বা লীলাসঙ্গোপনের পূর্ব্বে), আর শ্রীজগন্নাথের শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন করিতে করিতে এই দেহ ছাড়িয়া দিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে।" —পথিমধ্যে এইরূপ নিশ্চয় করিতে করিতে শ্রীল সনাতন নীলাচলে ঠাকুর হরিদাস স্থানে উপনীত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনার্থ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলে ঠাকুর কহিলেন—'মহাপ্রভু এখনই এখানে আসিবেন।' এমন সময়ে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে উপলভোগ (ছত্রভোগ) দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দসহ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরিদাস ও শ্রীসনাতন উভয়েই মহাপ্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু হরিদাসকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিতে হরিদাস বলিয়া উঠিলেন—প্রভো, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন। মহাপ্রভু সনাতনাগমনে অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রীত হইয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাঁহার অগ্রে (সম্মুখে) গমন করিলেন, মহাপ্রভু যত অগ্রসর হন, সনাতন ততই পশ্চাতে সরিতে থাকেন। অবশেষে শ্রীসনাতন করযোড়ে অত্যন্ত কাতরভাবে বিনয়-নম্রবচনে মহাপ্রভুকে কহিতে লাগিলেন—'প্রভো, আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে ছুঁইও না, আমি একে অধম নীচ জাতি, তাহাতে আবার গায়ে হইয়াছে কণ্ডূরসা (চুলকানি পাঁচড়া)।' মহাপ্রভু সনাতনের এত অনুনয় বিনয়—কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে শ্রীসনাতনের দেহের কণ্ডূক্লেদ (পাঁচড়ার রস) লাগিয়া গেল, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই নাই, চিত্তে বিন্দুমাত্রও ঘৃণার সঞ্চার হয় নাই, কেন না সনাতন যে তাঁহার বড় প্রিয়তম ভক্ত। মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ সকল ভক্তের সহিত সনাতনের মিলন সম্পাদন করিলেন। সনাতন সকল-ভক্তের শ্রীচরণ-বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণকে লইয়া পিণ্ডার উপর বসিলেন, শ্রীহরিদাস ও শ্রীসনাতন পিণ্ডার তলদেশে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন ও ব্রজবাসি-ভক্তবৃন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীসনাতন নিজকুশল, "পরমমঙ্গল দেখিলুঁ চরণে" এই বাক্য দ্বারা জানাইয়া ব্রজবাসি-ভক্তগণের কুশল জানাইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সংবাদ জানাইলেন—"শ্রীরূপ দশমাস কাল এখানে (শ্রীপুরীধামে) থাকিয়া দিন দশেক হইল গৌড়ে গমন

করিয়াছেন। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হইয়াছে, শ্রীরঘুনাথপাদপদ্মে তাঁহার খুবই দৃঢ় ভক্তি ছিল।"

শ্রীসনাতন দৈন্যোক্তিসহ তৎপ্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অযাচিত কৃপামহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। কর্ণাট-দেশীয় উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে রাজবংশে জন্ম লাভ করিয়াও ম্লেচ্ছ সরকারে কর্ম্ম করিবার জন্য অত্যন্ত দৈন্য করিয়া কহিতে লাগিলেন—

(সনাতন কহে)—"নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম ॥
হেন বংশ, ঘৃণা ছাড়ি' কৈলা অঙ্গীকার।
তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার ॥"

পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের বাল্যকাল হইতেই কি প্রকার ভগবন্নিষ্ঠা—বিশেষ করিয়া রামনিষ্ঠা, তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন—সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হইতেই দৃঢ়চিত্তে শ্রীরঘুনাথের উপাসনা করিত। শ্রীরঘুনাথের নাম-কীর্ত্তন ও তাঁহার লীলা-স্মরণেই তাহার দিবারাত্র অতিবাহিত হইত, শ্রীরামলীলা রামায়ণ নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিত। আমি আর রূপ তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আমাদের দুইজনের সঙ্গে সে নিরন্তর থাকিয়া কৃষ্ণকথা আলাপ করিত ও ভাগবত শুনিত। আমরা একবার তাহার রামনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট কৃষ্ণগুণ-মাধুর্য্য-বর্ণনদ্বারা কৃষ্ণভজনে তাহাকে প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগি-লাম। আমরা অগ্রজ, আমাদের গৌরবে—নির্ব্বন্ধাতি-শয্যে শ্রীরামের ঐকান্তিক ভক্ত অনুপমের চিত্ত সাময়িক-ভাবে একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে কৃষ্ণভজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল—

"তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু।
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণ ভজন করিমু ॥"

কিন্তু ঐকান্তিক রামনিষ্ঠ অনুপম সারারাত্রি জাগিয়া কাঁদিয়াছে আর চিন্তা করিয়াছে—"কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ।" প্রাতঃকালে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগকে জানাইতে লাগিল—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায় ॥"

তখন আমরা তাহার অত্যদ্ভুত রামানুরাগদর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে করিতে তাহার দৃঢ়ভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম। প্রভো, যে বংশের উপর তোমার কৃপালেশও বিদ্যমান, সে বংশের মঙ্গল অতি সুনিশ্চিত।

শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীঅনুপমের প্রগাঢ় রামনিষ্ঠার কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া শ্রীমুরারি গুপ্তেরও ঐরূপ অপূর্ব্ব রামনিষ্ঠার কথা বলিতে লাগি-লেন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তের মধ্যে এইরূপ প্রীতিবৈশিষ্ট্যই বাঞ্ছনীয়—

"সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে ঠাকুর হরিদাসের নিকট থাকিতে আদেশ করিয়া কহিলেন—

"কৃষ্ণ ভক্তি রসে দুঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদন কর, লহ কৃষ্ণনাম ॥"

ইহা বলিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরায় চলিয়া গেলেন এবং নিজসেবক গোবিন্দদ্বারা দুইজনের জন্য প্রসাদ পাঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীসনাতন প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নীল-চক্র দর্শন করিয়া প্রণাম করিতেন আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া প্রাণ জুড়াইতেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিবার সময় যে দিব্য প্রসাদ পাইতেন, তাহা আনিয়া তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদ্বয়কে দিতেন এবং তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ ধরিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন এবং কৃষ্ণকথা কহিতেন। একদিন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্

গৌরহরি সহসা শ্রীসনাতনের পথিমধ্যে শ্রীজগন্নাথ রথাগ্রে দেহত্যাগের সঙ্কল্প উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে॥
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ১১।১৪।২০)—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

[অর্থাৎ শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তি-প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্র ভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও (জাতিদোষ হইতে) পবিত্র করিয়া থাকে।]

"দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥"

["কৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রেমিকভক্ত নিজদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই প্রেমবলেই তিনি কৃষ্ণকে পান, দেহত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না।"—অঃ প্রঃ ভাঃ]

এই সকল কহিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম সনাতনকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া অনর্থযুক্ত সাধককে নিরন্তর হরিভজন চেষ্টা শিক্ষা দিলেন—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

শ্রীসনাতন যে দৈন্য করিয়া নিজেকে নীচ কুলোদ্ভূত প্রভৃতি পরিচয় দ্বারা অতি হেয় ঘৃণ্য রূপে প্রতিপাদন করিতেছিলেন, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিতেছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ তদারাধ্য শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"বিপ্রাদ্‌দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥"

—ভাঃ ৭।৯।১০

[অর্থাৎ "আমার বোধহয় যে, (পূর্ব্বোক্ত) দ্বাদশগুণ-ভূষিত (ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥') অথচ পদ্মনাভের পদারবিন্দ বিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সে (চণ্ডাল) স্বীয় কুল পবিত্র করিতে পারে; কিন্তু অতি গর্ব্বান্বিত (ভগবদ্‌বিমুখ) ব্রাহ্মণ (আপনাকেই পবিত্র করিতে) পারেন না।"]

ভজনটি কি, তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভু সুস্পষ্টভাবেই বলিতেছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন**।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

অর্থাৎ অভিধেয় বিচারে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চ্চন-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ইহাই—প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' ও সম্বন্ধতত্ত্ব 'কৃষ্ণ' দিতে মহাশক্তি ধারণ করে, তত্রাপি নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন, দশাপরাধ শূন্য হইয়া নিরন্তর অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণপ্রেম সুখ-লভ্য হইতে পারে।

শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। অবশ্য শ্রীসনাতন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-

বিদ্‌, তথাপি মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে দেহত্যাগেচ্ছা পরিত্যাগরূপ লীলাভিনয় দ্বারা জীবশিক্ষাদানে রত হইলেন। সনাতন দৈন্যোক্তিসহকারে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মে নিবেদন করিলেন—'প্রভো, মাদৃশ নীচ, অধম, পামর-স্বভাব ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া আপনার কি লাভ হইবে?' তদুত্তরে মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—"সনাতন তুমি আমাকে তোমার কায়মনোবাক্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ, তোমার দেহ ত' আমারই নিজ সম্পত্তি; তাহা তুমি আজ কি বিচার-অনুসারে নষ্ট করিতে চাহিতেছ? ঐ শরীর দ্বারা আমার অনেক কিছু কার্য্য করিবার অভিপ্রায় আছে—আমি মাতৃআজ্ঞায় ক্ষেত্রমণ্ডলে বাস করিতেছি, মাথুরমণ্ডলের কোনকার্য্য করিতে পারিতেছি না, তাই ইচ্ছা—মথুরা-বৃন্দাবন আমার নিজপ্রিয়স্থান তোমার দ্বারা তথায় (১) সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব প্রকাশ, (২) বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন, (৩) মঠমন্দিরাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহার্চ্চনরূপ বৈধীভক্তি এবং মানসে রাগ বা অনুরাগময়ী প্রেমসেবার আদর্শ প্রবর্ত্তন এবং (৪) লুপ্ততীর্থোদ্ধার ও যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিময় জীবনাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান—এই সকল ধর্ম্ম প্রচার করাইব। এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহ দ্বারা সম্পাদন করাইতে চাহি, তাহা তুমি ছাড়িতে চাহিতেছ, ইহা আমি কি প্রকারে সহন করিতে পারি? ঠাকুর হরিদাসকেও সাক্ষ্য মানিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকেও শুনাইয়া বলিতেছেন—"শুন হরিদাস, ইনি (সনাতন) পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহিতেছেন, পরের স্থাপ্য দ্রব্য (গচ্ছিত সম্পত্তি) কেহই খাইয়া দাইয়া বিলাইয়া অপচয় করে না, তুমি ইঁহাকে নিষেধ করিও যাহাতে কোন ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া না ফেলেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল প্রগাঢ় স্নেহ প্রীতিময়ী মধুর হইতেও সুমধুর মনঃপ্রাণহারিণী অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীহরিদাস উভয়েই প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীসনাতন কহিতে লাগিলেন —"প্রভো আপনার সুগম্ভীর হৃদ্‌গত অভিপ্রায় অন্যের দুরধিগম্য, আপনি তাহা স্পষ্ট করিয়া না জানাইলে অন্য কাহারও তাহা জানিবার শক্তি নাই, 'কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়' এইরূপ আপনি যন্ত্রী, যন্ত্রকে যেভাবে চালাইবেন, সেই ভাবেই সে চলিতে বাধ্য হইবে।" শ্রীহরিদাসও তাঁহার হৃদ্‌গত অভিপ্রায়ের দুরধিগম্যতা জানাইয়া কহিলেন,—"প্রভো, আপনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাটপুরুষোত্তম, কাহার দ্বারা কি কার্য্য করান, তাহা আপনি নিজে না জানাইলে কাহারও জানিবার বা বুঝিবার সাধ্য নাই। শ্রীসনাতনকে আপনি এমনভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তিনি আপনার এত কৃপাপাত্র যে, এরূপ সৌভাগ্য লাভ তদ্‌ব্যতীত অন্যের পক্ষে অতীব দুর্ল্লভ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কৃত্যাদি করিবার জন্য উঠিয়া গেলে শ্রীহরিদাস শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রভুকৃপাপ্রাপ্তিরূপ মহাসৌভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—"প্রভো, আপনার মত মহাভাগ্যবান্ আর কাহাকেও দেখা যায় না, মহাপ্রভু আপনার দেহকে তাঁহার 'নিজধন' বলিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিলেন, তাঁহার নিজদেহদ্বারা যে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না, তাহা আপনার দেহ দ্বারা করাইতে চাহিতেছেন, তাহাও আবার তাঁহার পরমপ্রিয় মাথুরমণ্ডলে! স্বয়ং ভগবান্ যাহা করাইতে চাহেন, তাহাই সিদ্ধ হয়, ইহা আপনার পরম সৌভাগ্য, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। আপনার দ্বারা প্রভু মুখ্যতঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলন দ্বারা বৈষ্ণবাচার সংস্থাপন করিতে চাহেন, আপনিই ধন্য, আমার এই দেহ প্রভুর কোন কার্য্যে লাগিল না, ভারত ভূমিতে সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও হায়, আমার এই দেহ ব্যর্থই হইল।"

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের এইরূপ দৈন্যপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ কহিতে লাগিলেন— —"ঠাকুর, আপনি দৈন্যবশতঃ যতই না কেন আপনাকে হীন দীন জ্ঞান করুন, আমরা দেখিতেছি, মহাপ্রভুরগণে আপনার ন্যায় মহাভাগ্যবান্ আর কে আছেন! কেননা মহাপ্রভুর অবতার কার্য্য যে নাম-প্রচার, তাঁহার

সেই নিজকার্য্য তিনি আপনার দ্বারাই সম্পাদন করাইতেছেন। প্রত্যহ আপনি অপতিতভাবে তিনলক্ষ নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন, সকলের সম্মুখে নামের মহিমা প্রচার করিতেছেন, আচার ও প্রচার—শ্রীনামের এই দুই কার্য্যই আপনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেছেন। প্রায়শঃ দেখা যায়, কেহ নিজে আচরণ করেন বটে, কিন্তু প্রচার করেন না, আবার কেহ বা প্রচার করেন, কিন্তু প্রচারানুরূপ আচারের আদর্শ প্রদর্শন করেন না, আপনি আচার ও প্রচার শ্রীনামসেবার এই দুইটি কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টও ইহাই, আপনিই তাহা সম্পাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীণনচেষ্টাময় যথার্থ আচার্য্যের আদর্শ সংরক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং আপনিই জগদ্‌গুরু, প্রকৃত আদর্শ বৈষ্ণবাচার্য্য।" এইরূপে উভয়ে উভয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর মহান্ আদর্শ সম্বন্ধে পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীসনাতন গোস্বামি-দ্বারা শ্রীমহাপ্রভু **প্রথমতঃ**—শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত রচনা করাইয়া ভক্ত, ভক্তি ও কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব (অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; **দ্বিতীয়তঃ**—শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও বৈষ্ণবের আচার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; **তৃতীয়তঃ**—সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্র দ্বারা মানসে ব্রজভজন (রাগমার্গীয় ভজন) প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন; **চতুর্থতঃ**—কুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ-সমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসময় আদর্শ ভক্তজীবনের দ্বারা শুদ্ধভক্তের অনুকরণীয় বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত বিরক্ত জীবনযাপন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত প্রিয়ভূমি, শ্রীসনাতনকে সেই ভূমিতে অবস্থান করাইয়া প্রভু তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন।"

আর একটি প্রধান শিক্ষার বিষয় এই যে, সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম লব্ধদীক্ষ শিষ্যের কায়মনঃপ্রাণ—সর্ব্বস্বই শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তি, উহা দ্বারা সচ্ছিষ্যের হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত অন্য কোন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক স্বতন্ত্র কৃত্যাধিকার থাকিতেই পারে না। সুতরাং দীক্ষা গ্রহণাদি ব্যাপার একটা ছেলেখেলার (Childish play) বিষয় নহে। গুরুভক্তির উপরই শিষ্যের সবকিছু পরমার্থোন্নতি নির্ভর করে।

[আমরা পরবর্ত্তি প্রবন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক শিক্ষালাভের প্রয়াস পাইব।]

গলদ কোথায়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ]

জ্ঞানই সমস্ত বস্তুর কারণ। চিদচিদ্-শক্তি অখণ্ড-জ্ঞানেরই অন্বয়-ব্যতিরেক প্রকাশ। সুতরাং গোড়ায় অখণ্ডজ্ঞান বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবান্ রহিয়াছেন। জ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞানের অবকাশ নাই, সুতরাং ব্রহ্মে বা ভগবানে গলদের আশঙ্কা নাই কিন্তু ভগবচ্ছক্তির প্রকাশ-বিশেষের অবস্থাভেদে গলদ দৃষ্ট হয়। চিচ্ছক্তিতে কোন গলদ নাই, কিন্তু উপাধিভূত চিচ্ছক্তির কণে তাৎকালিক দোষাদি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত অজ্ঞান ভগবদ্‌বিমুখতা হইতেই জাত হয়।

সর্ব্বশক্তিমান্ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীভগবানের দর্শন অথবা অনুভূতি তদিচ্ছা বা কৃপা ব্যতীত সম্ভব নয়। ভগবানের কোন কারণ নাই, তিনি অকারণ। তদর্থে সমর্পিত

একান্ত-ভক্তেরই তৎকৃপাবলে শ্রীভগবদ্দর্শন ও বাস্তব অনুভূতি সম্ভব। স্বতঃপ্রকাশিত ভগবত্তত্ত্বের অভেদ-আধার-স্থানীয় সেবকসত্তাই শ্রীগুরুপদবাচ্য। তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেবই জগদ্‌গুরু, ভগবৎপ্রকাশক। শ্রীগুরুদেবকে এজন্য শ্রীভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ পূর্ণ ও আত্মারাম, শ্রীগুরুদেবও পূর্ণ ও আত্মারাম। পরমাত্মাতেই শ্রীগুরুদেবের রতি। শ্রীভগবদ্-রঞ্জন-সেবায় ইন্ধনপ্রদানকারী বা সহায়কই তদ্বৈভব ও নিত্য-কিঙ্কর। শ্রীগুরুদেবের শ্রীভগবৎ-সেবা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কৃত্য নাই, তদ্ভক্তিতেই শ্রীগুরুদেবের সত্তা। আচরণে উহা দুই প্রকারে পরিলক্ষিত হয়,—শ্রীভগবানের সেবা ও অন্যত্র কৃপা। উক্ত কৃপা ভগবৎ-সেবারই নামান্তর বিশেষ। ভক্তের চরিত্রে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তির অধিষ্ঠান নাই। শ্রীগুরু ভক্তোত্তম-লীলাভিনয়-কারী। অনন্যভক্ত শ্রীগুরুদেবে দোষের অবকাশ নাই। কৃষ্ণেতরবাঞ্ছাই দোষের মূল কারণ। শ্রদ্ধালু সাধক শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে শ্রীগুরুকৃপা বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, অতএব তিনি অনুকূল্য। তদানুকূল্যকারীই ভক্তিপথের অধিকারী। কিন্তু সাধকের বা শ্রীগুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তি-গণের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান কষায়াদি কিম্বা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশ্য চিত্তে থাকাকালে শ্রীগুরুদেবের বা অনন্যভক্তের চিত্তের সম্যক্ অনুসরণ বা তদ্দর্শনের অন্তরায় থাকে। এমতাবস্থায় বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজেদের গলদ অনন্যভক্ত বা শ্রীগুরুদেবে আরোপ করিয়া গোড়ায় গলদ বলিয়া নিজেদের ত্রুটী বিচ্যুতির সাফাই গাহিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ উক্ত প্রতিষ্ঠাশা হইতে কাপট্যের প্রশ্রয় লাভ করিয়া ভক্ত বা শ্রীগুরুচরণে অপরাধ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ক্রমশঃ এই সকল অপরাধ ধরা পড়িয়া ক্ষালিত না হইলে অপরাধের স্তূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব-অবজ্ঞা বা নিন্দা এবং গুর্ব্ববজ্ঞা ও নিন্দা ও পরে ভগবদ্বিদ্বেষ সুরু হইয়া এবং সকলের গোড়ার বস্তু ভগবানের গলদ বা দোষ দেখাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয়, আনুষঙ্গিকভাবে প্রথমে বিষয়ী এবং পরে ঘোরতর আসুরিক স্বভাব-সম্পন্ন হইতে হয়।

নিজেদের গলদ দেখিতে শিখিলে সংশোধনের সুযোগ হয়। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ অনর্থ-কবলিত মনুষ্য সাধুসঙ্গফলে নিঃশ্রেয়সার্থী হইলে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক বর্ণিত উপদেশের সার-মর্ম্ম অনুসরণ ও উপলব্ধি করিবার জন্য যত্নশীল হন। প্রাকৃত অভিমান-রহিত হইবার জন্য অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দাস্যাভিমান প্রবল করিতে থাকিলে স্বল্পায়াসে তৃণাদপি সুনীচ শব্দের তাৎপর্য্য ফলস্বরূপে প্রকাশিত হইবে; নচেৎ রকমারি প্রাকৃতাভিমানে নিরন্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও অশান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও অস্বস্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। প্রাকৃত বিভিন্ন কামনার অনুপাদেয়তা ও দুঃখপ্রদ-স্বরূপ বোধের বিষয় না হইলে বিভিন্ন কামনা-দ্বারা সঞ্চালিত ও সর্ব্বদাই অসহিষ্ণু হইয়া নিজে ক্লিষ্ট হওয়া ও অপরকে ক্লেশদান-রূপ দুরবস্থা হইতে রেহাই লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অসহিষ্ণুতাদ্বারা নিজের দুঃখ আনয়ন করা হয় এবং অভীষ্টফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তজ্জন্য 'তরোরিব সহিষ্ণুনা' উপদেশ অনু-ধাবনের চেষ্টা সাধকের অত্যাবশ্যক। নিজে বড় হই-বার আকাঙ্ক্ষা করিলে ও অন্যের নিকট হইতে মানস্পৃহা থাকিলে স্ব-কল্পিত মান বা পূজা অন্যের নিকট হইতে না পাইলে সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। নিজের ত্রুটি দেখিতে শিখিলে এবং শ্রেষ্ঠবস্তুর মহদ্-গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে শ্রীমন্মহা-প্রভু কথিত 'অমানী' হইয়া সুখে জীবন-যাপন করিতে পারিবে। নিজ প্রিয়তম ও পরমসেব্য শ্রীভগবানের সম্বন্ধ জীবমাত্রে দর্শন করিয়া মানদ হইতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীহরিভজনের সুযোগ হয় এবং স্বাভাবিক দৈন্যাদির আবির্ভাবে প্রকৃত শরণাগতি লাভে সমর্থ হয়।

অন্যাভিলাষিগণ নিজ নিজ কামনার ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে নিজ সেব্যবোধে কামনার ইন্ধনপ্রদাতার সেবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই উক্ত কামনা পরি-তৃপ্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কল্পিত

সেব্যের শিরশ্ছেদেও ইতস্ততঃ করিবে না। ভক্তিপথে এরূপ আশঙ্কা নাই। নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। নিষ্কামব্যক্তিই বাস্তববস্তু-জ্ঞানলাভে ও অবস্থার যাথার্থ্য উপলব্ধিতে সমর্থ। তিনি গোড়ার গলদ দেখিতে পান না। শ্রীভগবানে ও অনন্ত-ভক্তে গলদ কল্পনা করিবার পূর্ব্বে নিজের চিত্ত উত্তমরূপে রঞ্জনরশ্মিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কোথায় গলদ ধরা পড়িবে।
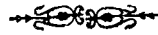
শ্রীগুরুপাদপদ্মে কৃপা-প্রার্থনা

গৌড়ীয় গগনের সূর্য্য অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছেন। এই সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল-গুরু মহারাজ—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। তিনি আর ইহজগতে নাই। তাহা বড়ই হৃদয়-বিদারক এবং স্বপ্নাতীত ঘটনা। আজ প্রায় সাতমাস অতীত হইয়া গেল, তিনি এই ধরাধম হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু এখনও মনে তাহা কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না; মনে হয় যেন পরম-করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচারোদ্দেশে তিনি কোন সুদূর প্রদেশে গমন করিয়াছেন। আমারই দুর্নিবার হরি-বিমুখতা দেখিয়া তিনি এত শীঘ্র শীঘ্র অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন। আমার মত অধম, অজ্ঞ সন্তান তাঁহার দুর্জ্ঞেয় মহিমা কি বুঝিবে? তিনি প্রকট থাকিতে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রবাক্যগুলি কেবল-মাত্র শ্রবণ করিবার ভাণ করিয়াছি, তাহার গম্ভীরার্থ—মর্ম্মার্থ উপলব্ধি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করি নাই।

প্রাচীন মহাজনগণ সকলেই তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিসমূহে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—সেব্য-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ই সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনায় লিখিয়াছেন—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

অর্থাৎ "নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে শ্রীহরির অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন। তথাপি যিনি প্রভু শ্রীভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশবিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।"

"একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।"

কিন্তু আমি ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবকে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া কেবলমাত্র নরকের রাস্তাই পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে,—

"গুরুষু নরমতিঃ যস্য নারকী সঃ"

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ও শ্রীবৈষ্ণবচরণে বিজ্ঞপ্তি-সূচক প্রার্থনায় গাহিয়াছেন—

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরি-নাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যানে বর্ণিত আছে—দুর্ব্বাসা মুনি পরমভাগবত শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের চরণে ক্ষত্রিয়-বুদ্ধি করতঃ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে ভক্তরক্ষক ভগবান্ অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় চক্রকে প্রেরণ করিলে দুর্ব্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের ভয়ে নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায়, নারায়ণ বলিয়াছিলেন—"ক্ষমা করা হৃদয়ের বৃত্তি. কিন্তু আমার হৃদয় ত' আমার নিকট নাই, তাহা ত' ভক্তের নিকট বাঁধা।" তুমি আমাকে ব্রহ্মণ্যদেব মনে করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, কিন্তু আমার কৃপা পাইতে হইলে আমার ভক্তের কৃপা পাওয়া প্রয়োজন। তুমি অম্বরীষের প্রতি অপরাধ করিয়াছ, সুতরাং তিনি কৃপাপূর্ব্বক তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে। ভক্তবৎসল ভগবানের ও তদ্ভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে ভক্ত-প্রেমবশ্যতা সম্বন্ধে এইপ্রকার অনেক প্রমাণই আছে।

এই জগতে সাক্ষাদ্ভাবে আর ত' শ্রীগুরুপাদপদ্ম-যুগল দর্শন পাইব না। সংসারের সব ঘাত-প্রতিঘাত ঐ চরণযুগল দর্শনে সহ্য হইয়া গিয়াছিল এবং পরম শান্তিই লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! আমার নিজের প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে তাঁহার আদেশ, উপদেশ ও কৃপাশাসন হইতে বঞ্চিত হইলাম।

সকল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি—সকলেরই মঙ্গলবিধান করিয়া নিত্যধামে তাঁহার ইষ্টদেবের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এখন তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-যুগলে মাদৃশ দীনাধমের একমাত্র প্রার্থনা, যেন তাঁহার ভজনসাধনোপদেশ অবিচারে নিষ্কপটে পালন করিয়া যাইতে পারি। তিনি নিত্য বিরাজিত চিন্ময়বস্তু, এই অধমকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার মনটাকে স্থির করিয়া দিউন। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, সেবাদ্বারা সেব্য-বস্তুর সঙ্গলাভ করা যায়। কিন্তু হায়! কোথায় আমার সেই সেবা বৃত্তি! তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। তিনি কৃপা করুন, যেন তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষায় উত্তরোত্তর অভিনিবেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তদুপদিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন 'নাম-সংকীর্ত্তনে' যেন ক্রমশঃ অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের করুণা-ঘন-মূর্ত্তি 'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।' এই-জন্যই 'শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে' বলিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করা হয়। যিনি প্রসন্ন হইলেই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের আর কোথাও গতি নাই; সেই অদোষদর্শী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম এই ভজন-সাধন-হীন অধমের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইয়া, তাঁহার অশোক-অভয় শ্রীচরণারবিন্দে চিরআশ্রয় প্রদান করুন, অন্তর্য্যামী-গুরুরূপে হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন, ইহাই তচ্চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়

একমাত্র বিষ্ণুভক্তি হইতেই সংসার মোচন হয়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

বদ্ধ জীবের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষাভিমানে যে ভিত্তিহীন ও লঘু চিন্তাস্রোত প্রবাহিত দেখা যায় তাহাকে ত্রিতাপময় সংসার বলে। জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি সংসারের লক্ষণ। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথারস-নিষেবন। শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন জীবের মধ্যে সংসার-চিন্তার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না।। শ্রীকৃষ্ণচিন্তাস্রোত বলিতে শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ স্বতঃ স্ফূর্ত্ত চিন্তাধারাকে বুঝায়। তাহাতে নিত্যনবনবায়মান রসমাধুর্য্যাস্বাদন-চমৎকারিতা বিদ্যমান। অনিত্য জড়রসের কোন হেয় স্পর্শ তন্মধ্যে নাই।

"প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ॥"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্-১৩)

[প্রণয়-পরিণত, শোভার আলম্বন, পদে পদে ললিত, প্রতিদিন নূতন, প্রতিক্ষণ সুখবর্দ্ধনশীল, প্রস্ফুরিত লোচন-দ্বয় দ্বারা আমাদের হৃদয়ে কিশোররূপ প্রাণনাথ প্রবহমান হউন।]

"নিখিলভুবনলক্ষ্মী-নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথী-গর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং।
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্॥"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ১২ শ্লোক)

[নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্যলীলাস্পদ-স্বরূপ, কমল-বনপথের গর্ব্বহারী, প্রণতজনের অভয়প্রদানে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয় আমার চিত্তে কোন অনির্ব্বচনীয় সুখ বহন করুন।]

অখণ্ড ও সার্ব্বভৌম বিভুচিৎতত্ত্ব পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘনীভূত পরমানন্দ-স্বরূপ। ব্যষ্টি ও সমষ্টি সুখের আশ্রয়ও তিনিই। তাঁহা হইতে পৃথক্ সুখের চিন্তনই মায়া। পৃথক চিন্তন হইতেই আপেক্ষিক ধর্ম্মের প্রকাশ পায়। ইহাই মায়ার ধর্ম্ম। মায়িক সুখ ও দুঃখ আপেক্ষিক ধর্ম্মেরই অনুভূতি বিশেষ। একই সার্ব্বভৌম-বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াও যুগপৎ একই সময়ে কাহারও সুখ হইতেছে, আবার কাহারও দুঃখ হইতেছে। যেমন গগনস্থ সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহ, নক্ষত্রাদি হইতে যুগপৎ একই সময়ে কাহারও সুখ, আবার কাহারও দুঃখ উৎপাদিত হয়। সার্ব্বভৌম স্বরাট্‌পুরুষ শ্রীহরিতে অধ্যাসিত চিত্ত হিরণ্যকশিপু এবং তদেকশরণ প্রহ্লাদ উভয়েই। হিরণ্যকশিপুর তাহা হইতে উদ্বেগ, অশান্তি ও দুঃখ হইতেছে, পক্ষান্তরে প্রহ্লাদের চিত্ত ক্রমশঃ নির্ভয়, নিরুদ্বেগ হইতেছে ও পরাশান্তি লাভ করিতেছে। কারণ কি? অখণ্ড সার্ব্বভৌম-বস্তু ত' পরিপূর্ণ সুখস্বরূপ? তাঁহাতে একের দুঃখ ও অপরের সুখ হয় কেমন করিয়া? তবে কি তাঁহাতে (অখণ্ড বস্তুতে) দুঃখদত্ব স্বভাবেরও প্রকাশ রহিয়াছে? কদাপি নহে। তবে যে জীবের দুঃখ হয়, তাহা তাহার মায়িক আপেক্ষিক-ধর্ম্মে অবস্থিতির কারণ।

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

(ভাঃ ১।৭।৫)

[সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব স্বরূপতঃ সত্ত্ব, রজস্তম—এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত প্রাকৃত বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমানবশতঃই উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে।]

অভিশপ্ত হিরণ্যকশিপু মায়ার আপেক্ষিক ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তা, ভোক্তা অভিমানে নিজকে সর্ব্বময় ভোক্তা শ্রীহরির অংশীদার বিচার করতঃ মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। মাৎসর্য্যের আশ্রয়ে কাম-ক্রোধাদি রিপুনিচয়ে সততই ব্যক্তাব্যক্তরূপে অবস্থিত থাকায় ত্রিতাপ-সন্তাপ-লাভ মাৎসর্য্যপরায়ণ জীবের পক্ষে অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে, প্রহ্লাদ শরণা-গতিগুণে শ্রীহরির সার্ব্বভৌমত্বে নিজকে তদীয়ত্বে দর্শন করায় আপেক্ষিক-ধর্ম্মের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া তৎ-সুখময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সার্ব্বভৌমবস্তু সদা স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত ও নিরপেক্ষতাগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তন্মধ্যে পৃথগাকারে কোন সুখ-দুঃখদত্বাদি স্বভাবের প্রকাশ নাই। তজ্জন্য তিনি জীবের সুখ-দুঃখের জন্য কোন অংশেই দায়ী নহেন। যাঁহারা যেভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হন তাঁহারা সেইভাবেই তাঁহা হইতে সুখ দুঃখ লাভ করিয়া থাকেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

(গীঃ ৪।১১)

অপ্রাকৃত-সুখই বস্তু। সেই সুখের মায়া বা ছায়াই জড়ীয় দুঃখ। চিৎসুখের অনুকূল অনুশীলনকেই ভক্তি বলে, অথবা শুদ্ধভক্তি বলিতে ইহাকেই বুঝায়। এই শুদ্ধভক্তি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই মাত্র স্থিরতরা, অন্যত্র নহেন। দেবতান্তরে ও প্রাণিসমূহে 'ভক্তি' বা 'প্রেম' শব্দ কখনওই সিদ্ধ নহেন। দেবতান্তরে ও প্রাণিসমূহে স্বতন্ত্র প্রীতি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে কাম মাত্র।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥"
(গীঃ ৭।২০)

[বহির্ম্মুখগণ সেই সেই কামনা দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া এবং সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপসনা করে।] কামে চিত্তের অস্থিরতা নিবন্ধন তত্ত্ব-বস্তুর অস্ফুরণে স্ব-স্বরূপ এবং পরস্বরূপের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। ভক্তিনিষ্ঠা হইলেই মাত্র তাহা সম্ভব হয়।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)

[হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থির-তরা থাকে, তাহা হইলে তোমার দিব্য-কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) হন। তখন স্বয়ং মুক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায়) আমা-দিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি (অনিত্য স্বর্গাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যেমন যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ সেবার নিমিত্ত) আদেশ কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।]

[শ্রীমদ্ ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে নবধা ভক্তি-কথন-প্রসঙ্গে ৫।২৩-২৪ শ্লোকে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ.........আত্ম-নিবেদন॥" এবং "ইতি পুংসার্পিতাবিষ্ণৌ.........অধীত মুত্তমম্॥" শ্লোকদ্বয়ে বিষ্ণু শব্দেরই উল্লেখ দেখা যায়। অন্যত্রও (ভাঃ ১১।২।৩৬) "কায়েন বাচা.........সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥" এবং গীতায়ও (গীঃ ৯।২৭) "যৎ করোষি.........তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥" ইত্যাদি বাক্যে,—শ্রীগীতা ভাগবতের বহু শ্লোকেই কেবল 'বিষ্ণুভক্তি'র কথাই নিষ্পাদিত ও নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। এইজন্য বিবিধরূপে বিচারিত সত্য যে, 'বিষ্ণু' ব্যতীত দেবতান্তরের পৃথক্ শ্রবণ কীর্ত্তনকে তত্ত্বতঃ ভক্তি বা প্রেম বলা যায় না। পরন্তু ভাগবতধর্ম্মের আলোকে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রমসূচক বা লীলাকথা বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, পুরাণ ও মহাভারতাদি সাত্বতস্মৃতিগ্রন্থে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে, তাহাই পঠন-পাঠনের জন্য জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসমুনি উপদেশ ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্ত্যেতর কামনা-বাসনামূলে পুরাণাদির পৃথক্ পঠন-পাঠন হইতে শুদ্ধভক্তি লাভ সুদুষ্কর। ভক্তি লাভ ব্যতীত জীবের শোক, মোহ, ভয়াদি অপনোদনের কোনই সম্ভাবনা নাই। শ্রবণ মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণই মুখ্য। শ্রীমদ্ ভাগবত বেদবেদান্তেতিহাসাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের সারমর্ম্ম স্বরূপ। এতৎ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোক ও পয়ার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"
(গরুড়-পুরাণ-বচন)

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥"
(ভাঃ ১।৭।৬-৭)

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—ভাগবত বিচার করিলে ব্রহ্মসূত্রের এবং উপনিষদ্গুলির প্রকৃত সার-অর্থ জানিতে পারিবে। ভাগবত বিচার না করিয়া যিনি বেদান্ত পড়িতে বা উপনিষদের অর্থ জানিতে চান, তাঁহার অসার-অর্থ-লাভই অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

[ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ তীর্থ মহারাজ]

"নমোঽস্তু তে হলগ্রাম! নমস্তে মুষলায়ুধ!।
নমস্তে রেবতীকান্ত! নমস্তে ভক্তবৎসল!॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ! নমস্তে ধরণীধর!।
প্রলম্বারে! নমোঽস্তু তে ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ!॥
শ্রীরামং রেবতীকান্তং প্রেমানন্দ কলেবরম।
রৌহিণেয়ং ভজেদ্দেবং কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়কম্॥"

শ্রীবলদেব-তত্ত্ব একটী জটিল ও বৈশিষ্ট্যময় তত্ত্ব। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্ব অবতারের অবতারী স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমনি রসময়, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি তেমনি তিনি লীলাময় সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ। তাঁহার লীলা পুষ্টির জন্য তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। লীলার প্রয়োজনে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার দ্বিতীয়-বিগ্রহ শ্রীবলদেব-রূপে শ্রীব্রজধামে আবির্ভূত হইয়াছেন।

"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৪-৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় বলিয়াছেন—

"বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব-কৃষ্ণের—সমান॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৪)

বর্ণ ও বেষ-ভেদে শ্রীবলরামকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহও বলা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিয়াছেন—

"অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম॥
ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা-জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা, কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥
মায়া দ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর-শক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি॥"

(চৈঃ চঃ ম ২০।২৫২-২৬১)

শ্রীবলরামের এক স্বরূপ মহা-সঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের আশ্রয়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে বলিতেছেন—

"জীব-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়॥ ৪৫॥
যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়॥ ৪৬॥"

শ্রীলঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারেও এই সঙ্কর্ষণ হইতেই সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়। মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া ইঁহার অন্যতম স্বরূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের (প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু) মধ্যে আনয়ন করেন এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি নিজদেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন, সুতরাং শ্রীবলদেবের অংশাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণই মূলতঃ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ—সৃষ্টি আদি কার্য্যের মূল অধ্যক্ষ—কারণের কারণ।

শ্রীবলরামের অংশের অংশ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়

পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী সহস্রশীর্ষা পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার জন্ম। তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, যিনি সমস্ত ব্যষ্টি জীবের পরমাত্মা ও পালনকর্ত্তা, তিনিও শ্রীবলরামের অংশের অংশের অংশ। ধরণীধর শ্রীশেষ বা অনন্তদেব শ্রীবলরামের কলা। তিনি ভক্তঅবতার এবং শ্রীভগবানের সেবাই তাঁহার কার্য্য। তিনি ভগবানের শয্যারূপে সর্পাকৃতি। সহস্রমুখে তিনি ভগবানের গুণগান করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, চামর, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসনাদি যাবতীয় সেবার উপকরণরূপে আত্মপ্রকট করিয়া তাঁহার সেবা করেন। সুতরাং ভূধারণ ও আসনছত্রশয্যাদিরূপে কৃষ্ণসেবন—শ্রীশেষদেবের এই দুইটি কার্য্য। পৃথ্বীধারী ও ভগবানের শয্যারূপ-ভেদে শ্রীশেষ দ্বিবিধ।

শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু তাঁহার লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি।
পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সন্ধুয় ব্যক্তি মীয়িবান্॥ ৮৭॥
শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ।"
শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্॥ ৮৮॥

অর্থাৎ গোলোকে যিনি সঙ্কর্ষণ নামে দ্বিতীয় ব্যূহ, তিনিই ভূধারী শেষের সহিত মিলিত হইয়া বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ৮৭॥ ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপ-ভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ভূধারী শেষ সঙ্কর্ষণের আবেশ-অবতার বলিয়া তাঁহাকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয়। যিনি শয্যারূপ শেষ তিনি আপনাকে ভগবানের দাস এবং সখা বলিয়া অভিমান করেন॥৮৮॥

রাম, নৃসিংহাদি অবতার হইতে শ্রীবলদেবের লীলার বৈশিষ্ট্য আছে। স্বয়ং ভগবান্ ও অন্যান্য অবতারগণ সকলেই বিষয়তত্ত্ব। কিন্তু শ্রীবলদেব একাধারে বিষয়তত্ত্ব ও আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ হইয়াও স্বয়ংপ্রকাশরূপে কখনও গুরু, সখা, এবং কখনও ভৃত্য এই তিনভাবে লীলা করিয়াছেন। বিষয়তত্ত্ব হইয়াও তিনি দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় বলিয়াছেন—

"কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৩৫-১৩৭)

শ্রীবলরাম যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ন্যায় তিনিও বিষয়তত্ত্বরূপে যমুনাতীরে রামঘাটে গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবলরামের প্রেয়সীবর্গ ও রাসস্থলী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও রাসস্থলী হইতে পৃথক্। শ্রীবলদেব জগদ্গুরু ও আশ্রিতবৎসল। তাঁহার আশ্রয়ে নিজ ভক্তগণ ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ পুষ্ট ও লালিত-পালিত হন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলদেব স্বরূপের ভক্তবাৎসল্য গুণ অধিকভাবে প্রকশিত হইয়াছে। শ্রীবলদেবের শক্তি শ্রীগুরুদেবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রীবলদেব কৃষ্ণভক্তি প্রদাতা, তিনি ভাগ্যবান্ জীবকে কৃষ্ণসেবা দান করেন। যাহার হৃদয় ভক্তিশূন্য, তাহাকেও তিনি কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তিলাভের যোগ্য করিয়া ভক্তি দান করেন। যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীবলদেবের কৃষ্ণভক্তিপ্রদান-লীলা, কৃষ্ণসেবা দান ও আশ্রিতবাৎসল্য গুণ শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। শ্রীগুরুদেবকে সেইজন্য বলদেবাভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ বলা হয়।
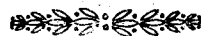
বিজয়া-দশমী

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকা সহৃদয় সজ্জন ও সহৃদয়া মহিলাবর্গকে শুভ বিজয়াদশমীর হার্দ্দ অভিনন্দন ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। সকলেই প্রসন্ন হউন। শ্রীচৈতন্যচরণপদ্মে প্রত্যেকেই আমরা যেন সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের শান্তিপাঠানুসরণে এই প্রার্থনা জানাইতে পারি—

"ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে যে উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥"

অর্থাৎ "আমার অঙ্গসমূহ শ্রীভগবৎকৈঙ্কর্য্য দ্বারা আপ্যায়িত বা পরিতৃপ্ত হউক, আমার বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহও আপ্যায়িত হউক অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট স্ব স্ব ভগবৎ-সেবাকার্য্য-সম্পাদনে সামর্থ্য লাভ করুক। সমস্ত বেদ ও উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ('বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্' —গীঃ ১৫।১৫) পরংব্রহ্ম পরাৎপর-তত্ত্ব কৃষ্ণকে আমি যেন পরিত্যাগ না করি অর্থাৎ তাঁহাতে যেন বীতশ্রদ্ধ না হই, সেই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। আমি যেন প্রত্যাখ্যাত না হই, প্রত্যাখ্যাত না হই। উপনিষৎশাস্ত্রে আত্মার যে-সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মসমূহ আমাতে বিদ্যমান থাকুক, বিদ্যমান থাকুক।"

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। অধোক্ষজ শ্রীভগবানে জীবাত্মার অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই সেই পরমধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মহীন মানবকে শাস্ত্র পশুতুল্য বলিয়াছেন—ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ। শ্রীশাণ্ডিল্য মুনি ঈশ্বরে পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলিয়াছেন, (সা পরানুরক্তিরীশ্বরে)। শ্রীনারদ মুনিও সেই ভক্তিকে অমৃতরূপিণী বলিয়াছেন (—ওঁ সা অমৃতরূপা চ। ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি। ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥ অর্থাৎ ভক্তি অমৃত বা পরমানন্দ-স্বরূপিণী। সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সর্ব্বার্থসিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন। ভক্তি লাভ করিলে জীবের কোন বিষয়বাসনা শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না)।

এস্থলে মুক্তি বলিতে শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' অর্থাৎ দেহাদি বিরূপে আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥' সুতরাং স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ভগবৎসেবার নামই প্রকৃত মুক্তি। এজন্য শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদ বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভ বা বিষ্ণুপাদপদ্ম-সেবালাভকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। ভগবৎসাক্ষাৎকারজনিত বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন ভক্তের পক্ষে নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দাদিকে গোষ্পদতুল্য অকিঞ্চিৎকর বলা হইয়াছে। এজন্য ভক্তি—মোক্ষলঘুতাকৃৎ। কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারেন না—'সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা, লজ্জা, ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥' এমন কি, বৈকুণ্ঠের চারি প্রকার মুক্তিও যথা—সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্য, সারূপ্য—সমানরূপ, সালোক্য—সমানলোকে বাস, সামীপ্য—সমীপে বাস, ইহা যাচিয়া দিলেও কৃষ্ণভক্ত গ্রহণ করিতে চাহেন না।

শ্রীনারদাদি নিবৃত্ততৃষ্ণ সংসারমুক্ত ঋষিগণও

শ্রীনামের আরাধনা করিতেছেন। 'অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্য-মানং' ইত্যাদি বাক্যে তাই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীনামের জয়গান করিতে করিতে বলিতেছেন—হে ভগবন্নাম-সূর্য্য—কৃষ্ণসূর্য্য, আপনি সাঙ্কেত্যাদি আভাসে উচ্চারিত হইলেও তত্ত্বদৃষ্টিবিহীন ব্যক্তিকে কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক চক্ষু অর্থাৎ 'কৃষ্ণভক্তিবিষয়া প্রজ্ঞা' প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভূমণ্ডলে এমন কোন্ কৃতী বা পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যিনি আপনার মহিমা নির্ব্বাচনে সমর্থ? অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্ম-চিন্তা দ্বারাও ভোগ-ব্যতিরেকে যে প্রারব্ধ অর্থাৎ প্রাক্তনকর্ম্মজনিত পাপ-পুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, হে নাম, জিহ্বাগ্রে আপনার স্ফুরণ মাত্রেই—আভাস মাত্রেই সেই সকল কর্ম্মদোষ নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

শান্তি শান্তি করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া ছুটিয়া বেড়াইলেও —যাগযজ্ঞতপহোম-ব্রতাদ্যাত্মক কর্ম্মপথ, ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিলাভেচ্ছায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানপথ বা অণিমাদি সিদ্ধিলাভের আশায় যোগপথ অবলম্বন করিলেও প্রকৃত শান্তি কিছুতেই মিলিবে না। তাই শ্রীগীতা বলিয়াছেন—"তমেব (পরমাত্মানমেব) শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥" (গীঃ ১৮।৬২) এবং কঠোপ-নিষদ্ও তাহাই বলিতেছেন—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" (কঠ ২য় অঃ ২য় বল্লী, ১৩শ সংখ্যা)—এইরূপে শ্রুতি স্মৃতি সকলেই সর্ব্বত্রই একবাক্যে তারস্বরে জানাইতেছেন—সেই অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীভগ-বৎপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত শান্তি লাভের দ্বিতীয় কোন উপায়ই আমাদের নাই।

এই শরণাগতিই ভক্তিমান্ ভক্তের প্রাণ-স্বরূপ। পরম করুণাময় মহাবদান্য মহাপ্রভুর অনর্পিতচর সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমসম্পল্লাভে ইহাই জীবকে অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। তাই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি' গীতিকাব্যের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
সপার্ষদ স্বীয়ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥"

এই শরণাগতি ষড়্বিধা—

"দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে-বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥"

শ্রীভগবান্ এইরূপ শরণাগতের প্রার্থনাই শ্রবণ করিয়া থাকেন—

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

সুতরাং শরণাগত ভক্তই প্রকৃত শান্তির অধিকারী। তিনি নিষ্কাম, একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছা ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশ পর্য্যন্তও স্থান পায় না—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৪৯

শ্রীরূপ-সনাতনই এই শরণাগতি শিক্ষা দিয়া অধম জীবকেও উত্তম করিতে সমর্থ, তাই ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"রূপ-সনাতন পদে দন্তে তৃণ করি'।
'ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥"

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গৌহাটিস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রতিবর্ষের ন্যায় এবারও বিপুল সমারোহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব সুসম্পন্ন হইল। এতদুপলক্ষে প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও সচ্ছাস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলার কয়েকটি দৃশ্য মূর্ত্তি-মাধ্যমে প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার শিক্ষা-সার দর্শকগণের নিকট কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই মূর্ত্তির শিল্পী হইলেন পঃ বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর গ্রাম নিবাসী—শ্রীবিনয় রায়, শ্রীসমর রায় ও শ্রীতারকনাথ রায়।

চিত্র-শিল্পী—স্থানীয় শ্রীমাখন লাল সাহা এবং আলোকসজ্জা করিয়াছেন—স্থানীয় মেসার্স এস্, বি, ইলেক্‌ট্রিক্‌স্। এই এস্, বি, ইলেক্‌ট্রিক্‌স্ কোঃ বিনা ব্যয়ে সমুদায় মঠের আলোক-সজ্জা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি প্রতি বৎসরই আলোকসজ্জা দ্বারা মঠের সেবা করিয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হন।

এই প্রদর্শনীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্র সাহায্যে নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

(১) হিরণ্যাক্ষ বধ, (২) শ্রীহরপার্ব্বতী-সংবাদ—শ্রীনামমহিমা প্রকাশ, (৩) শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও তৎপ্রেমবশ্য শ্রীশ্রীগোপালদেব, (৪) পঞ্চতত্ত্ব, (৫) শ্রীনিমাইএর গৃহত্যাগ-লীলা, (৬) শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রেমাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু, (৭) অপ্রাকৃত ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন, (৮) চক্রতীর্থে ধীবরের জালে শ্রীমন্মহাপ্রভু, (৯) পরশুরামের দর্প হরণ, (১০) রাবণের দরবারে শ্রীহনুমান্, (১১) যমরাজের নিকট দূতগণের নামমহিমা শ্রবণ, (১২) ভক্ত সুধন্বা বধ, (১৩) ব্রজে ফলবিক্রয়িণী ও শ্রীনন্দনন্দন।

বিরহ-সংবাদ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জুরমুঠ গ্রামনিবাসী শ্রীহিতেশ্বর পণ্ডা মহাশয়ের মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা রুক্মিণী দেবী বিগত ৭ ভাদ্র (১৩৮৬), ইং ২৪ আগষ্ট (১৯৭৯) শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি বেলা ঘ ১১-৩০ মিঃ সময় পঞ্চনবতিতম বয়ঃক্রমকালে উক্ত জুরমুঠ গ্রামস্থ তাঁহার নিজ বাসভবনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীধাম-নবদ্বীপের কোলেরগঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা ছিলেন। আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্ন্যাসী পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীযুক্তা রুক্মিণী দেবীকে মাতৃরূপে অঙ্গীকার করতঃ তাঁহার মধ্যমপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই, পৃথিবীতে সেই নারীই ধন্যা—যিনি কোন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবকে গর্ভে ধারণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকেন। শ্রীযুক্তা রুক্মিণী দেবী একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবের শিশুকাল হইতেই তাঁহার মাতৃসূত্রে নানাভাবে সেবাশুশ্রূষা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই সেই বৈষ্ণবসেবার ফলস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিশ্চয়ই এই রত্নগর্ভা জননীকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চির-আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দেহরক্ষার দুইমাস পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী "শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রমে"র সেবকবৃন্দের শ্রীমুখে প্রত্যহ শ্রীহরিসংকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হিতেশ্বর বাবু বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিধানমতে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন-সহযোগে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮৬
২৮ দামোদর, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার; ২ নভেম্বর, ১৯৭৯ { ৯ম সংখ্যা

প্রতিবন্ধক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

জীবমাত্রেরই প্রাপ্যবস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ অখণ্ডপ্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান চেষ্টা, সকলসময়ে সকলজীবেই লক্ষিত হয়। পুত্রশোক-কাতরা মাতা প্রীতিলাভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্রীতিলাভের আশায় বিলাসপর জীবগণ নৃত্যগীত-বাদ্যাদির চেষ্টা করেন, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মানসে প্রীতির উদ্দেশ্যে কত অঘটনীয় শুভাশুভ-কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়। আজও মানবজ্ঞানে প্রীতিলাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম্ম লক্ষিত হয় নাই। চেতনের চেষ্টামাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছে। এমন একটী বস্তু কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতনজগত সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীব সর্ব্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সুতরাং নিত্য প্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়। যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অস্তিত্বকে অনিত্য অভিমান করেন, সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য প্রীতির অভাবে নিত্য প্রীতিলাভ-চেষ্টা জীবে দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রীতি, কালদ্বারা এবং সীমাদ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে-কালপর্য্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে, তৎকালাবধি নিত্যপ্রীতি-চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে; জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন, কেবলমাত্র ভগবত্তা কাল ও সীমার অধীন নহে; কারণ কাল ও সীমা ভগবান্ হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃতজগতে ভগবদ্বিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরি-বিমুখজনগণ ভগবান্‌কে দেশ-কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন। জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিজভোগ্য দেশ-কালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরির বিমুখজীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল ও সীমার মায়াতীত জনক ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি। তাহা তিনি সকলসময় লক্ষ্য করিতে পারুন আর নাই পারুন তাহার ঐ ধর্ম্ম কোনসময় তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না।

যাহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি অনিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী অপরজন নিত্যপ্রীতির অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ একশ্রেণীর লোক প্রাকৃত ও অপর শ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমাবিশেষ-ধর্ম্ম—প্রাকৃত; নিত্যতা ও

বৈকুণ্ঠধর্ম্ম—অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখজন অনিত্য সুখলালসায় প্রমত্ত; অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ-লালসায় তাৎপর্য্যবান। হরিবিমুখতা-ক্রমে তাহারা অনিত্যের ও মায়িক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন; এমন কি অপ্রাকৃতজনগণের সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রকে, কৃষ্ণভক্তিকে ও কৃষ্ণভক্তকে তাহারা নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করেন। মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্যপ্রীতির বিপণি প্রসারণ করেন; ইহার ফলে তাহাদের নিত্যপ্রীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। অনিত্য প্রাকৃত পিণ্ডবিশেষজ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ অনিত্য ভোগবস্তু বলিয়া ধারণা করেন। অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ প্রাকৃত ধারণা নাই। যে কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে অনিত্য প্রীতির আবাহন করেন, তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন। প্রাকৃত হরিবিমুখজনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্য প্রীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাদকদ্রব্যসেবী কোনক্রমে তাঁহার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, স্ত্রৈণ কখনই তাঁহার সেব্য যোষিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত জ্ঞানাচ্ছন্ন পশু তাহার বৎস পরিত্যাগ করিতে পারে না, দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্যে অভিনিবেশ। প্রাকৃত বন্ধুসঙ্গে রঙ্গ থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রমত্তের মাদকদ্রব্যের হস্ত হইতে, স্ত্রৈণের স্ত্রীহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হয় না। প্রাকৃত অভক্তগণ অনেক সময়ে স্ব স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাক্, আত্মপ্রতারণার উদ্দেশ্যে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সাজে নিরীহ লোকদিগকে গঞ্জিকাদি মাদকদ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন, বিলাসিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তাচরণ অপ্রাকৃত-ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। অপ্রাকৃত-সমাজ এই শ্রেণীর মিছাভক্তগণকে কপট অভিনয়কারী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে-সকল উপায় অপ্রাকৃত-শাস্ত্র ও অপ্রাকৃত-ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহাও প্রাকৃত-পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত-দুঃসঙ্গময় বুদ্ধিক্রমে বিপর্য্যস্ত করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ নিজ নিজ দলস্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন পূর্ব্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

নিত্যপ্রীতি, নিত্যবৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণচন্দ্রেই অবস্থিত। নিত্যকৃষ্ণভক্ত নির্ব্যলীক হইয়া সেই নিত্যপ্রীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন শস্য লাভ ঘটে না, মিছাভক্তগণ স্ব স্ব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্যবস্তুকে কৃষ্ণপ্রীতি সংজ্ঞা দিয়া নিত্যপ্রীতি লাভ করিবেন এরূপ আশাও তাঁহাদের দুরাশা। অনিত্য-প্রীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত দুঃসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, গাভীদ্বয়ের যোগে যেরূপ বৎসোৎপত্তি অসম্ভব, কৃত্রিম স্বর্ণের দ্বারা প্রকৃত স্বর্ণের সাম্য যেরূপ হয় না, প্রাকৃত-সহজিয়া যতই কেন-না ভক্ত্যঙ্গসমূহকে নিজ কর্ম্ম-চেষ্টাদ্বারা ভোগে নিযুক্ত করুন, কিছুতেই কৃষ্ণ-প্রীতিলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। প্রাকৃত-কর্ম্মের দ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফল ত্যাগ হয়, যথেচ্ছাচার দ্বারা অনিত্যইন্দ্রিয়-সুখলাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভজনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম ফল-স্বরূপে উদয় হয়। অভক্তিচেষ্টা দ্বারা অথবা কৃত্রিম-হরিসেবা দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণ দ্বারা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু মুখ দ্বারা খাদ্য গৃহীত হইয়া উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত-প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রতিবন্ধক-বিচারে সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

গর্দ্দভ দ্রব্য বহন করে, হাতা সুপ পরিবেশন করে, কিন্তু তাহারা উহার আস্বাদন পায় না। যেরূপ কাচে আবদ্ধ মক্ষিকা কাচ অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া নিত্য-প্রীতি লাভ করে না, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া ভারবাহী গর্দ্দভ। ইনি বাত-পিত্ত-কফাত্মক প্রাকৃত-শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত-ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদিকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু কলেবরকে প্রাকৃতজ্ঞান করেন এবং সলিলাদি জড় বস্তু সাহায্যে জড় চিৎ হইয়া যায় মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রবিণ, আভিজাত্য-সুখ, লোভ, মায়াধীশ ও মায়াবশে সমজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত-প্রতিবন্ধকসমূহ পরমপ্রীতি-বিগ্রহের প্রেমলাভ করিতে বাধা দেয়।

ভাই জীব! শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

আমরাও তোমাকে বলি, প্রাকৃত যাবতীয় অভিমান ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃতবুদ্ধি ছাড়িয়া সহিষ্ণু হও, সকলকে প্রাকৃত মান্য দেও, নিজে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-ভজন করিতে পারিবে। দশপ্রকার নামাপরাধ-নামক প্রতিবন্ধককে আবাহন করিও না, তাহা হইলেই তুমি কপটতাশূন্য শুদ্ধস্বরূপতত্ত্বজ্ঞান-রহিত ভগবন্নামোচ্চারণরূপ নামাভাস করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম-সেবা করিতে করিতে নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকহীন কীর্ত্তন হইলেই নিত্য প্রীতি করতলগত হয়। তখন কাল ও সীমা বৈকুণ্ঠবস্তু 'নাম'কে তোমার প্রতি নিত্যপ্রীতি প্রদান করিবার বাধা দিতে পারিবে না।

ভাই জীব! বৃথা কালক্ষেপ করিও না, কুপমণ্ডূকের ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্যকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিও না; যদি কর তুমিই ঠকিবে। অপ্রাকৃতের কোনরূপ মর্য্যাদা হানি করিতে পারিবে না।

—সঃ তোঃ ১৯।১১ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(দৈন্য)

প্রঃ—ভজনকারিমাত্রের কোন্ ভাবটি অত্যাবশ্যক ?

উঃ—"সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই।"

—'ভক্ত্যানুকূল্য-বিচার', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ২৫।৮৯

প্রঃ—কিরূপ ভক্তিকার্য্যকে দৈন্য বলে ?

উঃ—"আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব—এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্য।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—কিরূপ ভক্তি প্রবলা হইলে অন্বয়ানুশীলনে উন্নতি হয় ?

উঃ—"দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব-ভাবের আবির্ভাবে উহারা (ভারবাহিত্ব-রূপ 'ধেনুকাসুর' ও স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-রূপ 'প্রলম্বাসুর') ক্ষণেকেই (ক্ষণমধ্যেই) নষ্ট হয়। তাহা হইলেই ক্রমশঃ অন্বয় অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি

হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবতঃ গূঢ় এবং সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—কিরূপ বিচারে যথার্থ দৈন্য প্রকাশ পায় ?

উঃ—“আমি চিন্ময় জীব, নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমি দণ্ডের (দণ্ড প্রাপ্তির) উপযুক্ত পাত্র। কৃপাময় কৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয়-বিস্মৃতিবশতঃই আমার কর্ম্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আমি সকল অপেক্ষা হীন, দীন ও অকিঞ্চন।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ—দৈন্যময় ভক্তজীবনে নিজ বল-ভরসার কোন দাম্ভিকতা থাকে কি ?

উঃ—“কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র—করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা—বেদের বিচার॥”

—‘প্রার্থনা’ (দৈন্যময়ী)—২, কঃ কঃ

প্রঃ—শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা সহজ নহে কি ?

উঃ—“বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥”

—‘প্রার্থনা’ (দৈন্যময়ী)—৩, কঃ কঃ

প্রঃ—শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের নিকট শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা কিরূপ ?

উঃ—“শ্রীরূপগোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়া'য়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥”

—‘প্রার্থনা’ (দৈন্যময়ী) ১-৪, কঃ কঃ

প্রঃ—আত্মমঙ্গলেচ্ছুর বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট কিরূপ নিষ্কপটদৈন্য আবশ্যক ?

উঃ—“গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥”

—‘প্রার্থনা’ (দৈন্যময়ী) ১-১ কঃ কঃ

সিদ্ধি হইতেছেনা কেন ?

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত]

আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন হয়—আমরা সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে উপনীত হইয়াও, এমন কি, কেহ কেহ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না কেন ? আবার কেহ কেহ কটাক্ষের সহিত প্রশ্ন করেন, “মহাপ্রভু ও আচার্য্যগণের অনুগ ও শিষ্যমণ্ডলীর অনেকের মধ্যেই অষ্টসাত্ত্বিকভাব-বিকার প্রভৃতি সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইত; কিন্তু আপনাদের মধ্যে সেরূপ একটি আদর্শও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?” ঐরূপ কোন আদর্শ দেখিতে না পাইয়া আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন যে, “প্রাকৃতসহজিয়া ও সখীভেকী-সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায়, এমন কি, মহাপ্রভুর ন্যায় (!) ভাববিকারাদি দৃষ্ট হয়; অতএব তাঁহারাই ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, গৌড়ীয় মঠের লোকেরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই! অথবা তাঁহারা সিদ্ধির প্রণালীই অনুসরণ করেন নাই!” যাঁহারা বহিরঙ্গ লোক, তাঁহাদের

কথা ছাড়িয়া দিলেও গৌড়ীয়মঠের কথায় শ্রদ্ধা-প্রকাশের অভিনয়কারী কাহারও কাহারও মনোভাব হয় ত' এরূপ হইতে পারে যে, 'যখন কাহারও মধ্যে ঐরূপ সিদ্ধির লক্ষণসমূহ (?) দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ইঁহাদের ভজন-প্রণালীতেই বোধ হয় কোন গলদ আছে!' এ সকল কথা কেহ চুপি-চুপি বলেন, কেহ বা মনে মনে বলেন, আবার কেহ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলেন বলিয়া অনেকের শুনিবারও সুযোগ হয়।

উপরের সংশয়, প্রশ্ন বা কটাক্ষের মীমাংসা, উত্তর বা প্রকৃত তথ্য প্রদান করিতে হইলে 'সিদ্ধি' কি জিনিষ, তাহার আলোচনা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বা অন্যান্য আচার্য্যের সময় অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না—এই আশঙ্কার মূল কোথায়? 'আমরা ঠিক আছি, উপদেষ্টা ঠিক নাই' —ইহাই কি ঐরূপ সমালোচনার জনক? অথবা 'উপদেষ্টা ঠিক আছেন, তাঁহার নিকট কতকগুলি ভণ্ড জুটিয়াছেন (অবশ্য আমি ভণ্ডের দল হইতে পৃথক্ আছি!)'—এইরূপ বিচারই কি উক্ত কটাক্ষের আকর-স্থান? অথবা 'সিদ্ধি-ব্যাপারটি আমি বা আমার সমজাতীয় দল (সিদ্ধ না হইয়াও অথবা 'স্বয়ং সিদ্ধ' বলিয়া মনে করিয়া) বুঝিয়া ফেলিয়াছি,' এরূপ অভিমানই কি ঐ সমালোচনার কারণ?

যাঁহারা ভিন্ন তন্ত্রের লোক, তাঁহাদের যুক্তি অনেক সময়ই উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এমন কি, তাঁহারা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও বলিয়া থাকেন যে, "চৈতন্যদেবের নিকট যে-সকল লোক জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই সরল-বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাদিগের সেই সরলতার সুযোগ লইয়া অনুগমণ্ডলীকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনুগমণ্ডলীও যেন কি এক যাদুমন্ত্রে বশীভূত হইয়া ঐ ভ্রান্তপথ-প্রদর্শকের (?) ধামাধরা হইয়া পড়িয়াছিলেন!" আবার কেহ কেহ, দয়া করিয়া এমনও বলিয়া থাকেন যে, "শ্রীচৈতন্যদেব ভাল লোক ছিলেন এবং তিনি লোকের মঙ্গল করিতেই চাহিতেন; কিন্তু তাঁহার যে-সকল সঙ্গী জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিকৃতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন ও চৈতন্যের অভীপ্সিত প্রকৃত বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন!" আবার কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমণ্ডলীর সিদ্ধির ধারণাকেও 'সিদ্ধি বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ!' যেমন, প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদতুল্য, (১) কৈবল্যসিদ্ধি নরক-সদৃশ, (২) মুক্তিকামনা পিশাচী, (৩) বা তথাকথিত নির্ব্বিকল্প-সমাধিরূপ নির্ব্বিশেষ-ভাবাশ্রয়ে আত্মহত্যা-নাম্নী সিদ্ধি গো-বিপ্রঘাতী অসুরগণেরও লভ্য, (৪) যোগসিদ্ধি যক্ষের বা অজগরের গ্রাসে গ্রস্ত হওয়ার ন্যায় অবস্থা-বিশেষ (৫) প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তসমূহকে এক শ্রেণীর ব্যক্তি সিদ্ধির সম্বন্ধে প্রকৃত বিচার বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত; আর একশ্রেণীর ব্যক্তি 'উহা

---

(১) কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥
—(চৈঃ চঃ আ ৭.৯৭.৯৮)

(২) নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
—(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥
—(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫ম সংখ্যা)

(৩) ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
—(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫)

(৪) শ্রীসনাতন গোস্বামি-কৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য।

(৫) পশ্চিমে খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
—(চৈঃ চঃ ম ২০।১৩৩-১৩৪)

শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত নহে, শ্রীচৈতন্যের ভ্রান্ত (?) শিষ্যগণের ধর্ম্মোন্মত্ততা' প্রভৃতি বলিতে প্রস্তুত!

আমরা উপরি উক্ত তিনশ্রেণীর বিচার লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিব। প্রথমতঃ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে উপদেষ্টা, উপদেশ ও উপদেশ-গ্রহণকারী,—এই তিনটি বস্তুরই অকৃত্রিমতা ও সুনির্ম্মলতা থাকা আবশ্যক। উপদেষ্টা যদি নিত্যসিদ্ধ না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশে নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধির সন্দেশ পাওয়া যাইবে না। আর উপদেশ-গ্রহণকারী যদি অকৃত্রিম ও একান্ত শুশ্রূষু না হন, তাহা হইলেও নিত্যসিদ্ধির উপদেশ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না।

'সিদ্ধি' জিনিষটী কি? আর সিদ্ধি সম্বন্ধেই বা মতভেদ কেন? —এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে শেষের প্রশ্নের উত্তরটী আগে দিতে হয়। অসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সিদ্ধির যে কল্পনা করেন, তাহা হইতেই মতবাদ ও মতভেদের উদ্ভব হয়। আর নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ যে নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধির বার্ত্তা নিত্যসিদ্ধগণের ধারায় প্রকাশিত করেন, তাহাতে কোন মতভেদ বা মতবাদ নাই,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মূল আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে যে সর্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠা এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ সেবা করিয়াও 'আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের কিছুই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিলাম না,' আত্মবৃত্তির এইরূপ সেবোন্মুখতাই চরম সিদ্ধি—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে দৃষ্ট হয়,—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশী-ধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদ মুখ,
যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন'।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটেরে করিয়ে ধারণ॥

—(চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫-৪৭)

কি প্রণালীতে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সরল ভাষায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি'
কায়-মনে করিব **ভজন**।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, **না পূজিব দেবীদেবা,**
এই ভক্তি-পরম-কারণ॥
মহাজনের যেই **পথ,** তা'তে হ'ব **অনুরত,**
পূর্ব্বাপর করিয়া **বিচার**।
সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়-মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা **ত্যাগ**, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে ধরি' মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি'
সদা কর অনন্তভজন॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি' কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি'
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি-পরম-কারণ॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও স্পষ্ট করিয়া 'সিদ্ধি-লালসা'র সিদ্ধিলাভের প্রণালী জ্ঞাপন করিয়াছেন—

দেখিতে দেখিতে,　　ভুলিব বা কবে,
　　নিজ-স্থূল-পরিচয়।
নয়নে হেরিব,　　ব্রজপুর শোভা,
　　নিত্য চিদানন্দময়॥
বৃষভানুপুরে,　　জনম লইব,
　　যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব,　　হইবে স্বভাব,
　　আন-ভাব না রহিবে॥
নিজ-সিদ্ধদেহ,　　নিজ-সিদ্ধনাম,
　　নিজ-রূপ-স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে,　　লভিব বা কবে,
　　কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ॥

*　　*　　*　　*　　*

স্বারসিকী সিদ্ধি,　　ব্রজগোপী ধন,
　　পরমচঞ্চল সতী।
যোগীর ধেয়ান,　　নির্ব্বিশেষ জ্ঞান,
　　না পায় এখানে স্থিতি॥

*　　*　　*　　*　　*

বৃষভানুসুতা-　　চরণ-সেবনে,
　　হইব যে **পাল্যদাসী।**
শ্রীরাধার সুখ,　　সতত সাধনে,
　　রহিব আমি প্রয়াসী॥
শ্রীরাধার সুখে,　　কৃষ্ণের যে সুখ,
　　জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি'　　শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
　　কভু না হইব কামী॥
সখীগণ মম,　　পরম সুহৃদ্,
　　যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে,　　সেবিব রাধায়,
　　চরণ-কলপ-তরু॥

সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে কিরূপ আত্মসমর্পণ প্রয়োজন, তাহাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় আমরা জানিতে পাই—

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ-রক্ষা-বিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি, নাথ।
পাল্য গোধন জানি করি' তুয়া সাথ॥
চরাওবি মাধব! যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে॥
অঘ-বক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম্ যামুনপানি॥
কালিয়-দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল, বাড়াওবি আশা॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মো'য়।
'গোপাল' 'গোবিন্দ' নাম তব হোয়॥
সুরপতি-দুর্ম্মতি-নাশ বিচারি'।
রাখবি বর্ষণে, গিরিবরধারি!
চতুরানন করব যব্ চোরি।
রক্ষা করবি মোঝে গোকুল-হরি!
ভকতিবিনোদ—তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব! করত যতন॥

(শরণাগতি-২৩ সং)

এই সেবা-সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আত্মসমর্পণকারীর স্বরূপটি কিরূপভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন—

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি, কান!
বরজ-বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ, রাধানাথ!

উপরে উদ্ধৃত মহাজন পদাবলী আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যাবতীয় অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদির প্রতি অনুরাগ ও যাবতীয় অসৎসঙ্গে আসক্তি ও তজ্জনিত পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তৃবুদ্ধি সেবাবিগ্রহে সর্ব্বাত্মসমর্পণ-ফলে বিদূরিত হইলে যে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্য করিবার জন্য নির্ম্মল চেতনবৃত্তির স্পৃহা উদিত হয়, তাহাই সিদ্ধিলালসা এবং

সেই লালসা অত্যন্ত ঘনীভূত হইলে যে নিত্যবর্দ্ধমানা সেবা-লালসার অফুরন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—তাহাই সিদ্ধি। সেই সিদ্ধিতে আশ্রয়বিগ্রহের সুখোৎপাদনে বিষয়বিগ্রহের যে সুখোৎপাদনের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা আছে, ইহাই সিদ্ধির রহস্য। আশ্রয়ের সুখে বিষয়ের যে সুখ, তাহাতে অভিনিবিষ্ট না হইয়া বিষয়ের সহিত আত্মসুখের যে কামনা, তাহাই 'সম্ভোগ'বাদ বা সিদ্ধির বিপরীত কথা। এখানেই 'সিদ্ধ' ও 'বদ্ধ', 'ভক্ত' ও 'অভক্ত'কে চিনিতে পারা যায়। বদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন—"ভগবানের সঙ্গে যখন আমার প্রয়োজন, তখন ভগবান্‌কে আমি নিজে দেখিয়া লইব। সোজাসুজি ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইবে।" কিন্তু সিদ্ধ-ব্যক্তির কথা এই যে, "ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ সেবকের সুখোৎপাদনে ভগবানের যে সুখ, তাহারই আমি আরাধনা করিব। আর সেই প্রেষ্ঠসেবকের সেবার যাঁহারা সহায়ক, তাঁহারাই আমার পরমসুহৃদ্, বিষয় ও আশ্রয়ের সেবাশিক্ষার গুরু; আমি তাঁহাদের অনুগত হইয়াই মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবা করিব।"

আমরা কেহ কেহ 'সিদ্ধি পাইলাম না' বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছি! এই অসহিষ্ণুতা কিন্তু সিদ্ধি-প্রাপ্তির জন্য অকপট আর্ত্তি নহে। "আমি বা আমরা ঠিকই আছি, সিদ্ধিদাতারই বোধহয় কিছু কৃপণতা বা অসামর্থ্য আছে"—এই ভাবিয়াই আমরা অসহিষ্ণু এবং সিদ্ধিলালসার পরিবর্ত্তে সম্ভোগলালসায় প্রমত্ত! সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না কেন, ইহা অনুধাবন করিতে গিয়া নিজের দোষানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে, আত্মসংশোধন করিবার পরিবর্ত্তে, নিজের দুষ্ট মন, দুষ্ট স্বভাবকে শত শত সম্মার্জ্জনীর প্রহারের দ্বারা শাসন ও মার্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে, অপরের ছিদ্রানুসন্ধান, এমন কি, গুরু-বৈষ্ণবকে শাসন ও শোধন করিতে উদ্যত হইয়াছি!! একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না, "আমি কি সত্যসত্যই সকল অন্যাভিলাষ সর্ব্বভাবে পরিত্যাগ করিয়াছি? কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির-স্পৃহার আবরণ হইতে কি আমার অন্তর অনাবৃত হইয়াছে? লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাকে, কনক-কামিনী-চিন্তার দুঃসঙ্গকে কি বর্জ্জন করিতে পারিয়াছি? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী কি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার রক্ত শোষণ করিতেছে না? আমি কি 'ভাবের ঘরে চুরি' করিবার জ্ঞান ও অজ্ঞান-কৃত অভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি? আমার কি পুরুষাভিমান-বর্জ্জনের জন্য আত্যন্তিক উৎকণ্ঠার উদয় হইয়াছে এবং তজ্জন্য হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে? আমি কি আত্মসমর্পণের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াছি? আমার কি নিজ-সুখতৎপরতা অপেক্ষা অকৃত্রিম ও নিষ্কপটভাবে আশ্রয়বিগ্রহের সুখে বিষয়বিগ্রহকে সুখী করিবার জন্য অদম্য পিপাসার উদয় হইয়াছে? আমি কি আশ্রয়-বিগ্রহের অকপট সুখান্বেষণকারীদিগকে নির্ম্মৎসর হইয়া সুহৃদ্ ও আমার সেবাশিক্ষার গুরু বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছি? —না, মৎসরতায় জর্জ্জরিত হইয়া প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার শোচনীয় কাঙ্গালের ন্যায় 'অমুকের কিছু অধিক বিষয় লাভ হইল, অমুকে কিছু প্রতিষ্ঠা পাইয়া উঁচু হইয়া গেল, আমার কিছু প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইল'—এইসকল চিন্তাস্রোতে ধাবিত হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার এক-তাৎপর্য্যপরতা ও ঐকতানকে বিছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও ভগ্ন করিয়া দিতেছি?" নিজের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অদোষদর্শী গুরু-বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানের স্পৃহা ও তাহাতে সুখোপভোগরূপ মৎসরতা নির্ম্মৎসর সাধুগণের লভ্য ভাগবতী সিদ্ধিকে আমা হইতে অনেক দূরে সংরক্ষণ করিয়াছে! আমি রাবণ হইয়া সিদ্ধিলক্ষ্মীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি! কায়মনোবাক্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিলে সিদ্ধিশ্রীর সাক্ষাৎকার হয় না। রাবণের ন্যায় যাত্রার দলের ত্রিদণ্ডি-যতি সাজিলে বা পরমহংসের সজ্জা গ্রহণ করিলে কিংবা ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থের বেষোপজীবী হইলে সিদ্ধিশ্রীর সাক্ষাৎকারই হয় না, স্পর্শ ত' দূরের কথা!

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় স্বয়ং ভগবান্ যে-সকল নিত্য-সিদ্ধ-পার্ষদ লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কেন অনুকরণকারী বা তাঁহাদের মত একজনও কেন এই যুগে হইতেছেন না—এইরূপ ছিদ্রানুসন্ধান-স্পৃহা আত্মমঙ্গলের জন্য চিন্তার অভাব ও অসিদ্ধির পরি-

চায়ক। আত্মমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধ-ব্যক্তি—"সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে"; আর সিদ্ধির পথের যাত্রী মধ্যমাধিকারী বিচার করেন,—"ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অপ্রকটলীলার আবিষ্কার-কালে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিজজনকে আচার্য্যরূপে জগতে প্রেরণ করিয়া যখন লোকমঙ্গলের ব্যবস্থা করেন, তখন আচার্য্য ভবব্যাধির চিকিৎসা-সদন উন্মোচন করিয়া নানাপ্রকার ভবব্যাধিগ্রস্ত লোককে তথায় স্থান প্রদান করেন। চিকিৎসাসদনের বিভিন্ন রোগীর বিভিন্নপ্রকার রোগ ও অধিকার থাকে। সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বৈদ্য মূল আচার্য্যের আনুগত্যে অন্যান্য সহকারী চিকিৎসকগণ তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী সেই চিকিৎসাসদনের সেবক হইতে পারেন অর্থাৎ মধ্যমাধিকারিগণ চিকিৎসাসদনের মধ্যে চিকিৎসিত হইবার সময়ও মূল আচার্য্যের আনুগত্যে তন্নিম্নাধিকারীর কিছু কিছু উপকার করিতে পারেন। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠাধিকারী ভবব্যাধিগ্রস্ত জীবের চিকিৎসা বা জীবে দয়া করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা চিকিৎসাসদনের কিছু কিছু স্থূল বা বহিরঙ্গ সাহায্য করিতে করিতে ও মধ্যমাধিকারীর হরিকথৌষধ শ্রুতিমূলে পান করিতে করিতে মধ্যমাধিকারে উপনীত হইলে জীবে দয়া করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।" অতএব কনিষ্ঠাধিকারী যদি তাঁহার সিদ্ধির কল্পিত ধারণা লইয়া 'সিদ্ধ' খুঁজিয়া না পান, কিংবা গুরুকৃপায় মধ্যমাধিকারের অর্থাৎ বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব-বিচারের একটু সামান্য আমেজ পাইয়াই সিদ্ধ ও সিদ্ধিকে মাপিয়া লইতে চাহেন কিংবা চিকিৎসা-সদনে সকলকেই সমজাতীয় সিদ্ধ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচারের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে, জানিতে হইবে। চিকিৎসাসদনে অন্ততঃ একটিও সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বা সিদ্ধ কি দেখিতে পাওয়া যাইবে না? মধ্যমাধিকারীর অভিনয়কারী ছিদ্রানুসন্ধিৎসু প্রাকৃত ব্যক্তির এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়—"সিদ্ধি ও সিদ্ধ বলিতে তোমার ধারণা কি? সিদ্ধ ব্যক্তির কি দশ মুণ্ড, বিশ হাত গজাইবে, অথবা সে একহাত শূন্যে উঠিতে পারিবে? সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্ত্রের উপাসকগণ সিদ্ধির ঐ-সকল লক্ষণ দেখিতে চাহিতে পারেন! কিন্তু ভাগবতী সিদ্ধির লক্ষণ পুরুষাভিমান হইতে মুক্তি ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অতৃপ্ত নিরন্তর লালসা। কৃষ্ণকাম-কামনাই 'সিদ্ধি'।"

ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৩)

আশ্রয়-বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহের সুখের জন্য সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী ও অহৈতুকী যে চিত্তবৃত্তি, তাহাই ভাগবতী সিদ্ধি—সেই সিদ্ধি অনন্ত প্রগতিশালিনী। সেই সিদ্ধি যতটা আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবা-সুখপথে অভিসার করিতেছে, ততটাই সিদ্ধি বলিয়া আদরণীয়া। আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবায় অবিক্ষেপের সহিত সতত বা নিরন্তর নিমগ্ন থাকিলে তদনুগ নিষ্কপট সেবকবৃন্দে এই সিদ্ধিশ্রী এখনও সেবোন্মুখচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তবে ভাগবতীয় সিদ্ধিসূর্য্যরশ্মি উলূকের চক্ষে অসহনীয় হইয়া মাৎসর্য্যের উদয় করায়, তাই সেই মৎসরতা সিদ্ধি-শোভা-দর্শনের পথে কণ্টক হইয়া থাকে।

সিদ্ধি বা সিদ্ধ যে খুব বহু পরিমাণেও দেখা যাইবে, তাহা আশা করাও সিদ্ধবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা; কারণ ভগবানের ও ভাগবতের বাণীতে শুনিতে পাই—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু **কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।**
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
(গীঃ ৭।৩)

"সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"
(ভাঃ ৬।১৪।৪)

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ খেদের সহিত অনেক সময়ই বলিতেন যে, বহুলোক তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা একটি মানুষও পাইলেন না। অনেকেই তাঁহাদের নিকট আসিয়া বাহ্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-সিদ্ধির অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। সম্ভোগবাদকেই সকলে 'সিদ্ধি' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। কেহই বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহের

সেবায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন নাই। আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট পুনঃ পুনঃ এই কথাই শ্রবণ করিতেছি—আমরা ভোগ্য, ভোক্তা নহি; ভোক্তা এক অদ্বিতীয় স্বরাট্‌লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহার ভোগ্য বা সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামবর্দ্ধন-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই আমাদের 'স্বরূপসিদ্ধি'। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণী এই মুহূর্ত্তেই কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করি, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমাদের নিত্যসিদ্ধ-সিদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা তাহা কায়মনোবাক্যে অনুসরণ ও প্রতি-পালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে কি? না; গ্রাম্যকবির ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের অবস্থা হইয়াছে—

"মারো আর ধরো, পিঠ ক'রেছি কুলো।
বকো আর ঝকো, কানে দিয়েছি তুলো॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধির এরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন,—"সাধকের যখন রাগানুগ-মার্গে লোভ হয়, তখন সদ্‌গুরুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সাধকের রুচি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ভজন নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধদেহের পরিচয় করিয়া দিবেন। সেই পরিচয়-মতে প্রাত্যহিক সাধক অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি গুরুকুলে বাস করতঃ সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত স্ব-স্থানে স্থিত করিয়া ভজন করিতে থাকিবেন। গুরু-দত্ত নিজ নামরূপাদি স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রই তাহাতে অভিমানযুক্ত হইবেন। এই অভিমানই—আত্মজ্ঞান এবং ইহাকেই 'স্বরূপসিদ্ধি' বলে। * * * ভক্তিলতা যখন বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পর-ব্যোমের উপরিভাগে গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্প-বৃক্ষে আরোহণ করেন, তখন সেই লতা অবলম্বন করিয়া সাধকমালীও অপ্রাকৃত ধাম প্রাপ্ত হন। এই স্বরূপ-সিদ্ধিকে কোন কোন ভক্তলেখক সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই 'গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; * * * ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তু-সিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিজত্বলাভ বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধদ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা 'আপনদশা'। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের স্বরূপসিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্মৃতির বিকাশেই নিত্য-বৃন্দাবন লাভ হয়।"

স্বরূপসিদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে লাভ হয় না, নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ও আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তি যখন প্রকাশিত হয়, তখনই উহাকে সিদ্ধি বলে। সিদ্ধিতে সেবালালসা অধিকতর উৎ-কণ্ঠাময়ী ও অতৃপ্তিময়ী হইয়া নবনবায়মান চমৎকারিতা বিধান করে। যিনি সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি তাঁহার সিদ্ধিধনকে লোকের নিকট দেখাইয়া বেড়ান না; অথবা বিজ্ঞাপন দিয়া উহার প্রচারও করেন না। অতি সংগোপনে, কোন লোকে কোনপ্রকারে বুঝিতে না পারে, জানিতে না পারে—এইরূপভাবে তিনি সিদ্ধি-সম্পৎকে সুগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষণ করিয়া অধিকতর সেবা-লালসায় প্রমত্ত থাকেন। সিদ্ধব্যক্তি কখনও বলেন না, 'আমি ভগবান্ দেখিয়াছি, আমি এক্ষণেই ভগবান্‌কে দেখাইতে পারি' ইত্যাদি। মনোধর্ম্মের ভগবান্‌কে দেখা বা না দেখা সিদ্ধির লক্ষণ নহে। সেবায় নৈরন্তর্য্য, রুচি, আসক্তি ও নবনবায়মান উৎসাহই সাধন-সিদ্ধের চরিত্রেও পূর্ব্ব হইতেই দৃষ্ট হয়। স্বরূপসিদ্ধ—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনজীবাতু ও বিপ্রলম্ভ-সেবা-রসে সতত মগ্ন। প্রকৃত-সেবা-সিদ্ধিকামী কি করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপা লাভ করিবেন, এজন্যই সর্ব্বদা উদ্‌ভ্রান্ত। কেবল আমারই সেবালাভ হইল না, সকলেই কৃষ্ণভজন করিতেছেন, এই বিচার সর্ব্বক্ষণ তাঁহার আন্তরিকতাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিজে প্রকৃত সেবাসিদ্ধির জন্য আন্তরিক আর্ত্তি-বিশিষ্ট নহেন, অথবা ফাঁকতালে সিদ্ধ হইয়া যাইতে চাহেন, সেরূপ ব্যক্তিই 'অপরের সিদ্ধি হইতেছে না, আমি খুব বুঝ্‌দার'—এইরূপ ভোগময় বিচারে ধাবিত। অশ্রু-পুলকাদি—সিদ্ধির বাহ্য বা তটস্থ লক্ষণ, তাহা শিক্ষাষ্টকের "নয়নং গলদশ্রুধারয়া" শ্লোকে ব্যক্ত হই-য়াছে। আর সিদ্ধির আন্তর-লক্ষণ শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥
উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৯-৪১)

এই সিদ্ধিতে বা সাধ্য ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি কৃষ্ণ-সেবার জন্যই উদ্‌গ্রীব, কৃষ্ণ-সম্ভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন। তাহা শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥

সচ্ছাস্ত্রমর্ম্ম—সদ্‌গুরুকৃপালভ্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বেদ অপৌরুষেয় অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় ভগবদ্-বস্তু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানগম্য বিষয় নহে। সর্ব্ববেদবেদ্য কৃষ্ণ ও তৎস্বরূপশক্তি-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' বা 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—এই শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য পালন করিতে হইবে। শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম—উভয়ই শ্রীভগবানের শাশ্বতী তনু। শব্দব্রহ্মের কৃপাব্যতীত শব্দী ভগবানের মাহাত্ম্যে কাহারও প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। কিন্তু সেই শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধ অনন্তপার গভীরার্থবোধক এবং সমুদ্রবৎ দুর্ব্বিগাহ্য। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে, জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ-উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়া বিচারিত হইয়াছে, বেদের এই তাৎপর্য্য সাক্ষাৎ বেদময়ীতনু ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহই জানিতে পারেন না। কর্ম্ম, দেবতা ও জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদ একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই পরমার্থরূপে আশ্রয় করিয়া আছেন—এই জন্যই শ্রীভগবান্ নিজমুখেই জানাইয়াছেন—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্,' সুতরাং সেই সর্ব্ববেদবেদ্য বেদান্তকর্ত্তা বেদজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিবার একমাত্র উপায়—তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত চরম উপদেশ—'মামেকং শরণং ব্রজ'। অশরণাগতের নিকট তিনি যোগমায়া-সমাবৃত। সাকার নিরাকার ইত্যাদি বদ্ধজীবের মনোধর্ম্মোত্থ উক্তির বহু উর্দ্ধে তিনি অপ্রাকৃতস্বরূপে বিরাজিত, অস্তি নাস্তি এই দুই সিদ্ধান্ত তাঁহারই কুক্ষির অন্তর্বর্ত্তী হইয়া চির বিবদমান। মূল বিম্বে রূপ না থাকিলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে রূপ কোথা হইতে আসিবে? অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি তাঁহার, অপ্রাকৃত হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণাদি সর্ব্ব অবয়ববিশিষ্ট তিনি, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, অথচ তিনি সকলকে জানেন। অবশ্য তিনি অচিন্ত্য হইলেও সচ্ছাস্ত্রৈকজ্ঞানগম্য—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ অর্থাৎ শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার উপায়। তিনি উপনিষদপুরুষ—উপনিষদ্ বা বেদান্তৈক বেদ্য। মায়াবদ্ধ জীবগত 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)—এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম অলৌকিক অচিন্ত্য জ্ঞানস্বরূপ হইলেও মূর্ত্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, এক (সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ-রহিত) হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত, নিরবয়ব হইলেও অংশবিশিষ্ট, পরিমিত পরিমাণ হইলেও অপরিমিত, সর্ব্বকর্ত্তা হইলেও নির্ব্বিকার—শ্রুতিতে ব্রহ্মের এই স্বরূপ শ্রুত হওয়ায় ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধে কোন

দোষাপত্তি নাই, শ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধার্থবোধক হইলেও অচিন্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য। সেই শব্দ মায়াবদ্ধ-জীবগত ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়-রহিত যথার্থ বক্তা—আপ্তবাক্য। তাহাই প্রমাণ অর্থাৎ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানজনক। সদ্গুরুপাদাশ্রয়েই সুতরাং তাহা লভ্য হইতে পারে। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়-বিগর্হিত প্রলাপোক্তি কখনও বিচার-যোগ্যতা লাভ করে না।

ব্রহ্মসূত্রার্থ, মহাভারত-তাৎপর্য্য, ব্রহ্মগায়ত্রী-ভাষ্য, বেদার্থ-পরিপোষক—সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে শ্রীরাধানাম 'অনয়ারাধিতো নূনং' ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত শ্লোকে গূঢ়রূপে প্রকাশিত আছে। অনধিকারী লোকসকলকে দূরে রাখিবার জন্যই শ্রীশুকদেব ঐ সকল গূঢ়রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম—'বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়'। ভজন করিতে করিতে অধিকার যতই উন্নত হইবে, ততই ঐসকল শুক-হেন মহাভাগবত-ভক্তহৃদ্গত গূঢ় রহস্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। সবকথা সবসময়ে সর্ব্বজন-সমাজে ব্যক্ত না করিয়া গূঢ়রূপে রাখাকেই মহাজনেরা পাণ্ডিত্যের পরিচয় বলিয়া জানেন। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করিলে অপ্রাকৃত-রসবিশেষভাবনা-চতুর ভক্ত দেখিবেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সপরিকর স্বরূপশক্তির সহিত সকললীলাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে মহাভারত, ইতিহাস, পুরাণাদি রচনা করিলেন, তাহার অনেকগুলিতেই ত' রাধা নাম ব্যক্ত রহিয়াছেন তন্ত্রাদিতে, গোপালতাপনী শ্রুতি প্রভৃতিতে রাধা নামোল্লেখ আছে। শ্রীজয়দেব তাঁহার গীত-গোবিন্দে, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত রসিক মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যই ত' শ্রীমদ্ ভাগবত-গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রাস-পঞ্চাধ্যায়োক্ত শ্রীযুগলভজনের প্রামাণিকতাও তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপরাশরপ্রোক্ত শ্রীবিষ্ণু-পুরাণও একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতেও পঞ্চমাংশে ১৩শ অধ্যায়ে শ্রীরাসলীলা বর্ণিত আছে। প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু নাম নাই। শ্রীভাগবতে নাম অনেক স্পষ্ট। যাহা হউক কোন কোন মহাজন বলেন, শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমের গুরু, শ্রীরাধানাম তাঁহার জপ্য মন্ত্রস্বরূপ, এজন্য বেদগোপ্য সেই পরম গূঢ়মন্ত্র গোপন করা হইয়াছে। শাস্ত্রে মন্ত্রকে যে ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়, সেইভাবে 'অনয়ারাধিতঃ' এই ভঙ্গীতে শ্রীরাধানাম প্রকাশ করা হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, মাথুর-বিরহকাতরা রাধানাম স্মরণ করিতেই মহাপ্রেমিক শ্রীশুকদেবের হৃদয় অত্যন্ত কাতর হয় বলিয়াই তিনি রাধানাম ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক শ্রীশুকদেব কেন তাহা শ্রীভাগবতে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া যান নাই, তাহার গূঢ়মর্ম্ম তিনি যদি কোন রসিক ভক্তের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করান, তাহা হইলেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। সপার্ষদে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং যুগলোপাসনার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তখন তাহাই আমাদের অনুসরণীয়—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

জানশ্রুতি রাজা হংসমুখে নিজ নিন্দা শ্রবণে শোক-সন্তপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ শকটী রৈককে আশ্রয় পূর্ব্বক তৎ-কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য লাভ করিবেন—কৃতকৃতার্থ হইবেন, ইহাই দয়ালু হংসগণের মনের অভিপ্রায়। শূদ্র শোকমোহভয়ে দ্রবীভূত চিত্ত থাকায় বেদার্থ বুঝিতে পারেন না। এজন্য শ্রীভাগবতে "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" (ভাঃ ১।৪।২৫) —এই বাক্যে স্ত্রী, শূদ্র ও সাবিত্রী-পতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের বেদত্রয়ের শ্রবণে অধিকার নাই, ইহা বলা হইয়াছে। বেদোক্ত শুভকর্ম্মসমূহে অজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই দ্বিজাধম বলা হইয়াছে। যাহাতে অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রুত্যর্থ অবধারণ করিতে পারে, এজন্য পরমকারুণিক বেদব্যাস সর্ব্ববেদবেদান্ত-তাৎপর্য্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়া তাহা শ্রবণে সকলকেই

অধিকার দিয়াছেন। কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—সন্ন্যাসকৃত্য বেদান্ত পঠন পাঠন ছাড়িয়া আপনি ভাবুকগণ সঙ্গে নৃত্যগীতবাদ্য—এই তৌর্য্যত্রিক লইয়া উন্মত্ত থাকেন কেন? তদুত্তরে মহাপ্রভু কহিলেন—গুরুদেব আমাকে বেদান্তবোধে অসমর্থ জানিয়া শিক্ষা দিলেন—'মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তে অধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥ কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥ হাসি কাঁদি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়। কৃষ্ণনাম মোরে হাসায় কাঁদায় নাচায়॥' ইত্যাদি। শাস্ত্র যোনিত্বাৎ সূত্রে শাস্ত্র বলিতে উপনিষদ্—বেদান্ত। শাস্ত্রমুপনিষদ্ যোনির্বোধহেতুর্যস্য অর্থাৎ উপনিষদ্ বোধহেতু অর্থাৎ জ্ঞানের উপায় যাঁহার। শ্রুতি বলিতেছেন—ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি। উপনিষদ্-দ্বারা যিনি প্রতিপাদিত, তিনিই ঔপনিষদ। ব্রহ্ম—উপনিষদ্ বা বেদান্তবেদ্য, অনুমান-প্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্ম বোধ্য নহেন। এইজন্য শ্রুতি বলিলেন—'তদ্‌বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ (বা স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ)। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥' শ্রীগীতা ঐ সমিধের পরিচয় দিলেন—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারূপ ত্রিবিধা বৃত্তি। শিষ্য ঐ বৃত্তিত্রয়োপেত হইয়া গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিবেন। সদ্‌গুরুর লক্ষণ—শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। মহাপ্রভু বলিলেন—'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'। গুরুদেব মন্ত্রদীক্ষা রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় শিক্ষা দিবেন। 'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে'। 'তাঁর উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, কৃষ্ণ নিকট যায়।' 'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা'। সুতরাং জগদ্‌গুরু পরমকৃপাবতার বেদব্যাসের ঔদার্য্য কি করিয়া প্রকাশিত হইল? তিনি তাঁহার ভক্তিযোগ-সমাধিলব্ধ, সুদুর্ব্বোধ্য বেদবেদান্তের গূঢ়ার্থবোধক মহাপুরাণ ভাগবত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জীবপ্রতি যে অহৈতুকী করুণা বিতরণ করিয়াছেন, তাহা অনন্তদেব অনন্ত বদনে কীর্ত্তন করিয়াও অন্ত পান না। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ মহাবদান্য গৌরহরি তাঁহার সেই কৃপাবদান শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণশিরোমণি বলিয়া মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। এই শ্রীভাগবতে বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-বিধান মানিয়া লইয়া সিদ্ধান্তস্থলে বলা হইয়াছে—স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার চরম উদ্দেশ্য হরিতোষণ। ঐ ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও বিষ্বক্‌সেন শ্রীভগবানের কথামৃতে রতির উদয় না হইলে উহা বৃথা শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" (ভাঃ ১১।৫।২-৩) ইত্যাদি শ্লোক কীর্ত্তনমুখে বলিয়াছেন—"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥" এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সভ্য মানবসমাজের শৃঙ্খলতা এবং সর্ব্ববিধ সুকল্যাণ সংরক্ষণ ব্যাপারে অপরিহার্য্য বৈজ্ঞানিক বিধান। পৃথিবীর প্রত্যেক শুভাকাঙ্ক্ষী মানব-মনীষা ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। জীব শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি সম্ভূত, স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত চিৎস্বরূপ হইয়াও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণরাগে রঞ্জিত হওয়ায় তাঁহার বিভিন্ন স্বভাবের উদ্ভব হইয়াছে। স্বরূপ-বিচারে একাবস্থ হইলেও গুণগত বৈষম্য বিচারে তারতম্য অনস্বীকার্য্য। ইহা স্বীকার না করিলে সমাজে কখনই শৃঙ্খলতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। সৎ অসৎ ভাল মন্দ লাভ অলাভ জয় পরাজয় প্রভৃতি উত্তম ভাগবতের দর্শনে সাম্য লাভ করিলেও সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে অধিকার ও অনধিকারগত তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। স্কুল বা কলেজের মাষ্টার বা অধ্যাপক পরীক্ষার ফলাফলাদি নিরূপণে কি সকল ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে পারেন? নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, মেধাবী ও অমেধাবী—সবই কি একাকার করা সম্ভব হইতে পারে? তদ্রূপ গুণগত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে। মেধাবী ছাত্রকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইলে তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, অল্পমেধা ছাত্রও সুমেধা হইয়া এই প্রকার পারিতোষিক, প্রশংসা বা মানাদি পাইবার যোগ্য হউক।

শিক্ষক ছাত্রের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করিয়া মানাদি প্রদান করিলে তাহাকে দ্বেষ-হিংসা বা মাৎসর্য্য-মূলক অভিসন্ধি বলিয়া বিচার করিতে হইবে না। অবশ্য উচ্চমান-প্রাপ্ত ছাত্র কখনই তন্নিম্নমানের ছাত্রকে উপহাস করিবেন না। শিক্ষাবিভাগে শ্রেণীবিভাগ বা মানবিভাগ প্রভৃতি যেমন শিক্ষার ক্রমোৎকর্ষজ্ঞাপক, সেইরূপ গুণকর্ম্মগত বর্ণাশ্রম-বিভাগেও ঐরূপ ক্রমোৎকর্ষ বিচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারিলে তখন আর উপাধিগত বর্ণাশ্রম-বিচার থাকে না, পারমহংস্যাধিকার উপস্থিত হয়—

'এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥'

পরমকরুণাময় প্রভুপাদ বর্ণাশ্রমমধ্যে জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভগবদ্‌ভজনবিচার প্রবেশ করাইয়া উহার অসারতা নিরসন-পূর্ব্বক উহাকে সারগর্ভ করিয়াছেন এবং উহাকে দৈববর্ণাশ্রম নাম দিয়া অদৈববর্ণাশ্রমাভিমান হইতে উহার সম্পূর্ণ পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবৎপরতা ব্যতীত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিগত মালিন্য কখনই দূর হয় না—'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্'।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"

শুদ্ধ আত্মার পরিচয় কোন প্রাকৃত বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'। এই বিচারে আসিয়া গেলেই প্রকৃত 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এইরূপ উদারচরিত্রগণের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তখন আর অয়ং নিজঃ পরো বেতি—এইরূপ লঘুচেতার বিচার থাকে না, তখন পরস্পরে সৌহার্দ্দ্য সহানুভূতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু ভজনের অধিকারানুসারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তপ্রতি যথাযোগ্য মান প্রদানের বিচার উদ্ভূত হয়। তবে বৈদেশিক নাস্তিকভাবধারার অনুকরণে বর্ত্তমানে যে রজস্তমোগুণোত্থ স্বৈরাচার আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে সাম্যবাদের নামে বিষম বৈষম্যবাদেরই উদ্ভব হইয়াছে, গুরুলঘুর বিচার অন্তর্হিত। যেস্থলে শিক্ষক নাস্তিক, ছাত্র নাস্তিক, লোকনায়ক বা নেতা কলির চেলা, সেস্থলে তাহাদের অনুগত লোকসকলও যে তদ্রূপই হইবে, ইহাতে আর কথা কি আছে? ইহাদের ধারণা ভগবান্‌কে না মানিলেই বা পিতামাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী বা শিক্ষক অধ্যাপক, দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু, শাস্ত্র বা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম, সাধু ভক্তসজ্জন, মঠমন্দির, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাদি না মানিলেই বাহাদুর হওয়া যায়! যে যত উচ্ছৃঙ্খল—রজস্তমোগুণান্বিত হইয়া বক্তৃতা দিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া, গলাবাজী করিয়া, খুন জখম গুণ্ডামি ষণ্ডামি লুটতরাজ করিয়া সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা ধ্বংস করতঃ বিপ্লব আনিতে পারিবে—নানারূপ অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া মদ্য মাংস ভক্ষণ ও মৈথুনাদি অপধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকের রাস্তা পরিষ্কার করিতে পারিবে সেই হইবে এযুগের সমাজ-সংস্কারক! ইহারই নাম কি সাম্যবাদ? সামান্য দু'এককলম লেখাপড়া শিখিয়া—ব্যাসশুকাদি মহাজনের ভুল ধরিতে যাওয়া, ধর্ম্মের 'ধ'র খবর না রাখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অতীব শোচ্য, জগদ্ধ্বংসকরী প্রবৃত্তি! দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা সদ্ধর্ম্মসংস্থাপক ও সংরক্ষক ভগবান্‌ই উহাদের কৃত্যের উপযুক্ত ফল বিধান করিবেন। তবে বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমাদের হৃদয় বড়ই কাতর হইয়া উঠে। হে জগন্নাথ! জগজ্জনের প্রতি সদয় হও প্রভো!

শুগস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদা (শুচা) দ্রবণাৎ সূচ্যতে হি (ব্রঃ সূঃ ১.৩.৩৪)—অর্থাৎ হংসরূপধারী দেবর্ষিগণের মুখে 'ওহে শ্রেষ্ঠ হংস, তুমি এই অব্রহ্মবিৎ, পুত্রায়ণের গোত্রসম্ভূত জনশ্রুতির পুত্র রাজা জানশ্রুতিকে ব্রহ্মজ্ঞ শকটী রৈক্কের সহিত কি কারণে সমান বলিতেছ?' —এইরূপ অনাদরসূচক বাক্য শ্রবণ করায় এবং তখনই ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কের নিকট গমন করায়, সূচিত হইতেছে যে, রাজা জানশ্রুতির অন্তরে শুক্ অর্থাৎ শোক বা খুব দুঃখ হইয়াছে। 'শুচা' অর্থে শোকহেতু অর্থাৎ নিজ

অপকর্ষ শ্রবণে দুঃখহেতু, দ্রবতি—রৈক্কের নিকট দ্রুত যাইতেছেন এইরূপ বুঝায়। [শোক-দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাঁহারাই শূদ্র, এইরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন।]

ছান্দোগ্যোক্ত সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাটি এইরূপ—জানশ্রুতি নামে এক রাজা আতিথ্যপ্রিয়, বহুদাতা ও বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার গুণরাশিতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কমুনির সঙ্গলাভ করাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ করিবার জন্য হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রীষ্মকালে রাজপ্রাসাদের উপরিতলে শায়িত রাজার উপরিভাগে শ্রেণীবদ্ধভাবে উড়িতে উড়িতে আগমন করিলেন। এই সময়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি হংস অগ্রগামী হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে ভল্লাক্ষ (ভদ্রাক্ষ শব্দের উপহাসার্থ প্রয়োগ), তুমি কি এই পুণ্যবান্ জানশ্রুতি রাজার দ্যুলোক ব্যাপী তেজ দেখিতে পাইতেছ না ? ঐ তেজ তোমাকে দগ্ধ করিবে, অতএব উহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইও না। ইহা শুনিয়া সেই অগ্রগামী হংস বলিতে লাগিলেন—তুমি এই সামান্য অজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানহীন জানশ্রুতিকে শকটী অর্থাৎ শকটারোহী ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কমুনির সহিত কি প্রকারে সমান জ্ঞান করিতেছ ? রাজা হংসমুখে নিজের অপকর্ষসূচক ও রৈক্কের উৎকর্ষ-সূচক-বাক্য শ্রবণে শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে কোনপ্রকারে রাত্রিযাপন করতঃ রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্রই ক্ষত্তাকে (স্তুতিকর্ত্তা বা সারথিকে) শকটী রৈক্কের অন্বেষণে পাঠাইলেন। ক্ষত্তা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে রাজার পরামর্শ অনুসারে যেসকল স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, সেইসকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক নির্জ্জনস্থানে শকট-নিম্নে উপবিষ্ট (পামানং কষমাণম্) পামা বা চুলকনা কণ্ডূয়নরত সযুগ্বা অর্থাৎ শকটী রৈক্কের অনুসন্ধান পাইয়া এবং তাঁহার (ক্ষত্তার) (প্রবীণাদ্রৈক্কস্য গার্হস্থ্যেচ্ছাং জ্ঞাত্বা) অভিজ্ঞতানুসারে মুনিবরের গার্হস্থ্যেচ্ছা ও ধনাভিলাষ জানিয়া রাজার নিকট আসিয়া তাঁহার সংবাদ জানাইলেন। রাজা তচ্ছ্রবণে ছয়শত গাভী, নিষ্ক (সুবর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠহার বা পদক), অশ্বতরীদ্বয়বাহিত রথাদি দ্রব্যসহ রৈক্কমুনির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভগবন্, এই সকল দ্রব্য আমি আপনার জন্য আনিয়াছি। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া আপনি যে দেবতার আরাধনা করেন, সেই দেবতা সম্বন্ধে আমাকে শিক্ষা দান করুন (দেবতাং শাধি)। মুনিবর রাজাকে 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—হে শূদ্র, এই সকল দ্রব্য তোমারই থাকুক, এই সামান্য সামগ্রী দ্বারা আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। রাজা তাঁহার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া পুনরায় সহস্র গো, স্বর্ণনির্ম্মিত হার, অশ্বতরী-বাহিত রথ এবং নিজের কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—হে মুনিবর, এই সকল দ্রব্য, এই কন্যা এবং আপনার বাসোপযোগী এই গ্রাম গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে সেই বিদ্যা উপদেশ করুন। মুনিবর সেই রাজকন্যার মুখকে বিদ্যা গ্রহণের দ্বার বা উপায় বলিয়া বিচার করতঃ অথবা কন্যার মুখটিকে তুলিয়া ধরিয়া রৈক্ক বলিয়াছিলেন (তস্যা হ মুখমুপোদ্ গৃহ্ণন্নুবাচ, আজহারেমাঃ শূদ্র! অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি। তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস, স তস্মৈ হোবাচ।) —হে শূদ্র, এই সমস্ত গো, হিরণ্ময়াদি দ্রব্য তুমি আনিয়াছ, ইহা দ্বারাই তুমি আমাকে কথা বলাইতেছ অর্থাৎ তোমার দত্ত এইসকল দ্রব্যে আমি প্রীত হইয়াছি, তোমাকে আমি বিদ্যা দান করিব। জানশ্রুতি প্রদত্ত সেই গ্রামসমূহ মহাবৃষপ্রদেশে রৈক্কপর্ণা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সেই সমস্ত গ্রামে রৈক্ক বাস করিয়াছিলেন এবং রাজাকে বিদ্যা (সংবর্গ ব্রহ্ম বিদ্যা—সংবর্গত্ব—সংগ্রাহকত্ব বা সংহারকত্ব) উপদেশ করিয়াছিলেন।

রাজা জানশ্রুতিকে ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কমুনি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত বলিয়া জানিয়াও একাধিকবার 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই অশূদ্রে শূদ্র সম্বোধন 'স্বসার্ব্বজ্ঞ্য বিজ্ঞাপনায় এব ন তু চতুর্থবর্ণত্বাৎ' অর্থাৎ রৈক্কের নিজ সর্ব্বজ্ঞতা বিজ্ঞাপনার্থ অর্থাৎ তিনি যে নিজ সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিপ্রভাবে রাজার শোক ও তাহার কারণ জানিতে পারিয়াছেন, তাহারই পরিচয় প্রদানার্থ, নতুবা

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের চতুর্থ বর্ণ শূদ্রত্ব জ্ঞাপনার্থ নহে।

যাহা হউক শোকমোহভয়াদি তমোগুণাভিভূত শূদ্রত্ব থাকাকাল পর্য্যন্ত জীব ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অধিকারী হইতে পারেন না। এজন্য সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে 'তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥' মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উভয় শ্রুত্যুক্ত 'দ্বা সুপর্ণা' এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একই দেহে অবস্থিত হইয়াও ত্রিগুণ-ময়ী মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্ম-বুদ্ধিনিমিত্ত শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায় জীব সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশক্রমে তৎকৃপায় যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন তিনি 'বীতশোক' অর্থাৎ শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীভগ-বানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও মহিমার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে ভজন করিতে করিতে জীবের শ্রীভগ-বানে প্রগাঢ়-প্রীতি রূপ প্রেমের উদয় হয়। সেই প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত ভক্তিনেত্রেই জীবের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। 'তৎপদ' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রদর্শক গুরু-কৃপায়ই জীব দিব্যচক্ষু লাভ করতঃ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তাঁহার সমস্ত অবিদ্যা-কুহক নিবৃত্ত হয়, তিনি তত্ত্বজ্ঞ হন। পরবিদ্যা লাভ ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধি-প্রসূতা পাপপুণ্যধারণা সম্যগ্রূপে ধৌত করিয়া তিনি নির্ম্মল শুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ও পরমা সমতা লাভ করেন। কেবলাদ্বৈতবাদী জীবব্রহ্মৈক্যবাদী। তাঁহারা জীবকে ব্রহ্মের সহিত এক করিয়া ফেলেন। বস্তুতঃ শুদ্ধস্বরূপে জীব ভগবানের সাধর্ম্ম্য বা গুণসাম্য লাভ করেন। গীতা ১৪।২ শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সাধর্ম্ম্যং সারূপ্যলক্ষণাং মুক্তিং—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীব মুক্তাবস্থায় আটটি অবস্থা লাভ করেন—

"আত্মা (১) অপহতপাপ্মা অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য; (২) বিজরঃ অর্থাৎ জরাধর্ম্মরহিত নিত্য নূতন; (৩) বিমৃত্যুঃ অর্থাৎ যাহার পতন হয় না; (৪) বিশোকঃ অর্থাৎ সম্পূর্ণশান্ত—প্রাকৃত আশা, শোক ও দুঃখ ইত্যাদি রহিত; (৫) বিজিঘৎসঃ—ভোগবাসনা রহিত; (৬) অপিপাসঃ—কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না; (৭) সত্যকামঃ—কৃষ্ণসেবোপযুক্ত যে কাম, তৎপরায়ণ; কামনামাত্রেই তখন নির্দ্দোষ; (৮) সত্যসঙ্কল্পঃ—যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয় যাঁহার।" (ছান্দোগ্য দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি (মুঃ ৩।২।৯) অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তি ব্রহ্মতুল্য হন। 'এবৌপম্যেঽবধারণে' ইতি বিশ্বঃ অর্থাৎ অভিধানে 'এব শব্দ তুল্য ও নিশ্চয়ার্থে' ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মা-প্যেতি (বৃঃ ৪।৪।৬)—ব্রহ্মতুল্য হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। জীব পরব্রহ্ম হইয়া যান না। শ্রীভগবান্ বিভু সচ্চিদা-নন্দ—পরিপূর্ণ বস্তু, জীব—অণু সচ্চিদানন্দ—ভগবানের বিভিন্নাংশ কণ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ—এই বেদবাক্যে জীবের মোক্ষাবস্থাতেও বহুত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ একবচন। সত্যং পরং ধীমহি—ইহাতেও ধ্যানকারি জীবের বহুত্ব শ্রুতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবান্ ও জীবে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ পারমার্থিক। শ্রীগুরুদেব—এই সম্বন্ধ জ্ঞানদাতা। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে যে ভক্তিলতাবীজ প্রাপ্ত হন, মালী হইয়া সেই বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করতঃ শ্রবণকীর্ত্তন জল সেচন করিতে থাকিলে সেই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্ম-লোক, পরব্যোম ভেদ করতঃ কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষারূঢ় হই-বার সৌভাগ্য বরণ করেন এবং তথায় প্রেমফলে সুশোভিত হন। সেখানেও মালীর শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জল-সেচন কার্য্যের বিরতি নাই। আবার পথিমধ্যে মালীকে ভক্তিলতাকে সর্ব্বদা শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গরূপ বেষ্টনীমধ্যে রাখিয়া বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, সেবা-পরাধ, ধামাপরাধাদি-রূপ মত্তহস্তীর আক্রমণ হইতে সাবধানে রাখিতে হইবে এবং লতার সহিত যাহাতে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী (কপটতা), জীবহিংসন, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদি উপশাখাগণ বাড়িয়া উঠিতে না পারে, তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন হইতে পারে যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপ

জলসেচন কার্য্য থাকা সত্ত্বেও জীবের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়া গিয়া মূলশাখার বৃদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, উপশাখাই বাড়িয়া উঠে, বৃন্দাবনপ্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এজন্য সাধুগুরুর নিষ্কপট আনুগত্য হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হইতে হইবে না। ভক্তি-পথ বড়ই দুর্গম, কোটিকণ্টকরুদ্ধ। একমাত্র শুদ্ধভক্ত সাধুসকলই উহার সুগমতা সম্পাদন করেন। সাধু-গুরুকৃপায়ই জীব ভক্তিলতা অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ লাভ করিয়া তথায় ভক্তিলতার সুপক্ক 'প্রেমফল-রস' আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করেন। এই প্রেমই পরম পুরুষার্থ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব

শ্রীবিজয়া-দশমী বলিতে আমাদের বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দেবী-বিসর্জন-দিবসই ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মুখে আমরা শুনিয়াছি—বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের সমৃদ্ধিশালী জমিদার রাজা কংসনারায়ণ ১৫০২ শকে, ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে, ৯৮৭ বঙ্গাব্দে, ৯৪ গৌরাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ৩৯৯ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সম্রাট্ আকবরের সময়ে বাঙ্গলা দেশের সুবেদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু ধনসম্পত্তি ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। একসময়ে তিনি এতদ্দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ তাহিরপুরের রাজাদের বংশানুক্রমে পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিত গোষ্ঠীর রমেশ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকালে বাংলা ও বিহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা দেন যে, শাস্ত্রে বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ—এই চারিটী মহাযজ্ঞ বলিয়া কথিত। কিন্তু বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় যজ্ঞের সার্ব্বভৌম রাজারাই যথার্থ অধিকারী, অশ্বমেধ ও গোমেধ—কলিতে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ ঐ চারিটী যজ্ঞ ক্ষত্রিয় রাজাদের জন্যই বিহিত, ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা বিধেয় নহে। সত্যযুগে রাজা সুরথ আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ সকল যুগে সকল জাতীয় লোকই অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং এই এক যজ্ঞেই সকল-যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সুতরাং মহারাজ এই শারদীয় যজ্ঞ নিঃসন্দেহে অনুষ্ঠান করিতে পারেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণও এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। তখন রাজা কংসনারায়ণ তাৎকালিক সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহা রাজসিক বিধানে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদবধি বঙ্গদেশে এই দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণ, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণাদিতে ঐ দুর্গোৎসবের বিধান আছে। বঙ্গদেশের আধুনিক দুর্গোৎসব ঐ পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী-প্রবর্ত্তিত।

বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত-বিধানানুসারে সাত্বত স্মৃতি-গ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১৫শ বিলাসের শেষ-ভাগে লিখিত আছে—'আমি সীতাকে দেখিয়াছি' শ্রীহনুমানের এই শ্রীমুখবাক্য শ্রবণানন্তর আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয়া দশমী-তিথিতে বানরযূথসহ মিলিত হইয়া শমীবৃক্ষমূলে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র যে বিজয়োৎসব

সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব বা বিজয়া-দশমীকৃত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ উৎসবানুষ্ঠানের কথা এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"বিজয়াদশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে'॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় করে বারবার॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত বিধি এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে রাজোপচারে অর্চ্চন পূর্ব্বক শমীবৃক্ষমূলে লইয়া যাইবে। তথায় ভক্তকুলের অভয়প্রদ শমীযুক্ত সীতাপতিকে পূজা করিয়া বিজয়লাভার্থ শমী-তরুর পূজা করিবে। ঐ শমীপূজার মন্ত্র এইরূপ—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥"

[অর্থাৎ শমী পাপহরণ করেন, শমী লোহিতকণ্টকে পরিপূর্ণা। শমী অর্জ্জুন বাণের ধরিত্রী অর্থাৎ ধারণ-কারিণী ও শ্রীরামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাকালে সুখে যে যাত্রা করিব, তাহাতে হে শ্রীরামপূজিতে, তুমি আমার সম্বন্ধে নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী হও।]

এই মন্ত্রে শমীবৃক্ষের পূজা করিয়া শমীমূলস্থ মৃত্তিকা অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুলসহ লইয়া গীতবাদ্য-সহকারে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহে লইয়া যাইবে। এই সময়ে শ্রীকোশলেন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বা লোহিতমুখ বানরের চেষ্টা করিবেন অর্থাৎ ঋক্ষ বানরাদির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদির অনুকরণ করিবেন। পরে 'রামরাজ্য, রামরাজ্য, রামরাজ্য—যিনি জগতীতলে রাক্ষস ও দৈত্য রিপুগণকে দলন করিয়াছেন, সেই শ্রীরামের রাজত্ব'—এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমা শমীবৃক্ষতল হইতে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় সিংহাসনে সুখে সংস্থাপন করিবে এবং ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রভুকে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ বৈষ্ণবগণসহ মহাপ্রসাদ ও বসনাদি ধারণ করিবে। ইহাই শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব বিধি।

"সীতা দৃষ্টেতি হনুমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের চরিতামৃত সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। আমরা নিম্নে উহার একটি শ্লোক সানুবাদ উদ্ধার করিতেছি—

গুর্ব্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং
পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো
যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।
বৈরূপ্যাৎ শূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা
রোপিত ভ্রূবিজৃম্ভ-
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ
কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ॥

অর্থাৎ "যিনি পিতৃসত্য পালনার্থ রাজ্যত্যাগী হইয়া প্রিয়তমার করস্পর্শসহনেও অসমর্থ সুকোমল পাদযুগল দ্বারা বনে বনে বিচরণ কালে কপিবর (হনুমান্ বা সুগ্রীব) ও অনুজ লক্ষ্মণ তাঁহার পথশ্রম দূর করিয়াছিলেন এবং শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদনহেতু (রাবণ সীতা হরণ করিলে) যিনি প্রিয়তমার বিরহজনিত ক্রোধবশে ভ্রূভঙ্গী করায় সমুদ্র ভীত হইলে তিনি তাহার উপর সেতু বন্ধন করিয়া রাবণাদি খলগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই কোশলরাজ শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

এই বিজয়া-দশমী শুভবাসরেই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব। দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানারা জিলা। দক্ষিণ কানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোর, তদুত্তরে উডুপী। এই উডুপী গ্রামে পাজকা ক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে (মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে) শ্রীমধ্বাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন-ভাগবতে বহু অলৌকিক ঘটনা আছে। পঞ্চম বর্ষ বয়সে তিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃ-ক্রমকালে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থ স্বামীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ নামে খ্যাত হন। ইনিই শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য নির্ম্মাতা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদাচার্য্য। একসময়ে শ্রীমধ্ব উডুপী হইতে সমুদ্র-স্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায় স্তোত্র রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হইয়া সমুদ্রতটে বালুকোপরি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেখেন যে দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্য পূর্ণ একখানি বৃহৎ নৌকা সমুদ্রে বালুকায় প্রোথিত হইতেছে। নাবিক দূর হইতে কর-যোড়ে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে থাকিলে তিনি নৌকাখানি যাহাতে ভাসিয়া উঠে এইরূপ একটি মুদ্রা প্রদর্শন করিলে নৌকাখানি বিপন্মুক্ত হইয়া তীরে আসিয়া লাগিল। নাবিক কৃতজ্ঞতা-হেতু তাঁহাকে কিছু লইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলে তিনি একখণ্ড গোপীচন্দন লইতে স্বীকৃত হন। নাবিক এক-খানি বৃহৎ গোপীচন্দন খণ্ড তাঁহাকে দিয়া যান। অতঃ-পর শ্রীমধ্ব সমুদ্র স্নানান্তে ঐ চন্দন খণ্ড লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে 'বডবণ্ডেশ্বর' নামক স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রীমধ্ব তন্মধ্য হইতে একটি সুন্দর বালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। মূর্ত্তির একহস্তে একটি দধিমন্থন দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন রজ্জু। এই অপূর্ব্ব কৃষ্ণমূর্ত্তি লাভের পর মধ্বের সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশস্তোত্রের অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় ঐ দিবসই পথিমধ্যেই রচিত হইয়া যায়। মহাভারী মূর্ত্তিকে সর্ব্বব্যাপী বায়ুর, শ্রীহনুমান্ বা শ্রীভীমসেনের অবতার, মহাবলিষ্ঠ শ্রীমধ্ব অনায়াসেই উডুপীতে নিজ মঠে আনিয়া স্থাপন করেন। তাঁহার আটজন প্রধান শিষ্য উডুপীর অষ্ট মঠের অধিপতি ছিলেন। শ্রীমধ্ব শ্রীব্যাস-সহ সাক্ষাৎকালে যে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন, তাহা ঐ অষ্ট মঠে সেবিত হইতেছেন। শ্রীবালকৃষ্ণও অষ্টমঠা-ধীশ সন্ন্যাসিকর্ত্তৃক সেবিত হন। শ্রীমধ্ব শ্রীব্যাসদেবকে তাঁহার গীতাভাষ্য শুনাইয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করেন এবং অনেক শিক্ষাও লাভ করেন। বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই তাঁহার সূত্রভাষ্য রচনা সমাপ্ত হয়। সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন। শ্রীমধ্ব অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। উডুপীগ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠকে 'উত্তররাঢ়ী' মঠ বলে। শ্রীমাধ্ব তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে সাধ্য-সাধন-বিচারে পঞ্চবিধ মুক্তিকে সাধ্য ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্মকে সাধন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সিদ্ধান্ত বহুমানন করিতে পারেন নাই। তত্ত্ববাদাচার্য্য সহ বিচারকালে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

> "প্রভু কহে—কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তি-হীন।
> তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
> সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
> '**সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে**' করহ নিশ্চয়ে॥"
>
> —চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৭৬-২৭৭

শ্রীবিজয়া দশমীর পর দিবস একাদশী হইতেই আমাদের চাতুর্ম্মাস্যব্রতের শেষ চতুর্থ মাসে শ্রীদামোদর-ব্রত, ঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ। শ্রীউত্থান-একাদশীতেই ব্রত-সমাপ্তি। এই শ্রীউত্থান-একাদশী-তিথিতে আমাদের পরমারাধ্য পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌর-কিশোর দাস গোস্বামিপাদের তিরোভাব তিথি এবং আমাদের সতীর্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা। এবার শ্রীপুরী-ধামে এই তিথি পালিত হইয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ
১৩৮৬

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ | ২৮ কেশব, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার; ২ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ | ১০ম সংখ্যা

বৈষ্ণব-বংশ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তুসমূহ সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না তাহারা সাধারণ লোক; কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে হরিবিমুখ বলিয়া জানেন। কিন্তু তাহারা অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃতরাজ্যে উচ্চাবচ সকল বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কনিষ্ঠাধিকার-গত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব-মহাশয়ের বিষ্ণুবিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সেজন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে অপ্রাকৃত আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমশ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন। অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন এবং এমন কি, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানীর অভিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাঁহার বর্ণমদ, প্রাকৃত ধনমদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণজলোকার ন্যায় প্রাকৃত-বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন। পরিবর্ত্তিত মধ্যমাধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে, অপ্রাকৃত অনুসন্ধান-ফলে কনিষ্ঠ-ভাগবত-দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত দর্শনের বিষয় হয়। তিনি সেইকালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেইকালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকার ভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি ভগবদধিষ্ঠানসমূহে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখজনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তির দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত (কৃষ্ণ-কার্য্য) বিরোধিবর্গের সঙ্গত্যাগরূপ অনুষ্ঠানসমূহে ব্যস্ত হন। এইকালে তাঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখনও বা মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কখনও বা সৎকর্ম্মকারী মূর্খজন কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখনও বা আহারপানাদি মত্ত যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন।

এই সকল উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিপথগামী হন না।

কোমলশ্রদ্ধের যে প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকে হরিবিমুখ জনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান্ অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্তগুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাহাকে নিজজন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যমভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপসিদ্ধি বলে। জ্ঞানিগণ যাহাকে জীবন্মুক্ত সংজ্ঞা দেন, তাদৃশ শুদ্ধাধিকার, বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ অবিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এইকালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাঁহারা বিবাদ করেন, তাঁহারা উন্নতাধিকারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের মৃদ্ভাণ্ড, অপক্ব বস্তুর গ্রহণ, সুতীব্র বৈরাগ্য, সহজিয়াগণকে উৎসাহ প্রদান—হরি-সেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে মূলবস্তু ত্যাগ করিয়া খোসা লইয়া টানাটানি হইয়া যাইবে। যাঁহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাঁহারা কোন দিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ-যোগ্য উপকরণের সঙ্গ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

উপরিউক্ত তিন প্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। বংশ বলিলেই যে কেবল শৌক্র অধস্তনগণকে বুঝায়, এরূপ নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদরক্রমে বৈধ-যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান, তাহা বলা যায় না। পিতা-মাতা—এই উভয় বস্তুর সম্মেলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়, সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃসত্তা পুত্রে বা স্থূল শৌক্রবংশে আরোপণ সূক্ষ্ম-বিচার-পুষ্ট নহে।

পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা কায়মনোবাক্যে অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃপরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃ-মাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতামাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেকদিন পরে পুত্রের নিজত্ব উপলব্ধি হইলে সেবা-ধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতামাতার উত্তরাধিকারিস্বরূপে পিতৃ-মাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার বংশ। উহাতে পিতৃ-মাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের ধারণাসমূহ প্রবল হয়।

আমরা জানি যে, শৌক্রজন্ম ব্যতীত আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব একজন্ম অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্য ও গায়ত্রী তাহাকে সাবিত্র্যজন্ম প্রদান করেন। এই-কালে আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতা সন্তানের জন্মাবধি তাহার গৃহে বাসকাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান-বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্যকুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান আচার্য্যকুলে অবস্থানকালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতামাতার ন্যায় সন্তানের সেবক আচার্য্য হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্যদাস দ্বিজ, আচার্য্যের গৃহকে নিজগৃহ জানিতে পারেন। আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবাভার গ্রহণ করিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে আচার্য্যের নিকট হইতে বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুই-প্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃতধর্ম্মের সহিত অবস্থান একপ্রকার ফল। অপর প্রকার নিত্য-পরমার্থবিদ্যায় অধিকার। আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের যাজক হইলে অন্তেবাসীকে অনিত্য-উপাসনা কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ-কথিত পরমগোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট, জড় ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকার ক্রমে গৃহব্রত-

ধর্ম্মই মানব-জীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ-ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপক্ক-ফল ভাগবত, বেদশাস্ত্রমর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্তজীবনের পথে অগ্রসর করান। নিত্যজীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থ লোভে আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃতঅর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহদ্ব্রত অথবা যতিধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিকী দীক্ষা লাভ করেন।

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম গুরু, তিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান দ্বারা জীবের তৃতীয়-জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শৌক্রজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের বিস্তারকেও বংশাখ্যা দেওয়া হয়। আচার্য কুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরুগৃহে জন্ম শৌক্রজন্ম-বিস্তৃতির সহিত পার্থক্য থাকিলেও পারম্পর্য্যক্রমে বংশ বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শৌক্রজন্মে সন্তানের পিতার ভৃত্যত্ব অল্প, কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্মে আচার্য্যের ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তদ্বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণব গুরুর পুত্রত্বই কেবল আচার্য্য বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্রবংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল-মাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার ফলমাত্র। সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্যপরম্পরায় আবদ্ধ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—সৎসম্প্রদায়-জাত অর্থাৎ সৎ-সাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা। মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাকৃত স্বার্থবিজড়িত সাধারণলোকে প্রাকৃত-মদে মত্ত হইয়া সেই মতবাদগুলি নিরাস করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরমসত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে যাক্, কেবলমাত্র অনর্থজালে আবদ্ধ হয়।

যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ না করিয়াই ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণ-কুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাতে লইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণবের শৌক্রবংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননা আস্ফালন করি, আমাদের হরিসেবায় দৃঢ়শ্রদ্ধা না থাকিলে নির্জ্জীব ভক্তাঙ্গসমূহ প্রদর্শন করিলে আত্মবঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুত-গোত্র কখনই শৌক্র গোত্র নহে, সুতরাং বৈষ্ণব-বংশ বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্র-বংশ বুঝায় না। অচ্যুতগোত্র-প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব স্ব অধিকার সমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবকেই ন্যস্ত করেন। কুলপ্রসূত বলিয়া অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্বপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন না; লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এইসকল কথা বৈষ্ণব-বংশের ন্যায় বিষ্ণুবংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার তত্তদ্বংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্ম লাভ করিবার বাধা নাই। বিষ্ণুর সন্তান বিষ্ণু নহেন, কিন্তু বৈষ্ণব; সুতরাং বিষ্ণুবংশ ও বৈষ্ণব-বংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

—সঃ তোঃ ১৯।৭ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(সহিষ্ণুতা)

প্রঃ—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সহিষ্ণু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি ?

উঃ—"কেহ যদি তোমাকে অতিবাদ করে, তবে তাহা সহ্য করিবে ; কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও প্রতি বৈর সাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। **কৃষ্ণসেবার কাম—অপ্রাকৃত, তাহার নামই —'প্রেম'**। ইন্দ্রিয়সেবার কাম—প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান ; তাহা অবশ্যই ত্যাগ করিবে।"

—'কলি' সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—ভিন্ন প্রণালীতে অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শন কি স্বধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ ?

উঃ—"যাঁহারা ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—কাম্য-ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি কি সহিষ্ণু হইতে পারে ?

উঃ—"যাঁহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না ; কেবল বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ অতি অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—নাম-কীর্ত্তনকারীর সহিষ্ণুতা কিরূপ হইবে ?

উঃ—"বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন॥"

—'শিক্ষাষ্টক',—৩, গীঃ

প্রঃ—'তরু হইতেও সহিষ্ণু' কথা দ্বারা কিরূপ দয়া সূচিত হয় ?

উঃ—"তরোরপি সহিষ্ণুনা ইতিবাক্যেন তরুঃ সংছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপকরোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃতাং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতং দয়ারূপং দ্বিতীয় লক্ষণং ভবতি।"

—শ্রীশিঃ—সঃ ভাঃ ৩

প্রঃ—ধৈর্য্যহীনের হরিভজন হয় কি ?

উঃ—"ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই ধীর। ধৈর্য্যগুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা অধীর, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্যগুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

সচ্ছাস্ত্রমর্ম্ম—সদ্গুরুকৃপালভ্য
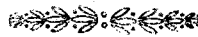
[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপশিক্ষায় পাওয়া যায়,—

সদ্গুরুকৃপালব্ধ শুদ্ধভক্তিবলেই জীব হীন কুলোদ্ভূত হইয়াও জাতি দোষ হইতে বিশুদ্ধ হইতে পারেন। তবে এই ভক্তি উর্জ্জিতা অর্থাৎ 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রা' (ভাঃ ১১।১৪।২০ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা) হওয়া আবশ্যক। শ্রীভগবান্ তৎপ্রিয়তম উদ্ধবকে উপলক্ষ্য

করিয়া বলিতেছেন—

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥'

—ভাঃ ১১।১৪।২১

অর্থাৎ শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তি-প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্র-ভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সম্ভবাৎ পুনাতি' শব্দের শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের 'জাতিদোষাদপি বিশুদ্ধী করোতি'— এই অর্থ বহুমানন করিয়া লিখিতেছেন "সম্ভবাৎ জাতি-দোষাদপীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ, তেন প্রারব্ধপাপনাশকতা ভক্তের্বুধ্যতে" অর্থাৎ শ্রীল স্বামিপাদ 'ভক্তি জাতিদোষ হইতেও বিশুদ্ধ করেন', এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং ভক্তির প্রারব্ধপাপনাশকতা জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২।৭) তত্ত্বসাগর-বচন উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে—

'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥'

অর্থাৎ যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা সুবর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী-দীক্ষা-বিধান-দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ঐ শ্লোকের নৃণাং ও দ্বিজত্বং শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা। অর্থাৎ দীক্ষা প্রাপ্ত সকলব্যক্তিরই দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা বা ব্রাহ্মণতা লাভ হয়।

শ্রীমদ্ ভাগবতেও দৃষ্ট হয়—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

—ভাঃ ৭।১১।৩৫

অর্থাৎ যে পুরুষের বর্ণপ্রকাশক যে লক্ষণ উক্ত হইল, যদি অন্যবর্ণেও তাহা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার বর্ণও সেই লক্ষণ দ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট হইবে।

অর্থাৎ শমদমাদি-রূপ ব্রাহ্মণের গুণ ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তিতে দেখা গেলে তাহাকে ব্রাহ্মণাদি শব্দে বিনির্দ্দেশ করিবে। এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ 'ব্রাহ্মণাদিতুল্যাদরং লক্ষয়তি' এইরূপ বলিয়াছেন।

আবার—

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥"

—ভাঃ ৩।৩৩।৬

অর্থাৎ [শ্রীভগবান্ কপিলদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া মাতা দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইল। তিনি সেশ্বর সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক পুত্ররূপী কপিলদেবকে প্রণামপুরঃসর স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—] হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্যতা লাভ করেন; আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ?

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিতেছেন—

"শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যস্তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি দুর্জ্জাত্যারম্ভক-প্রারব্ধপাপ-নাশো ব্যঞ্জিতঃ। যদুক্তং শ্রীল রূপগোস্বামিচরণৈঃ— 'দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ' ॥"

অর্থাৎ কুক্কুরভোজী শ্বপচও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্য হন। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন, ইহাতে দুর্জ্জাতি আরম্ভজনিত প্রারব্ধপাপনাশ সূচিত হইল। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন— দুর্জ্জাতিত্বই সোমযজ্ঞের অযোগ্যতা-বিষয়ে কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। এই যে দুর্জ্জাতি আরম্ভক পাপ, ইহাই প্রারব্ধ।

শ্রীল রূপপাদোক্ত উক্ত 'দুর্জ্জাতিরেব' (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।২২) শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"দুর্জ্জাতিত্ব সোমযাগের অযোগ্যত্বে কারণ বলিতে

তাহা তদ্‌যোগ্যতা-প্রতিকূল পাপময়ী ইহাই বুঝায়। কেবল তদ্‌যোগ্যত্ব-অভাবময়ী মাত্র নহে। ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্র জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সবন-যোগ্যতা-হেতু পুণ্যবিশেষময় সাবিত্রজন্মের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিবলে ঐ শ্বপচের সবনযোগ্যতা-প্রতিকূল দুর্জ্জাতি আরম্ভক প্রারব্ধ পাপ গত হইলেও শিষ্টাচারাভাব-হেতু (অর্থাৎ পূর্ব্ব মহাজনগণের আচারাদর্শ প্রকটিত না থাকায়) তাহার সাবিত্রজন্ম নাই। [মনু সংহিতার (২য় অঃ ১৬৯ শ্লোক) লিখিত আছে—"মাতুরগ্রেঽধি জননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥" অর্থাৎ শ্রুতিতে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ মাতা হইতে (শৌক্র) জন্ম গ্রহণ করেন, মৌঞ্জিবন্ধন বা উপনয়ন সংস্কার হইলেই তাঁহাদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয় এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তাঁহাদিগের তৃতীয় জন্ম হয়। টীকাকার শ্রীমেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট উভয়েই দ্বিতীয় জন্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন, যেহেতু উপনয়নসংস্কার না হইলে বেদাধিকার লাভ হয় না, যজ্ঞদীক্ষাও লাভ হইতে পারে না। শ্রুতিবাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়—মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্‌ভেষজং অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা মহৌষধতুল্য। মনু স্মৃতির কোন অংশের সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ লক্ষিত হইলে মনুস্মৃতিই প্রমাণযোগ্য হয়। শাস্ত্র বলেন—"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥" মনু ত্রিবর্ণ ব্যতীত কাহারও উপনয়ন সংস্কারে অধিকার দেন নাই। সাবিত্রী বা গায়ত্রী মাতা ও আচার্য্য পিতা—এই মাতৃপিতৃ সম্পাদ্য জন্মই সাবিত্র জন্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।] ব্রাহ্মণকুমারগণের সবনযোগ্যত্ব অব-চ্ছেদক (অবধারক) পুণ্যবিশেষময় সাবিত্রজন্মের অপেক্ষার ন্যায় ইহারও জন্মান্তর অপেক্ষা রহিয়াছে, ইহাই ভাব। এইজন্য প্রমাণবাক্যেও 'সবনায় কল্পতে সম্ভাবিতো ভবতি ন তু তদৈবাধিকারী স্যাৎ' ইতি অভিপ্রেতং, ব্যাখ্যাতঞ্চ তৈঃ সদ্যঃ সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি, অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে ইতি" —অর্থাৎ সোমযাগার্থ সম্ভাবিত বা যোগ্য হয়, ইহা দ্বারা পূজ্যত্ব লক্ষিত হইয়াছে।"

সুতরাং শ্রীল শ্রীজীবপাদ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েই শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তির সোমযাগাধিকার স্বীকার করিতেছেন না, পরন্তু উক্ত সোমযাগাধিকার প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন, ইহা বলিয়াছেন।

কিন্তু পরমকরুণ শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহের দিগ্‌-দর্শিনী টীকায় (৫ম বিঃ ২২২-২২৪) লিখিয়াছেন—

মুলশ্লোক :—

পাদ্মে—শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥
স্কান্দে চ—গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥২২২॥
এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥২২৩
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥
অতো নিষেধকং যদ্‌যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
যথা— ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ ২২৪॥

টীকা—* * শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগ-বানেবেতি। তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ তদে-বাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈর্দ্বিজাতিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈ বিপ্রক্ষত্রিয়-বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। নন্বু ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকর-সংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মমেতি শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্বচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ॥ ২২৩॥

* * সচ্ছূদ্রাণাম্ সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং, শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাম্। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে—* * পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি! এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃসহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধান্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাৎ তর্হি চ অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্। যতঃ শূদ্রেষন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিল উচ্যন্তে। * * কিঞ্চ **ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব।** * * যথা কাঞ্চনতাং যাতি, যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (ইত্যাদি বচনেভ্যঃ) * * বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। * * * ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি। কিঞ্চ বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদি বচনৈরবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাং। * * তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তং ইত্যাদি * * ॥ ২২৪ ॥

মূল শ্লোকানুবাদ—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, 'শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করিলে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি কীট হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থিতি করিতে হয়।' স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির শ্রীশালগ্রামশিলাপূজায় মতি না জন্মে, তাহার দেহ গিরিশৃঙ্গ পাতিত করিয়া বিদ্ধ বা বিদীর্ণ করা হয় অথবা গিরিশৃঙ্গাগ্র হইতে নিপাতিত করিয়া চূর্ণীকৃত করা হয় ॥ ২২২ ॥ এই প্রকারে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎপূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-স্ত্রী-শূদ্র সকলেরই শ্রীশালগ্রামশিলাত্মক ভগবদ্ভজনে অধিকার আছে ॥ ২২৩ ॥ ঐ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতবিষয়ে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইঁহারা শ্রীশালগ্রামপূজায় অধিকারী এবং শ্রীবিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু অবৈষ্ণব হরিভক্তিহীন শূদ্রের বা দ্বিজগণেরও অধিকার নাই। ঐ স্কন্দপুরাণের অন্যস্থানে লিখিত আছে—কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়—যে কেহই হউন না কেন, শ্রীশালগ্রামশিলাচক্রের পূজা করিলে তিনি নিত্যপদ প্রাপ্ত হন। অতএব স্ত্রী শূদ্রাদির পক্ষে যে-সকল নিষেধ-সূচক বচন স্পষ্টতঃ শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, যাহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন অবৈষ্ণব, তাহাদের পক্ষেই ঐসকল নিষেধপর বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। নিষেধবাক্য যথা—'শুচি হউন, অশুচি হউন, আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, স্ত্রীশূদ্রের করসংস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্রাঘাত তুল্য অতীব দুঃসহ। শূদ্র যদি প্রণব উচ্চারণ করে এবং শ্রীশালগ্রাম পূজা করে অথবা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

টীকার মর্ম্মার্থ এই যে—শ্রীশালগ্রামশিলাত্মক শ্রীভগবদ্ভজনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—সকলেরই অধিকার অভিপ্রেত হইয়াছে। দ্বিজ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ পবিত্র হউক, অপবিত্র হউক, আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, স্ত্রী-শূদ্র-হস্তসংস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্রপাততুল্য দুঃখপ্রদ, সুতরাং এই ভগবদ্বাক্যানুসারে স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষে শ্রীশালগ্রামার্চ্চন নিষিদ্ধ হইয়াছে। তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, যথাবিধি সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে লব্ধদীক্ষ ভগবৎপূজাপরায়ণ বৈষ্ণব স্ত্রী ও শূদ্রগণ পক্ষে ঐ নিষেধবাক্য প্রযোজ্য নহে। অসৎ বা অবৈষ্ণব শূদ্রগণ সম্বন্ধেই ঐ নিষেধবাক্য। বায়ুপুরাণে শূদ্র সম্বন্ধে নিত্য পুরাণ শ্রবণ ও নিত্য শ্রীশালগ্রামার্চ্চনের বিধান দেওয়া আছে। এইরূপ মহাপুরাণসমূহের বিধিবাক্যের সহিত 'আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য' এইরূপ বচনের বিরোধ দৃষ্ট হওয়ায় ঐসকল নিষেধপর বাক্য কোন কোন মাৎসর্য্যপরায়ণ স্মার্ত্তগণ কল্পিত বলিয়াই বিচার করিতে হইবে। যদিই বা উহা সমূলে যুক্তিসিদ্ধও হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে—কোন অবৈষ্ণব শূদ্র বা অবৈষ্ণবী স্ত্রীর পক্ষেই এইরূপ শ্রীশালগ্রামপূজাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব স্ত্রী-শূদ্রাদিপক্ষে ঐ পূজাদি কর্ত্তব্য বলিয়াই ব্যবস্থাপনীয়। যেহেতু শূদ্র বা অন্ত্যজকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের

মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা কখনই শূদ্র বলিয়া উক্ত হন না। ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং, যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যানুসারে বিপ্রগণের সহিত বৈষ্ণবের একত্র গণনা হইয়া থাকে। এইরূপে বৈষ্ণবগণের সহিত ব্রাহ্মণের সাম্যই সিদ্ধ হয়। ভাঃ ৭।৯।১০ শ্লোকোক্ত বচনানুসারে দ্বাদশগুণোপেত অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইতেও নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধেরও শ্রীশালগ্রামশিলাপূজার কথা উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদিতেও শ্রীবৈষ্ণবগণের অধিকার দ্রষ্টব্য। যেহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধাদি ভগবদ্ভক্তের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥" (ভাঃ ১১।৫।৪১) [অর্থাৎ যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে একান্তভাবে মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য, পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না।] ইত্যাদি বচনানুসারে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তগণের কর্ম্মপরিত্যাগাদি জন্য কোন দোষ সংঘটিত হয় না। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (ভাঃ ১১।২০।৯) [অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয়, ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেইকাল পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে।] তথা "যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥" (ভাঃ ৪।২৯।৪৫) [অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত (আত্মনি ভাবিতঃ ধ্যাতঃ আরাধিতঃ প্রকটিতঃ) ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোকে (লৌকিক ব্যবহারে) ও বেদে (বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে) যে পরিনিষ্ঠিতা (আসক্তা) বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।] ইত্যাদি বচনসমূহ দ্বারা উহা ব্যক্ত বা বোধিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের উপরি উক্ত বিচার ব্যতীত নিম্নলিখিত বিচারগুলিও বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৫ম বিঃ ৩সং) বিষ্ণুযামলবাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিত আছে—

"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

অর্থাৎ সত্যযুগে বেদবিহিত বিধি, ত্রেতায় স্মৃতিভাবিত বিধি, দ্বাপরে পুরাণোক্ত বিধি এবং কলিতে আগম সম্মত বিধিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কলিকালোদ্ভূত ব্রাহ্মণগণ অশুদ্ধ শূদ্রসদৃশ সদাচারবিহীন অপবিত্র, আগম বা তন্ত্রকথিত বিধান দ্বারা তাঁহাদিগের শুচিত্ব সম্পাদিত হয়; বেদবিহিত-বিধানে শুদ্ধি হয় না। 'নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু' (ভাঃ ১১।৫।৩১) —শ্রীকরভাজন ঋষি প্রোক্ত এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তীতি—অর্থাৎ 'নানাতন্ত্রবিধানেন' এই শব্দ দ্বারা কলিতে তন্ত্রমার্গের প্রাধান্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। তন্ত্রমার্গ অর্থাৎ সাত্বতপঞ্চরাত্রবিহিত মার্গ। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীহরির আরাধনাই যে সেই তন্ত্রমার্গীয় বিধি, ইহা ঐ শ্রীভাগবতের পরবর্ত্তি শ্লোকে 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' এই বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নামসংকীর্ত্তনই মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ,—ক্লেশঘ্নী, সুতরাং সর্ব্বপাপপ্রণাশক (শ্রীভাগবতের সর্ব্বশেষ শ্লোক—ভাঃ ১২।১৩।২৩)। সুতরাং নামাশ্রিত ভক্ত জাতিদোষাদি মুক্ত। শ্রীমদ্ ভাগবতে কপিলদেবহূতিসংবাদে (ভাঃ ৩।৩৩।৭) কথিত হইয়াছে—

"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বিরাজমান, তাঁহারা চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে। কারণ তাঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মেই ব্যবহারিক

ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা—সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববিধ সদাচার, সমগ্র সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন সম্যক্‌প্রকারে সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে তোমার নাম গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ৩য় অঃ ১১-১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ "সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাঁহার দুর্জ্জাতিত্ব-কল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন।

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মা ।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বহু শাস্ত্রবাক্যেও উক্ত হইয়াছে—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১)

—শ্রীভগবানের উক্তি আছে যে, আমার ভক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহেন, পরন্তু আমাতে ভক্তিমান্ হইলে শ্বপচব্যক্তিও আমার প্রিয় হয়। তদ্রূপ শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্তকেই দান করিবে, তৎসকাশ হইতে গ্রহণ করিবে, সেই ভক্ত মৎসদৃশ পূজনীয়।

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১২

অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত নহেন, তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীজনার্দ্দনে ভক্তিহীন যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারাই শূদ্র বলিয়া কথিত হয়।

বিষ্ণুভক্তিরহিত অবৈষ্ণব বিপ্রকে শ্বপাকসদৃশও দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব ব্যক্তি অন্ত্যজকুলোদ্ভূত হইলেও তিনি ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন।

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন—

'যো ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়ারহিতঃ আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি স ব্রাহ্মণব্রুবঃ।'

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ক্রিয়ারহিত হইয়াও নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সে ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণব্রুব' নামে সংজ্ঞিত হয়।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—যে বিপ্র দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য অথবা শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, যে দ্বিজ নিয়ম, ব্রত ও সর্ব্বসংস্কার সম্পন্ন হইয়া বেদোক্ত কোন কর্ম্মই করেন না, গর্ভাধানাদি সংস্কারযুক্ত ও উপনীত ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কোন কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর না হন এবং বেদাধ্যয়ন না করেন, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদশাস্ত্র স্বয়ং অধ্যয়ন করেন না বা শিষ্যকেও অধ্যয়ন করান না, তিনি গর্ভাধানাদি দশসংস্কার-বিশিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণব্রুব।

ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা মনু বলিতেছেন—

"অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গীনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥"

মনু ৪।১৯০, ২০০

অর্থাৎ যে দ্বিজের তপস্যা নাই, বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে (দান গ্রহণে) যথেষ্ট রুচি আছে, পাষাণময় ভেলার দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে যেরূপ সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিজও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

চিহ্ন ধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তত্তদ্‌বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং তৎপাপে সে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী বি, এ

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতে গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত উভয়কেই বুঝায়। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে এই দুই ভাগবতের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়। এই দুই ভাগবতের সঙ্গ দ্বারা ভক্তি বা প্রেম লাভ হইয়া থাকে। শ্রীহরি গ্রন্থ-ভাগবত-রূপে এবং শাস্ত্রোপদেষ্টা ভক্ত-ভাগবত গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
দুই ভাই হৃদয়ের নাশে অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করাঞা সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত হয় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হন বশ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥"

গ্রন্থ-ভাগবত বা শাস্ত্ররূপী শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের আজ আলোচ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত শব্দব্রহ্ম-মূর্ত্তি। শ্রীহরি মৎস্যকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন মৎস্য নহেন, বরাহকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন বরাহ নহেন, কূর্ম্মকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন কূর্ম্ম নহেন, মনুষ্য-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন মনুষ্য নহেন এবং শিলা-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া শালগ্রাম যেমন শিলা নহেন, পরন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শব্দকুলে আসিয়াছেন বলিয়া শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম—ভগবদবতার—সাক্ষাদ্ ভগবান্। তাঁহার সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত জীবমঙ্গলার্থ জগতে আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যবস্তু—সনাতন বস্তু—বিষ্ণুবস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটি অঙ্গ-স্বরূপ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত অমৃতসাগর, বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল, সর্ব্বশাস্ত্রের সার, বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ও মহাভারতের তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য বস্তু। এইজন্য জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত বোধগম্য হয় না। ইহা একমাত্র ভক্তি দ্বারাই গ্রাহ্য। শ্রীমদ্ভাগবত অধোক্ষজ বস্তু এবং অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী বা গ্রন্থসম্রাট্। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১)

"আদ্য মধ্য অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
ভাগবত-শাস্ত্রে সেই ভক্তিতত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেনরূপ মৎস্য, কূর্ম্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তাঁ' সবার॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।

এইমত ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥
ভাগবত বুঝি—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তি সার ॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত ॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় শাস্ত্র-সাগরের অমৃত, বেদের মুখ্য অত্যুৎকৃষ্ট ফল, অখিল সিদ্ধান্ত-রত্নের আকর, মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী এবং ভক্ত প্রভৃতি সকলের হিতোপদেষ্টা, সর্ব্বদুঃখহারী এবং দিব্যচক্ষু বা দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণের প্রাণ ও আশ্রয়, কলিযুগের অন্ধকার-বিনাশে ভগবজ্জ্ঞানালোক-দাতা অমল পুরাণ-ভাস্কর এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ।

শ্রীমদ্ভাগবত এক অত্যদ্ভুত গ্রন্থ। ইঁহার ন্যায় গ্রন্থ জগতে আর নাই। মহাভাগ্যফলে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। হরিকথাময় শ্রীমদ্ভাগবতে যাহার রুচি হয় না, তাহার হরিভক্তি হইতে পারে না। তাহার মঙ্গলের আশা নাই। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনমাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবতকে জীবন-সর্ব্বস্ব করা উচিত। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ। বেদ-শাস্ত্র হইতে ইঁহার পরম-মহত্ত্ব শাস্ত্রে শুনা যায়। ভগবান্ শ্রীহরি প্রথমে এই শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট চতুঃশ্লোকীরূপে কীর্ত্তন করেন। ইহাতে নির্ম্মৎসর বা নিষ্কাম সাধুগণের অকৈতব পরমধর্ম্মের—ভক্তিধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত জীবের ত্রিতাপ নাশ করেন, দুঃখী জীবকে সুখী করেন এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ নিষ্কপটে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের দ্বারাই অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ বা বিচার করিলে সংসার হইতে মুক্তি এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ হইবেই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা ॥"

(ভাঃ ১।৭।৭)

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥"

(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত বেদ-বেদান্তের সার এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত—পুরাণ-চক্রবর্ত্তী। যতদিন এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সৌভাগ্য না হয়, ততদিন অন্যান্য শাস্ত্র সাধু-সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহাদের আর অন্য শাস্ত্রে রুচি হয় না। নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা-যমুনা শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ শাস্ত্রসমূহ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোত্তম। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে শ্রীগরুড়পুরাণ বলিতেছেন—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেও আমরা পাই—

"গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন ॥
চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু কয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
সেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত-শ্লোকে উপনিষৎ কহে 'এক' মত ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।

তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥
অতএব 'ভাগবত' সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্ ॥
রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥"

(ভাঃ ১২।১৩।১২, ১৪—১৬)

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিল বেদ এবং অখিল বেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র উদিত হইয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহা নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে এবং শ্রীব্যাসদেব শ্রীশুকদেবকে বলেন। শ্রীশুকদেব এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় শ্রীসূতগোস্বামী ইহা শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।

শ্রীব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবার পর ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এই সকল সম্পাদন করিয়াও যখন তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা হইল না, তখন তিনি বিষণ্ণ চিত্তে একদিন বদরিকাশ্রমে চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময় তদীয় গুরু শ্রীনারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে নিজের অপ্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ কহিলেন—হে মহর্ষে! আপনি শ্রীহরির পরমপবিত্র লীলার কথা আজ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করেন নাই। ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন ব্যতীত ধর্ম্মাদি দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ হয় না। আপনি ঐসব গ্রন্থাদিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গকে যেরূপ প্রাধান্য দিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ভগবানের যশঃ কথা সেইরূপ মুখ্যভাবে নিশ্চয়ই কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব আপনি ভগবানের বিবিধ লীলা-কথাময় শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করুন। তাহা হইলেই আপনার চিত্তে প্রসন্নতা আসিবে। শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ শিরে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেব সমাধিস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ ভগবানের সুখবিধান ও জগতের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণলীলা-কথা-বহুল শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিলেন।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশন শ্রীব্যাসদেবের শম্যাপ্রাসাশ্রমে হইয়াছিল। সেখানে শ্রোতা—শ্রীশুকদেব এবং বক্তা—শ্রীব্যাসদেব। গঙ্গাতীরবর্ত্তী শুকরতলে অসংখ্য মহর্ষিগণ-পরিবৃত সভায় শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেছিলেন সেই সময় সেই সভায় রোমহর্ষণ-পুত্র শ্রীসূতগোস্বামী থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুই গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষিগণের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শোক, মোহ ও ভয় নাশ করিয়া জীবকে নিত্য পরম শান্তি দান করেন। কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত জীবের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ করেন এবং জীবকে ভগবৎ-পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যলং
পর্ণান্যষ্টদশেষ্টদোঽহতিসুলভো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। সজ্জন ভক্তহৃদয়েই

ইঁহার প্রকাশ। প্রণব ইঁহার অঙ্কুর। দ্বাদশ-স্কন্ধ দ্বাদশটী স্কন্ধ-স্বরূপ। ভক্তি ইঁহার আলবাল। ৩৩২টী অধ্যায় এই ভাগবত-কল্পবৃক্ষের শাখাস্বরূপ। অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোক পত্রতুল্য। এই শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু অতি সহজে জীবগণের অভীষ্টপ্রদাতারূপে সর্ব্বোপরি বিরাজিত আছেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনমাত্রেরই প্রত্যহ ভক্তিশাস্ত্রসমূহ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ভক্তিশাস্ত্রসমূহের মধ্যে আবার বিশেষভাবে প্রত্যহ ভাগবত শ্রবণ করা উচিত এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেও আবার দশমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা অধিকার অনুসারে সর্ব্বদা শ্রবণ করা বিধেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন— যাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রকে প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না। ভক্তিযুক্তচিত্তে বৈষ্ণবের হস্তে ভাগবত-শাস্ত্র সমর্পণ করিলে বিষ্ণুধামে বসতির সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ভাগবতের অর্দ্ধশ্লোক অথবা শ্লোকের একপাদমাত্র গৃহে বিরাজিত থাকাও মঙ্গল। যে ব্রাহ্মণের গৃহে ভাগবত-শাস্ত্র বিরাজিত থাকে না, সে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যেখানে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত বিরাজ করেন স্বয়ং শ্রীহরি ভক্তগণ সহ তথায় গমন করেন। যেখানে ভাগবত-শাস্ত্র বিদ্যমান থাকেন, সেখানে অখিল তীর্থই বিরাজিত থাকেন। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলে প্রতিবর্ণে কপিলা-গাভী দানের ফল লাভ হয়। প্রত্যহ ভক্তিযুক্ত হইয়া ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ বা পাদমাত্র অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ করিলেও সহস্র গো-দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হয়। যেখানে ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। এই পুণ্যময় ভারত-ভূমিতে জন্ম লাভ করিয়া যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না করে, তাহারা আত্মঘাতী। যাঁহারা সতত ভাগবত-শাস্ত্রের সেবা করেন, তাঁহারা পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা-লাভ, নৃপতিগণের শত্রুজয়, বৈশ্যগণের ধন লাভ এবং শূদ্রগণের স্বাস্থ্যলাভ হয়। ভাগবত শ্রবণ করিলে সাধারণ নরনারীগণেরও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। অতএব এমন অল্পবুদ্ধি কে আছেন, যিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা না করিবেন? অনেক জন্মের সুকৃতির ফলেই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সৌভাগ্য হয় এবং তৎফলে হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

"শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবান্ অভিন্নবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। অল্পবুদ্ধি জনগণের মঙ্গলার্থে শ্রীব্যাসদেব এই অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। মোক্ষাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা রসাস্বাদনে একান্ত লোলুপ তাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র সেব্য। যাঁহারা দুঃখকর সংসার হইতে মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতই যত্নের সহিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা বিষয় সুখ কামনা করেন, তাঁহাদেরও শ্রুতিসুখকর এই শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রবণীয়। যত্নের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে ধন, পুত্র, পত্নী, রথ, অশ্ব, যশঃ ও প্রাসাদ প্রভৃতি যাবতীয় বাঞ্ছনীয় বস্তু লাভ হয়। শ্রবণকারী সজ্জন ইহলোকে যাবতীয় বিষয় উপভোগ করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শরীর ও ধনের দ্বারা ভাগবতকীর্ত্তন-কারী ও শ্রবণকারীর সেবা করেন, তাঁহারাও শ্রীভগবানের কৃপায় ভাগবত-সেবার ফল লাভ করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণও বলিতেছেন— "যতদিন জীবের শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সৌভাগ্য না হয়, ততদিন সে এই দুঃখকর সংসারে পরিভ্রমণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, মুক্তি করতল হয় এবং ভগবান্‌কে অতি সহজে লাভ করা যায়। সর্ব্বকামপ্রদ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ অথবা পাদমাত্র লিখিত হইয়া যে ব্যক্তির গৃহে বিরাজ করে, ভক্তগণ সহ শ্রীহরি নিরন্তর তদীয় ভবনে অধিষ্ঠিত থাকেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার ফল শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ষোড়শাংশের

একাংশও হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সহিত সহস্র সহস্র তীর্থ ভ্রমণেরও তুলনা হয় না। শব্দাবতার এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ করিলে যাবতীয় পাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং কামক্রোধাদি অনর্থসমূহ নষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই ভগবান্‌কে লাভ করিবার অব্যর্থ উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা পরম দুর্ল্লভ। কোটী জন্মের সুকৃতির ফলে ইহা শ্রবণের সৌভাগ্য হয়। যাঁহারা মৃত্যুকালে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার সুযোগ পান, তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। যাঁহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য পায় না, তাহাদের জীবন বৃথা।"

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হইতে পরম-মহত্ত্ব॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-ভক্ত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতই যে অমল প্রমাণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমাদরণীয় ও সকলের একমাত্র গ্রহণীয় তাহা নিম্নশ্লোকের দ্বারা জানাইয়াছেন—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শ্রীমদ্‌ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

সুখ-সম্পদ্ বিষয় ও আশ্রয় মূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজিত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে সুখ দুই প্রকার। ভাবান্তরে, সুখ-সম্পদ্ বিষয় ও আশ্রয় দুই মূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজিত। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ভোক্তৃসত্ত্বার সুখ বিষয়-সুখ ও ভোগ্য-সত্ত্বার সুখ আশ্রয়-সুখ নামে কথিত। বলা বাহুল্য, ভোক্তা কর্ত্তাস্থানে ও ভোগ্য কর্ম্মস্থানে বিচারিত হন।

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

—গীঃ ১৩।২১

[কার্য্য—শরীর ও কারণ—ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে (বদ্ধ) জীবকেই হেতু বলা হইয়াছে।]

কর্ত্তৃ বা ভোক্তৃসত্ত্বার সুখ কর্ম্ম বা ভোগসত্ত্বায় অনু-বেদনান্তর আশ্রয়-সুখ নাম ধারণ করে। কর্ম্মসত্ত্বায় স্বতন্ত্র সুখের কোন অধিষ্ঠান নাই। বস্তু এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয় বলিয়া তচ্ছক্তি অখণ্ড হইলেও "বস্তুনঃ শক্তিঃ" বিচারে শক্তির কোন স্বতন্ত্র অবস্থান বা স্বতন্ত্র সুখের কল্পনা হয় না। শক্তি বস্তুরই রূপ বা তাহার অভিব্যক্ত গুণ-বিশেষ। এই জন্য শক্তি তত্ত্বে স্বতন্ত্র সুখের চিন্তনই মায়া। এখানে ভোক্তা বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং, যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ-অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। বস্তু বা বস্ত্বংশের রূপ তাঁহারই রূপ, আবার শক্তিরূপেও তিনিই সর্ব্বত্র পট-তন্তুবৎ অবস্থান করিতেছেন।

"অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭)

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বা অনন্ত শক্তিমান্। তাঁহার শক্তি সমুদয়কে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ মুখ্যতঃ তিনটী বিভাগে গণনা করিয়াছেন—(১) অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, (২) বহিরঙ্গা

অচিচ্ছক্তি বা মায়াশক্তি, (৩) তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি।

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

[বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তি—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি—জীবশক্তি, অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞারূপা শক্তির নাম মায়া।]

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

(গীঃ ৭।৪-৫)

[(শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন!) আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট ভাগে বিভক্ত। হে মহাবাহো! এতদ্ব্যতীত আমার আর একটি পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়-জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।]

"চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণ শক্তি—তিনি যাহা উদ্ভব করেন, সে সমস্তই নিত্যসিদ্ধ বস্তু। জীব নিত্যসিদ্ধ নয়; সাধন দ্বারা জীব সাধনসিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধের সমান আনন্দ ভোগ করেন। শ্রীমতীর চতুর্ব্বিধ সখীগণ নিত্য-সিদ্ধ এবং চিচ্ছক্তিস্বরূপ শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। জীবসকল কৃষ্ণের জীবশক্তি হইতে উদিত হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি যেরূপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, জীবশক্তি সেরূপ কৃষ্ণের অপূর্ণ শক্তি। পূর্ণশক্তি হইতে সমস্ত পূর্ণতত্ত্বের পরিণতি; অপূর্ণ শক্তি হইতে অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবসকলের পরিণতি। কৃষ্ণ এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তদনুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন—চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথ নারায়ণের স্বরূপ প্রকাশ করেন; জীব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রজের স্বীয় বিলাসমূর্ত্তিরূপ বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করেন; মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী ও গর্ভোদক-শায়ীরূপ বিষ্ণুর স্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন। ব্রজে কৃষ্ণ-স্বরূপে সমস্ত পূর্ণ-চিদ্ব্যাপার প্রকট করেন; বলদেবস্বরূপে শেষ তত্ত্ব হইয়া শেষিস্বরূপ কৃষ্ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্ব্বাহের জন্য নিত্যমুক্ত পার্ষদ জীবনিচয়কে প্রকট করেন; আবার পরব্যোমে শেষরূপ সঙ্কর্ষণ হইয়া শেষিরূপে নারায়ণের অষ্টপ্রকার সেবানির্ব্বাহের জন্য নিত্য পার্ষদরূপ অষ্টপ্রকার সেবক প্রকট করেন; সঙ্কর্ষণের অবতাররূপ মহাবিষ্ণু জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া পরমাত্মস্বরূপে জগদ্গত জীবাত্মসকলকে প্রকট করেন। এই সমস্ত জীব মায়া-প্রবণ; যে পর্য্যন্ত ভগবৎকৃপাবলে চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর আশ্রয় না পান, ততদিন তাঁহাদের মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। মায়াবদ্ধ অনন্ত জীব মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মায়ার গুণত্রয়ের অনুগত।"

—(জৈবধর্ম্ম ১৫শ অধ্যায়)

মায়াবদ্ধজীব কর্ত্তৃসত্তায় নিজ সুখ কল্পনে শ্রীভগবদ্বিমুখ রহিয়াছে এবং বিবিধ সংসার দুঃখ ভোগ করিতেছে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

—গীঃ ৩।২৭

[কার্য্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির গুণের দ্বারা (প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয় দ্বারা) সম্পাদিত হয়। কিন্তু দেহাদিতে অহং বুদ্ধি দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত মানব 'আমিই উহা সম্পন্ন করিতেছি' মনে করে।]

'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ' বেদান্তমতে—জীব তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অপৃথক্ হইয়াও চিদণুত্বনিবন্ধন মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া কর্তৃত্বাভিমানে শ্রীকৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যবশতঃ দুঃখ পায়। পরন্তু অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিতে অজ্ঞানের স্পর্শ না থাকায় ভক্তিবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যরূপ অভিমান্ জাগ্রত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বস্তু ও বস্তুশক্তির অব্যবধানে বস্তুগত চিৎ-সুখসমুদয় তদীয় চিচ্ছক্তিতে স্বাচ্ছন্দ্যে সঞ্চারিত হয়। জীব যদি তাহার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া চিচ্ছক্তির অধীনে শ্রীভগবানের আরাধনা-তৎপর হয়, তবেই শ্রীভগবৎ-সেবাসুখ লাভ হয়, নতুবা নহে। জৈবসত্তার

জীব-প্রভাবগত পরাশক্তি অর্থাৎ সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীর যে ভাব রহিয়াছে, তন্মধ্যে সন্ধিনীর ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ—স্বর্গ, মহঃ, জনাদি সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং তলাতলাদি সপ্ত অবরলোক এবং জীবের সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদি সমস্তই প্রকটিত হয়। সম্বিৎক্রিয়ার ফলরূপে জৈবজ্ঞানে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অনুভবের বিষয় হয়। কখনও কখনও সংসারের তুচ্ছতা অনুভব ও বৈরাগ্যাদি এবং শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাহার অশ্রুপাতাদি দেখা গেলেও উহা শুষ্ক অর্থাৎ রসহীন; উহা ভগবৎ-প্রীতিরূপা নহে। কিন্তু এমতাবস্থায় যদি চিচ্ছক্তির কায়ব্যূহরূপা কোন মহতের সঙ্গ অর্থাৎ কৃপা লাভ করিতে পারা যায়, তবেই তাঁহার কৃপায় জীবের শুদ্ধভক্তি লাভের অধিকার হয়। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥" ইত্যাদি।

জীবশক্তিগত হ্লাদিনীর প্রভাবে জীবের ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্তই গতি। বলাবাহুল্য, জীবের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঈশ্বর মান্যতার ভাব পরিলক্ষিত হইলেও মহৎকৃপাভাবে তাহা পরিশেষে ব্রহ্মসাযুজ্য অথবা ঈশ্বর-সাযুজ্য পরিণাম প্রাপ্ত হয় যাহা অত্যন্ত ভক্তিবিরুদ্ধ এবং যাহাতে সেব্য, সেবক, সেবাভাব চিরতরে অন্তর্হিত হয়। ইহারই অপর নাম 'মায়াবাদ', 'ব্রহ্মবাদ' বা 'নির্ব্বিশেষবাদ'। কেহ কেহ ইহাকে 'পাষণ্ড মতবাদ' বলিয়াও আখ্যান করিয়াছেন।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, জীব যদি শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা প্রভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিপুষ্ট অন্তঃকরণে পরিদৃশ্যমান্ পরিণামশীল সংসার স্রোতঃ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া তদ্বিপরীতগামী চিরবর্দ্ধমান ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যাদি অখিল কল্যাণগুণের স্বতঃ প্রবহমান বৈকুণ্ঠ-স্রোতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জমান থাকেন তবেই মূর্ত্তিমন্ত আশ্রয়-সুখরূপে নিত্য প্রতিভাত হইবেন।

জম্মুতে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিপুল প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য জম্মুনিবাসী শ্রীযুক্ত হংসরাজজী ভাটিয়া মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ সাদর আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নয়মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবসহ বিগত ২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার হিমগিরি এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে জম্মু ষ্টেশনে পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন—(১) শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, (৩) শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, (৪) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, (৫) শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, (৬) শ্রীঅনঙ্গ-মোহন ব্রহ্মচারী, (৭) শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, (৮) শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (মেচেদা), (৯) শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী (আনন্দপুর)। দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জরুরী কার্য্য সম্পাদনের জন্য শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী পথিমধ্যে আম্বালা ষ্টেশনে অবতরণ করেন। দেরাদুন মঠের কার্য্যান্তে তাঁহারা ১৮ই সেপ্টেম্বর শিলং এক্সপ্রেসে জম্মুতে আসিয়া প্রচার পার্টির সহিত মিলিত হন।

জম্মুতে প্রচারকার্য্যে শ্রীহংসরাজজীকে সহায়তা করি-বার জন্য পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সতীর্থ পূজ্যপাদ

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ দুই দিন পূর্ব্বে তথায় সমুপস্থিত হন। ১০ই সেপ্টেম্বর জম্মু ষ্টেশনে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীহংসরাজজী ও স্থানীয় বহু ভক্ত সংকীর্ত্তন সহযোগে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎ অনুগামী বৈষ্ণবসাধুগণকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। একটী রিজার্ভ বাসে ভক্তগণ ষ্টেশন হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে জম্মু সহরস্থ শ্রীগীতাভবনে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত শ্রীগীতাভবনের দ্বিতলে বৈষ্ণবসাধুগণের অবস্থানের সুব্যবস্থা হয়। জম্মু ষ্টেশনে আমরা পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সতীর্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মচারীসহ ১০ই সেপ্টেম্বর চণ্ডীগড় হইতে জম্মুতে আসিয়া উপস্থিত হন। গোকুল-মহাবন মঠবাসী সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী পরদিন জম্মুতে আসিয়া পৌঁছেন। জম্মুতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তথাকার বহু গৃহস্থ ভক্তসহ ১৬ই সেপ্টেম্বর ও ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার জম্মুতে আগমন করেন।

এতদ্ব্যতীত জালন্ধর হইতে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীরামভজন পাণ্ডে ও শ্রীকৃপারামজী, অমৃতসর হইতে অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি এবং ভাটিণ্ডা হইতে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজজী সেক্রী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য আসেন। শ্রীব্রজধাম নিবাসী সতীর্থ শ্রীফাল্গুনী ব্রহ্মচারী ১৮ই সেপ্টেম্বর এবং পরবর্ত্তিকালে আগরতলা হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী জম্মুতে পার্টির সহিত যোগ দেন।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে গীতাভবনে, ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে এবং তৎপরবর্ত্তিকালে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীগীতাভবনে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণে পুরাণামণ্ডীস্থ শ্রীসীতারাম মন্দিরে শ্রীভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেন। মধ্যে কএকদিন শ্রীগদাধর মন্দিরেও বক্তৃতা করেন।

সুবক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে, পুরাণামণ্ডীস্থ শ্রীসীতারাম মন্দিরে, শ্রীগদাধর মন্দিরে এবং রিহারী কলোনীস্থ শ্রীহরিমন্দিরে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজও বক্তৃতা করেন।

বিপুল সংখ্যক নরনারী ধর্ম্মসভায় যোগ দেন, অপরাহ্ণকালীন সভায় ৭।৮ শত নরনারীর সমাবেশ হইত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন, তাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তি ও ভক্তি-সদাচার সম্বন্ধে এই প্রথম শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

ভাষণের আদি ও অন্তে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর সংকীর্ত্তন শ্রবণে সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, মেচেদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, আনন্দপুরের শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় ও সভায় মৃদঙ্গবাদন সেবা সম্পাদন করেন।

প্রত্যহ শ্রীগীতাভবনে, শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে এবং শ্রীগদাধর মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পাদিত

হইত। স্থানীয় নরনারীগণ উহা দর্শন করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

১৬ সেপ্টেম্বর, ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ৩০শে সেপ্টেম্বর এই তিনটি রবিবারে শ্রীগীতাভবন হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন, তাঁহারা কোন দিনই শহরে এইরূপ শোভাযাত্রা এবং নরনারী নির্ব্বিশেষে শোভাযাত্রায় যোগদান পূর্ব্বে দেখেন নাই বা শুনেন নাই। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দ্বারা শহরবাসিগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।

মেচেদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও আনন্দপুরের শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী ওস্তাদ মৃদঙ্গবাদকদ্বয় নৃত্যসহযোগে বিভিন্নভাবে মৃদঙ্গবাদন-কৌশল প্রদর্শনের দ্বারা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

বৈষ্ণবসাধুগণের সেবার জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রচুররূপে দ্রব্যাদি প্রদান করেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা রন্ধনাদি সেবা-সৌকর্য্য হেতু বৈষ্ণবগণের ও আমন্ত্রিত নরনারীগণের সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। সকলেই ব্রহ্মচারিগণের সেবা প্রবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু প্রত্যহ সভায় উপস্থিত, সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদান এবং বিভিন্নভাবে স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া সেবকগণকে উৎসাহিত ও গীতাভবনে আগন্তুক দর্শনার্থিগণকে বিভিন্নভাবে উপদেশ প্রদানের দ্বারা প্রোৎসাহিত করেন।

১লা অক্টোবর অপরাহ্নে গীতাভবনের ও শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও ট্রাষ্টিগণের বিশেষ অনুরোধে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীবিজয়াদশমী তিথিতে প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

সাংবাদিকগণ চলায়মান ফটো তোলেন এবং রেডিও মাধ্যমে ও সংবাদপত্রে জম্মু শহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের আগমন ও প্রচারের কথা বিপুলভাবে প্রচার করেন।

স্থানীয় উচ্চবংশীয় বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেব হইতে শ্রীহরিনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করতঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবসাধুগণের অবস্থান-সময় বৃদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ জরুরী কার্য্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ পরিবর্ত্তনে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। তিনি ১লা অক্টোবর হিমগিরি এক্সপ্রেসে ভক্তবৃন্দসহ জম্মু হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করেন। যাত্রাকালে ভক্তগণ ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করতঃ অশ্রু বর্ষণের দ্বারা তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া মুখ্যভাবে প্রচার পার্টির কলিকাতা হইতে জম্মু পর্য্যন্ত যাতায়াতের ও আহারাদির সমস্ত প্রকার ব্যয় ভার বহন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল আচার্যদেবের ও সকল বৈষ্ণবসাধুগণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। সকলেই পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার দীর্ঘায়ুঃ ও নিত্য মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন।

মুদ্রাকর প্রমাদ—পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯১৯ কার্ত্তিক সংখ্যায় ১৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সচ্ছাস্ত্র মর্ম্ম ইত্যাদি প্রবন্ধের ২য় স্তম্ভের ১৩শ পংক্তির শেষে 'মায়াবদ্ধ' শব্দ ও ঐ ১৪শ পংক্তির প্রথমোক্ত 'জীবগত' শব্দটি বাদ দিতে হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের

শুভাবির্ভাবতিথি-পূজা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর বুধবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি বাসরে বিশেষভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সতীর্থ পূজনীয় বৈষ্ণবগণ সকলকেই নব-বস্ত্র-মাল্যাদি-সংযোগে পূজা বিধান করতঃ তাঁহাদের কৃপা দ্বারা অভিসিক্ত হইয়া শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার পূজা সম্পাদন করেন। তৎপর উৎসবে সমুপস্থিত শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ শিষ্য-শিষ্যা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। উপবাসব্রতহেতু ফলমূলাদি প্রসাদের দ্বারা সমুপস্থিত ভক্তগণকে আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীর সম্মুখবর্ত্তী অঙ্গনে সভামণ্ডপে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে স্থানীয় পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়— "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের অবদান" সম্বন্ধে যথাক্রমে ভাষণ দেন—

(১) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

(২) শ্রীনারায়ণ মিশ্র, এড্ভোকেট, পুরী

(৩) শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

(৪) বিভিন্ন ভাষায় সরল সুবক্তা শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, পুরী

(৫) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ

(৬) অধ্যাপক শ্রীব্রজকিশোর রায়, পুরী

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং বক্তৃমহোদয়গণ সকলেই শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা ও ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করতঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপার মহিমাসূচক মধুর ভাষণ শ্রবণে সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরিতুষ্ট হন।

পরদিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে শত শত ভক্তবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। রাত্রির সভাতে "শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিত্র ও শিক্ষা" সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ডাঃ শ্রীমদ্ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, উদালার ডাঃ শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী ও পুরীর শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখামঠ সমূহে, মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ ও তদীয় গুণমুগ্ধ সজ্জনবৃন্দ সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব তিথিতে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, মহিমা কীর্ত্তন ও মহোৎসবে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা শুভতিথি যথারীতি পালন করেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন্ ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা—২৬

১২ কেশব, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ;
২৯ কার্ত্তিক, ১৩৮৬; ১৬ নভেম্বর, ১৯৭৯

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যপ্রবর ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রিয় শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সেবা-ব্যবস্থায় অত্র শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউর শুভ প্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক তিথিতে মহাভিষেক পূজা-ভোগরাগ-মহাপ্রসাদ বিতরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ মহিমাশংসনমুখে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আগামী ৩০ নারায়ণ, ১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী (১৯৮০) বুধবার হইতে ৪ মাধব, ২১ পৌষ, ৬ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-যতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন হইবে।

২১ পৌষ, ৬ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে সবান্ধব যোগদান করিলে পরম উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব। ইতি—

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশমুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা -২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ·৫০
(২) শরণাগতি — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত — ,, ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ·৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ·৮০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬·০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১·৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ঐ ,, ১·০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, ·৮০
(১০) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, ·৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1·00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ৭·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — ,, ২·০০
ভক্তিরক্ষা বৈরাগ্য ও ত্যাগের মূর্ত্ত আদর্শ —
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২·০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৮৬ { ১১শ সংখ্যা
২৮ নারায়ণ, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, সোমবার; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৯

অমায়া

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে 'অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য সত্যের উদ্দেশে ব্যবহার হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময় নিবারণকল্পে বিস্বাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাতসুখহানিকর পরিশেষে সৎফল-প্রসূ-চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে; কিন্তু জীব অপ্রিয় সত্য ও নিজের শুভঙ্কর বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতসুখের ভিক্ষুক হয় ও সদুপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষাবিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়ার দ্বারা আপাতসুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া স্বস্বার্থ-হানিকর জীব পরচর্চ্চাক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্ম প্রচারক, নীতি প্রচারক, দয়াবান, সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাত সুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মকে মায়ামণ্ডিত না করেন। মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজানুভূতিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যেকাল পর্য্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদসেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই শ্রীহরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,— "জীব তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সহৃদয় দৈন্যসহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য পরদুঃখকাতর সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট-দৈন্য ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও, কপট-দৈন্যময় যুক্তি দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃতসহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুনীচতা বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ববোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান কর

এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হও; তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে ইহাই গৌরসুন্দরের আজ্ঞা। যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়া কর্ত্তৃক মুহ্যমান হন। মায়া কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়; সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকেই হরিসেবা জ্ঞান করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীন-জ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শ চরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীদামোদর-স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথ দাস অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যবিমুখ-জনকে অসুর সংজ্ঞা দিয়াছেন বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোমলশ্রদ্ধকে জাতরতি না বলিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অনুদারতা দেখাইয়াছেন। ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যে কাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়া কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে আমরা ভগবান ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে "অমায়া" শব্দের প্রয়োগ।

(সঃ তোঃ ১৯।১০)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(অমানিত্ব)

প্রঃ—অমানী কিরূপে হওয়া যায়?

উঃ—" 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী'—এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না—আমি আপনাকে দীন, হীন, অকিঞ্চন ও তৃণাধিক সুনীচ বলিয়া জানিব।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী কিরূপে দীন হইবেন?

উঃ—"তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহংকার॥"

—'শিক্ষাষ্টক', ৩ গী

প্রঃ—নিজকে কিরূপে অমানী করা যায়?

উঃ—"আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

প্রঃ—দেহধারী মানব নিজকে কিরূপ জ্ঞান করিবে?

উঃ—"মানবদেহ—কেবল কারাগার মাত্র। ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ, অতএব ইহাতে যে-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা যায়, ততদিনই মানব তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন।"

—তঃ সূঃ ২৩ সূঃ

প্রঃ—বিরূপগ্রস্তের পক্ষে তৃণাধিক সুনীচ হওয়া কি সঙ্গত নহে?

উঃ "তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানো ন স্যাদ্বিরুদ্ধঃ কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানো ন সুন্দর ইতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

প্রঃ—'অমানী' শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

উঃ—"'অমানিনা' শব্দেনাস্ত মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপং তৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টম্। বদ্ধজীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়-সম্বন্ধযোগৈশ্বর্য্য-ভোগৈশ্বর্য্য-ধনরূপ-জাতিবর্ণ-বল-প্রতিষ্ঠাধিকারেত্যাদিজনিতো যদভিমানো তন্মিথ্যা—জীবস্বরূপ-বিরোধ-ধর্ম্মত্বাৎ। তত্তদভিমানশূন্যতা হি মিথ্যাভিমান-শূন্যতা। এবম্ভূত মিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্ব্বদা সত্যপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্তনীয়ম্। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কারশূন্যঃ বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্য-লিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈকচিত্তো ভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তয়তি।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

সচ্ছাস্ত্রমর্ম্ম—সদ্গুরুকৃপালভ্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীযামুনাচার্য্য তাঁহার আগমপ্রামাণ্যে লিখিয়াছেন,—

দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥
যেষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চ্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা॥
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোহপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেবসেবায় প্রদত্ত সম্পত্তিদ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির (বেতনের) নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এইসকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই।

বহু কষ্টদশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়াও কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।

এইরূপ নামে ব্রাহ্মণ বহু পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণতা খুবই বিরল। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

বৃঃ আঃ ৩।৯।১০

অর্থাৎ হে গার্গি, যিনি সেই অচ্যুত পরংব্রহ্মতত্ত্বকে বিদিত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। (উহার বৈপরীত্যই কৃপণতা।)

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।

—ঐ ৪।৪।২১

অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভার্থ যত্ন করিবেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

(মনু ২।১৬৮)

মনুস্মৃতি বলিতেছেন—যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইবার চেষ্টা না করিয়া অন্য বিষয়ে (লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবদিতর বিষয়ে) শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

(অত্রিসংহিতা ৩৭২ শ্লোক)

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ পশু বলিয়া খ্যাত হয়।

সুতরাং এই কলিযুগে শুদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ খুবই দুর্ল্লভ। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিয়া ভক্তিমার্গানুসরণে ভজন দ্বারাই প্রকৃত পরমার্থিক ব্রাহ্মণতা সংরক্ষিত হয়।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে (১৪৩।৪৬, ৫০, ৫১) লিখিত আছে—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

অর্থাৎ হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মফলদ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করেন।

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণবিভাগাত্মক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

নারদপঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অধ্যায়-৩৪ শ্লোকে লিখিত আছে—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

অর্থাৎ আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যগণকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা বিধি। আমরা শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্মসম্বন্ধে মনুসংহিতার 'মাতুরগ্রেঽধিজননং' ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১০।২৩।৪০) যাজ্ঞিক বিপ্রগণের অনুতাপোক্তিতে পাওয়া যায়—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

(যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের ভক্তিহীনতা দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে বলিতেছেন—) আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, কুল এবং কর্ম্মনৈপুণ্য—সমস্তেই ধিক্।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'ত্রিবৃৎজন্ম' শব্দের ভাবার্থ-দীপিকা টীকায় লিখিয়াছেন—'ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম'। 'ব্রত' বলিতে ব্রহ্মচর্য্য, 'ক্রিয়া' বলিতে 'নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম্ম'।

সুতরাং 'আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষামন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যপুত্রগণের পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় এবং নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও ঐ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধানানুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করেন'—পূর্ব্বোক্ত এই সকল শাস্ত্রবাক্য অনুসারে শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সুতরাং বিপ্রসাম্য প্রাপ্ত দ্বিজেতর শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি শালগ্রাম পূজায় অধিকার থাকায় সাবিত্র্যসংস্কারোচিত যজ্ঞোপবীত ধারণের কি বাধা থাকিতে পারে? যজ্ঞেশ্বরের যাগ বা পূজনার্থই ত' যজ্ঞসূত্র ধারণ? এইজন্যই পরমারাধ্য প্রভুপাদ 'ভগবদ্-ভজনাভিলাষী' বিষ্ণুমন্ত্রে লব্ধদীক্ষ শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও সাবিত্র্যসংস্কারোচিত যজ্ঞোপবীতধারণ-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বেদে শূদ্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ, প্রণবোচ্চারণ বা শ্রীশালগ্রামশিলাপূজাদির অধিকার প্রদত্ত না হইলেও বেদার্থপূরক পঞ্চমবেদস্বরূপ পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি দীক্ষিত শূদ্রকে বিপ্রসাম্যবিচারে বিপ্রোচিত সংস্কার গ্রহণে অনধিকারী বিচার করেন নাই। এজন্য ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থং সমুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ মহাভারত ইতিহাস ও পুরাণাদি দ্বারা বেদার্থ স্পষ্টীকৃত করিবে—এইপ্রকার শাস্ত্রানুশাসন রহিয়াছে। "বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥" ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ

বলা হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাসপুরাণবাক্যকে অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পঞ্চসংস্কার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥ ইতি॥
তাপোঽত্র তপ্তচক্রাদি মুদ্রাধারণমুচ্যতে।
তেনৈব হরিনামাদি-মুদ্রা চাপ্যুপলক্ষ্যতে॥
যথা স্মৃতৌ—
হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ইতি॥
পুণ্ড্রং স্যাদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং তচ্ছাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতম্।
হরিমন্দিরং তৎপাদাকৃত্যাদ্যতি শুভাবহম্॥
নামাত্র গদিতং সদ্ভির্হরিভৃত্যত্ব বোধকম্।
মন্ত্রোঽষ্টাদশবর্ণাদিঃ স্বেষ্টদেববপুর্ম্মতঃ॥
শালগ্রামাদি পূজা তু যাগ শব্দেন কথ্যতে।
প্রমাণান্যেষু দৃশ্যানি পুরাণাদিষু সাধুভিঃ॥

অর্থাৎ "সেই পঞ্চসংস্কার কি কি, তাহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—যথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটি সংস্কার দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হয়। প্রথমে 'তাপ' শব্দের অর্থ বলিতেছেন। 'তাপ' শব্দে তপ্তচক্রাদি মুদ্রা ধারণ উক্ত হইয়া থাকে। 'তপ্তমুদ্রাধারণ' শব্দে হরিনামাদি মুদ্রা ধারণই লক্ষিত হয়। তপ্তচক্রাদি ধারণ কলিহত জীবের পক্ষে দুষ্কর বিবেচনা করিয়া পতিতোদ্ধারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রাচীন মহাজন কর্তৃক স্বীকৃত, চন্দন দ্বারা হরিনামাঙ্কনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—'যিনি চন্দনাদি দ্বারা স্বগাত্রে হরিনামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন।' 'পুণ্ড্র' শব্দে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র, তাহা শাস্ত্রে বহুবিধ উক্ত হইয়াছে—কেহ কেহ হরি-পদাকৃতি দ্বারা ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রকে বিশেষ শুভাবহ করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের নামান্তর 'হরিমন্দির তিলক'। হরিদাসত্ব-বোধক কোন একটি বৈষ্ণব নাম গ্রহণকে বৈষ্ণবগণ 'নাম' বলিয়া থাকেন। যে সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিদাসত্বসূচক নাম প্রদান করিয়া থাকেন। স্বীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির অনুরূপ অষ্টাদশাক্ষরাদি জপ্য মন্ত্রই 'মন্ত্র' নামে উক্ত। 'যাগ' শব্দে—শালগ্রামাদির পূজা। এই পঞ্চসংস্কার বিষয়ে বহু বহু প্রমাণ পুরাণাদি শাস্ত্রে সাধুগণ দেখিতে পাইবেন।"—'প্রমেয়রত্নাবলী'র মূল গোড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সুতরাং শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও শ্রীশালগ্রামশিলাপূজারূপ যাগাধিকার থাকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদোক্ত 'জন্মান্তরাপেক্ষা' বলিতে সাবিত্র্য বা দৈক্ষ্য জন্মান্তরাপেক্ষাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীরায়রামানন্দকে 'শূদ্রাধম' বলিয়া দৈন্য করিতে শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥
—(চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭)

ইহার অনুভাষ্যে বলা হইয়াছে—"বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থ-গৃহস্থই হউন, যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞতার উপরই নির্ভর করে, বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। * * এই তাৎপর্য্যানুসারে * * শ্রীরসিকানন্দ শৌক্র ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকটও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্র ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিকটও কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীদাস গদাধরের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্ম্মব্যাধাদি অনেকেরও শিক্ষাগুরু হইবার ব্যাঘাত ছিল না। * * * কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে শৌক্র শূদ্রও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া দিলেন। * * * রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দদাসের বংশে, শ্রীনবনী হোড়ের বংশে

সাবিত্র্য ব্রাহ্মণ সংস্কার এবং শৌক্রবিপ্রশিষ্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য-কার্য্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহাই যে একমাত্র বিধি হইবে, এরূপ নহে।"

ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবও কোটি কোটি সর্ব্ববেদান্ত-বিদ্ ব্রাহ্মণেরও গুরুদেব। আবার একান্তী বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ "সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ব-বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তীভক্ত শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বেদ-বিভাগকর্ত্তা ও পুরাণেতিহাসাদি প্রণেতা পরমদয়ালু শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের উদারতার অভাব কোনমতেই প্রমাণিত হইতে পারে না। ভক্তিহীন ব্যক্তিকে বেদা-ধিকার বা যাগাধিকার দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার উপর সঙ্কীর্ণতা দোষারোপ কখনই বুদ্ধিমত্তার বা বিচারবত্তার পরিচায়ক হইবে না।

এক্ষণে নির্ব্বিশেষ সবিশেষ বা সাকার নিরাকার প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত সার্থকতা সংক্ষেপে বর্ণন করা হইতেছে। মনোধর্ম্মী জীবের প্রাকৃত মনের কারখানায় নির্ম্মিত ঐ সকল শব্দের নিরর্থকতা সহজেই প্রতি-পাদিত হইবে। তাঁহাদের ধারণার কোনটিই সেই বাস্তববস্তুর স্বরূপ নহে, প্রাকৃত বিশেষ বা আকৃত্যাদি নিষেধ করিয়া তৎ সমুদয়ের অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনার্থই শাস্ত্রে এরূপ নিরাকার বা নির্ব্বিশেষাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত'স্থাপন॥

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬।২১ ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবাক্য)

[অর্থাৎ যে যে শ্রুতি তত্ত্বস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন-না, জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

শ্রীভগবানের সবিশেষত্বের আরও শ্রুতিসঙ্গত বিচার প্রদর্শিত হইতেছে—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

—এই সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৩।১৯)-বাক্যে প্রাকৃত হস্তপদাদি 'বিশেষ' নিষেধ করিয়াই অপ্রাকৃত হস্তপদাদি 'বিশেষ' স্থাপন করা হইয়াছে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" (তৈঃ ভৃঃ ১)—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বাক্যেও পাওয়া যায় যে,—এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়। এই সকল বেদ বাক্য দ্বারা পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকরূপ তিন প্রকার লক্ষণ পাওয়া যায়। ঐ তিন লক্ষণ দ্বারা শ্রীভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব সুস্পষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হইতেছে। 'বহু স্যাম্' (তৈঃ উঃ ৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 'এক ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন 'স ঐক্ষত' (ঐতঃ উঃ ১।১)—এই বাক্যমতে তিনি

প্রাকৃত শক্তিতে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে সময়ে প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। অতএব পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত মন ও নয়ন ছিল, ইহা সর্ব্ববেদসম্মত।

উপনিষদ্‌বাক্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম' শব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্, ইহাই বেদসম্মত এবং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণই যে সেই স্বয়ং ভগবান্, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বেদে এরূপ স্পষ্টবাক্য দেখা যায় না, তবে বিচার করিয়া দেখ, বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদবাক্যের তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে (ভাঃ ১০।১৪।৩২) উক্ত হইয়াছে—

অহোভাগ্যমহো-ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

[অর্থাৎ "নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।]

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারগুলি এইরূপ—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত—ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥
অহো ভাগ্যং ইত্যাদি॥

'অপাণিপাদ' শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃতপাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ও অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য

এক শ্রেণীর অনুচানমানী আছেন, তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি রূপে প্রতিপাদন করাকে যেন খুবই একটা বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্—এই বিচারটি আসিয়া গেলে অসীম—অনন্ত শ্রীভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐ সকল সসীম বিচার স্বতঃই সংশয় নিরস্ত হইয়া যায়। শ্রীভগবানের জন্মকর্ম্মাদি প্রাকৃতের ন্যায় দেখাইলেও তাহা যে সার্দ্ধ দ্বিতয়রসের অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় বৈকুণ্ঠতত্ত্বেরও অনেক উর্দ্ধস্থিত অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য চতুষ্টয় সমন্বিত অপ্রাকৃত গোলোক বৃন্দাবনের দুরবগাহ তত্ত্ব, তাহা সাধারণ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ দুরধিগম্য ব্যাপার। গীতায় জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যং (গীঃ ৪।৯) ও অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং (গীঃ ৯।১১) ইত্যাদি শ্লোকে ইহার কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে।

আবার শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে গেলে কেবলাদ্বৈত বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের নির্ব্বিশেষবাদ সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে, এজন্য তাঁহারা ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক'রূপে প্রতিপাদন করিবার জন্যও বিশেষ ব্যস্ত হন। তাহাতে বলা হইতেছে—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ?॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬০) কথিত হইয়াছে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

অর্থাৎ চিৎ, জীব ও মায়া—এই ত্রিবিধা বিষ্ণুশক্তি। শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তি পরা অর্থাৎ চিৎস্বরূপা, ক্ষেত্রজ্ঞা

নাম্নী জীবশক্তি অপরা এবং কর্ম্ম যাহার সংজ্ঞা, সেই—অন্যা তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা বা মায়া বলিয়া কথিত হয়। জীব শক্তি অবিদ্যা হইতে অপরা বা ভিন্না।

ভগবানের চিচ্ছক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—অন্তরঙ্গা, জীবশক্তি—মধ্যমা—তটস্থা, এবং মায়াশক্তি অধমা—বহিরঙ্গা। জীব-শক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন।

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৫৮-১৫৯

শ্রীভগবানের ঐ চিচ্ছক্তি জীবকে স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎ সমবেতসার প্রদান করিবার পর জীব তাহা গ্রহণ করিলে মায়াশক্তির আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক অচিদ্ বিক্রম দূরীভূত হইয়া যায়, জীব তখন কৃষ্ণপ্রেমভক্তির অধিকারী হন।

এইরূপে শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ, সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে নিত্যভেদ, ঈদৃশ জীবকে ঈশ্বরের সহিত অভেদ বলিতে যাওয়া অত্যন্ত তত্ত্বান্ধতা। তবে ঈশ্বর বিভুচিদ্বস্তু, জীব অণুচিৎ বা চিৎকণ, এস্থলে চিদংশে ঐক্য স্বীকার করা যায় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরের সহিত জীবকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াছেন। গীতা শাস্ত্রেও (৭ম অঃ ৪-৫ শ্লোকে) জীবকে শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং এইরূপ জীবকে ঈশ্বরের সহিত সমান জ্ঞান কি করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে?

'দ্বা সুপর্ণা' এই সুপ্রসিদ্ধ মুণ্ডক শ্রুতিবাক্যে (মুঃ ৩।১।১-২) কর্ম্মফলবাধ্য মায়াবশযোগ্য জীবের গুরু-কৃপায় মায়াতীত ভগবৎসান্মুখ্য লাভের কথা বলা হইয়াছে।

এইরূপে চিৎ, অচিৎ ও মায়াশক্তি বিশিষ্ট শ্রীভগ-বান্‌কে কখনই নিঃশক্তিক বলা যাইতে পারে না। বিশে-ষতঃ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য (সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, ও সমগ্র বৈরাগ্য) তাঁহার চিচ্ছক্তিবিলাস, এইরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপতি শ্রীভগবান্‌কে নিঃশক্তিক বলিয়া প্রতিপাদনের কি সার্থকতা আছে, তাহা আমরা ধারণায়ই আনিতে পারি না। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহকে না মানারই বা কি শাস্ত্রযুক্তি থাকিতে পারে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। এজন্য শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান, পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত' অভেদ?॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি' মানে।
হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?॥
ভূমিরাপো.........ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার?॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৬১-১৬৬

কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকৃষ্ট এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধ নানাপ্রকার কটাক্ষশ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে মহা-প্রভুর সমীপে তাঁহার কৃষ্ণভক্তিহীনতা নিবেদন করিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—মায়াবাদী কৃষ্ণপাদপদ্মে অপ-রাধী, তাই সে গোবিন্দ, মাধব, কৃষ্ণ—এই সকল মুখ্য-নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য—এই সকল গৌণনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম শব্দে মুখ্যার্থে 'ভগবান্', তিনি চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অস-মোর্দ্ধ্ব। তাঁহার বিভূতি, দেহ—সমস্তই চিদাকার। সেই চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার—তাঁহার চিদানন্দময় দেহ, স্থান, পরিবারাদিকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ইত্যাদি অপসিদ্ধান্ত বলা হইতেছে। কিন্তু—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫

'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে' ইতি বৃহদারণ্যকে, বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ, পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ—ইতি ঋগ্বেদে, স ঈক্ষাংশ্চক্রে ইতি প্রশ্নে, স ঐক্ষত, 'স ইমাঁল্লোকানসৃজত' ইতি ঐতরেয়ে, 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্' ইতি মুণ্ডকে—ইত্যাদি বহু বহু বেদবাক্যে শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, অনূর্দ্ধ, সমরহিত, এক, পরতত্ত্বরূপেই প্রতীত হন। তবে অপাণিপাদঃ—ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে তাঁহার আকৃতি-নিষেধক বাক্য পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের আকার যে চিদাকার, তাঁহার বিভূতি যে চিদ্বিভূতি, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি ইত্যাদি বাক্যে "তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥" (চৈঃ চঃ আ ৭।১১৬) অর্থাৎ ঈশ্বরের তত্ত্বকে জ্বলিত জ্বলন বা অগ্নির সহিত তুলনা করিলে অনন্ত জীবগণকে তাঁহার স্ফুলিঙ্গের কণা রূপে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ চিৎকণ জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ। "জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্। গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥" (চৈঃ চঃ আ ৭।১১৭—গীতায় ৭।৫ ও বিষ্ণুপুরাণের ৬।৭।৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবানের "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দ রূপ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১) তাঁহার—নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—তিনটিই চিদানন্দময়। তাঁহার দেহ-দেহী, নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই, যিনি দেহ, তিনিই দেহী; যিনি নাম, তিনিই নামী। কিন্তু বদ্ধ জীবের নাম, দেহ ও স্বরূপের পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম বিদ্যমান। কৃষ্ণনামের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৩ ধৃত পাদ্ম ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবাক্য

[অর্থাৎ নামের সহিত নামী কৃষ্ণের ভেদাভাবহেতু কৃষ্ণনাম চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ—সকলসেবাভীষ্টপ্রদাতা। কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ; চৈতন্যরসবিগ্রহ—চিন্ময় রসমূর্ত্তি, অচিৎ জড় বৈরস্যাশ্রিত নহেন, তিনি মায়াতীত স্বরূপ হওয়ায় মায়ামিশ্রণ যোগ্যতা তাঁহাতে কখনই সম্ভাবিত হয় না; তিনি পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নহেন; শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র তত্ত্ব নহেন, নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা জড়াতীত চিন্ময় বস্তু, কখনও জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না।]

"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম,—সব চিদানন্দ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
(পাদ্মবাক্য)—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৪-১৩৬

["অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নহেন; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। (অর্থাৎ অপ্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ কৃষ্ণভজনপ্রবৃত্ত শুদ্ধসত্ত্বময় ইন্দ্রিয়েই শ্রীকৃষ্ণনামাদি স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হন।")]

ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণ সূর্য্য সম, জীব তাঁহার কিরণকণ সদৃশ। চিদংশে ঐক্য থাকিলেও বিভুচিৎ ভগবানের সহিত চিৎকণ জীবকে সর্ব্বাংশে সমান বলিতে যাওয়া সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র।

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
—(চৈঃ চঃ ম ১৮।১১৪ ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত বা শ্রীবিষ্ণুস্বামি বাক্য)

[অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট (আলিঙ্গিত); কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর।]

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
(বৈষ্ণবতন্ত্র বাক্য)—চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৪-১১৫

[অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।]

জীবের দেহ-দেহী-ভেদ রহিয়াছে, কিন্তু ভগবানের দেহদেহীতে ভেদ নাই—

"ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ— চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥
'দেহ-দেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ' ॥"
(কৌর্ম্ম বাক্য)—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২২-১২৩

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ যস্য বা নারকী সঃ।" —এই পাদ্মবাক্যও এতৎসহ আলোচ্য।

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৫৫তম সূক্ত ৩য়া ঋগ্‌বাক্যে স্পষ্টভাবেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দারুময় শরীরের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত আছে—

"অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।
তদারভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥"

বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীসায়নাচার্য্য খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে (১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির কথা শ্রুত হয়) উক্ত ঋঙ্‌মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"অদো বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানমপুরুষং নির্ম্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতা-শরীরং সিন্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরে প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে তদ্দারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুম-শক্য হে স্তোতঃ আরভস্ব আলম্বস্ব উপাস্স্বেত্যর্থঃ। তেন দারুময়েন দেবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ।"

অর্থাৎ "দুরবর্ত্তিস্থানে বর্ত্তমান (অধোক্ষজ) নির্ম্মাতৃ-পুরুষরহিত (অপৌরুষেয় স্বয়ম্ভু) যে দারুময় পুরুষোত্তম-নামক ভগবদ্বিগ্রহ বিরাজমান্, হে অমর স্তবকারিন্, সেই দারুব্রহ্মকে আশ্রয় কর এবং তাঁহার উপাসনা দ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবলোকে গমন কর।

এইরূপে ঋগ্বেদ 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' বাক্যে 'বিষ্ণুর পরমপদকে দিব্য সূরিগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের চিন্ময় নেত্রে দর্শন করিতেছেন' বলিতেছেন; কঠোপনিষদে ১।২।২৩ এবং মুণ্ডকেও ৩।২।৩ "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—অর্থাৎ "যাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া এই শ্রীপরমাত্মা যাঁহাকে দয়া করেন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহার (সেই উপাসকের) নিকট নিজ তনু বা শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকেন।" —এই সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতি-বাক্যেও সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানের বিগ্রহের কথা প্রকাশ করিতেছেন; ছান্দোগ্যে (৮।১৩।১) 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' [অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র স্বরূপশক্তির নাম 'শবল'। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসারভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনীসার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরে প্রপন্ন হই'।] এবং ঋগ্বেদে (ঋক্ ১ম মঃ ২২-অনুঃ, ১৬৪ সূক্ত, ৩১ ঋক্) 'অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানম্' [অর্থাৎ 'দেখিলাম, এক গোপাল, তাঁহার কখনও পতন নাই'।] প্রভৃতি বাক্যে সেই পরতত্ত্বের অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ নিজেকে সর্ব্ব-বেদবেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিৎ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' (গীঃ ৯।১১), 'অজোঽপি সন্' (গীঃ ৪।৬), 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং' (গীঃ ৪।৯) প্রভৃতি ভূরি ভূরি শ্লোকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নানাপ্রকার বিপরীতার্থ অবতারণা করিয়া তর্কপথ অবলম্বনকারিগণের সহিত আমরা তর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। ভগবদ্বাক্যে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অভিধা বৃত্তি অবলম্বন করিলেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপার্থ আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং তাঁহার চিৎসবিশেষ স্বরূপই নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধান্তিত হইবেন।

(ক্রমশঃ)

সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্য

(শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী বি-এ)

করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আমরা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে আজ সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সঙ্গ অর্থে অনুসরণ, অনুগমন, আশ্রয়, আনুগত্য, চিত্তানুবৃত্তি এবং সেবা বুঝায়। সঙ্গ ছাড়া কেহই থাকিতে পারে না। জীব হয় সৎসঙ্গ করিবে, না হয় অসৎসঙ্গ করিবে। সঙ্গই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা স্বভাব। আমরা অনাদিকাল হইতে সদ্বস্তু শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া দুঃখকর অনিত্য-বস্তুতে প্রীতি করিয়াছি। তাই আমাদের এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত অশান্তি, এত উদ্বেগ। এই দুঃখ-কষ্ট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে সৎসঙ্গই একমাত্র প্রয়োজন। কেবল সৎসঙ্গের দ্বারাই আমাদের অসৎসঙ্গ-জনিত এই সমস্ত অশান্তি, উদ্বেগ চিরতরে নষ্ট হইবে এবং অফুরন্ত নিত্যসুখ লাভ হইবে। অসৎসঙ্গই দুঃখের কারণ ও বন্ধনের হেতু আর সৎসঙ্গই সুখের মূল বা মুক্তির কারণ। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥

(ভাঃ ৩।২৫।২০)

অসৎসঙ্গই বন্ধন ও দুঃখের হেতু। কিন্তু সৎসঙ্গই বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি, সংসার হইতে মুক্তি এবং শান্তি লাভের অব্যর্থ উপায়।

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

-(ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

নিঃসঙ্গত্বায় সংসার-নাশায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।

(টীকা)

অসৎসঙ্গ দ্বারা সংসার হয় কিন্তু সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীব সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চিরসুখী হইয়া থাকে।

এ জগতে সৎসঙ্গই একমাত্র সারবস্তু। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্॥

ভগবদ্ভক্তই সৎ বা সাধু। এজন্য ভক্তসঙ্গই সৎসঙ্গ। এই অসার সংসারে ভগবদ্ভক্তসঙ্গই সার বস্তু বলিয়া সৎসঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা মঙ্গল ও শান্তি সম্ভব নয়।

ভক্তসঙ্গ দ্বারাই ভক্তি হয়। সুতরাং যাঁহারা হরি-ভক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা অবশ্যই সৎসঙ্গ করিবেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তি অর্থাৎ মঙ্গল ও শান্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই।

বদ্ধজীব আমরা নিজ চেষ্টা দ্বারা প্রকৃত সাধু বা ভক্তকে চিনিতে পারি না। কিন্তু সৎসঙ্গলাভের জন্য আন্তরিকতার সহিত ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলে পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই কৃপাপূর্ব্বক সৎসঙ্গ মিলিয়ে দেন এবং সৎসঙ্গ করিবার শক্তিও প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির চিন্তা বা হতাশার কিছু নাই। যে সত্য সত্য মঙ্গল চায়, ভগবৎ-কৃপায় তাহার মঙ্গল অবশ্যই হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

নীতিশাস্ত্রেও অমারা দেখিতে পাই—

সৎসঙ্গো ভগবদ্ভক্তি র্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ॥

অসার সংসারে সাধুসঙ্গ, হরিভক্তি ও গঙ্গাস্নান—এই তিনটী সারবস্তু। এই তিনটি অমূল্য বস্তুর সেবা ও সম্পর্ক দ্বারা মঙ্গল ও শান্তি হইবেই।

এই অসার সংসারে সারবস্তু সৎসঙ্গই আমাদের বরণীয়। যাঁহারা দুঃখজনক মনশ্চাঞ্চল্য দূর করিতে চান, যাঁহারা প্রকৃত সুখের প্রয়াসী, তাঁহাদের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ সৎসঙ্গ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ যুগপৎ একসঙ্গে হয় না। এজন্য ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবার জন্য তৎপর হন। দীন ও প্রণত হইয়া সাধুসঙ্গ করিলে কৃপালুচিত্ত সাধু-ভক্তগণ শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ করাইয়া জীবের অশান্তি, সংশয়, চাঞ্চল্য, দুর্ব্বলতা, হতাশা, চিন্তা, উদ্বেগ ও দুঃখ প্রভৃতি সবই দূর করিয়া দেন।

শাস্ত্র বলেন—অসৎসঙ্গত্যাগেঽপি অসৎসঙ্গত্যাগঃ কিঞ্চিৎ ন স্যাৎ কিন্তু সৎসঙ্গেনৈব।

(ক্রমসন্দর্ভ শ্রীজীবপ্রভু)

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই অসৎসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। পরন্তু সৎসঙ্গ দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়।

তীর্থ-দেবাদি-সঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ান্। (শ্রীধরটীকা)

অর্থাৎ তীর্থভ্রমণ, ঠাকুরসেবা, শাস্ত্রজ্ঞান, সুকৃতি প্রভৃতি অপেক্ষা সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ ও অধিক মঙ্গলজনক।

জগদ্গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—

সন্ত এব ইতি এব-কারেণ সুকৃতি-তীর্থ-দেব-শাস্ত্র-জ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যং ইতি জ্ঞাপিতম্।

অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা যেরূপ মহামঙ্গল হয়, ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি, শ্রীবিগ্রহসেবা, তীর্থভ্রমণ ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা সেরূপ মঙ্গল হয় না। এজন্য সৎসঙ্গ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ যত্নপর হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। নতুবা মুক্তি, শুদ্ধভক্তি ও সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হইয়া যাইবে।

সৎসঙ্গ ব্যতীত ভগবৎ-কথায় রুচি হয় না, ভগবৎ-কথা ভাল লাগে না, ভগবৎসেবা ও ভগবৎকথাই যে মঙ্গল ও শান্তিলাভের একমাত্র উপায়, তাহা বুঝা যায় না। এইজন্যই সৎসঙ্গের এত প্রয়োজনীয়তা।

এখন প্রশ্ন—সৎ বা সাধু কে ? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥

(চৈঃ চঃ)

নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণই সাধু, শান্ত ও সুখী। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকাম বলিয়া অশান্ত, চঞ্চল, হতাশ ও দুঃখী।

যাঁহার কৃপা, সঙ্গ ও সেবা দ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল হয় অর্থাৎ ভগবানে মতি, ভগবানে ভক্তি, ভগবৎ-কথায় রুচি, ভগবানে আপনজ্ঞান ও প্রীতি হয়, 'আমি ভগবানের নিত্যসেবক এবং ভগবান্ আমার নিত্য প্রভু'—এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু।

যাঁহার সঙ্গপ্রভাবে গুরুনিষ্ঠা ও নামনিষ্ঠা বাড়ে এবং হরিকথানিষ্ঠা ও সেবানিষ্ঠা হয়, চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাঁহার বীর্য্যবতী বাণী বিষয়াবিষ্ট চিত্তকে জোর করিয়া শ্রীহরিপাদপদ্মে লইয়া যায়, যাঁহার সঙ্গ দ্বারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয়, ভীত ব্যক্তি নির্ভীক হয়, দুঃখী ব্যক্তি সুখী হয়, দুর্ব্বল সবল হয়, হতাশ ব্যক্তি আশা পায়, সেই ভগবদ্ভক্তই সাধু।

ভগদ্ভক্তি কেবল সাধুসঙ্গ দ্বারাই লভ্য হয়। নচেৎ ভক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই। তাই মঙ্গলময় শাস্ত্র বলিতেছেন—

'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।'

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ সাধুসঙ্গ দ্বারাই শুদ্ধভক্তি ও প্রেম লাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধির পরও সাধু-গুরুর সঙ্গ ও সেবা অবশ্য করণীয় বলিয়া তাহাই মুখ্য অঙ্গ জানিতে হইবে।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ)

মহৎ-কৃপা অর্থাৎ সদ্গুরুর কৃপা ও সঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল বা ভক্তি হওয়া দূরের কথা, সংসার হইতে মুক্তিও হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্।

(ভাঃ ১১।২৬।৩৩)

অন্ন যেরূপ জীবের জীবন, আমি (ভগবান্) যেরূপ

আর্ত্ত বা নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, ধর্ম্ম যেরূপ পরকালের পাথেয়, সাধুগণ তদ্রূপ সংসার ভয়ে ভীত জনগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

জগদ্গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

যথা প্রাণিনামন্নার্থিনামন্নমেব প্রাণাঃ অন্নং বিনা প্রাণা ন সিদ্ধ্যন্তি তথৈব ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত এব ভক্তিঃ তান্ বিনা ভক্তি র্ন সিদ্ধ্যতি। যথৈবার্ত্তানামনাথানামহমেব শরণং রক্ষকস্তথৈব ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত এব রক্ষকাঃ। যথৈব নৃণাং প্রেত্য মৃত্বা কালপাশাদ্ বিভ্যতাং ধর্ম্ম এব বিত্তং শরণং তথৈব নরস্য ভজনমার্গং প্রাপ্য বর্ত্তমানস্য অর্ব্বাক্ ইতস্ততঃ কামক্রোধাদিবর্ত্ম পাতিপাশাদ্ বিভ্যতঃ সন্ত এব ভক্তিমার্গ-রক্ষকাঃ শরণম্।

অর্থাৎ অন্ন ব্যতীত প্রাণধারণ সম্ভব নয় বলিয়া অন্ন যেমন জীবের প্রাণ, ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভ হয় না বলিয়া ভক্তিপ্রার্থীর পক্ষে ভক্তি-বিগ্রহ সাধু-গুরুই তদ্রূপ মূর্ত্তিমান্ ভক্তি। ভগবান্ যেরূপ নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, ভক্তিপ্রার্থীর পক্ষে তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তরাজ গুরুই একমাত্র রক্ষক ও আশ্রয়। ধর্ম্ম যেরূপ মানবের পক্ষে পরকালের পাথেয় বা ধন, সংসারে পতিত মানবের পক্ষে তদ্রূপ সাধুগুরুই একমাত্র আশ্রয়নীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

(ভাঃ ১১।২৬।৩৪)

সূর্য্য উদিত হইলে বাহ্যচক্ষু ও বাহ্যবস্তুর প্রকাশ হয়, কিন্তু সাধু-ভক্তগণ মানবের দিব্যচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু, ভক্তিচক্ষু বা অন্তশ্চক্ষু প্রকাশ করিয়া দেন। এজন্য সাধু-গুরুই মানুষের পূজনীয় দেবতা, বান্ধব, আত্মীয় ও ইষ্টদেব।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—

সন্ত এব মাং সাক্ষাদ্ দর্শয়িতুং চক্ষূংষি নববিধ-ভজনানি দিশন্তি দদতি। কিঞ্চ সূর্য্যং বিনা চক্ষুর্ভিরপি ন কার্য্যসিদ্ধিরিতি চেৎ সন্ত এব বহিঃস্থিতঃ সম্যগুত্থিতোঽর্কঃ ভজনচক্ষুঃপ্রকাশক ইতি ভাবঃ। তস্মাদ্ভক্তিবর্ত্ম চারিণাং সন্ত এব দেবতা ন তু ইন্দ্রাদ্যাঃ। সন্ত এব বান্ধবা ন তু পিতৃ-পিতৃব্য-মাতুলাদয়ঃ, সন্ত এব আত্মা প্রেমাস্পদং ন তু দেহো জীবাত্মা বা এবং সন্ত এবাহমিষ্টদেবো ন তু তাং স্ত্যক্ত্বা প্রতিমারূপোঽহমপীতি ভাবঃ।

অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইয়া জীবের বাহ্যচক্ষুর কার্য্যই প্রকাশ করে, কিন্তু সাধু গুরু কৃপাপূর্ব্বক জীবের ভজন-চক্ষু প্রকাশ করিয়া দেন। এজন্য ভক্তিপথাশ্রিত সজ্জনগণের পক্ষে সাধুই দেবতা, ন তু ইন্দ্রাদি। সাধুই তাঁহাদের নিঃস্বার্থ বান্ধব বা আত্মীয়, ন তু পিতা, মাতুল প্রভৃতি। সাধুই তাঁহাদের একমাত্র প্রীতির পাত্র, ন তু দেহ ও জীবাত্মা প্রভৃতি। সাধুগণই তাঁহাদের ইষ্টদেব, পরন্তু সাধুভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীবিগ্রহরূপী ভগবান্ আমি তাঁহাদের ইষ্টদেব বা উপাস্য নহি।

ভাঃ ১১।১৮।১৩ চক্রবর্ত্তী টীকা—

যোষিৎ-সঙ্গাদপি যোষিৎ-সঙ্গিনাং সঙ্গো যথাতিনিন্দ্য উক্তঃ, তথৈব ভগবৎ-সঙ্গাদপি ভগবৎসঙ্গিনাং সঙ্গোঽতি-বন্দ্যোঽতিপ্রশস্তোঽত্যভিলষণীয়ঃ।

অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ যেরূপ অত্যন্ত নিন্দনীয়, ভগবৎ-সঙ্গ অপেক্ষা ভগবৎ-সঙ্গী ভগবদ্ভক্ত সাধু-গুরুর সঙ্গ তদ্রূপ অতিশয় প্রশংসনীয় ও আকাঙ্ক্ষনীয়।

তাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥

(ভাঃ ১১।২৬।৩০)

ভগবানে ভক্তি লাভ হইলে জীবের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। ভক্তি-প্রভাবে তিনি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ, প্রেম ও ভগবদ্দর্শন সবই লাভ করিয়া থাকেন।

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥

(ভাঃ ১১।২৬।৩১)

অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন শীত, ভয় ও অন্ধকার দূর হয়, সাধুকে আশ্রয় পূর্ব্বক সেবা করিলে তদ্রূপ চাঞ্চল্য, সংশয়, আলস্য, সংসারভয় ও ভজনবিঘ্ন সবই নষ্ট হইয়া থাকে।

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥

(ভাঃ ১১।২৬।৩২)

সুদৃঢ় নৌকা যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয় বা রক্ষা পাইবার উপায়, সংসারী জীবের পক্ষে তদ্রূপ ভগবন্নিষ্ঠ, শাস্ত্র, ভগবদ্ভক্তসাধুই একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষক।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥
(ভাঃ ১।১৮।১৩)

অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গী সাধু বা ভক্তের কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে মহামঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা হয় না। সুতরাং মানবের পক্ষে তুচ্ছ রাজ্যাদির কথা আর কি বলিব ?

শাস্ত্র বলেন—

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণেভাব॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১০৪)

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥ (ঐ ৯৭)

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১২৮-১২৯)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুগণ ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ভগবৎ-কথা হৃদয় ও কর্ণের সুখকর ও চিত্তাকর্ষক। যাঁহারা সাধুর শ্রীমুখে আদর ও প্রীতির সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন তাঁহাদের ভগবানে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রীতি হইয়া থাকে।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই ভাগ্যক্রমে জীবের প্রকৃত সৎসঙ্গ লাভ হয়। সেই সৎসঙ্গের ফলে জীবের ভগবানে মতি ও ভক্তি হইয়া থাকে।

অতঃ আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥
(ভাঃ ১১।২।৩০)

এই সংসারে ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ জীবের পক্ষে অমূল্য রত্নস্বরূপ, মহামঙ্গলকর ও পরমানন্দজনক। এই সৎসঙ্গ দ্বারা জীব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া চিরসুখী হইতে পারে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া যদি কেহ কৃষ্ণোন্মুখ হয় অর্থাৎ সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করে, তাহা হইলে সৎসঙ্গ-প্রভাবে সেই ব্যক্তি অনায়াসে সংসার হইতে উদ্ধার হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারে।

সাধুসঙ্গ সংসার-সমুদ্র পার হইবার অব্যর্থ নৌকা-স্বরূপ। তাই শাস্ত্র বলেন—

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

প্রশ্ন—সাধুসঙ্গ কি পরমপুরুষার্থ ?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু হরিভক্তিবিলাসের টীকায় বলিয়াছেন—

সাধুসঙ্গঃ স্বতঃ পরম-পুরুষার্থমেব পরমদুর্লভত্বাৎ মনসাপি বাঞ্ছনীয়ঃ কিমুত বক্তব্যং সাক্ষাৎ করণীয়ঃ। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ পরমপুরুষার্থ বলিয়া পরম-দুর্লভ। এজন্য মনে মনেও সাধুসঙ্গ বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সাধু-গুরুর শ্রীমুখে হরিকথাশ্রবণ দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে সাধুসঙ্গ যে অবশ্য করণীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রশ্ন—সাধুসঙ্গ কিভাবে হয়?

উত্তর—চিন্তা দ্বারা সৎসঙ্গ হয়। কৃপাভিক্ষা দ্বারা, শ্রদ্ধার সহিত সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণ দ্বারা, প্রীতি দ্বারা, অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া সেবা দ্বারা, সাধু-গুরুর মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা সৎসঙ্গ হয়। দূর হইতে অর্থাদি প্রেরণ দ্বারাও সৎসঙ্গ হইয়া থাকে। আনুগত্য দ্বারাও সঙ্গ ও সেবা হয়। আপন জ্ঞান থাকিলেও সঙ্গ হয়। সম্বন্ধজ্ঞান থাকিলে সৎসঙ্গ ঠিকমত হয়?

প্রশ্ন - সাধুসঙ্গ কি করিয়া লাভ হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু টীকায় বলিয়াছেন—সাধুকৃপয়া এব স্বভক্ত্যা তৎসঙ্গং প্রাপ্যেত, ন তু অন্যথা। (হরিভক্তিবিলাস)

সাধুকৃপাই সাধুসঙ্গ-লাভের উপায়। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

এখন প্রশ্ন—সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা কি মহা-মঙ্গলকর?

উত্তর—নিশ্চয়ই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—সাধুসঙ্গের ত' কথাই নাই, সৎসঙ্গং-বিনাপি দূরতঃ কথঞ্চিৎ সেবয়াপি কৃতার্থতা স্যাৎ। (হরিভক্তিবিলাস ১৮৬ টীকা)

সাধুর নিকটে গিয়া সেবা করিলে ত' মঙ্গল হয়ই, এমন কি, কেহ যদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ-দ্রব্যপ্রদানাদিনা দূরতোঽপি সেবা করে, তাহা হইলেও তাহার সেবা বিষয়ে আলস্য, সংসার-ভয় এবং তাঁহার কারণ অজ্ঞানতা নাশ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন সাধুকে প্রণাম করিলেও কি মঙ্গল হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই! সাধু-গুরুর চিন্তা, সাধুর নাম শ্রবণ, সাধুকে দর্শন এবং সাধুকে প্রণাম করিলে যে-কোন ব্যক্তি পাপ ও সংসার হইতে মুক্তি ও ভক্তি লাভ করে।

প্রশ্ন—সাধুসঙ্গের কি ফল?

উত্তর—যিনি অনুক্ষণ ভগবৎ-সুখানুসন্ধানে তৎপর, তিনিই সাধু বা ভক্ত। এরূপ সাধুর সঙ্গ হ'লে আমাদেরও ভগবানকে সুখ দিবার প্রবৃত্তি জাগ্‌বে, ইহাই সাধুসঙ্গের ফল।

ভগবৎ-সেবক সাধুর সঙ্গ হ'লে ভগবৎ-সেবক-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে—নিজেকে ভগবৎ-সেবক ব'লে জান্‌বার সৌভাগ্য হ'বে। তখন প্রাকৃত অভিমান বা দেহাত্মবুদ্ধি চিরতরে বিদূরিত হ'বে। (প্রভুপাদ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সৎসঙ্গই ভক্তির কারণ, সৎসঙ্গই ভক্তিফল, সৎসঙ্গই স্বয়ং ভক্তি। এজন্য ভগবদ্দর্শনের পরও সৎসঙ্গ প্রার্থনীয়। সৎসঙ্গ বিনা শ্রবণাদি ভক্তি সুরস বা সুখকর হয় না। (ভাঃ ৪।৯।১১ টীকা)

সাধুসঙ্গ স্বর্গ ও মোক্ষ অপেক্ষাও কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ। সাধুসঙ্গে যে সুখ ও মঙ্গল হয়, সে সুখ বা মঙ্গল স্বর্গে বা মোক্ষে নাই।

সাধুসঙ্গ সিদ্ধ ও সাধক সকলেরই সর্ব্বদা সর্ব্বথা পরম উপাদেয়। এমন কি সাধুসঙ্গ সর্ব্বসুখদাতা ভগবানেরও পরমসুখপ্রদ। (ভাঃ ৪।৩০।৩৪-৩৫)

সৎসঙ্গ দ্বারাই ভগবান্ বশীভূত হন। সৎসঙ্গ সার্ব্বত্রিক আসক্তিনিরাসক ও সর্ব্বসঙ্গাপহ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ভক্ত্যুৎপত্তেঃ পূর্ব্বমপি সৎসঙ্গ এব স্বয়ং মাং বশীকুর্য্যাৎ কিং পুনর্ভক্তিং জনয়িত্বা।

(ভাঃ ১১।১২।১ টীকা চ)

এই ব্যক্তি আমার ভক্তের সঙ্গী, আশ্রিত বা সেবক, এই চিন্তা করিয়াই ভগবান্ সদ্গুরুচরণাশ্রিত ভক্তকে কৃপা করিয়া থাকেন।

অন্যান্য সাধন ব্যতীত কেবল সৎসঙ্গ-প্রভাবেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। (প্রভুপাদ)

'কেবলস্য ভক্তিযোগস্য সৎসঙ্গ এব হেতুর্ন তু সুকৃতান্তরং কিমপি।' (ঐ ৯ টীকা চ)

সাধুদর্শনেই পাপ নষ্ট হয়—জীব পবিত্র হয়। কিন্তু দর্শনমাত্রেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এজন্য সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবা আদর ও প্রীতির সহিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

(ভাঃ ১১।২।৩০ টীকা)

সৎসঙ্গই জীবের ইতরাসক্তি নষ্ট করে। সৎসঙ্গই শ্রীহরিকে বশীভূত করে। সৎসঙ্গদ্বারাই ভগবৎসঙ্গ লাভ হয়। সৎসঙ্গের ন্যায় এরূপ অপূর্ব্ব শক্তি অন্য কোন কিছুর নাই। (ভাঃ ১১।১২।১-২ টীকা)

প্রশ্ন—মহতের পদরজে অভিষেক ব্যতীত কি ভগবানে মতি হয় না?

উত্তর না। শাস্ত্র বলেন—কি তপস্যা, কি বৈদিক

ক্রিয়', কি অন্নদান, কি পরোপকার, কি বেদাধ্যয়ন, কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা—এসব দ্বারা ভগবানে মতি হয় না। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ, সেবা ও আশ্রয় দ্বারাই তাহা সম্ভব। (হঃ ভঃ বিঃ টীকা)

শ্রীসনাতন টীকা—নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্ত-বিষয়াভিমানানাং মহত্তমানাং পাদরজোঽভিষেকং যাবৎ ন বৃণীত, প্রীত্যা ন ভজেৎ, তাবৎ দুরাশয়ানাং মতিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি ন প্রাপ্নোতি। মহদনুগ্রহাভাবাৎ ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষস্তেষাম্। ভগবদ্ভক্তকৃপাবিশেষমন্তরেণ ন মোক্ষেচ্ছা-নিবৃত্তিঃ, ন চ তাং বিনা মহদ্ভির্ভগবচ্চরণারবিন্দস্পর্শনমপি। অভিষেকশব্দেন মহৎপাদরজসঃ সর্ব্বতীর্থময়ত্বং সূচ্যতে।

প্রশ্ন—ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ কি দেবতা ও তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—তীর্থেভ্যো দেবেভ্যোঽপি সাধব এব শ্রেষ্ঠাঃ। সাধব এব মহাতীর্থানি পরমদেবতাশ্চ। অতএব নিত্যং সেব্যাঃ।

(হঃ ভঃ বিঃ টীকা)

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরহ-গীতি

[শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণে রচিত]

যে আনিল প্রেমধন (ভক্তি-) বিনোদ-ধারায়।
(সেই) সরস্বতী গুরু মোর কোথা গেলা হায়॥
কাঁহা তীর্থযুগ, ভারতী, অরণ্য, আশ্রম।
কাঁহা পর্ব্বত, পুরী, কাঁহা মোর বোধায়ন॥
কাঁহা ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী উদার।
কাঁহা যতি পদ্মনাভ সেবাপ্রাণ যাঁর॥
কাঁহা কেশব মহারাজ, কাঁহা নরহরি।
কাঁহা স্বামী মহারাজ পৃথ্বী-প্রচারকারী॥
কাঁহা শ্রীপরমানন্দ, কাঁহা তুর্য্যাশ্রমী।
কোথা গেলা শ্রীসাগর, ভাগবত স্বামী॥
কোথা ভক্তিসুধাকর, ভকতিবিজয়।
গুরু সেবা বিনা যাঁরা কিছু না জানয়॥
কাঁহা নেমি, বৈখানস, গিরি মহারাজ।
(প্রভুপাদ) সরস্বতী-পরিকর বৈষ্ণব-সমাজ॥
কাঁহা মাধব মহারাজ শ্রীদয়িত দাস।
শ্রীগুরুর জন্মস্থান যে কৈল প্রকাশ॥
শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সব পেয়েছিনু সঙ্গ।
দীন যাযাবর কাঁদে দেখি' সঙ্গ-ভঙ্গ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য—তীর্থযুগের প্রথম 'তীর্থ'—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, যিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় 'তীর্থ'—শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, যিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণান্তে শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নামে পরিচিত। 'মোর বোধায়ন' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, তিনি শ্রীপুরীধামে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আমাকে (যাযাবর মহারাজ) প্রথমে লইয়া যান। 'পুরী মহারাজ' বলিতে শ্রীমদ্ ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী বা শ্রীমদ্ হৃদয়চৈতন্য প্রভুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'পদ্মনাভ মহারাজ' আমাদের মঠের প্রচুর সেবা করিয়াছেন। আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয় সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণান্তে শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হইয়া প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু মঠমন্দির স্থাপন করতঃ গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশের মাধ্যমে বিপুলভাবে শ্রীহরি-নামমহিমা প্রচার করিয়াছেন।

পরলোকে শ্রীসলিল কুমার হাজরা

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের স্বনামধন্য প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীযুক্ত সলিল কুমার হাজরা মহোদয় গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬; ইং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ রবিবার কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে রাত্রিশেষে ৩-৪৫ মিনিট সময়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিজ সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এককন্যা ও একপুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার আরামবাগ সাব-ডিভিশনে দোয়াদণ্ড নামক গ্রামে। কলিকাতা হাই-কোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের প্রথম পুত্ররূপে শ্রীসলিল কুমার ইং ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা মহানগরীর ভবানীপুর অঞ্চলস্থ বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার পিতৃদেব লোকান্তরিত হন। ১৯৪১ সালে সলিলবাবু কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাড্-ভোকেট্‌রূপে enrolled (তালিকাভুক্ত) হন। ১৯৪৬ সালে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৯৪৭ সালে অক্টোবর মাসে তথায় ব্যারিষ্টারী পাশ করতঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কলিকাতা হাইকোর্টে পুনরায় Practice আরম্ভ করেন এবং স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, সকলের সহিত সরল ও নিষ্কপট ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণদ্বারা অল্প কএক বৎসর মধ্যেই তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার রূপে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে তিনি উক্ত হাইকোর্টের বিচারপতি পদে সমারূঢ় হন এবং বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উক্ত পদমর্য্যাদা সংরক্ষণ পূর্ব্বক ১৯৭৯ সালের ১লা মে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আমাদেরই দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। গত ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রি ১টার সময় তাঁহাকে শেঠ শুকলাল কারণানী মেমোরিয়াল হাস-পাতালে ভর্ত্তি করা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে intensive care room এ রাখা হয়। বহু যত্ন সত্ত্বেও রাত্রিশেষে পোনে চারি ঘটিকার সময় তিনি ইহজগতের সকল সম্পর্ক চিরতরে ছেদন করতঃ তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং তদ্‌ গুণমুগ্ধ—সকলকেই কাঁদাইয়া পরলোকে গমন করেন।

১৯৬২ সাল হইতে আমরা তাঁহাকে আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবরূপে প্রাপ্ত হই। তিনি আমাদের
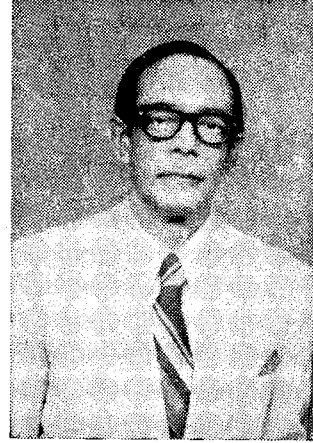
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজনীয় আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। পূজ্যপাদ মহারাজও তাঁহাকে নিষ্কপট স্নেহপাত্রজ্ঞানে খুবই ভালবাসিতেন। প্রতিবৎসরই আমাদের মঠের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও বার্ষিক উৎসবকালীন ধর্ম্মসভাতে তিনি সভাপতির অথবা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিতেন এবং পূজ্যপাদ মহারাজের সারগর্ভ ভাষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেন। আমাদের মঠের সংস্করণের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্যসহ তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতেন এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রচর্চ্চাও যে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহার পরিচয়ও তাঁহার ভাষণে পরিস্ফুট হইত। তাঁহাকে আমরা সদ্ধর্ম্মানুরক্ত এবং সজ্জনোচিত বহু সদ্‌গুণমণ্ডিত দেখিয়াছি। তিনি কয়েকবারই শ্রীমায়াপুর-ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান দর্শনে গিয়াছেন।

তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার অনুমতি ব্যতীত কখনও কোন কাজ করিতেন না। একবার মাতৃদেবীকে সঙ্গে লইয়া যখন শ্রীধামমায়াপুর দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহার মাতৃভক্তির মহদাদর্শ দর্শন করতঃ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কেবলমাত্র মঠবাসী বৈষ্ণবগণের সহিত নহে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিতই তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার সত্যই একটি আদর্শ-স্থানীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের অসুস্থাভিনয়কালে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কলিকাতার প্রখ্যাত-নামা চিকিৎসক ডাক্তার সমীর বিশ্বাস মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজকে দেখাইয়াছেন। মহারাজের প্রতি আমরা তাঁহার একটি আন্তরিক আকর্ষণ বহুক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদের মঠের প্রতি তিনি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। আজ আমরা সত্যসত্যই আমাদের একজন নিষ্কপট অকৃত্রিম বান্ধবকে হারাইয়া অন্তরে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি—

'কৃপা করি' কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ॥'

আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণ কামনা করিতেছি। শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গেরও শোক অপনোদন করিয়া তাঁহাদিগকে তচ্চরণে শুদ্ধা রতি-মতি প্রদান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

তাঁহার পুত্র শ্রীশুভেন্দু কুমার হাজরা পরলোকগত পিতৃদেবের আত্মার কল্যাণার্থে শ্রীভগবন্নিবেদিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা মঠবাসী বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন।
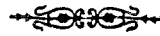
বিরহ-সংবাদ

শ্রীযুক্তা গিরিজা বালা দেবী—পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা নদীয়া জেলার অন্তর্গত পায়রা-ডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্তা গিরিজা বালা দেবী ৭৩ বৎসর বয়সে গত ১৭ নভেম্বর ১৯৭৯ শনিবার সন্ধ্যা ৮-১৫ মিনিটে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় শ্রীআশুতোষ দেব ও শ্রীমহীতোষ দেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে গত ২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার বৈষ্ণব-বিধান অনুসারে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের যাবতীয় কৃত্য শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে বৈষ্ণব-হোম, মহাপ্রসাদ প্রদান ও বৈষ্ণব-সেবাদি দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পরমা ভক্তিমতী গিরিজা বালা দেবী বিগত ১৯৬৯ সালে দোলপূর্ণিমাবাসরে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা মন্ত্র প্রাপ্ত হন।

তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে কৃষ্ণনগর মঠ হইতে শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের সহিত কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও যশড়া মঠ হইতে কয়েকজন ব্রহ্মচারী যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য আসাম প্রদেশান্তর্গত সরভোগ নিবাসী স্বধামগত শ্রীমদ্ গোলোকবিহারী দাসাধিকারী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী বিগত ১২ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শুক্লা দশমী তিথিতে তাঁহার সরভোগস্থ বাটীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা ভক্তিমতী ও শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণা ছিলেন। সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন প্রকার সেবায় শ্রীমদ্ গোলোকবিহারী প্রভু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিশেষ সাহায্য করিতেন। তাঁহার পারলৌকিক-কৃত্য বৈষ্ণববিধানমতে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সকলেই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(গ্রন্থ-সমালোচনা)

আমরা বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামস্থ 'শ্রীভাগবত আশ্রম' এবং উক্ত জেলার বোলপুরের নিকটবর্ত্তী রাইপুর গ্রামস্থ 'শ্রীগৌরাঙ্গমঠে'র প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। সম্পাদক মহোদয় অস্মদীয় নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত গুর্ব্বাত্মদৈবত—গুরুসেবৈকনিষ্ঠ পরমাদরণীয় সতীর্থপ্রবর।

তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ইহাতে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর-রচিত 'অনুভাষ্য', শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য', শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর ষড়্গোস্বামিপাদগণের টীকা এবং বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থের মহাজনকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অবলম্বনে 'শ্রীনয়নানন্দ-ভাষ্য' নামক স্বরচিত একটি বহু তথ্য সম্বলিত সুন্দর ভাষ্য সংযোজন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারগর্ভ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত টীকাটি সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বহুল পরিমাণে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা আশা করি সারগ্রাহী ও গুণগ্রাহী বিদ্বৎসমাজে ইহা বিশেষভাবে সমাদৃত হইবেন।

পূজ্যপাদ মহারাজের 'নিবেদন' সংজ্ঞক উপোদ্ঘাতটিও বহু মূল্যবান্ শিক্ষা সমন্বিত। গ্রন্থখানির মূল পয়ার সমূহ পাইকা টাইপে, শ্লোকগুলি বোল্ড টাইপে এবং উহার অনুবাদ স্মল পাইকা টাইপে প্রস্তুত হইয়াছে।

ভাষ্যকার অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥" —এই ৬৬তম পয়ারের ব্যাখ্যানুকূলে শ্রীসনৎকুমার-সংহিতা, বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র, যামলতন্ত্র, লঘুভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী, আদিপুরাণ, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, বৃহদ্বামনপুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু প্রামাণিক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অবতারণা করিয়া নন্দনন্দন কৃষ্ণের নিত্য ব্রজাবস্থিতি অতি সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী মধ্যে আমরা পাইয়াছি—নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমীতিথিতে যশোদা গর্ভে আবির্ভাব, কৃষ্ণের অনুজারূপে নবমীতিথিতে যোগমায়ার আবির্ভাব। নন্দনন্দন কৃষ্ণ পূর্ণতম চতুঃষষ্টি গুণোপেত—লীলামাধুর্য্য, মধুরপ্রেমমণ্ডিত ভক্তমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই মাধুর্য্য চতুষ্টয় নন্দনন্দনের অসাধারণ গুণ, কিন্তু বসুদেব-দেবকীনন্দন শ্রীদ্বারকানাথ বাসুদেব, নারায়ণ প্রভৃতি ষষ্টিগুণ সম্পন্ন। স্বয়ংভগবান্ বা স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের নিত্য নন্দ-যশোদানন্দনত্ব, দ্বারকানাথ বাসুদেবের দেবকী বা বসুদেবনন্দনত্ব; নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না সত্য, কিন্তু প্রকটলীলায় একই কৃষ্ণকে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন করিতে দেখা যায়। ইহার মীমাংসায় শ্রীল রূপপাদ লঘুভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করিয়া মথুরাপুরীতে গমন করেন। এস্থলে নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন বলিতে আত্মগোপন পূর্ব্বক ব্রজেই সকলের অলক্ষিতে অবস্থান বুঝায়। পূজ্যপাদ মহারাজ এইরূপে মধ্যে মধ্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বহু গূঢ় রহস্যের প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার উত্তর দান প্রসঙ্গে সহজ সরল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত মহাজন-সিদ্ধান্ত ব্যতীত স্বকপোলকল্পিত কোন ব্যাখ্যা তাঁহার ভাষ্য মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুশীলনেচ্ছু সদ্ধর্ম্মপিপাসু ভক্তবৃন্দকে আমরা এই গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আর্থিক স্বচ্ছলতা-শূন্য সজ্জনগণও যাহাতে শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য জানিবার সুযোগ পান, তজ্জন্য সম্পাদক মহোদয় বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রাউন ⅛ সাইজ ৬২৭পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও রেক্সিন বাঁধান বৃহৎ গ্রন্থখানার সেবানুকূল্য মাত্র ৪০ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—১। শ্রীগৌরাঙ্গমঠ—পোঃ রাইপুর, ভায়া—বোলপুর, জেলা বীরভূম।

২। শ্রীভাগবত আশ্রম—পোঃ চিনপাই, জেলা ঐ

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া

৪ নারায়ণ, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ ;
২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ ; ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৯

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অত্র শ্রীমঠে আগামী ২২ গোবিন্দ, ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২৮ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও ২৯ গোবিন্দ, ১৭ ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ শনিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নাম-সংকীর্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক
গভর্ণিং বডি পক্ষে—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, '৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, '৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, '৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, '৮০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধাই) ,, ,, ,, ১৬·০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১'৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ঐ ,, ১'০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1·00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ —
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ৭·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ১'৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত) — — ,, ১০'০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, '২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২'০০
ভক্তিনিষ্ঠা বৈরাগ্য ও ত্যাগের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২'৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২'০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮৬
২৮ মাধব, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, বুধবার; ৩০ জানুয়ারী, ১৯৮০ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা-রস-বিবৃতি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ-সনাতন-রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ-শ্রীজীব-লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
কিসে মোর পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিকভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা, শুনিলে গলয়ে শিলা,
তাহে না ডুবিল মোর চিত॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তাঁর সঙ্গে নৈল কেনে বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

কর্ম্মের গতি জীবমাত্রকেই ফলভোগ করায়। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" অর্থাৎ জীব যে কাল পর্য্যন্ত বিষয় সমূহে নির্ব্বিণ্ণ না হন, তৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিয়া নিজ সুখ দুঃখ ফল অর্জ্জন করেন। কর্ম্মফল-ভোগাধিকার ছাড়িয়া শ্রদ্ধাসহকারে হরিকথা শ্রবণ করিলে বিষয়নিবৃত্তিতে কর্ম্মফল-ভোগ নাই। গুণযোগে কর্ম্মই কুকর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, সৎ-কর্ম্ম প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করে। সকলেরই উদ্দেশ্য জীবকে স্ব স্ব সুখদুঃখ ফল প্রদান করে। নৈসর্গিক কর্ম্ম বা নিত্যকর্ম্ম হরিসম্বন্ধি হইলে ফলভোগময় কর্ম্মে জীবকে আবদ্ধ করে না। আবার প্রাপঞ্চিক নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি জীবকে অবিদ্যাপাশে বন্ধন করিয়া স্বর্গ নরকাদি ভোগ করায়।

কর্ম্মগতি মানবের নিঃশ্রেয়স লাভের প্রতিবন্ধক। যাঁহারা কর্ম্মগতিকে নিজ সৌভাগ্য বলিয়া জানেন, তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। ভগবদ্ভক্ত উহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন না। কর্ম্মগতি শুভ অথবা অশুভ ফল প্রদান করে। যেখানে কর্ম্ম, ভক্তির পরিচারিকা নহেন, তথায় ভক্তের উহা দুর্ভাগ্যের পরিচয় মাত্র। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ সুখ বা দুঃখরূপ ফল লাভ করিলে সুচতুর ভক্ত

তাহাই তাঁহার দুর্ভাগ্যের আদর্শ জ্ঞান করেন। ভক্তি-হীন জনের কর্ম্মফল লাভ তাঁহার মন্দভাগ্যেরই নিদর্শন। ভগবদ্ভক্তের বিশ্বাস যে, নিরন্তর শুদ্ধভাবে কৃষ্ণসেবা করিলে তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। কিন্তু অত্যল্পকালও হরিবিমুখ হইয়া বাস করিলে তাঁহার দুঃখের অবধি থাকে না।

রাধাকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময় লীলাক্ষেত্র ব্রজ। ব্রজ ব্যতীত দ্বারকা মথুরাদি অন্যস্থানে সেই লীলার অবস্থান নাই।

তিল বা ত্রুটি সূক্ষ্মকাল। ৩৩৭৫০ তিলে এক সেকেণ্ড পরিমিত কাল। তদর্দ্ধ এক সেকেণ্ডের ৬৭৫০০ ভাগের একভাগ পরিমিত কাল।

অনুরাগপর ভক্তের দৈন্য স্বাভাবিক। তিনি কখন আপনাকে হরিবিমুখ, কর্ম্মফলাধীন, দরিদ্র প্রভৃতি প্রকাশ করেন; কখনও বা বৈধভক্ত, শাস্ত্রশাসন-ভয়াধীন, সেবালোভ-বিহীন, দুর্ভাগা প্রভৃতি অভিমান করেন। রাগানুগভক্তের তাদৃশ উক্তি হইতে লোভ-প্রবর্ত্তিত ভক্তির অভাব জানিতে হইবে না।

'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।' অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণে নিজ রসোপযোগী, স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। রাগাত্মিক গোপীর অনুগত হইয়া যে সকল রাগানুগ ভক্ত রাধাকৃষ্ণে অনুরাগ-বিশিষ্ট, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ সম্বন্ধ জ্ঞান আমার নাই। আমি নিতান্ত বৈধভক্ত বা হরিবিমুখ জীব।

ভট্টযুগ,—শ্রীরঘুনাথ ভট্ট এবং শ্রীগোপাল ভট্ট এই দুইজন।

আমার অভীষ্ট সিদ্ধির আকর শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ। তাঁহাদের নাম লিখিত হইল। ইঁহাদের সেবা আমি ক্ষণকালের জন্য করিলাম না। সুতরাং অনুরাগ মার্গে যুগল ভজন চেষ্টারূপ আমার বাসনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

রসিকভকতমাঝ,—রাগানুগ লব্ধরস ভক্তগণের মধ্য অর্থাৎ কেন্দ্র। যাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থদ্বয়ই রসিকভক্তগণের প্রধান আশ্রয়।

শ্রীগৌরগোবিন্দের লীলা শ্রবণ করিলে নিতান্ত কঠিন হৃদয় ব্যক্তিরও প্রাকৃতমল দূর হয় এবং অশ্ম-সারময় হৃদয় দ্রব হয়; কিন্তু আমার চিত্ত সেই লীলা শ্রবণ করিতে উদাসীন। ইহাই আমার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তসঙ্গ অথবা তদ্ভক্তগণের সঙ্গির সঙ্গ আমি লাভ করিতে পারিলাম না। বৃথাকার্য্যে আমার জীবন কাটিয়া গেল।

স্বরূপ,—শ্রীদামোদর স্বরূপ। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীনব-দ্বীপে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের অনতিপূর্ব্বেই তিনি নিজ মঙ্গলোদ্দেশে চতুর্থাশ্রমলাভের যত্ন করেন। পরে শ্রীমহাপ্রভুর সেবায় এবং তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে শেষ বিংশ-বর্ষ অতিবাহিত করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ইনি শ্রীললিতা দেবী, কাহারও মেত শ্রীবিশাখা দেবী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের নিগূঢ় হরিসেবাময় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামীই শ্রীগৌরপদাশ্রিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আচার্য্যরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের লক ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইনি কৃষ্ণগীতে পরম নিপুণ এবং ভক্তি-সিদ্ধান্তে পরম পারঙ্গত।

সনাতন,—বঙ্গদেশাগত, বাক্লাচন্দ্রদ্বীপে কর্ণাট বিপ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, গৌড়ের যবন নরপতির মন্ত্রিত্ব করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-আচার্য্য হন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাগৌরব পাত্র এবং বিরক্ত ভক্তগণের অগ্রণী ছিলেন। অষ্টযাম হরিভজন ও হরিশাস্ত্র রচনাই তাঁহার কৃত্য ছিল। বৃহদ্ভাগবতামৃত, দশমস্কন্ধ টিপ্পনী ও হরিভক্তিবিলাস-টীকা তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। তিনি শ্রীরূপের অগ্রজ এবং শ্রীজীবের জ্যেষ্ঠ তাত ছিলেন। কৃষ্ণলীলায় ইনি লবঙ্গমঞ্জরী। কেহ কেহ তাঁহাকে রতিমঞ্জরী বলিয়া জানেন।

রঘুনাথভট্ট,—পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী তপন মিশ্রের তনয়। ভাগবত-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ প্রতিভা ছিল। 'অষ্ট-মাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। বিবাহ না করিহ বলি' নিষেধ করিল॥ বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর

অধ্যয়ন।' তিনি পিতামাতার তিরোধানের পর বৃন্দাবনে বাস করিয়া রূপ গোস্বামীর সভায় ভাগবত পড়িতেন। 'নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল। গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥ বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এইমাত্র জানে॥ 'রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী। কৃতশ্রীরাধিকা-কুণ্ডকুটীরবসতিঃ স তু॥'

গোপাল ভট্ট,—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর শিষ্য, দ্রাবিড়ীয় ব্যেঙ্কট ভট্টের তনয়। বাল্যকালে শ্রীগৌর-প্রসাদ লাভ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। ইঁহারই শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-সেবার প্রকটকারী এবং হরিভক্তিবিলাসের সঙ্কলন কর্ত্তা। ব্রজলীলায় ইনি গুণ মঞ্জরী বলিয়া খ্যাত।

ভূগর্ভ,—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। কৃষ্ণ-লীলায় প্রেমমঞ্জরী। 'গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতং। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুং॥ শ্রীল গোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনং। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহং॥"

শ্রীজীব,—শ্রীসনাতনরূপের অনুজ অনুপম বা বল্লভের তনয় এবং শ্রীরূপের অনুগ বৈষ্ণবাচার্য্য। ইনি ভাগবত সন্দর্ভ নামক তত্ত্ব গ্রন্থ, গোপালচম্পূ নামক সুবৃহৎ হরিলীলা গ্রন্থ এবং ক্রমসন্দর্ভনামক ভাগবত টীকা রচনা করেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপাল বিরুদা-বলী, কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, সর্ব্বসংবাদিনী, মাধবমহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম প্রভৃতি গ্রন্থ, গোপালতাপনী টীকা, ব্রহ্ম-সংহিতা টীকা, ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বলের টীকা, যোগসার স্তবটীকা, গায়ত্রীভাষ্য প্রভৃতি টীকা রচনা করেন। কৃষ্ণলীলায় ইনি বিলাসমঞ্জরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লোকনাথ,—যশোহর তালখড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ভক্ত। ইনি সুতীব্র বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা রহিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাদাতা। ব্রজলীলায় ইনি মঞ্জুনালী মঞ্জরী॥ ২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(মানদত্ব)

প্রশ্ন—'মানদ'-শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—"'মানদ'-শব্দেন যথাযোগ্যং সর্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থ-লক্ষণম্। সর্ব্বান্ জীবান্ কৃষ্ণ-দাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বিষতি প্রতিদ্বিষতি বা; মধুর-বাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সর্ব্বান্ তোষয়তি।"

—শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৩

প্রঃ—যথাযোগ্য সম্মানদান বলিতে কি বুঝায়?

উঃ—"বৈষ্ণবেরই সম্মান; বৈষ্ণবসন্তান যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তিতারতম্যক্রমেই সম্মানের তারতম্য; আর বৈষ্ণবসন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য-মধ্যেই গণনা করিবে, বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে; যিনি বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাকে মানবো-চিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—নিজকে গুরুবুদ্ধি করা কি মানদ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে?

উঃ—"নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥"

—'প্রার্থনা লালসাময়ী' ৮, কঃ কঃ

সচ্ছাস্ত্রমর্ম্ম—সদ্‌গুরুকৃপালভ্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]
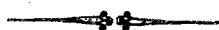
[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২১০ পৃষ্ঠার পর]

বেদান্তসূত্রের অংশাধিকরণে 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১) সূত্রে জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে, 'পরেশস্যাংশো জীবঃ'। কিরূপ অংশ? "অংশুরিবাংশুমতঃ, তদ্ভিন্নস্তদনুযায়ী তৎ সম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ নানেতি। 'উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ গতি র্নারায়ণঃ' ইতি সুবালশ্রুতৌ, 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' ইতি স্মৃতৌ চ স্রষ্টৃসৃজ্যত্বনিয়ন্তৃনিয়ম্যত্বাধারাধেয়ত্বস্বামিদাসত্ব সখিত্বপ্রাপ্যপ্রাপ্তৃত্বাদিরূপনানাসম্বন্ধব্যপদেশাৎ।" (ঐ গোবিন্দ-ভাষ্য)।

অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরের অংশ। তিনি মায়াবাদিগণের মতানুযায়ী মায়া-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-স্বরূপ নহেন। কেন না, মায়াদ্বারা ঈশ্বরের পরিচ্ছেদ কখনই যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর স্বরূপতঃ মায়াতীত—মায়াধীশ, মায়ার অবিষয় বস্তু তিনি; জীব মায়াধীন। সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া তাহার অনুযায়ী অর্থাৎ সম্বন্ধ অপেক্ষা করে, সেইরূপ জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, কিন্তু তিনি পরমেশ্বর-সম্বন্ধাপেক্ষী। যদি বল, জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কিসে? তাহাতে বলা হইতেছে যে, নানাব্যপদেশাৎ—নানারূপে তাঁহার সংজ্ঞা থাকায়। সুবালশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—সেই ভগবান্ নারায়ণ এক, তিনি উদ্ভবক্ষেত্র—জগতের উৎপত্তি-কারণ, সম্ভব—প্রলয়-কারণ, দেব—দ্যোতনশীল, দিব্য—অলৌকিক, তিনি মাতা—মায়ের মত পালক, পিতা—পিতৃসম শিক্ষাদাতা, ভ্রাতা—ভাইএর মত সহায়, নিবাস—ধারক অর্থাৎ আধার, শরণ—রক্ষাকর্ত্তা, সুহৃৎ—হিতকারী মিত্র, গতি—উপায় ও উপেয় বা সাধন ও সাধ্য—উভয়স্বরূপই তিনি। স্মৃতিতেও (গীতা ৯।১৮) তিনি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ ইত্যাদি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবের স্রষ্টৃ-সৃজ্যত্ব, নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্ব, আধার-আধেয়ত্ব, স্বামি-দাসত্ব, সখিত্ব, প্রাপ্য-প্রাপ্তৃত্বাদি-রূপ নানা সম্বন্ধ দ্বারা ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃজ্য; তিনি নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য, তিনি আধার, জীব আধেয়; তিনি প্রভু, জীব তাঁহার দাস; তিনি জীবের সখা, তিনি জীবের প্রাপ্য বস্তু, জীব তাঁহার প্রাপ্তিকারী—এইরূপে জীবের সহিত ব্রহ্মের নানা সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বরে স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলে এই সকল পৃথগুক্তি কখনই সম্ভব হইত না। কেননা নিজেই নিজের সৃজ্য, নিয়ম্য, আধেয়, সেব্য প্রভৃতি উক্তি অভেদ পক্ষে কখনই সঙ্গত হইতে পারে না, বৈরাগ্যোপদেশাদিরও ব্যর্থতা-প্রসক্তি হয়। তবে জীব ভগবানের উপসর্জ্জনীভূত অপ্রধান অংশ, এইজন্য জীবকে বিভিন্নাংশ বলা হইয়া থাকে। স্বাংশ—অবতারগণ। শ্রীভগবানের স্বাংশ প্রকাশে শ্রীভগবানের অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে, বিভিন্নাংশপ্রকাশ জীবে পারমেশ্বর অহং তত্ত্ব থাকে না। তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতার উদয় হয়। ইহাতে জীবের মুক্ত ও বদ্ধ এই দুইটি দশা উপস্থিত হয়। মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধ-শূন্য থাকেন। বদ্ধ দশায় জীব স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টিকে স্বকীয়তত্ত্ববোধে বহন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম শক্তিমত্তত্ত্ব—এক বস্তু; জীব ব্রহ্মশক্তি—'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্' (গীঃ ৭।৪) ইহাই ভগবদুক্তি। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত এই জড় জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া

জীবশক্তিকে তটস্থা-শক্তি বলা হইয়াছে। এজন্য বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬০) 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥' এই শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তিকে পরা অর্থাৎ চিৎ স্বরূপা, ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী জীবশক্তিকে অপরা অর্থাৎ অপ্রধানা এবং কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অন্যা অবিদ্যা বা মায়া তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিতা হয়। সুতরাং অংশ শব্দে উপসর্জ্জনীভূত অর্থই গ্রাহ্য (অত্রাংশশব্দেনোপসর্জ্জনীভূতোঽর্থো গ্রাহ্যঃ—সূক্ষ্মা টীকা) অর্থাৎ জীব ঈশ্বরের শক্তি বিশেষ। উপসর্জ্জনতা অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপতা।

পরবর্ত্তী 'মন্ত্রবর্ণাৎ' (২।৩।৪২) সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি (সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্বা ভূতানি সর্ব্বে জীবাঃ, অস্য ব্রহ্মণঃ, পাদোঽংশঃ) এই মন্ত্র-বর্ণ বা মন্ত্রাক্ষর হইতে জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা বুঝা যাইতেছে।

'অপি স্মর্য্যতে'—এই পরবর্ত্তী (২।৩।৪৩) সূত্রেও গীতোক্ত 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—এই বাক্য দ্বারা শ্রীভগবান্, এই মনুষ্য জগতে জীবাত্মা যে তাঁহারই অংশ ও নিত্য, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সনাতনত্ব বা নিত্যত্ব উক্তি দ্বারা জীবের ঔপাধিকত্ব অর্থাৎ উপাধিনাশাধীন বিনশ্বরত্ব বা অনিত্যত্ব নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে—পরমেশ্বরের নিয়ম্যত্ব-দাসত্বাদি সম্বন্ধাশ্রয়ী জীব তাঁহার অংশ ও জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতিও ঈশ্বরাধীন।

পরবর্ত্তী 'স্মরন্তি চ' (২।৩।৪৫) সূত্রে নিম্নোক্ত মহাবরাহ পুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে—

"স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুগিতি। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।"

অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে অংশ দুই প্রকার। তন্মধ্যে অংশী পরমেশ্বরের যে প্রকার সামর্থ্য, যেরূপ স্বরূপ, যাদৃশী স্থিতি (অবস্থান, position, বিদ্যমানতা), স্বাংশেরও তদ্রূপ; স্বাংশ ও অংশীর মধ্যে (রসগত তারতম্য ব্যতীত) কোন অংশে অণু মাত্রও ভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তিসম্পন্ন, কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ত। মৎস্য কূর্ম্মাদি স্বাংশ স্বরূপসমূহ সকলেই সর্ব্বগুণে পূর্ণ, সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত।

শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (অর্থাৎ এই যে মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারবৃন্দের কথা বলা হইল, ইঁহারা সেই পরম পুরুষের কেহ অংশ, কেহ কেহ অংশের অংশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্)—ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মৎস্যাদি যে-সকল অবতার অংশরূপে কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবের মত বিভিন্নাংশ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের অভিব্যঞ্জক হইয়া অংশী বলিয়া অভিহিত হন, তিনিই আবার অসমগ্র ষড়্‌গুণ বা ষড়ৈশ্বর্য্য-ব্যঞ্জক হইয়া অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে দুই বা একটি গুণের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক হইয়া অংশ ও কলা বা অংশাংশ নামে অভিহিত হন। একই বস্তুর গুণপ্রকাশ-তারতম্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের লীলা, প্রেম, রূপ ও বেণুমাধুর্য্য অসমোর্দ্ধরূপে একমাত্র তাঁহাতেই নিত্য প্রকটিত, মৎস্যাদি অবতারে নহে। কিন্তু তথাপি মৎস্যাদি অবতার তদাত্মকস্বরূপই, জীববৎ পৃথকৃতত্ত্ব নহেন। শ্রীভগবত্তত্ত্ব মায়াধীশ, জীব মায়াধীন। অবিদ্যাকৃত বন্ধনবশতঃ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের বিভিন্ন যোনি লাভ হয়। কিন্তু মৎস্যাদি অবতারের অবিদ্যা-বন্ধন নাই। প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণত্রয়ে অভিভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।

এই শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ অব্যক্ত অপ্রমেয়, অজ্ঞেয় প্রত্যগাত্মস্বরূপ হইলেও তিনি জ্ঞান ও ভক্তিলভ্য। সর্ব্বথা দুর্ল্লভ হইলে নৈরাশ্যবশতঃ তাঁহাতে ভক্তির উদয় হইত না। কৈবল্যোপনিষদে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি"।

অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস), ভক্তি (শ্রবণ, মনন প্রভৃতি) ও ধ্যানযোগ (অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মবিষয়ক নিরন্তর চিন্তা) দ্বারা সাক্ষাৎ করেন।

ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, যিনি শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবান্, যিনি ভক্তিমান্, তিনি শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া

প্রাপ্ত হন। এস্থলে সংশয় হইতেছে, তিনি মানস-প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য অথবা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। এই সংশয় নিরাকরণার্থ বেদান্ত সূত্রের সংরাধনাধিকরণে (৩য় অঃ, ২য় পাদ, ২৪শ সূত্র)—

'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'

—এই প্রসিদ্ধ সূত্রের অবতারণা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, 'অপি' অর্থাৎ এই পূর্ব্বপক্ষ গর্হণযোগ্য। তাঁহার (শ্রীহরির) প্রতি সম্যগ্ ভক্ত্যুদয়ে তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞাত হন। যেহেতু প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান—স্মৃতিবাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কঠোপনিষদে (২।১।১) উক্ত হইয়াছে—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ
পরাক্পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত-
চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥'

—স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ঈশ্বর—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জীবগণের ইন্দ্রিয়-সকলকে জড় বিষয়ামুখী করিয়া তাহাদিগকে হিংসাই করিয়াছেন। তজ্জন্য অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ হইবার জন্যই জীব বিষয়াসক্ত হইয়া অন্তরাত্মা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। একেবারে কেহই পারে না বলিলে শাস্ত্রোক্ত 'মুক্তি' শব্দই ত' নিরর্থক হইয়া পড়ে। এজন্য বলা হইয়াছে—কশ্চিদ্ধীরঃ অর্থাৎ কোন ধীর ব্যক্তি (ধীরঃ সৎপ্রসঙ্গলব্ধয়া হরিভক্তিরূপয়া ধিয়া বিশিষ্টঃ ধিয়মীরয়তি রাতি বেতি ব্যুৎপত্তেঃ অর্থাৎ যিনি সৎপ্রসঙ্গ-লব্ধা হরিভক্তিরূপা বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিদ্বারা চালনা করেন অথবা বুদ্ধিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া গ্রহণ করেন, এই ব্যুৎপত্তিক্রমে) অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের ইচ্ছায় বহির্ম্মুখ বৃত্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-গুলিকে সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তিদ্বারা অন্তর্ম্মুখবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া (আবৃতচক্ষুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ) সেই প্রত্যগাত্মা শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছেন।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও শ্রীভগবানের বিদ্বদ্ভক্ত-দৃশ্যত্ব শ্রুত হওয়া যায়—

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান ইতি।

অর্থাৎ জ্ঞান প্রসাদে (শাস্ত্রজ্ঞান বৈশদ্যেন অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানের বিশদতায়) বিশুদ্ধসত্ত্ব হইবার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই প্রত্যগাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। স্মৃতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থও আমাদিগকে স্মরণ করাইতেছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

—অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি যে আমার এই নরাকৃতি পরংব্রহ্ম স্বরূপের পরম মাধুর্য্যময় দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিলে, আমার এই নিত্য সৌম্য মানুষ মূর্ত্তি কেহ ভক্তিহীন বেদাধ্যয়ন, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, দান, যজ্ঞাদি উপায় দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র অনন্যা (একনিষ্ঠা অব্যবহিতা) ভক্তি-দ্বারাই আমি তত্ত্বেন অর্থাৎ যথার্থভাবে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও আশ্লিষ্ট হইতে পারি। এস্থলে গোবিন্দ ভাষ্যের সূক্ষ্মা-টীকায় লিখিত আছে—

"জ্ঞাতুং মানস-প্রত্যক্ষং কর্ত্তুং দ্রষ্টুং চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষং কর্ত্তুং প্রবেষ্টুমাশ্লেষ্টুঞ্চ। তত্ত্বেনেতি ত্রিষু যোজ্যম্। ইদং পদ্যদ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ-পরমেব-ন তু বিশ্বরূপ-পরমিতি।"

অর্থাৎ যথার্থভাবে মানস প্রত্যক্ষ করিতে বা জানিতে যথার্থভাবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে বা দেখিতে এবং যথার্থভাবে আমার ধামে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে আশ্লেষ বা আলিঙ্গন করিতে পারে এইরূপ অর্থবোধক হইবে। এই পদ্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময় রূপ-তাৎপর্য্যপর, পরন্তু বিশ্বরূপপর নহে।

সুতরাং সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে—সম্যগ্ ভক্তি-দ্বারাই শ্রীহরিকে চিন্ময়নেত্রে সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। তিনি পরম মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত স্বরূপ-বিশিষ্ট। সদ্গুরু-কৃপা-লব্ধ দিব্যনেত্র দ্বারা জীব শ্রীভগবানের এই নরাকৃতি পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সাক্ষাৎ-কারের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য ধন্যাতিধন্য কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন—

"জনম সফল তার কৃষ্ণ দরশন যার
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন করি কৃষ্ণ দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥"

বর্ষশেষে

দেখিতে দেখিতে শ্রীচৈতন্য-বাণীর উনবিংশ বর্ষ সমাপ্ত হইল। 'বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতং। তৎপাপাব্ধিনিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥' অর্থাৎ "বাক্য দ্বারা যাহা যাহা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিতে পারি নাই। সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজনিত পাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছি, অতএব হে বিপদ্ভঞ্জন মধুসূদন, তুমি আমাকে ত্রাণ কর।" কএকস্থলে প্রবন্ধশেষে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উহার বিশেষ আলোচনা প্রকাশ করিবার যে-সকল ইচ্ছা মাত্র জ্ঞাপন করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, পাঠকবর্গ কৃপা পূর্ব্বক তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে তৎসম্বন্ধে ২০শ বর্ষের পত্রিকায় আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের প্রায় অধিকাংশেরই মুখে বা আচার-বিচারে শাস্ত্র ও তদ্বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম মানিয়া চলিবার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে দেখা যায় না। ফলে সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা প্রতিনিয়তই সংঘটিত হইতে দেখা ও শুনা যাইতেছে।

শাস্ত্র শ্রীভগবানের শাসন বাক্য। পিতামাতা যেমন অজ্ঞ সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদাই তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া থাকেন, এইরূপ শাস্ত্রও বিধিনিষেধ-সূচক অনুশাসন-বাক্য-দ্বারা জীবকে সর্ব্বদা সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পাদ তাঁহার ভাষ্য মধ্যে স্কন্দপুরাণবাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্য গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

[অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং সেই বেদার্থ-প্রকাশক মহাভারত, পঞ্চরাত্র, মূল রামায়ণ—এই সকল শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে-সকল গ্রন্থ ইহাদের অনুকূল, তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত, তাহাত শাস্ত্র নহেই, পরন্তু কুপথ প্রদর্শক।]

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে আবার নারদীয়-পুরাণবাক্যও উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূ রামায়ণং তথা।
পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ॥

—(গীতা ২।৪০ মাধ্ব ভাষ্য দ্রষ্টব্য)

মাধ্বভাষ্য ধৃত নারদীয়-পুরাণ-বচন।

—চৈঃ ভাঃ আদি ২।৬৭ তথ্য দ্রষ্টব্য।

—এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের নামও স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবত বেদবেদান্তপুরাণেতিহাসাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার—উত্তরমীমাংসাগ্রন্থ। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের ভক্তিযোগ-সমাধি-লব্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিরসশাস্ত্র শ্রীভাগবত। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্—ইহা ভাগবতেও (ভাঃ ১।৩।৪২) বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস-স্বরূপ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন—

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥

—চৈঃ ভাঃ ২।২১।১৫-১৬

শ্রীমদ্ ভাগবতের আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও শ্রীমদ্ ভাগবতকে নিগম অর্থাৎ বেদরূপ কল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফল রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। গরুড়পুরাণে শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য, মহাভারতের তাৎপর্য্য, সুতরাং গীতারও তাৎপর্য্য, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদেরও তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বৰ্দ্ধিত বলা হইয়াছে। শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বীয় ভৌমলীলা সঙ্গোপনপূর্ব্বক নিজ নিত্য ধামে শুভবিজয়-

কালে সমগ্র জীব-জগতের মঙ্গলবিধানার্থ তদভিন্ন এই পুরাণ-প্রভাকর ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত কলিযুগে লুপ্তদৃষ্টি জীবগণের-দিব্যজ্ঞানোন্মেষ রূপ প্রয়োজন সাধনার্থ সম্প্রতি উদিত হইয়াছেন, (ভাঃ ১।৩।৪৫) — এইরূপ বলা হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম—উভয়ই ভগবানের শাশ্বতী তনু। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত শ্রীভগবানে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত জীবের অনর্থ নিবৃত্তির অন্য কোন উপায়ই নাই দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সর্বলোকের মঙ্গলবিধানার্থ শ্রীমদ্ভাগবত নামক এই পারমহংসী-সংহিতা রচনা করিয়াছেন। ইহা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দে শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তাই এই শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময় অমল পুরাণ প্রকৃত কৃষ্ণানুরক্ত বৈষ্ণবগণের বড়ই প্রিয় গ্রন্থ। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য জ্ঞান কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ, সুপঠন ও বিচার করিতে করিতে জীবের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় এবং সেই ভক্ত্যুদয়ে জীব মায়া-বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবানে প্রেমসম্পৎ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণও তাই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণিরূপে স্বীকার করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থরত্নেই জীবের প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিই সেই পরমধর্ম্ম। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসার ভাগবতের বিধান। যিনি এই সচ্ছাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছামূলে কর্ম্মজ্ঞান-যোগপথ অবলম্বন করেন, তিনি প্রকৃত সুখ, সিদ্ধি ও পরাগতি লাভে চিরবঞ্চিত হন। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' এই ন্যায়ানুসারে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-শম্ভু-চতুঃসন-কপিল (দেবহূতি-নন্দন)-স্বায়ম্ভুবমনু-প্রহ্লাদ-জনক-ভীষ্ম-বলি-শুকদেব-যম-রাজাদি ভাগবত মহাজন যে ভক্তিপথ অনুসরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ মানবের সেই পথই অনুসরণীয়। শ্রুতি স্মৃতি ব্রহ্মজ্ঞ-ব্রাহ্মণগণের দুইটি চক্ষুস্বরূপ, একটি না মানিলে কাণা হইতে হয়, দুইটি না মানিলেই অন্ধত্ব আসিয়া পড়ে।

'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' এই সূত্রে শাস্ত্রকেই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্যই বেদ। 'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' অর্থাৎ আমি সেই উপনিষদ্ বা বেদান্তবেদ্য পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করি। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি-বাক্যে শ্রীভগবান্ অনন্ত অচিন্ত্য হইলেও শাস্ত্রৈক-জ্ঞানগম্য। সেই শাস্ত্র সদ্গুরুপাদাশ্রয়েই অনুশীলনীয়, তাহা হইলেই গুরুকৃপায় সেই শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ আত্মপ্রকাশ করিবেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—

> 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
> তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে ও তদভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পরাভক্তি বিদ্যমান, তাঁহারই সম্বন্ধে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

'যোহসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে'—এই শ্রীগোপাল-তাপনীশ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, যিনি সকল বেদে কীর্ত্তিত হন। 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' এই কঠবাক্যে বলা হইয়াছে—সকল বেদ যে বিষ্ণুর পরমপদের কথা বারবার বলিতেছেন। ঋগ্বেদের আচমনীয় মন্ত্রেও সেই বিষ্ণুর পরমপদকেই দিব্যসূরিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন বলা হইয়াছে। শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্' বাক্যে তাঁহার সকল বেদবেদ্যত্ব, বেদার্থনিশ্চায়কত্ব ও বেদজ্ঞত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া সর্ব্বগুহ্যতম 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু' এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' বাক্যে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

এইজন্য শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সচ্ছাস্ত্র-বাক্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বালকগণ শীতে জড়সড় হইয়া হিতাকাঙ্ক্ষী স্বজন বান্ধবগণের পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' প্রভৃতি বাক্যে যেমন অমনোযোগী হয়, তথাপি প্রকৃত স্বজন যেমন তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হন না, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যবাণীও নানাকৌশলে আমাদের

স্বরূপোদ্বোধনে যত্নশীল হইতেছেন। সকল সাত্বত শাস্ত্রেরই এক তাৎপর্য, সকলেই এক ভগবদারাধনারই উপদেশ করিতেছেন—

'শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥'

অর্থাৎ মাতৃস্বরূপা শ্রুতি জিজ্ঞাসিতা হইয়া আপনার আরাধনাবিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনী-স্বরূপা হইয়া উপদেশ করেন, পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর! আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বই একমাত্র জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব। সম্বন্ধবিচারে কৃষ্ণের সহিতই জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধ, অভিধেয়-বিচারে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, প্রয়োজন বিচারে কৃষ্ণে গাঢ় প্রীতি বা প্রেমই একমাত্র চরম প্রয়োজন। ইহাই শ্রীচৈতন্যবাণী তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠক পাঠিকা সকলেরই নিকট গললগ্নীকৃতবাসে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধানুশীলনে ধৈর্য্য স্থৈর্য্য গাঢ়-মনোভি-নিবেশের প্রার্থনা জানাইতেছি। মুদ্রাকর-প্রমাদ-জন্য অনেক সময়ে পাঠকগণকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কৃপাপূর্ব্বক নিজগুণে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। কোন বিষয়ে অর্থবোধ না হইলে বা তাহা বিপরীতার্থ-বোধক হইলে কৃপাপূর্ব্বক পত্রিকা অফিসে জানাইলে আমরা তাহার যথোপযুক্ত সমাধানে যত্নবান্ হইব।

ঐকান্তিক কে?

[শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী বি, এ]

একটীমাত্র অন্ত বা লক্ষ্য যাঁহার, তিনিই ঐকান্তিক। এক বা অদ্বিতীয় বস্তু শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠা বা সম্পূর্ণ নির্ভরতাই ঐকান্তিকা। অব্যভিচারিত্ব বা সতীত্ব ইহার নিত্য সহচর। শরণাগতি থাকিলে ঐকান্তিক বা এক-নিষ্ঠ হওয়া যায়। একনিষ্ঠ হওয়া বা সতী-সাধ্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা হইলে আর ইতর-বস্তুতে নিষ্ঠা থাকে না। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় জীব যতদিন ঐকান্তিক বা ভগবন্নিষ্ঠ না হইতে পারে, একের দিকে বা অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর দিকে গতিবিশিষ্ট না হয়, ততদিন জীব শান্ত হইতে পারে না। ঐকান্তিক হইবার উপদেশ সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ (২।৪১)

হে অর্জ্জুন! একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আশ্রয় করিবে অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইবে। অব্যবসায়িগণ অর্থাৎ বহির্ম্মুখ জনগণ নানাপ্রকার বুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য কামনাযুক্ত হইয়া দুঃখ পায়।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির কথা বলিতে গিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

সর্ব্বাভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিষয়িণ্যেব বুদ্ধি-রুৎকৃষ্টেত্যাহ—ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তুমশক্য-মেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু,

সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ; যদুক্তং—"ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি। ততোঽন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ—বহ্বিতি।

মদীয় শ্রীগুরুদেব আমাকে যে ভগবন্নাম ও ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণাদি ভগবৎসেবার কথা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমার সাধন, তাহাই আমার সাধ্য, তাহাই আমার জীবাতু। তাহাই আমার কাম্য, তাহাই আমার কার্য্য, এতদ্ব্যতীত আর আমার কোন কার্য্য নাই বা স্বপ্নেও অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। ভগবৎসেবা করিতে গিয়া আমার সুখই হউক বা দুঃখই হউক, সংসার নাশ হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি কিন্তু ভগবৎ-সেবা কখনই ছাড়িতে পারিব না। ইহারই নাম দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা বা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি। এইরূপ সদ্বুদ্ধি একমাত্র সদ্গুরু-চরণাশ্রিত গুরুনিষ্ঠ অকপট ভক্ত্যভিলাষীর পক্ষেই সম্ভব। ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্যত্র এইরূপ ঐকান্তিকতা সম্ভব নয়। সৎসঙ্গক্রমে ভগবৎকথায় রুচিপরায়ণ সজ্জনেরই এই সৌভাগ্য লাভ লইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম ঈশ্বর। তিনি সকলের একমাত্র রক্ষক, পালক, প্রভু, নিয়ামক ও আশ্রয়। আর সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠাই জীবের ধর্ম্ম, স্বভাব বা কৃত্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

একের প্রতি নিষ্ঠা না থাকিলে ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে 'দুই নৌকায় পা দেওয়ার' ন্যায় দুঃখ বা অশান্তিই লাভ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই কাম্য হয়। অসংযত ব্যক্তিগণ বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া পরবস্তুকে লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু তাহারা হতাশ হইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করে।

ভগবচ্চরণে শরণাগত ভক্তগণের চিত্ত অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবায় রত থাকায় তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎ-প্রপত্তিরূপ মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখকর কাম বা আশা থাকে না। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥" (ভাঃ ৮।৩।২০)

ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ ভগবল্লীলাদি কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহারা ভগবানের নিকটে জাগতিক কোন কিছু বাঞ্ছা করেন না।

একাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক, সুখী, নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা বহুর দিকে দৃষ্টি, সেখানেই ভয়, চিন্তা ও দুঃখ। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়- অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥"

উপাস্যবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। এক-নিষ্ঠার অভাব হইতেই বহ্বীশ্বরের প্রবর্ত্তন হয়। একজন সেবক যেমন বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক-ভক্ত কখনও বহ্বীশ্বরবাদের বা নানা চিন্তার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। এই অভিনিবেশই তাহাকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া

ঐকান্তিকতা হইতে ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে। বিষয়ের বহুত্ব-জ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয় বা উপাস্য—এই জ্ঞানের অভাবেই জীব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নানা কামনার বশবর্ত্তী হয় এবং নিজ নিজ কামনাপূর্ত্তির জন্য নানা দেবদেবীর উপাসনায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সাধুগুরুকৃপায় বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীব ঐকান্তিক হইবার সুযোগ পায়। সেকালে তাহার আর অন্য উপাসনা থাকে না। জড়কাম বা ইতর আশাই দুঃখের মূল। কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃই জীবের এই দুর্গতি।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥"

(চৈঃ চঃ)

ঐকান্তিকতা বা একনিষ্ঠার স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী কোন ভাবের আদর না করিয়া ভগবানই আমার সর্ব্বস্ব, ভগবানে আমার ষোল আনা অধিকার, তিনিই সকলের একমাত্র প্রীতির পাত্র ওন —ইহা দৃঢ়ভাবে জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। এজন্য ঐকান্তিক-ভক্ত অনুক্ষণ প্রভুসেবায় ব্যস্ত হন। তিনি সতত সেবাপরায়ণ থাকিয়া স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ভক্তগণকে বন্ধুজ্ঞান করিয়া থাকেন। সেখানে "মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ" এই বিচারই প্রবল।

কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলেই অশান্ত। যেখানে কৃষ্ণেতর বস্তুতে জীবের অনুরাগ বা রুচি দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্বীশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেন না। তবে তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য যত্ন করেন; কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ-চেষ্টার আদর করেন না।

নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতাই ভক্তি বা প্রীতির প্রাণ। ভজনে ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা ও সরলতা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা শাস্ত্রে ঐকান্তিকের এইরূপ লক্ষণ শুনিতে পাই—

"একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥"

(গরুড়পুরাণ)

একান্তভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত বলিয়াই সেই ভক্তগণ "একান্তী" নামে কথিত। তাঁহারাই ভগবদ্‌গতচিত্ত। এইরূপ একান্তী ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র বলেন—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তবিৎ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ বেদান্তবিৎ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন 'একান্তী' ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীতপনমিশ্রকে একান্ত হইয়া হরি-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন—

"শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"

(চৈঃ ভাঃ)

ভক্তকুলচূড়ামণি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"
(চৈঃ ভাঃ)

ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"সেই শুদ্ধভক্ত, যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তারে তোমার চরণ॥"
(চৈঃ চঃ)

যথার্থ বস্তু-জ্ঞান হইতেই সংসার তারণ হয়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবই বস্তু। মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ততোধিক বস্তু কিছুই নাই; আছে বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা বস্তুর মায়া মাত্র। তাহা বহুবিধ বস্তু-আকারে এই ব্রহ্মাণ্ডে পরিদৃশ্যমান্। তাহাদের অস্তিত্ব ভগবানে নাই। মায়িক বস্তুকে বাস্তব-বস্তুরূপে দর্শনকারী বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিগণ কখনও বৈকুণ্ঠ দর্শনে সমর্থ নহে। শ্রীভগবন্মায়া (deluding potency) ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুদ্-ব্যোমাত্মক চতুর্ব্বিংশতি জড় উপাদান লইয়া প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছে, রক্ষা করিতেছে ও ধ্বংস করিতেছে। এতৎ সমুদয় মায়িক-কার্য্যাবলীকে ক্ষুদ্র জৈব-চেতনায় বুঝিবার কোন সামর্থ্য বা যোগ্যতা জীবের নাই। তজ্জন্যই সে প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্তকার্য্যকে নিজকার্য্য-ভ্রমে আমি কর্ত্তা এইরূপ অভিমানে মত্ত হয়। —(গীঃ ৩।২৭)। সুতরাং জৈবকার্য্য পৃথক্ ও মায়ার কার্য্য পৃথক্। মায়ার কার্য্যকে জৈব কার্য্য বলিয়া ভ্রম করিতে নাই এবং জৈব-কার্যকেও মায়ার কার্য্য জ্ঞান করিতে নাই। জীব চিদাভাস, মায়া অন্ধকার। চিদাভাস-স্বরূপীয় জীব চিৎপরিবারভুক্ত, মায়া অচিৎ, অজ্ঞান ও বিজাতীয়।

মল-মূত্রাশয়ে বদ্ধজীবের সংসার খেলা। তাহাও আবার কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত। 'ক্বচিদ্বিভাতং ক্ব চ তৎ তিরোহিতম্'—(ভাঃ ৮।৩।৪)। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"—(গীঃ ২।২৮)। এই দৃশ্য-সংসার অতীব অসার ও অলীক। ইহাকে অপরাধী জীবের নির্য্যাতন-স্থানরূপেই সাধুগণ জানিয়াছেন। "এ সংসার সারহীন। তা'তে মজে অর্ব্বাচীন॥"—(শ্রীল প্রভুপাদ)। শ্রীহরি-সেবাবিমুখ জীবের জন্য এবম্বিধ সংসার নির্দ্ধারিত। শ্রীভগবানের মায়াশক্তিই সংসার-কারাকর্ত্রী। পরন্তু শ্রীহরি, শ্রীহরিধাম ও শ্রীহরিলীলা তদ্রূপ নহেন। তাহা নিত্য-সত্য-সনাতন। শ্রীহরিধাম ও শ্রীহরিলীলা আগমাপায়ী জগতের অপেক্ষমান নহেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" (গীঃ ৪।৬)

[আমি জন্ম-মৃত্যু-রহিত নিত্য বিগ্রহ এবং সমস্ত জীবের নিয়ামক হইয়াও নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বেচ্ছায় যোগমায়া বিস্তার-পূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত হই।]

শ্রীহরিধামের নির্ম্মল-চিন্ময়-শোভা সন্দর্শনের জন্য শ্রীভগবানের চিন্ময়-গুণমুগ্ধ সত্যকার প্রেমিক-ভক্তগণের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন। ভগবানের প্রেমিক-ভক্তই জগদ্গুরু বা শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেবই জীবের অজ্ঞান-তিমির-নাশকারী, চিন্ময়বিজ্ঞানদানকারী এবং শ্রীহরি ও শ্রীহরিধামের সেবায় অধিকার প্রদানকারী। শ্রীগুরুদেব বলিতে যেন আমরা ইন্দ্র, ব্রহ্মা, রাজা, মহারাজাদি কোন জৈব-পদবী-বিশেষকে বুঝিয়া না বসি। শ্রীগুরুতত্ত্ব বলিতে শুদ্ধ চেতনধর্ম্মের একটী বিশেষ অবস্থাকেই বুঝায়, যাহাতে অখণ্ড চৈতন্যময়-

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ দৃষ্ট, শ্রুত ও উপলব্ধ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ-সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিতে তাঁহাকে ভালবাসিবার প্রবৃত্তিতেই সমুদয় গুরুত্বের প্রকাশ। সাধুমুখে শ্রীভগবানের কথামৃত শ্রবণে লোভ হইতেই মাত্র জীবের মধ্যে উক্ত বিমল-প্রীতির উদয় হয়। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের কোটীজন্মের পুঞ্জীকৃত পুণ্যফলেও তাহা লভ্য নহেন। শ্রীভগবৎ-প্রীত্যনুশীলনমুখে যে তত্ত্বজ্ঞতার প্রকাশ তাহাই গুরুতত্ত্ব।

'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।'—চৈঃ চঃ

সচ্ছিষ্যের সেবোন্মুখ-হৃদয়ে সদ্গুরুপারম্পর্য্য আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। 'ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা'। শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-ভক্তি হইতেই জীবের সংসার তারণ হয়।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ১৭ই পৌষ (১৩৮৬), ২রা জানুয়ারী ১৯৮০ বুধবার হইতে ২১শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে পাঁচদিন ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্য-ধর্ম্মাধিকরণের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীতরুণকুমার বসু। চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন কালনা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট্। ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন—কাঁথি ও কাশী শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, কাল্‌না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, বেহালা (কলিকাতা) ও খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, রিষ্‌ড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'শাস্ত্র ও ধর্ম্ম মানিবার

প্রয়োজনীয়তা', 'ভক্তিই একমাত্র সাধন ও সাধ্য', 'শ্রীচৈতন্যদেবের দয়াই অমন্দোদয়া', 'বিশ্বশান্তি সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান' এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার শিক্ষাসার'।

১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী বুধবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ন-নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, বিশেষ শৃঙ্গার ও ভোগরাগ এবং সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বার্ষিক প্রকটতিথি-কৃত্য উদ্‌যাপিত হয়। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহ-গণের মহাভিষেক ও পূজা সম্পন্ন হয়।

২০ পৌষ, ৫ জানুয়ারী শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ বিবিধ বাদ্যাদি সংযোগে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শুভ-যাত্রা করতঃ সতীশ মুখার্জ্জি রোড, আশুতোষ রোড, হাজরা রোড, ডঃ শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগচী রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আনন্দপুরের ও মেচেদার ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গ-বাদক-সেবায় সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চম দিবসের ধর্ম্মসভার প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন—"সভার প্রারম্ভে এই মঠের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ বলেন,—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, তাঁহার অন্তর্দ্ধানে মঠ প্রাণশূন্য হয়েছে, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদের নিকট প্রতীত না হইলেও তাঁহার অধিষ্ঠান সর্ব্ব-ক্ষণ আছে এবং মঠ পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রাণবন্ত আছে, তাঁহার সেবকগণের মধ্যে অবস্থিত হ'য়ে পূর্ব্বের ন্যায়ই তিনি সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রছেন।" শ্রীজয়ন্তবাবুর এই অনুভূতির কথা শ্রবণ করিয়া সভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ 'ধন্য' 'ধন্য' শব্দে উল্লাস প্রকাশ করেন।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখামঠ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গত ৬ই পৌষ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ শনিবার পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব শ্রীবিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ-মহিমা-শংসন ও উৎসবে সমবেত ভক্ত নরনারীবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা, কালনা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, বনগ্রাম, হাঁস-খালি, কাঁচড়াপাড়া, পায়রাডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সমাগত চতুরাশ্রমের বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

৪ঠা পৌষ রাত্রে শ্রীজগন্নাথমন্দিরালিন্দে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীভাগবত পাঠ করেন।

৫ই পৌষ অপরাহ্ণে বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে এক বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ঐ শোভাযাত্রা ক্রমশঃ জগন্নাথ-মন্দির রোড, বিশ্বাস পাড়া রোড, ভাগীরথী ফেরী ঘাট রোড, উত্তর ঘোষ পাড়া মেন রোড, রায়বাহাদুর কালীচরণ দত্ত রোড, চৌমাথা প্রভৃতি অতিক্রম করতঃ কাঁঠালপুলী ব্রাঞ্চ রোড ধরিয়া ঐ কাঁঠালপুলী মেন রোডের পার্শ্বস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করেন। তথায় শ্রীমহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের সমাধি ও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমন্দির

প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উক্ত শোভাযাত্রা ক্রমে চাকদহ বাজারের দিকে চলেন, অতঃপর নেতাজী সুভাষ রোড. সুভাষ নগর, কলেজ রো, ৩ পল্লীর নূতন গ্রাম মেন রোড, কাজি মহম্মদ রোড প্রভৃতি হইয়া শোভাযাত্রা যশড়া ব্রাঞ্চ রোডে যখন পড়েন, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ, এই সময়ে ব্রহ্মচারী শ্রীগোলোকনাথ একটি হ্যাজাকের ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যা প্রায় ৬ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরালিন্দে সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন।

৬ই পৌষ প্রভাতে মঙ্গলরাত্রিক, কীর্ত্তন, পাঠাদি হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মন্দির মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদির ব্যবস্থা করেন। এদিকে মন্দির প্রাঙ্গণে বিরহ-গীতি কীর্ত্তন এবং শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের ভাষণ হইতে থাকে। মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ সম্মান করেন। রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দান করেন।

দক্ষিণকলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে অধ্যক্ষ আচার্যাদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকবৃন্দ উৎসবের পক্ষকাল পূর্ব্বে যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আগমন করতঃ তথা হইতে বনগ্রাম, পায়রাডাঙ্গা, রাণাঘাট, সোমড়াবাজার প্রভৃতি কতিপয় স্থানে গমন পূর্ব্বক তত্তৎস্থানস্থ ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনগণের গৃহে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের জন্য সেবানুকূল্য সংগ্রহ করেন।

উক্ত কলিকাতাস্থ শ্রীমঠ হইতে শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী (বি-কম), শ্রীতীর্থপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা-মোহন দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দও যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক বিভিন্ন সেবাকার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করতঃ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর কৃপাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের সেবাকার্য্যাদি পরিচালক শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী (শ্রীনীরদ বরণ বনচারী) এবং শ্রীগৌর-হরি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরোত্তম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীমন্দিরের সেবকবৃন্দও উৎসবের বিভিন্ন সেবাকার্য্য সম্পাদনে অহর্নিশ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। স্থানীয় ভক্তসজ্জন ও মহিলাবৃন্দেরও নানাভাবে সেবোদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীজগন্নাথ যে সর্ব্বজগতের নাথ, তাঁহার সেবাই ত' মনুষ্য মাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো
দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তিত শাস্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র, কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য দেবতা। কৃষ্ণের নামসমূহই একমাত্র জপ্য মন্ত্র এবং সেই কৃষ্ণের সেবাই জীবের একমাত্র করণীয় কর্ম্ম।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে 'বাপ'।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

(চৈঃ ভাঃ)

সুতরাং তাঁহার সেবায় জীবমাত্রেরই অযাচিতভাবে যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৭ই পৌষ বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় উৎসবটি নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। ভক্তবর পাঁচুঠাকুর মহাশয় (শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়), তদীয় ভ্রাতা শ্রীসুবোধ বাবু ও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ গোস্বামী প্রমুখ স্থানীয় সজ্জনগণ উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীগুরুসেবাদর্শ

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ম্মফলবাধ্য সাধারণ জীবের ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন-তত্ত্ব নহেন। শুদ্ধভক্ত সচ্ছিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট-লীলাকালেও তাঁহার নিত্য প্রাকট্য অনুভব করতঃ তদীয় প্রকটকালোচিত যাবতীয় সেবা অনুরাগভরে সম্পাদন করিয়া থাকেন। "চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই"। তাঁহার সহিত কেবল আমাদের একজন্মের মাত্র সম্বন্ধ নহে, তিনি আমাদের অনন্ত জন্মের প্রভু। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। তথাপি গুরুদেবতাত্মা সচ্ছিষ্য তাঁহার সর্ব্বার্থসাধক শরীর—মমতাস্পদ যাবতীয় অর্থ ও অহন্তাস্পদ আত্মা শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুনিষ্কৃত বা গুরু ঋণ শোধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমান্ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সেবক শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালে তদীয় শ্রীঅঙ্গের বহুবিধ পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেবের অন্তর্দ্ধানে অত্যন্ত বেদনা-বিহ্বল হৃদয়ে তিনি অদ্যাপি শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালোচিত যাবতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক গুরুগত প্রাণতার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি কলিকাতা মঠস্থিত শ্রীগুরুদেবের শয়নকক্ষ ও তৎসম্মুখস্থিত আসনঘর অর্থাৎ যেখানে বসিয়া গুরুদেব শুশ্রূষু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা বলিতেন, সেই কক্ষদ্বয় তাঁহার যাবতীয় সেবোপকরণের সহিত সুসজ্জিত রাখিয়া মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত যাবতীয় শিষ্যগণের এবং তদীয় গুণমুগ্ধ সজ্জনগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইতেছেন। গত উত্থান-একাদশী দিবস শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবতিথি-পূজাবাসরে তাঁহারই সেবাগ্রহে তদীয় সতীর্থবর শ্রীমান্ গোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে ও প্রযত্নে একটি সুন্দর সিংহাসন সংগৃহীত হইয়াছে। এই সিংহাসনটি আসনঘরে সংরক্ষিত করতঃ বিভিন্ন ভক্তের অর্থদ্বারা সংগৃহীত শ্রীগুরুদেবের বৃহৎ একটি তৈলচিত্র তন্মধ্যে সংস্থাপন করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল দাস তাঁহার সর্ব্বকালোচিত সেবা কায়মনঃ প্রাণে সম্পাদন করিয়া সকল শিষ্য ও তদ্‌গুণানুরাগী সজ্জনবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। পূজ্যপাদ মহারাজের যাবতীয় ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য তিনি একটি সুন্দর আলমারীরও ব্যবস্থা করাইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা পরমা ভক্তিমতী শ্রীমতী মন্দিরা দেবী এই আলমারীর ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। আলমারী, সিংহাসন ও তৈলচিত্রটি গত ঝুলনযাত্রা উৎসবের সময়ই সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য এইরূপ অর্থানুকূল্য দ্বারাই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। ভক্তপ্রেমবশ্য ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ 'মদ্‌ভক্তপূজাভ্যধিকা'—আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়, ইহা নিজ মুখে কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত পূজার প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য শাস্ত্রে মহাজনগণ বলিয়াছেন—

> 'ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
> ভক্ত-ভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল॥
> এই তিন সাধন হইতে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
> পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥'

শ্রীগুরুদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ—শ্রীভগবানের অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ। তাঁহার শুশ্রূষা দ্বারা শ্রীভগবান্ যে-প্রকার প্রীত হন, বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলেও তিনি তাদৃশ প্রীত হন না। শ্রীগুরুসেবাই মন্ত্রের প্রধান পুরশ্চরণ। শ্রীগুরুপ্রসাদ হইতেই ভগবৎপ্রসাদ লভ্য হয়। শ্রীগুরুদেবের মহামূল্য উপদেশ-বাণী শ্রবণকীর্ত্তন-মুখে পূজায়ও বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

Regd. No. WB/SC-35 SREE CHAITANYA BANI.

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৭০
(২) শরণাগতি — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত — ,, .৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, .৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, .৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, .৮০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধাই) ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ঐ ,, ১.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ৭.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১.৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — ,, ৩.০০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬